৬১৫

[ব]াঙ্গালা গোলেস্তাঁ।

—————:*****:—————

রাজবালারগুপ্তকথা, বিপুলাবিলাপ, দণ্ডীবিলাপ-
গীতাভিনয়, অপূর্ব্ব-প্রণয়-প্রতিমা, গোলেহরমুজ্
বা জলন্ত-সতী-প্রতিমা, ষষ্ঠীবাঁটা, প্রহসন
প্রভৃতি পুস্তকের
প্রণেতা

কলিকাতা ;—৪৯ নং দর্জ্জীপাড়া ষ্ট্রীট্ নিবাসী

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক
অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ;

১ নং নিমুগোস্বামীর লেন, দাক্ষায়ণী যন্ত্রে
শ্রীমাখনলাল ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০২

ভুমিকা।

আমি বাল্যকালে যখন এই পুস্তকোদ্যানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, তখন ইহার নীতি-কুসুম-সৌরভে আকুল হইয়া স্বীয় মনঃক্ষেত্রে এই আশা বীজ বপন করিয়াছিলাম যে, এই অমূল্য রত্ন স্বরূপ গোলেস্তা গ্রন্থ খানি পারস্য ভাষা হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া সাধারণের চিত্তরঞ্জন করিব, কিন্তু দৈহিক মানসিক ও সাংসারিক কষ্টে মনোরথ সফল করিতে পারিনাই। অধুনা অনেক পরিশ্রম সহকারে অনুবাদ করিলাম। ইহাতে অনেক আরব্য ভাষার শ্লোক ও পারস্য ভাষার কবিতা দৃষ্টান্তচ্ছলে লিখিত আছে, কিন্তু আমি শব্দানুসারে তাহার অনুবাদ করিলাম না। কারণ বঙ্গ ভাষায় গদ্য রচনার মধ্যে পদ্য ও শ্লোক লিখিত হইলে, বঙ্গ ভাষার অর্দ্ধ ভঙ্গ হইয়া রস ভঙ্গ হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কায় আমি এই পুস্তকের গল্পের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সরল ভাষায় অনুবাদ করিলাম, পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা! কাপ্তেন্ গ্ল্যাড্উইন্ সাহেবের কৃত ইংরাজী পুস্তক হইতে ও ভাব গ্রহণ করিয়াছি। ইহাতে যে আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারিলাম না, তবে এই মাত্র ভরসা যে, মহাত্মা সেখ্ সাদীর রচিত গ্রন্থ হইতে যখন অনুবাদ হইয়াছে, তখন ইহা অবশ্যই উৎকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সহৃদয় পাঠকগণ! আমার যত্নের রত্নকে অযত্ন করিবেন না। আপনাদের কিঞ্চিৎ মাত্র ও সন্তোষ লাভ হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি সন ১৩০২ সাল ১৪ ভাদ্র।

কলিকাতা।
মজ্জীপাড়া

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

উপহার।

বিদ্যাদি সদ্‌গুণ সম্পন্ন ভক্তি ভাজন পরম পুজনীয়
শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ দেব
মহাশয় শ্রীচরণেষু।

মহাত্মন!

প্রভাকর উদয় মাত্রেই যেমন তাঁহার প্রভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি আপনার শ্রীচরণ দর্শন মাত্রেই মহাগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনার কর কমলে অর্পণ করিলাম। সৌরভ বিহীন কুসুমের কেহ সমাদর করেনা, আমার এ কুসুমো-দ্যানের কাব্য কুসুম ও সেইরূপ। মাদৃশ সামান্য জন অনু-বাদিত এই বাঙ্গালা গোলেস্তাঁ উপহার ভবাদৃশ ব্যক্তির নিতান্তই অনুপযুক্ত বটে, কিন্তু ভক্তি মিশ্রিত গরল উপহার ও সুধা বলিয়া গৃহীত হয় এই মাত্র ভরসা।

বিনয়াবনত।
শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

সটীক সানুবাদ—

জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধিঃ।

———***———

ইহাতে মেষাদিরাশিকথন, রাশিপর্য্যায়, সংজ্ঞা, পুণ্যাদি, দ্বিপদচতুষ্পদ রাশি, কীট সরীসৃপাদিরাশি, গ্রাম্যঅরণ্যাদি রাশি, জলজ রাশি, ইত্যাদি রাশি নির্ণয়, রাশিগণেরস্থানবল ও বলাবলবিভাগ, পত্যাদি যোগদ্বারা রাশির বলাবল হ্রস্বতাদিসংজ্ঞা, অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, বশ্যাবশ্য, জাতি ও বর্ণ ইত্যাদি নির্ণয়। নবগ্রহের সংজ্ঞা, গ্রহের বিশেষ সংজ্ঞা, জাতি, ধাতু, স্নানাদিজ্ঞান, নৃপাদিজ্ঞান গ্রহদিগের শত্রু, মিত্র ও অরি মিত্রাদি কথন, রাহু কেতুর মিত্রাদি, গ্রহদিগের ঋতুবল, চন্দ্রবল, বলবিশেষ কথন, মূলত্রিকোণ, ত্রিকোণাংশ, তুঙ্গাদি, গ্রহ ও রাহু কেতুর দৃষ্টি কথন, গণ, অধোমুখ ও উর্দ্ধমুখ ও পার্শ্বমুখগণ, তারাশুদ্ধি, দিবসে ও রাত্রিতে পঞ্চদশ নক্ষত্রমূহুর্ত্ত, নক্ষত্রমূহুর্ত্তফল, নক্ষত্রের স্ত্রী, পুরুষ ও শুভাশুভনির্ণয়। যোগ, তিথি বার, করণ, বিষ্টিভদ্রাদি ফল নির্ণয়। গণ্ড যোগ, যামিত্রবেদ, যুতবেদ, সপ্তশলাকাবেধ, যাত্রা ও ফলাফল, গোধুলি যোগ, গোধুলি প্রশংসা ও নিন্দা, যোটক বিচার, রাজ যোটক, অরিষড়ষ্টক, মিত্রষড়ষ্টকাদি ফল বিবাহ অয়নাদি ও কালাদিশুদ্ধি, নবগ্রহের অষ্টবর্গ ও শুদ্ধিফল, মাসদগ্ধা, চন্দ্রদগ্ধা ও ত্র্যহস্পর্শাদি ফল, বিবাহ, দ্বিরাগমন, গর্ব্ভাধান, পুংসবন, পঞ্চামৃত ইত্যাদি কথন। জাতক প্রকরণ, লগ্ন, গণ, রাশি, যোগ, অরিষ্ট, গ্রহদিগের মাতৃ পিতৃ রিষ্ট, পতাকি চক্রাদি শুভাশুভ ফল নির্ণয়। ইত্যাদি।

চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণাদিনির্ণয়, যাত্রাদিনির্ণয়, যোগকথন, ঔষধকরণ ও সেবন, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্পাদি নির্ণয় এবংতাহার শুভাশুভ ফলগননা, অম্বুবাচি ও অম্বুবাচিতে নিষিদ্ধাদি কথন, যুগাদ্যা, অক্ষয়া, পুণ্যতরা, মন্বন্তরা, অর্দ্ধোদয়, ব্যতীপাত, চূড়ামণি; নারায়ণী, বারুণী, মহামহাবারুণী, বুধাষ্টমী, দশহরা ইত্যাদি যোগ কথন ও স্নান দানাদি ফল কথন। প্রশ্নগণনা, নষ্ট দ্রব্য ও অপহৃতদ্রব্যগণনা, ত্রিপুষ্করদোষ ও তাহার শান্তি কথন ইত্যাদি ফলকথা জ্যোতিষ শাস্ত্রের জ্ঞাতব্য যে কোন বিষয় আছে তৎসমুহ বিষয় মূলসংস্কৃত, গোবিন্দানন্দ কৃত টীকা এবং সরল বঙ্গানুবাদ সহিত লিখিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে তাহার শতাংশের একঅংশ ও প্রকাশ করাযায় না

ইহার সূচীপত্রতেই পুস্তকের বড় সাইজের বারপৃষ্ঠাপূর্ণ হইয়াছে। ইহাতেই বুঝুন কত বিষয় আছে।

মূল কথা জ্যোতিষ শাস্ত্রের শুদ্ধিদীপীকা, জ্যোতিষ সার, জ্যোতিষতত্ত্ব জ্যোতিষ প্রকাশ, জ্যোতিষরত্ন সংকৃত্যমুক্তাবলী, জাতকাভরণ, জাতক চন্দ্রিকা, খনা, বরাহমিহির, ভীষ্মপরাক্রম, কৃত্যচিন্তামণি, পরাশর, পারস্কর, রত্নমালা, সারসংগ্রহ, রাজমার্ত্তণ্ড ভোজদেব, প্রভাকরভট্ট, স্বরোদয়, বৃহদ্রাজমার্ত্তণ্ড, দেবল, ভৃগু কৌশিক, মাণ্ডব্য, বরাহ, ভোজরাজ, বিদ্যাধরী বিলাস, বশিষ্ঠঃ পারাশরী, বৃহৎসংহিতা, ইত্যাদি শতাধিক টাকা মূল্যের জ্যোতিষগ্রন্থ পাঠ করিয়া যে ফল হইবে। একমাত্র জ্যোতিষতত্ত্ব-বারিধি পাঠে তাহার অতিরিক্ত ফল লাভের সম্ভাবনা তাহাতে সন্দেহ নাই। ইত্যাদি।

মূল্যাদিনিরূপণ।

আপনারাই বিবেচনা করুন যে গ্রন্থে শতাধিক মূল্যবান্ গ্রন্থের কার্য্য সমাধা হইবেক সে গ্রন্থের কিরূপ অধিক মূল্য হওয়া সম্ভব। মূল্য ৫২৲ টাকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধারণে লইবার জন্য এই প্রকাণ্ড ৫১৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থের মূল্য ৬৲ টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইয়াছে।

বিশেষ সুবিধা। শিক্ষার্থী গণে লইলে অর্দ্ধ মূল্য ৩৲ টাকা।

সানুবাদ বৃহৎ জাতকচন্দ্রিকা জ্যোতিষ।

সাধারণতঃ বালক বালিকাগণের কোষ্ঠী দেখাইতে হইলে সকলস্থানে পয়সা দিয়াও সুযোগ্য লোক পাওয়া যায় না। এবং এমন কোন পুস্তক ও প্রকাশ হয়নাই, যদ্দ্বারা নিজে আপনাপন পুত্র কন্যার জন্মলগ্ন নিরাকরণ করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করেন, সেই অভাবপূরণমানসে বহু অনুসন্ধানে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এই বৃহৎ জাতকচন্দ্রিকা খানি প্রকাশ করিলাম। ইহা দৃষ্টে জাতলগ্নের রাশি, গণ, বর্ণ, দশা, অন্তর্দ্দশা, রিষ্টি, গণ্ডবিচার, নক্ষত্র, যোগ, গ্রহদিগের গোচর দৃষ্টি ও রিষ্টিফল সঞ্চার, ও দৃষ্টিগতফলনির্ণয় নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার ও বিবিধ চক্রাদিসমূহ ইত্যাদি অসংখ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ, এমন কি পুস্তকে যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, বিজ্ঞাপনে তাহার শতাংশের একঅংশ ও প্রকাশ করা যায় না।

পুস্তকের আয়তন বড় আকারে ৪০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ৩৲ টাকা সুলভ মূল্য ২৲ দুই টাকা।

কলিকাতা ;—১ নং গরাণহাটাষ্ট্রীট দাক্ষায়ণী পুস্তকালয়।

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ।

অনুক্রমণিকা।

সিরাজ-বাসী মসলীউদ্দীন সেখ সাদির ঈশ্বর আরাধনা।

অর্থাৎ গ্রন্থ রচনার অগ্রে গ্রন্থ সমাপন মানসে পরম দয়ালু জগদীশ্বরের প্রশংসা।

হে মন মহারাধ্য তেজোময় পরম ব্রহ্মের দিবানিশি ধন্যবাদ কর। কারণ জীবের মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইবার প্রধান উপায় তাঁহার উপাসনা করা। অতএব তাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্চনা করিলে এবং তাঁহার নিকট কায়মনে কৃতজ্ঞতা, অর্পণ করিলে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে। আহা! ভগবানের কি অদ্ভুত কার্য্য, কেন না যখন প্রতি-নিশ্বাসে জীবের জীবন-ধারণ হইতেছে, এবং ইহার বহনে জীবের দেহ প্রফুল্ল করিতেছে, ইহাতেই তাঁহার অসীম মহিমা প্রকাশ পাইতেছে। কারণ এই নিশ্বাস অধঃ-পতনে জীবের আয়ুর্বৃদ্ধি হয় এবং ঊর্দ্ধগমনে শরীরকে স্নিগ্ধ করে। যখন সামান্য নিশ্বাসেতেই এতাদৃশ অদ্ভুত গুণ অবলক্ষিত হইতেছে, তখন যে বাহুতে এবং রসনাতে তাঁহার আশ্চর্য্য গুণের প্রশংসা প্রকাশিত হইবে ইহা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

হে আদিপুরুষের সন্তানগণ! সেই পরম ব্রহ্মের অসীম মহিমা অহরহ কীর্ত্তন কর। কারণ ভগবানের উক্তি আছে, জীবের প্রধান কার্য্য স্বর্গের বিচারালয়ে পাপজনিত ক্ষমা-প্রার্থনা এবং স্বীয় লঘুতা ও ক্ষীণতার সর্ব্বদা স্বীকার। তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে অতি অল্প লোকেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ এপর্য্যন্ত কোন সাধক ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণরূপে সাধনা করিতে সক্ষম হন নাই, তথাপি তাঁহার অসীম মহিমা-বারি সর্ব্বত্র বর্ষণ হইতেছে এবং সকল স্থানকেই সিক্ত করিতেছে. আর তাঁহার নামের তেজঃ সমীপে বা অন্তরে প্রভাকরের প্রভার ন্যায় ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ করিতেছে। তিনি জীবগণের গুরুতর পাতক সকলের পরিত্রাণের নিমিত্ত জ্ঞান এবং বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, কাহাকেও ইহা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। আহা নিরঞ্জনের কি অসীম দয়া জীবগণের ভূরি ভূরি দুরাচরিত অপরাধ সত্ত্বে প্রাত্যহিক আহার যোগাইতে ক্ষান্ত হন না।

হে পরম কারুণিক ভগবন্! যখন তুমি তোমার গোপনীয় ভাণ্ডার হইতে ঈশ্বরদ্রোহিগণকে এবং নাস্তিকরূপ রাক্ষসগণকে আহার প্রদান করিতেছ, তখন তুমি ত্বদীয় ভক্তগণকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পার। হে করুণাসিন্ধু! দীনবন্ধু! যখন তুমি ত্বদীয় বিপক্ষকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রক্ষা করিতেছ, তখন ত্বদীয় ভক্তগণের প্রতি তোমার কৃপাবারি কেনই বা বর্ষণ না হইবে।

আহামরি সেই পরম দয়ালু বিভু পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষচারা সকলকে লালন পালন করিবার নিমিত্ত তাঁহার রাজগৃহাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করেন অর্থাৎ বসন্তকালীন মেঘ এবং স্নিগ্ধ বায়ুকে প্রেরণ করেন, যদ্দ্বারা বৃক্ষ সকলের নব নব শাখা পল্লবাদি নির্গত হইয়া নানা রঙ্গের পুষ্পমালার ন্যায় শোভিত হইতে থাকে। আহা সেই সর্ব্বশক্তিমানের কি অদ্ভুত ক্ষমতা, যাঁহার কৃপায় অতি ক্ষুদ্র ইক্ষু বৃক্ষেরও রসাস্বাদন মধুরতায় পরিপূর্ণ, এবং খর্জ্জুর ফলের সামান্য শস্য হইতে দীর্ঘ তরুবর উৎপন্ন হয়। তাঁহার আদেশানুসারে বরুণ, পবন, দিবাকর, নিশাকর, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয় স্বভাব পরিচালনে ব্যস্ত থাকে। হে মানবগণ! ইহা তোমাদের অজ্ঞাত নয় যে, তাঁহার কৃপাবিহনে তোমরা আহার ও উপার্জ্জন করিতে কিম্বা ভজনা করিতে পার না। অতএব মনোযোগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ এবম্বিধ কার্য্য কর যাহাতে তাঁহার দয়া পরিবর্দ্ধিত হয়।

হে প্রভু দয়াময়! তোমার আদেশে চন্দ্র-সূর্য্য ও গ্রহগণ দিবানিশি তোমারি আজ্ঞাবহ হইয়া গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছে। বোধ হয় যেন কি প্রকারে তোমায় সন্তোষ করিবে, স্থির করিতে না পারিয়াই এইরূপ করিতেছে। যাহা হউক জীবের পক্ষে একটী প্রাচীন উক্তি আছে এবং জ্ঞানীলোকেরাও বলিয়া থাকেন, জীবিতাবস্থা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। অতএব এ অবস্থাতে সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া করা মানবজাতির মহৎ কার্য্য, যদ্দ্বারা ভগবান্ সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা অস্মদাদির উৎকৃষ্টতম কার্য্য, ইহা নিশ্চয় জানিও।

মহম্মদের গুণানুবাদ।

মহম্মদ মস্তফার উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হউক।

মহম্মদ মস্তফা পরমার্থ উপাসক। ইনি মাহামান্য, ক্ষমতাশীল, ভবি-

ব্যবস্থা, দয়াবান, সদাশয়,প্রতাপশালী, গুণবিশিষ্ট, নিষ্ঠান্তঃকরণ, জগৎ বিশ্বাসের প্রাচীর-স্বরূপ। স্বয়ং চিন্তামণি যাহার রক্ষক, তিনি কেন চিন্তাজালে আবদ্ধ হইবেন এবং নূপেগম্বর যাঁহার কর্ণধার; তিনি কেন সিন্ধুতরঙ্গে আতঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন। আহা দয়াবান মহম্মদের নির্ম্মল চরিত্র এবং সদ্‌গুণে তাঁহাকে উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে অন্ধকারকে বিনষ্ট করিয়াছে। তাঁহার উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল অদ্যাবধি চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। অতএব প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার এবং তাঁহার বংশের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রদত্ত হয়।

ধর্ম্মসাধন বিষয়ে সেখ সাদির দুইটী উপদেশ।

প্রথম উপদেশ। যদি কোন পাপী ব্যক্তি স্বীয় অপরাধ বিষয় বুঝিতে পারিয়া, ধর্ম্মবিচারে ক্ষমা লাভ করিবার মানসে শোকাতুর হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক ঈশ্বরকে ডাকিতে থাকেন, ঐ তেজোময় সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্ম প্রথমে তাহা অগ্রাহ্য করেন, অর্থাৎ তাহা শ্রবণ করেন না। সে পুনঃ পুনঃ অতি কাতরে যত রোদন করিতে থাকে, ততই ঈশ্বর কর্তৃক তাড়িত হয়। কিন্তু যখন সে নিষ্কপটে তাঁহাকে চিন্তা করে এবং প্রার্থনা করিতে থাকে, তখন সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবান তাঁহার স্বর্গীয় দূতগণকে বলেন আমি ব্যতীত আমার এদাসের আর কেহ নাই। এই নিমিত্ত আমি উহার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া উহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলাম এবং উহার সকল পাপের শান্তি করিলাম। কারণ আমার প্রার্থনাশীল ভৃত্যের কাতরোক্তি ও মিনতিতে আমি অতিশয় লজ্জিত হইয়াছি। পরম ব্রহ্মের কি অসীম দয়া এবং কি চমৎকার কৃপা। তাঁহার ভৃত্য পাপ করিয়াছে, ইহাতে তিনি লজ্জিত হইয়া অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

দ্বিতীয় উপদেশ। যে সকল সাধু ব্যক্তিরা ভগবানের উদ্দেশে গৌরবান্বিত দেবালয়ে নিয়ত বাস করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা ও প্রার্থনা করেন এবং বিনয় পূর্ব্বক সেই দয়াময়কে বলেন, তুমি যেরূপ পরমারাধ্য আমরা তথোচিত কিছুই করিতে পারি না। ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং উহাদের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করেন। তাঁহার অদ্ভুত সৌন্দর্য্যবর্ণনেচ্ছায় ভগবানকে এই বলিয়া স্তব করেন যে, তুমি নিরা-

কার, তোমাকে জানা যেরূপ আমাদিগের কর্ত্তব্য তদ্রূপ আমরা জানিতে পারি না।

যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের গুণ বর্ণনার্থে আমাকে অনুরোধ করেন, আমি তাহাতে কোন প্রকারে স্বীকৃত হইতে পারি না। কারণ আমি নিজে অনভিজ্ঞ হইয়া তাঁহার অসীম গুণ কি প্রকারে বর্ণনা করিতে পারি? কারণ তিনি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। যেমন প্রেয়সীর দ্বারা কোন প্রেমিক হত হইলে ঐ মৃত দেহ হইতে কোন স্বর নির্গত হয় না, তদ্রূপ ঈশ্বরের গুণ বর্ণনায় আমারও সেইরূপ হয়। ইহার উদাহরণ এই :—

কোন সময়ে এক সাধু ব্যক্তি ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দৃঢ়তর ধ্যানে ও চিন্তার ক্রোড়ে মস্তক অবনত করিয়া অপ্রমেয় আরাধনা সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। যখন তিনি এতদবস্থা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সঙ্গিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, হে বন্ধু! আমাদের সমীপে এই ধর্ম্মারণ্য হইতে কি অদ্ভুত উপঢৌকন আনয়ন করিলে, যাহা তুমি এইমাত্র উন্মাদচিত্তে ধ্যানে দর্শন করিতেছিলে। তিনি উত্তর করিলেন, আমার অভিপ্রায় ছিল যে, আমি যখন ঐ ধর্ম্মারণ্যের গোলাপ কুসুম তরুবরের নিকটে উপস্থিত হইব, তখন ইহার কুসুম সকল চয়ন করিয়া কুসুমাধার পরিপূর্ণ করিয়া বন্ধুগণকে উপঢৌকন দিব। কিন্তু আমি যখন উক্ত স্থানে পৌছিলাম, উহার কুসুমের সৌরভাঘ্রাণে এমন বিহ্বল হইয়া হতজ্ঞান হইলাম যে, আমার হস্ত হইতে ঐ পুষ্পাধারটী পতিত হইল, এই হেতু তোমাদিগের ঐ উপঢৌকন প্রদানে নৈরাশ হইলাম। অতএব আমি বলি যে আমরা সকলে ধর্ম্মারণ্যের বিহঙ্গমের স্বরূপ।তজ্জন্য প্রজাপতির নিকট আমাদিগের প্রেম শিক্ষা করা উচিত। কারণ প্রজাপতিরা প্রেমাকাঙ্ক্ষায় অক্লেশে অনেকে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই হেতু ইচ্ছা করি আমাদিগের মনো-বিহঙ্গম যেন ধর্ম্মপ্রেমে আসক্ত হইয়া ধর্ম্মের-জ্যোতিতে প্রাণ ত্যাগ করে। কিন্তু ধর্ম্ম উপাসনায় যাহারা প্রতারণা করে তাহারাই অজ্ঞ।

যাহারা সেই সর্ব্বশক্তিমান ভগবানকে জানিয়াছেন তাহাদিগের বাহ্যিকজ্ঞান ও বুদ্ধি এমত জড় হইয়াগিয়াছে যে, তাহা অনুমান করিয়া কেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। হে দয়াময় ভগবান্! তুমি কল্পনাতীত

ও বর্ণনাতীত আমি সর্ব্বদা শ্রবণ করি যে তুমি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি-কর্ত্তা তোমার আদি অন্ত অথবা গুণ কে বর্ণিতে পারে। তুমি অনাদি ও অশেষগুণ সম্পন্ন তেজোময় ব্রহ্ম।

সেখ সাদির স্বদেশাধিপতির প্রশংসা।

ইসলে মিসম দেশীয় অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ সম্রাটের উপর ভগবান যেন আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার রাজত্ব যেন চিরস্থায়ি করেন।

সেখ সাদির এই গ্রন্থ এমত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে তিনি সকসাধারণের মুখনিঃসৃত সুখগতি লাভ করিয়াছেন এবং তাহার রচনার সৌরভ সমস্ত পৃথিবীর উপরিভাগে মরুতের ন্যায় বিস্তৃত হইয়াছে তাঁহার হিতোপদেশ সন্নিবেশিত লেখনী অমৃত বোধে সর্ব্ব সাধারণে পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন এবং তাহার রচনার এত বাহুল্যরূপে প্রশংসা করিয়াছেন যেন তাঁহার রচনা সকল মুদ্রার হুণ্ডীর ন্যায় বহু-মুল্য বোধ হইত। সেখ সাদির বিদ্যার সৌরভ ও সদ্বক্তৃতা সমুহ তদ্দেশীয় রাজার দ্বারা আরও অধিকতর প্রচার হইয়াছে তজ্জন্য সেখ সাদি কৃতজ্ঞতার সহিত ঐ রাজার গুণানুবাদ করিতেছেন।

জঙ্গীর তনয় পৃথিবীপতি জগদ্বিখ্যাত সনন্দন ভুপালের প্রতিনিধি অতি বিশ্বাসী পরাক্রমশালী রাজাধিরাজ মহা বিখ্যাত আতাবক মোজা-ফর উদ্দীন আবুবেকর সাধ যিনি ভুমণ্ডলে ভগবানের প্রতিবিম্ব স্বরূপ তাঁহার প্রশংসা কর। সাদি তৎপরে ভগবানের স্তব করিয়া আরও বলেন, হে জগৎপিতঃ! তুমি অস্মদ্দেশীয় ভুপালের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, কারণ ইনি আমার প্রতি যথেষ্ট কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন, উঁহার বিশেষ অনুরোধ, স্নেহ এবং যত্নের দ্বারা সকল লোকে আমার এই গ্রন্থ রচনায় তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। কেন না মানবজাতিরা রাজ বিবেচনাকে অভ্রান্ত মনে করিয়া আগুগ্রহণ করেন। এই হেতু সকলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এ সামান্য রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং এত বাহুল্যরূপে ইহার গুণকীর্ত্তন করেন, যেন আমার এই রচিত রচনা প্রভাকর অপেক্ষা অধিকতর প্রভা প্রকাশ করে। আর ইহার রচনাতে যদিও কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, ভুপালের অনুরোধে তাহা দোষ বলিয়া পরি গণিত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ণন করিতেছি।

এক দিবস এক স্নানাগারে স্নান করিতেছি, এমন সময় এক প্রিয়-বন্ধুর হস্ত হইতে এক খণ্ড সৌরভান্বিত মৃত্তিকা আমার সমীপে আসিয়া পড়িল। তদ্দ্বারা, সমুদায় স্থান সৌরভে আকুল হইল। আমি তখন আশ্চর্য্য হইয়া, ঐ মৃত্তিকা খণ্ডকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলাম, তুমি কি মধুমিশ্রিত কৃত্রিম মৃগনাভি কস্তুরা? আমি ত্বদীয় সৌরভাঘ্রাণে মোহিত হইয়াছি। মৃত্তিকা লোষ্ট্র উত্তর করিল, না মহাশয় আমি অতি অপকৃষ্ট এক খণ্ড কর্দ্দম মাত্র। কিন্তু এক সময়ে গোলাপ-কুসুমের সঙ্গে সহবাস করাতে আমার বন্ধুর গুণ আমাতে বর্ত্তিয়াছে; নতুবা আমি সেই প্রকৃত মৃত্তিকাই আছি, কেবল মাত্র সৌরভসহবাসে সৌরভযুক্ত হইয়াছি, এবম্বিধ প্রকারে রাজার সহবাসে আমারও তদ্রূপ ঘটিয়াছে।

সে যাহা হউক হে দয়াময় ভগবন্! এই মহম্মদ উপাসক ভূপালের আয়ুর্বৃদ্ধি এবং উঁহার মানসিক সুখ প্রদান কর। উঁহার ধর্ম্মের এবং গুণের পুরস্কার কর। উঁহার কি সপক্ষ্য কি বিপক্ষ্য সকলেরই উন্নতি কর। প্রার্থনা করি এই মহিপালের নাম চিরস্মরণার্থে যেন ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের কবিতায় লিখিত থাকে। হে প্রভু দয়াময়! তুমি এ মহারাজের রাজ্য রক্ষা কর এবং স্বয়ং ইঁহার রক্ষক হও। স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দেশ মহারাজার অধীনে থাকায় অসীম সুখশান্তি বিরাজিত হইতেছে। হে ভগবন্! প্রার্থনা করি, মহারাজের সৌভাগ্য যেন চিরস্থায়ী হয় এবং ইঁহার বিপদ কালে যেন তোমার সহায়তা প্রাপ্ত হন। রাজা রাজত্বের মূল কারণ; অতএব ইহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞান বৃক্ষ যেন শাখা পল্লবাদির সহিত সুশোভিত হইয়া উত্তম ফল ফুলে পরিপূর্ণ হয়। কারণ, উত্তম বীজ উর্ব্বরা ভূমিতে বপণ করিলে উত্তম ফলোৎপন্ন হয়। প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বরের পুনর্ব্বিচারের দিবস পর্য্যন্ত এই সিরাজ-দেশে সম্পূর্ণরূপে শান্তি বিরাজমান থাকে ও এই রাজ্যের বিচারপতি-দিগের বিচারে সন্দেহ ভঞ্জনার্থ জ্ঞান দান করুন। দয়াময় ভগবন্! যাঁহারা জ্ঞানানুসারে কার্য্য করেন তাঁহাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন। আমি অজ্ঞাতসারে অসভ্য তুরস্কজাতিদিগের আশঙ্কায় এতদিন বিদেশে কালযাপন করিলাম। বিদেশ গমনের সময় দেখিয়াছিলাম যে, এই দেশ কলহাদি পাপে ইথিওবাসিগণের ছিন্ন কেশের ন্যায় পরিপূর্ণ ছিল, তৎকালে এতদ্দেশীয় লোকের কেবলমাত্র মানবাকৃতি ছিল, কিন্ত

হিংস্র জন্তুর নখের ন্যায় ইহাদেরও নখাগ্রে রুধিরের বাষ্প নির্গত হইত। নগর মধ্যে লোকেরা যেন স্বর্গীয় দূতের ন্যায় ধার্ম্মিক হইত। কিন্তু নগরের বাহিরে গেলে শোণিতপ্রিয় পিশাচের ন্যায় হইত। কিন্তু বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম যে, এই দেশে সম্পূর্ণরূপে শান্তিরাশি সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং ইহার ব্যাঘ্রস্বরূপ নিবাসীগণ কুচরিত্র সকল একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে পৃথিবীর সমস্ত দেশ প্রথমে কলহ ও ঈর্ষায় পরিপূর্ণ ছিল পরে ধার্ম্মিক রাজাদিগের সুশাসনে আতাবক আবুবেকর বেন শাদজঙ্গি মহারাজার রাজ্যের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া শান্তিদেবীর আশ্রয় স্থান হয়।

অতএব হে ধার্ম্মিক ভূপাল! এই পারস্যদেশ কখন কোন বিপদজালে পতিত হইয়া দুঃখ ভোগ করিবে না। যতকাল পর্য্যন্ত আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক নরপালের দ্বারা সুশাসিত থাকিবে। কারণ, হে মহারাজ! আমি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি যে, আপনি জগৎ পিতার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ভূমণ্ডলে কোন মহীপাল আপনার ন্যায় প্রজা রঞ্জন সুখ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই। মহারাজ নিরাশ্রয়িদিগের আশ্রয় দেওয়া যেমন আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমাদিগের সেইরূপ আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হওয়া উচিত। ইহাতে ভগবান্ উভয়ের প্রতি পরিতুষ্ট থাকিবেন। সে যাহা হউক, হে পরাৎপর জগৎনিয়ন্তা! তব সন্নিধানে মদীয় প্রার্থনা এই যে যতকাল মেদিনী থাকিবে ও বায়ু বহন হইবে এবং চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে, বিবাদজনিত মহা প্রলয় হইতে এই পারস্য রাজ্যকে রক্ষা করিবেন।

গোলেস্তাঁ নামক গ্রন্থরচনার হেতু।

এক দিবস নিশাকালে গতকালের বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলাম, এবং জীবনের অধিক কাল যাহা বৃথা গত হইয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিয়া সর্ব্বক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলাম। রোদনের বহ্নিবৎ শিখায় পাষাণহৃদয় দ্রব হইয়াগেল, তখন আমি মনোমন্দিরে এই বিষয় পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করিলাম এবং চিত্ত প্রবোধার্থে কহিলাম।—

আমার জীবনের অর্জ্জনী প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে, অধুনা অত্যল্প মাত্র আছে। হে চঞ্চল মন! তুমি পঞ্চাশৎ বৎসর পর্য্যন্ত ঘোর নিদ্রায়

কাল হরণ করিলে তোমার অদ্যাবধি চৈতন্যলাভ হইল না। কেবল এই পঞ্চদিবস মাত্র গভীর চিন্তায় জাগ্রত ছিলে। "তাহাকে ধিক্। যে স্বীয় কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকে গমন করে", যাহারা রণবাদ্য শ্রবণ করিলে যুদ্ধ যাত্রাকালীন এরূপ সত্বর হয় যে স্ব স্ব অভিলষিত ও প্রয়োজনীয় বস্তু লইয়া যাইতে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ যাত্রার কালে অপর সমস্ত লোক সুখে নিদ্রা যাইতে পারে. কিন্তু যোদ্ধারা নিদ্রা যাইতে পারে না। দেখ এই পৃথিবীতে আসিয়া প্রত্যেকেই নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয়. কিন্তু তাহার কাল প্রাপ্ত হইলেই উক্ত গৃহ শূন্য হইয়া যায়, তখন ইহাতে অপরে আসিয়া প্রবেশ করিবামাত্রই নব নব কল্পনা করিতে থাকে। আবার সেও পূর্ব্ববত পরলোকে গমন করে, কিন্তু এই প্রকারে কাহারও দ্বারা উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয় না, অতএব সেইরূপ চঞ্চল বন্ধুর প্রতি কখনও বিশ্বাস করিও না, কারণ মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসের অযোগ্য।এই জগন্মধ্যে যখন অধম ও উত্তম সকলকেই কালের করালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, তখন ধর্ম্ম যাহার একমাত্র বন্ধু তিনিই বন্ধু। তিনিই ধন্য! অতএব এইবেলা কবর স্থানে তোমার আহারীয় সামগ্রী সমস্ত প্রেরণ কর তোমার মৃত্যুর পর কেহ ইহা আনয়ন করিবে না, এই নিমিত্ত তোমাকে উপদেশ দিতেছি মৃত্যুর অগ্রে উহা প্রেরণ কর। যেহেতু জীবন শরতের ন্যায় অগ্রগামী, গ্রীষ্মকালের প্রভাকরের প্রখর প্রভাবে দ্রব হইয়া যাইবে, অতি অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে।আরও কি তুমি আলস্য ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রহিবে? যে ব্যক্তি রিক্ত হস্তে বাজারে গমন করে, সে অবশ্যই নৈরাশ হইয়া প্রত্যাগমন করে এবং যে ব্যক্তি শস্য পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে আহার করিবার বাসনা করে, সে ফসলের সময় শস্যের শীষ অবশ্য সঞ্চয় করিবে। সাদির এই উপদেশ মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, কারণ সাদি বলেন যে, ইহকালে উত্তম কার্য্য করিলে পরকালে মঙ্গল হইবে। একণে যে পথের বিষয় বর্ণনা করিলাম সেই পথে ভ্রমণ কর, ক্রমশঃ অধিক সুখ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই বিষয় বিবেচনা করিবার পরে আমার মনোমধ্যে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, যে জনসমাজে ও সভাস্থলে বৃথা কথোপকথন করা অপেক্ষা অবসর লওয়া যুক্তি সিদ্ধ।

বয়স্ক বাক্শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক গুহাভ্যন্তরে

বসিয়া থাকা বিধেয়। কিন্তু আপন রসনাকে শাসন করিতে না পারিয়া, বাতুলের ন্যায় অধিকতর কথোপকথন, কোন প্রকারে কর্ত্তব্য নয়। এই বিবেচনা করিয়া আমি মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বসিয়া আছি। ইতিমধ্যে আমার এক প্রিয় বন্ধু যিনি বিদেশে আমার একমাত্র সঙ্গি এবং সর্ব্ব দুঃ-খের সমভাগী ছিলেন; অকস্মাৎ আমার গৃহদ্বারে প্রবেশ করিলেন এবং রীত্যনুসারে প্রণাম করিয়া আমাকে মিনতি করিলে, কৌতুক ও রসি-কতাচ্ছলে অনেক সদ্বক্তৃতা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি তাঁহার কৌ-তুক ও রসিকতায় অথবা সদ্বক্তৃতায় প্রিয় সম্ভাষণ না করিয়া কোন উত্তর দিলাম না এবং জানু হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে বিরত থাকিলাম। ইহাতে তিনি সাতিশয় অসুখী হইয়া বলিলেন, বন্ধু! যতক্ষণ তোমার বাকশক্তি আছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক কথা কহ, কারণ, কে বলিতে পারে আগতকল্য অদৃষ্টের দোষে নিস্তব্ধ থাকিতে বাধ্য হইবে? তখন আমার এক সহবাসী উত্তর করিলেন ইহা কি প্রকারে হইতে পারে; কারণ, ইনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া মৌনাবলম্বনে জীবনের অবশিষ্টাংশ তপস্যায় কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন, সে স্থলে কি প্রকারে আপনার সহিত কথা কহিতে পারেন, তবে যদি আপনি ইহার ধর্ম্মপথের সঙ্গী হইতে পারেন এবং ইহাঁর ন্যায় কার্য্য করেন, তবে বলিতে পারি না। ঐ বন্ধু উত্তর করিলেন জগদীশ্বরের সমক্ষে শপথ করিতেছি, যেহেতু আমরা পরস্পরে দীর্ঘকালাবধি বন্ধুত্বশৃঙ্খলে দৃঢ়বদ্ধ আছি। আমি জগ-দীশ্বরের সমক্ষে শপথ করিতেছি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিব না এবং এস্থান হইতে কুত্রাপি গমন করিব না, যে পর্য্যন্ত আমার বন্ধু স্বাধীনতার সহিত আমার প্রশ্নের উত্তর না দেন। বন্ধুকে কষ্টদিলে মুর্খতা প্রকাশ হয়, কারণ অবিবেচক ব্যক্তিরা দোষ করিলে সহজে উহার প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানীরা সদ্বিবেচনার পথ হইতে বহির্ভূত হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। উদাহরণচ্ছলে বলা যায় যে আলিপেগম্বরের অসি বরঞ্চ কোষাভ্যন্তরে থাকিতে পারে তত্রাচ সাদির বাক্য জিহ্বান্তরে থাকিবার নহে। মনুষ্যের জিহ্বা কিজন্য এত মনোনীত হয়? কারণ বাক্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের চাবির স্বরূপ; যখন ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে তখন কি কেহ বলিতে পারেন যে ইনি বহুমূল্য রত্ন বাণিজ্য করিতেছেন অথবা সামান্য বস্তুর ব্যবসায় রত আছেন? যদিও জ্ঞানীদের অনুমানে মৌনী প্রশংস-

নীয় তত্রাচ উচিত সময়ে স্বাধীন বাক্যের পরিস্ফুটন হওয়া মনোরম্য। এই দুই বিষয় প্রণিধান করা বড় সুকঠিন, কারণ যখন আমাদিগের কথা কওয়া বড় আবশ্যক তখন আমরা মৌনী হইয়া থাকি এবং যখন মৌনী থাকাই আবশ্যক তখন অধিক বাক্য ব্যয় করিয়া থাকি। সংক্ষেপে কহিতেছি যে তাহার সহিত কথা কহনে রসনাকে আর দমন রাখিতে পারিলাম না। মনে মনে চিন্তা করিলাম যে ইহার সহিত কথা না কহিলে অসদ্ব্যবহার হয়। কারণ, তিনি আমার অতিশয় প্রিয় বন্ধু। কাহার সহিত বিবাদ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ নিশ্চয় করা উচিত যে আমি বিপক্ষ অপেক্ষা অধিক বলবান্ ও দ্রুতগমনশীল, এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাহার সহিত কথা কহিলাম এবং অতি হৃষ্টচিত্তে তাহার সহিত বায়ু সেবনার্থে গমন করিলাম। তৎকালীন বসন্ত-সমীরণ অতি সুশীতল স্নিগ্ধকর ছিল এবং গোলাপ-কুসুম প্রভৃতি নানা রঙ্গের পুষ্প সকল বিকসিত হইয়া যেন বহু মূল্য পরিচ্ছদের ন্যায় শোভা করিতেছিল, সময়ে সময়ে বুলবুলস্তা প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া অতি সুমধুরস্বরে শ্রোতামাত্রকেই মোহিত করিতেছিল।গোলাপ কুসুমনিচয়ের উপর মুক্তামালার ন্যায় শিশির পতনে অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছিল। যেন কোন সুন্দরী ললনার রক্তিমাবর্ণ গণ্ডস্থল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, স্বভাবের এই অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম।

কিছু দিবস পরে আমি ঐ বন্ধুর সহিত একত্রে নিশাকালে এক অতি মনোহর পুষ্পোদ্যানে গিয়াছিলাম। উহার পুষ্পবৃক্ষ সমূহ শ্রেণীবদ্ধ ছিল, উদ্যানের বর্ম্ম সকল কাচ নির্ম্মিত হীরকের ন্যায় ঝকমক্ করিতেছিল। দ্রাক্ষালতা দলভরে অবনত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল। উদ্যান মধ্যে নির্ম্মল শ্রোতস্বতী বহন হইতেছিল,নানা বর্ণে রঞ্জিতপক্ষীরা অতি সুস্বরে গান করিতেছিল।বৃক্ষছায়াতে সুশীতল সমীরণ প্রতিবাহিত হইতেছিল; বোধ হইতেছিল যেন' নানা বর্ণ-রঞ্জিত একখানি আসন বিস্তৃত রহিয়াছে। স্বভাবের এতাদৃশ অপূর্ব্ব শোভা দর্শন করিয়া আমাদের মন এমৎউদাস হইল যে,প্রভাতকালে গৃহ প্রত্যাগমনের আর ইচ্ছা হইল না। সে যাহা হউক দেখিলাম যে, ঐ বন্ধু নগরে লইয়া যাইবার অভিলাষে কতকগুলি গোলাপ-পুষ্প চয়ন করিয়া স্বীয় বস্ত্রে পূর্ণ করিলেন। উহা দেখিয়া আমি বলিলাম, বন্ধু! তুমি ত ভালরূপে জ্ঞাত আছ

যে,উদ্যানের পুষ্প চয়ন করিবামাত্র শীঘ্র ম্লান হইয়া যায় এবং বিশেষতঃ গোলাপ-কুসুমের সৌরভ অতি অল্পক্ষণমাত্র থাকে। জ্ঞানীরা বলেন, যে বস্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী তাহার উপর অন্তঃকরণ স্থির রাখা কর্ত্তব্য নয়। ঐ বন্ধু ইহাতে প্রশ্ন করিলেন, তবে ইহার উপায় কি? আমি উত্তর করিলাম, আমি যে গোলাপ কুসুমের উদ্যান স্বরূপ একখানি পুস্তক রচনা করিব, তাহাতে পাঠকদিগের আহ্লাদ হইবে। শ্রোতাবর্গের সন্তোষ হইবে। এই গোলাপ-কুসুমের কেশর শরৎকালের প্রবল বায়ুর প্রতিঘাতে নষ্ট হইবে না। ইহার কুসুম সমূহ কখন ম্লান হইবে না, চিরকাল এক প্রকারই থাকিবে। বন্ধু এই সামান্য উদ্যান হইতে বহু যত্নপূর্ব্বক ডালাপূর্ণ পুষ্প দুই তিন দিবসের মধ্যে নিশ্চয়ই শুষ্ক হইয়া যাইবে। কিন্তু আমার এ রচিত গোলাপ-কুসুম চিরকাল চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকিবে। বন্ধু ইহা শ্রবণমাত্রেই যে সকল কুসুম চয়ন করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ বস্ত্র হইতে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন এবং আমার পরিধেয় বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বলিলেন, কখন ঐ পরোপকারী হিতোপদেশ পূর্ণ গ্রন্থ রচনা হইবে; যে উহা অধ্যয়ন করিয়া লোকেরা সুচারুরূপে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন। আমি উত্তর করিলাম, অতি অল্প দিবসের মধ্যে ইহা প্রকাশিত হইবে। কারণ এই পুস্তকের অধ্যায়দ্বয় আমার স্মৃতিপুস্তকে (স্মরণ পুস্তক মধ্যে) লিখিত আছে। প্রথম অধ্যায়ে সমাজ রঞ্জনের বিষয় আছে ও দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে বক্তৃতার নিয়মাবলি সন্নিবেশিত আছে। ইহার প্রথম অধ্যায় বক্তাদিগের ব্যবহার হইতে পারে ও য় অধ্যায়ে পত্র লেখকদিগের বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতি হইতে পারে। এই সংক্ষেপে বলি, আমার এই গোলাপ-কুসুম পুস্তক জগতরূপ কাননে টিত হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সকলে গ্রহণ করিলেই কৃতার্থ হইব, আর হই সীমা থাকিবে না। যখন রাজাধিরাজ মহারাজ অস্মদ্দেশীয় যুবরাজ বিবা পূর্ব্বক ইহা অধ্যয়ন করিবেন। যিনি জগতের শান্তিদাতা সর্ব্ব-জ্ঞানীনের প্রতিবিম্ব স্বরূপ বিধাতানির্দ্দিষ্ট পরহিতাংশুবৎ ধর্ম্মের আশ্র-মহা ভগবানের অতি প্রিয়তম ও বিজয়ী সম্রাটের মহা পরাক্রমশালী তবে প তেজঃময় ব্রহ্মের দীপস্বরূপ মানবশ্রেষ্ঠ অতি বিশ্বাসী সাদতনয় সুমধুম মহারাজ আতাবক। যাহার সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী মস্তক অব-থাকি, যিনি পারস্য ও আরব্য সাম্রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহীপাল জল-

স্থলের অধীনেতা সলমন মোজাফর উদ্দীনের উত্তরাধিকারী। প্রার্থনা করি ভগবান যেন উভয়ের সৌভাগ্য দেবীকে অচলা রাখেন এবং ইহা-দিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল সফল করেন। আমার এ গ্রন্থখানি মহারাজার মনোনীত হইলে, চীন দেশীয় চিত্রপট অপেক্ষা অধিকতর গৌরবান্বিত হইবে। ভরসা করি, ইহা পাঠে মহারাজের অসন্তোষ জন্মাইবে না। কুসুম-উদ্যান গ্রন্থখানি অসন্তোষের সামগ্রী না হইবার সম্ভাবনা। কারণ ইহা উৎকৃষ্ট রচনা সমূহে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ইহার সৌভাগ্যশালী ভূমিকাতে অধিকাংশই মহারাজা সাদ আবুবেকর বেনজঙ্গীর গুণ-কীর্ত্তন আছে।

আমীর প্রধান ফকিরউদ্দীন আবুবেকর বেন আবুনসরের যশোকীর্ত্তন।

এই মহারাজার রাজসভায় আবার আমার নববিবাহিতা ক[illegible]দেবী স্বীয় সৌন্দর্য্যাভাবে মস্তক অবনত করিয়া নৈরাশ নয়নে চরণেতে তাঁকে অধোদৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং সভা মধ্যে পরম সুন্দর যু[illegible]গর সমক্ষে এই মহারাজ কর্ত্তৃক মনোমত রত্নালঙ্কারে সুশোভিত [illegible]য়া প্রকাশ হইতে সাহসিক হইলেন না। এই মহারাজ অ[illegible] এই [illegible], পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক। ঈশ্বর ইহাঁর প্রতি অতি কৃপাবান্ [illegible] দল বিজয়ী, সাম্রাজ্য-সিংহাসনের রক্ষকস্বরূপ রাজ্যশাসনের সুনীতি দাতা, দারিদ্র-ভঞ্জন, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, ধর্ম্মবন্ধু, পণ্ডিতগণ প্রতিপালক, পারস্যজাতির গৌরব সূর্য্য, এবং রাজসৈন্যগণের[illegible]। রাজত্বের এবং ধর্ম্মের প্রধান রক্ষক, অতি বিশ্বাসী এবং বিশ্বাস[illegible]। সম্রাটগণের সহকারী আবুবেকর বেন আবুনসর ভগবান ইহাঁকে রক্ষা করুন, ইহাঁর গৌরব বৃদ্ধি করুন, অন্তঃকরণ সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে ইহাঁর সদ্গুণের পুরস্কার করুন। ভূমণ্ডলে সমস্ত ভদ্র সমাজে [illegible] শয় প্রশংসনীয় ফলে এ রাজ্যের সকল প্রশংসনীয় কার্য্যের [illegible] ধার। যিনি ইহাঁর দয়াশ্রমে আশ্রয় লন, তিনি পাপ হইতে [illegible] পান। ইহাঁর দয়াগুণে বিপক্ষেরাও সাপক্ষ হইয়া আইসে [illegible]বার রাজ। একটী উদাহরণ বর্ণনা করি, অপর কোন ব্যক্তি [illegible]রি-যদি কোন কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত হয় এবং তাহা সমাধা করে [illegible]

রোগী অথবা অলসযুক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা না করে, তবে সে নিশ্চয় জনসমাজে ভৎর্সিত এবং নিন্দার ভাজন হয়,কিন্তু উদাসীনদিগের শ্রেণীতে এরূপ ঘটে না, কারণ, ইহাঁদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম যে প্রধানের দয়ার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হওয়া ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রশংসা করা এবং আশী-র্ব্বাদ প্রার্থনা করা। অতএব এরূপ স্থলে সমক্ষে অপেক্ষা পরোক্ষে সুচারু-রূপে তাঁহাদের চরিত্র বর্ণন করিতে পারেন। কিন্তু পরোক্ষে শিষ্টালাপা-ভাবে অধিকতর গ্রাহ্য হইবেন। এই প্রকারে বিশেষ কার্য্যে বিশেষ বিশেষ দোষ হয়। কিন্তু হে মহারাজ! তোমার কার্য্যে, দোষের লেশ-মাত্র নাই। হে দয়াবান রাজ্যেশ্বর! তোমার ন্যায় সুসন্তান জগতে জন্ম গ্রহণ করিলে বোধ করি, আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া গগনমণ্ডল, বক্রভাব পরিত্যাগ পুর্ব্বক তীরের ন্যায় সরল হইয়া যায়। ইহা দৈব বিধান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যখন ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা জগতের মঙ্গলার্থে মানব জাতির উপদেশের নিমিত্ত তাঁহার এক ভৃত্যকে মহা যশস্বী করেন। যিনি অশেষ গুণালঙ্কৃত হইয়া অতীব সুখ্যাতির ভাজন ও চিরায়ুষ্মান্ হয়। হে মহারাজ! পণ্ডিতবর্গে তোমার প্রশংসা করুক বা নাই করুক; তোমার সৎকার্য্য সমূহ তোমার প্রশংসার স্তম্ভ স্বরূপ।যে কামিনী স্বাভা-বিক পরমাসুন্দরী তাহার মুখমণ্ডলের শোভার নিমিত্ত শিল্পকারিণী স্ত্রীলোকের শিল্পবিদ্যার কি প্রয়োজন।

সেখ সাদির দৈহিক কার্য্য পরিত্যাগ ও সাংসারিক কর্ম্ম হইতে অপসৃত হইবার কারণ ক্ষমা প্রার্থনা।

বুজরচি মিহির নামক রাজমন্ত্রীর ন্যায় আমার রাজগৃহে স্বীয় কর্ম্ম হইতে অবসর দেওয়া কেবল আমার ভ্রম ও আলস্য মাত্র। বুজরচির বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কোন সময়ে হাং গু দেশীয় কতকগুলি জ্ঞানিলোক ঐ মন্ত্রীর ধর্ম্মের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন যে, ঐ মহা প্রাজ্ঞ মন্ত্রীর কার্য্যকলাপে দোষারোপ করা যাইতে পারে না। তবে তিনি বক্তৃতা করিবার সময় অতিশয় আশঙ্কা করিতেন। তাঁহার সুমধুর বাক্য শ্রবণে শ্রোতারা হতাশ হইয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। তিনি এমত বুদ্ধিমান ছিলেন যে, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করি-

বার পূর্ব্বে শ্রোতাদিগের কথোপকথন গোপনে শ্রবণ করিতেন এবং তদুপরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতেন যে, হঠাৎ অযথা কথা কহিয়া তদুপরি তন্নিমিত্ত খেদ করা অপেক্ষা কিছুক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক সদ্বাক্য কহাই শ্রেয়ঃ। বহুদর্শী প্রাচীন লোকেরা যাঁহারা বাক্যের গুণ ভালরূপে জ্ঞাত হইয়া অগ্রে বিবেচনা পূর্ব্বক তৎপরে কথা কহেন। তাঁহারা বলেন যে, অন্যায় বক্তৃতাতে কাল হরণ করিও না। এমত অভিপ্রায়ে কথা কহিও, যেন পরে খেদ করিতে না হয়। প্রথমে উত্তমরূপে বিবেচনা কর তাহার পর কথা কহিবে। সধারণের অসন্তোষভাব বুঝিতে পারিলেই নীরব হইবে। বাক্‌শক্তি থাকাতেই পশু অপেক্ষা নর শ্রেষ্ঠ, কিন্তু যদি তুমি বাক্যের অন্যায় ব্যবহার কর, তুমি পশু অপেক্ষা অধম। যখন বক্তৃতা এত সুকঠিন, তখন কি প্রকারে আমি রাজ সমক্ষে মহামহোপাধ্যায় ও ধার্ম্মিক জনগণ সমবেত স্বভাবতঃ এবং বুধগণের সংসর্গে আমার বক্তৃতার পরিচয় দিতে পারি। তথায় যদি বক্তৃতার নিয়মাবলীতে আপনাকে শ্রেষ্ঠ বোধ করি, তাহা হইলে আমার অহঙ্কার প্রকাশ হয়। কারণ আমার ক্ষমতা তাদৃশ নহে, অতএব ঐ বিজ্ঞতম মন্ত্রিবর্গের অগ্রে তাহা কি প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি; অমূল্য মুক্তামালার মধ্যে পুঁতিরমালা একটী সামান্য যবের-দানা অপেক্ষাও অধম বলিয়া বোধ হয়। যেমন প্রভাকরের প্রভা মধ্যে দীপের প্রভা কি আলোক বলিয়া প্রকাশ পায়? গৃহাদির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ আলউণ্ড পর্ব্বতের নিকটে অবশ্যই মস্তক অবনত করে। আমারও পণ্ডিত সমাজে প্রকাশ হওয়া তদ্রূপ। এই হেতু সাদি সাংসারিক অভিলাষজাল হইতে মুক্ত হইয়া ভূমি নিপতিত হইয়াছেন, সুতরাং কেহ উঁহার সঙ্গে বিবাদ করিতে চেষ্টা করেন না। এইরূপ প্রকারে যিনি নম্রতার সহিত নত হন, কেহই তাঁহাকে প্রপীড়ন করে না অতএব কথার অগ্রে বিবেচনা করা আবশ্যক, আমি পুষ্পের তোড়া নির্ম্মাণ করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মালার ব্যবসায় অবলম্বন করি না। লোকে অগ্রে মূল পত্তন করে, তদুপরে প্রাচীর নির্ম্মাণ করে, অর্থাৎ অগ্রে নত হইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যদি কোন সুশ্রী লোককে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করি, তাহা কি কেনান্ দেশে বিক্রয়ার্থে যাইতে পারি? না, কারণ তথায় ইউশোফ আছেন। তাঁহারা অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত লোকেও তাঁহাকে কেনান্‌দেশী চন্দ্র

বলিয়া থাকেন। লোকমানকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, তিনি দর্শনশাস্ত্র কাহার নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন অন্ধের নিকট, কারণ অন্ধেরা অগ্রে ভূমি পরীক্ষা না করিয়া এক পদও অগ্রসর হয় না! অতএব তোমার গমনের অগ্রে পথ পরীক্ষা কর, আর তোমার পুরুষত্বের বিষয় জানিয়া বিবাহ কর, অর্থাৎ সকল বিষয় অগ্রে জানিয়' পশ্চাৎ তদুপযুক্ত কার্য্য কর।

যুদ্ধে কুক্কুট অতি দুঃসাহসের পরিচয় দেয়, কিন্তু তাহা বলিয়া কি শীতল নির্ম্মিতবৎ নখরধারী বাজবৌরি পক্ষীকে আঘাত করিতে পারে? বিড়াল মুষিকের নিকট ব্যাঘ্র কিন্তু ব্যাঘ্রের নিকট আবার স্বয়ং মুষিক হয়।

মহৎ লোকেরা তাঁহাদের স্বভাব সুলভ, সরলতাগুণে সামান্য লোকের দোষ দেখিয়াও নয়ন মুদিত করিয়া থাকেন এবং তাহাদের দোষ প্রকাশ করিতে কখনও ইচ্ছা করেন না। ইহা বিবেচনা করিয়া আমি অতি সংক্ষেপে এই পুস্তক মধ্যে নীতিপূর্ণ বিষয় সকল সংযোজিত করিয়াছি, এবং মনোরম্য গল্প সকল রচনা করিয়াছি। নৃপগণের সৎকার্য্য বিষয় কবিতামালায় সুশোভিত করিয়াছি, নানা প্রকার উদাহরণ সংগ্রহ করণে জীবনের অধিকাংশ কালক্ষেপ করিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমি এই "গোলেস্তা" নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি। দীননাথ! যেন মৎপ্রতি কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সাহায্য করেন। যত দিন পর্য্যন্ত আমার এই ধুলার শরীরে প্রত্যেক ধূলিকণা ছিন্ন ভিন্ন না হইবে, ততদিন আমার এই সমস্ত স্তব, শ্লোকোচ্চারণ হইবে। এই চিত্রপট লিখিবার আমার অভিপ্রায় এই যে, আমার মৃত্যুর পরে ইহা বর্ত্তমান থাকিবে। মনুষ্যের জীবন ক্ষণকাল স্থায়ী, ভরসা করি সাধুলোকেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন।

বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক গ্রন্থখানির অধ্যায় সকলের শ্রেণীবদ্ধ এবং সংক্ষেপ করিবার মানসে, স্বর্গ সমুহে বিভক্ত করিলাম। গ্রন্থখানির নাম গোলেস্তা (কুসুমোদ্যান)। তজ্জন্য উদ্যানের দ্বার স্বরূপ, অষ্টম প্রবেশ দ্বার রহিল। অতি বিস্তৃত দোষ পরিহারার্থে সংক্ষেপে লিখিলাম।—

প্রথম অধ্যায়		...	...	নৃপগণের হিতোপদেশ।
দ্বিতীয়	ঐ	...	...	উদাসিনীগণের ঐ।
তৃতীয়	ঐ	...	...	সন্তোষের উৎকর্ষ।
চতুর্থ	ঐ	...	...	মৌনাবলম্বনের আবশ্যকতা।
পঞ্চম	ঐ	...	...	প্রেম ও যৌবন।
ষষ্ঠ	ঐ	...	...	দৌর্ব্বল্য ও বার্দ্ধক্য।
সপ্তম	ঐ	...	...	বিদ্যার মহিমী শক্তি।
অষ্টম	ঐ	...	...	জীবনের ব্যবহারার্থে কতিপয় নিয়ম।

এই সময়ে যখন আমি প্রফুল্লচিত্তে সন্তোষ নিকেতনে বসিয়াছিলাম, উপদেশ ছলে এই প্রকার লিখিলাম। এক্ষণে পরমেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করিলাম, ইতি।—তারিখ হিজরী সন৭৫৬ সাল।

——

PUBLIC LIB... MOH... EST 1886
MOHEARY PUBLIC LIBRARY মহীয়াড়ি সাধারণ পুস্তকালয় সন ১২৯৩ EST. 1886

বাঙ্গালা

গোলেস্তা।

প্রথম অধ্যায়।

---*---

নৃপগণের হিতোপদেশ।

প্রথম উপাখ্যান।

আমি এক ভূপালের ইতিহাস শ্রবণ করিয়াছি যে, তিনি এক কারাবদ্ধ ব্যক্তির শিরচ্ছেদনার্থে ইঙ্গিত করিলেন। তখন ঐ হতভাগ্য অপরাধী স্বীয় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া হতাশ ও উন্মত্ত প্রায় হইয়া ঐ ভূপালকে স্বীয় ভাষায় যথোচিত তিরস্কার, নিন্দা ও কটূক্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ মনুষ্য যখন আপন জীবনের আশা ত্যাগ করে তখন মনে যাহা উদয় হয় তাহা নির্ভয়ে প্রকাশ করে। বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায় না থাকিলে এমনি হতজ্ঞান হয় যে, স্বীয় করে তরবালের প্রচণ্ড আঘাত ধারণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রোধান্ধ হইয়া মার্জ্জার ও সারমেয়কে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া থাকে। ঐ অপরাধীর বাক্য নরপালের বোধগম্য না হওয়ায়, তিনি সভাস্থ মন্ত্রীবর্গকে প্রশ্ন করিলেন যে, ও কি কহিতেছে। এক জন প্রাজ্ঞ মন্ত্রী পরদুঃখে অত্যন্ত কাতর হইয়া বলিলেন, প্রভু! বন্দী বলিতেছে, যিনি আপন ক্রোধ সম্বরণ করিয়া অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রকাশ করেন। ইহা শ্রবণে মহারাজের সাতিশয় দয়ার উদ্রেক হইল, তিনি বন্দীকে মুক্তি প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় মন্ত্রী তাদৃশ সহৃদয় ছিলেন না। ঈর্ষাবশতঃ কহিলেন, আমাদের মত পদানত ব্যক্তিদের রাজ সন্নিধানে সত্য ব্যতীত মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নয়। কারণ ঐ বন্দী ভূধরকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও কটূক্তি করিল, কিন্তু প্রথম মন্ত্রী তাহার সঙ্গে বিপরীত কহিলেন। মহারাজ এই মন্ত্রীর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিরক্তির সহিত মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন মন্ত্রিন্! তোমার সত্য বাক্য অপেক্ষা উহার মিথ্যা কথায় অধিক সন্তোষ লাভ করিয়াছি। কারণ যে সত্য বাক্যের দ্বারা জীবের জীবন হানি হয় ও বিষাদ জন্মায়, সেস্থলে সত্যবাক্য অপেক্ষা মিথ্যা বাক্য শ্রেয়ঃ। যদি কোন ভূপাল পরের মন্ত্রণায় কার্য্য করেন, সে যদি কুমন্ত্রণা দেয় তাহার দুঃখের পরিসীমা থাকে না। দেশাধিপতি অথবা গৃহস্বামী যাহা কহেন কিম্বা করেন তাহা অন্যায় হইলেও অধীনস্থ লোকেদের শিরোধার্য্য করিতে হয়।

আবুয়ান ফরেদু নামক মহীপালের অট্টালিকার বহির্দ্বারোপরে একটি কবিতা অঙ্কিত ছিল। তাহার অর্থ এই,—"ভ্রাতঃ সংসারে পৃথিবীশ্বর ও চিরায়ুষ্মান নন।" অতএব একমাত্র সেই জগন্নিয়ন্তার উপর দৃঢ়ভক্তি রাখ তাহা হইলেই যথেষ্ট ইষ্টলাভ হইবে। সাংসারিক মায়া পরিত্যাগ কর ইহার সুখশান্তির উপর বিশ্বাস করিও না, কারণ অনেকেই তোমার ন্যায় প্রভুত্ব করিয়াছিলেন এবং কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছেন। কাহারও চিহ্নমাত্র নাই। মানব দেহ হইতে যখন পবিত্র আত্মা বহির্গত হইয়া যায় তখন উত্তম অধম শয্যায় বিচার করায় কি ফল? কারণ কি মৃত্তিকায় কি সিংহাসনে মৃত্যু যন্ত্রণার ভোগ একই প্রকার।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

খোরাশান নগরের কোন এক মহীপাল গজনবি দেশীয় মহম্মদ সবাক্তিন নামক ভূপালের সম্বন্ধে একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু শতবৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু যেন তাহার দেহের সমুদয় অংশ ধ্বংস হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইয়াছিল, কেবল নয়নদ্বয় নয়নাধারে ঘূর্ণায়মান হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। রাজসভায় পণ্ডিতবর্গে এই স্বপ্নের ভাব সংগ্রহ করিতে অসক্ত হইয়া

রহিলেন। কিন্তু এক সন্ন্যাসী, মহারাজ ও সভাসদগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন যে, সেই ভূপালের রাজ্যভার ইদানীং অপর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে, তিনি অদ্যাবধি তাহার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছেন। অনেক যশস্বী মহোদয়গণ যাহাদিগের ভূমধ্যে কবর দেওয়া গিয়াছে পৃথিবীতে তাঁহাদিগের জীবিতাবস্থায় কোন চিহ্নও পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মৃতদেহ মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে, একটু অস্থিও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যদিও নওসেরওয়াঁ মহীপাল বহুকাল পরলোকে গমন করিয়াছেন ও তাঁহার সুবিচার ও দানশীলতা গুণে অদ্যাবধি তাঁহাকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে। তাঁহার অক্ষয় নাম চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে। মানবগণ! সৎকার্য্য কর, এবং মৃত্যু সংবাদ প্রচার হইবার পূর্ব্বে জীবন ধনের ব্যয় অপব্যয়ের গণনা কর,—অর্থাৎ যদি জীবনের সদ্ব্যবহার করিয়া থাক, মৃত্যুর পরও অমর থাকিবে।

তৃতীয় উপাখ্যান।

কোন এক যুবরাজের বিষয় শ্রবণ করিলাম যে,তিনি স্বভাবতঃ খর্ব্বাকার ও কৃষ ছিলেন কিন্তু তাঁহার সহোদরেরা সুশ্রী হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘাকার বলিয়া নয়ন সুশোভন ছিল। তাঁহাদের পিতা খর্ব্ব তনয়টিকে হতাদর করিতেন। এক দিবস ঐ খর্ব্ব যুবরাজ জনকের তাচ্ছল্য ভাব বুঝিতে পারিয়া মিনতি পূর্ব্বক পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! সুশ্রী দীর্ঘাকার ব্যক্তি অপেক্ষা জ্ঞানী খর্ব্বব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অনেক ক্ষুদ্র বস্তু, বৃহৎ বস্তু অপেক্ষা মূল্যে ন্যূন হইলেও ব্যবহারে অধিকতর আদরণীয় হয়। যদিও অজ অপেক্ষা ঐরাবত বৃহদাকার, কিন্তু হস্তিমাংশ অপেক্ষা ছাগমাংস অধিক ব্যবহার্য্য ও আদরণীয়। অনেক উচ্চশৃঙ্গ-পর্ব্বত সত্বেও গুণে ও মান্যে ক্ষুদ্র, তুরনামক পর্ব্বতটী ঈশ্বরের নিকটে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এইরূপে এক কৃষ জ্ঞানী ব্যক্তি এক স্থূলোদর নির্ব্বোধকে কহিয়াছিলেন যে, "একটী আরব্য ঘোটক যদিও কৃষ হয়, তথাপি একদল গর্দ্দভাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" নৃপ তনয়ের ঐরূপ বক্তৃতা শ্রবণে তাঁহার জনক হাস্য করিলেন, সভাস্থ সমস্ত সভ্যগণেরা আহ্লাদপূর্ব্বক যুবরাজের যথেষ্ট

প্রশংসা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার ভ্রাতারা ঈর্ষান্বিত হইয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন।

লোকে যে পর্য্যন্ত বাক্য না কহে সে পর্য্যন্ত তাহার গুণ, বুদ্ধি ও বিবেচনা অপ্রকাশ থাকে; সকল মরুভূমিই প্রাণিশূন্য মনে করিও না, কারণ কে বলিতে পারে, তন্মধ্যে ভীষণ ব্যাঘ্র ও শয়নে থাকিতে পারে। ইতিমধ্যে এক দুর্দান্ত শত্রু উক্ত যুবরাজের পিতার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, তখন ঐ খর্ব্ব যুবরাজ সর্ব্ব প্রথমে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আস্ফালন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন। "আমি সেরূপ নহি যে যুদ্ধে কেহ আমার পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পাইবে, সাহসে নির্ভর করিয়া রণস্থলে রুধির ব্যতীত আর কিছুই নিরীক্ষণ করি না।" ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন ঐ যুবরাজ অকুতোভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, যেন রণক্ষেত্রে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপক্ষদলের প্রবল প্রতাপ যোদ্ধা ও রণবীরগণকে নিহত করিয়া পিতার নিকট ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন।

পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্ব্বল অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি এমত বিবেচনা করিবেন না যে, স্থূলকায় নির্ব্বোধ ব্যক্তির দ্বারা কার্য্য সফল হয়; কৃশ ঘোটকের দ্বারা রণক্ষেত্রে জয়ী হওয়া যায়, তথাচ স্থূলকায় বৃষের দ্বারা রণস্থলে কোন কার্য্য হয় না। বিপক্ষদলের সৈন্যসামন্ত অধিক ছিল এবং আমাদের অতি অল্প সৈন্য ছিল। কিন্তু আমার অসীম সাহস গুণে বিপক্ষদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, তন্মধ্যে মদীয় হস্তে অনেকেই নিহত হইয়াছে। আমি ঘোরতর সিংহনাদ করিয়া বলিলাম, হে মানবগণ। সাহসের উপর নির্ভর কর, যুদ্ধস্থলে স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিও না। ঐ মহীপাল খর্ব্ব যুবরাজের অসমসাহসিক কার্য্যের বিষয় শ্রবণে পরমাহ্লাদিত হইয়া যুবরাজকে অতি স্নেহ পূর্ব্বক আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়া ক্রোড়ে করিলেন ও স্বীয় রাজ্যের অধিপতি করিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন, ইহাতে তাহার সহোদরেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহার খাদ্যদ্রব্যাদিতে বিষাক্ত করিয়া দিলেন। যৎকালীন তিনি আহার করিতে বসিলেন, এমত সময়ে তাহার এক সহোদরা গবাক্ষের দ্বারে করাঘাত করিলেন।

চতুর যুবরাজ ভগিনীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ আহার পরিত্যাগ করিলেন এবং ভ্রাতাদিগের শত্রুতা পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং কহিলেন জ্ঞানিদিগকে নির্বোধ লোকে প্রাণে নষ্ট করিয়া তাহাদের পদ লইতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু উহা নির্বোধের পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠে। হুমাপক্ষী যদি পৃথিবী হইতে লোপ হইয়া যায় তাহা হইলে পেচকের ছায়ার নীচে যাইতে কেহই ইচ্ছুক হইবে না। ইহা শ্রবণে ঐ মহীপাল ক্রোধান্ধ হইয়া যুবরাজের ভ্রাতাগণের কর্ণ মর্দ্দন করিয়া দিয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন এবং বিবাদাগ্নি নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত স্বীয় সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমভাবে বিভাগ করিয়া দিলেন।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দশজন সন্ন্যাসী একখানি কম্বলাসনে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, কিন্তু দুইজন ভূপতি এক সময়ে একরাজ্যে রাজ্য করিতে পারেন না। একজন ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী যদি একখণ্ড রুটী প্রাপ্ত হন, তাহার অর্দ্ধেক বণ্টন করিয়া দশজন সন্ন্যাসীকে আহার করিতে দেন, কিন্তু একজন ভুপতি এক রাজ্যেশ্বর হইলেও অপর রাজার রাজ্য লইতে নিরন্তর চেষ্টা করেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

আরবদেশে এক পর্ব্বতোপরি একদল দস্যু একত্রিত হওয়ায় সওদাগরদিগের গমনাগমনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং দেশস্থ সমস্ত প্রজাবর্গ ব্যতিব্যস্ত ও সশঙ্কিত হইল। আরব দেশাধিপতির সৈন্যেরা উহাদিগের গুরুতর দৌরাত্ম্যের আড়ম্বর দেখিয়া চমৎকৃত হইল। যখন দস্যুরা উক্ত পর্ব্বতগুহা মধ্যে আপনাদিগের বাসস্থান প্রবল প্রতাপের সহিত সংস্থাপিত করিল, তখন ভূপতির আজ্ঞানুসারে অমাত্যেরা দস্যুদিগের একেবারে বিনষ্ট করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন, এবং তজ্জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করিলেন, কারণ যৎকালীন এক বৃহৎ বৃক্ষের অঙ্কুর কোন স্থানে উৎপন্ন হয়, তৎকালীন এক বালক কর্ত্তৃক উহা উৎপাটিত হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিবস পরে ঐ বৃক্ষ মহা প্রবল হইয়া উঠিলে, উহাকে নষ্ট করিতে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। যখন কোন নদ নদীর স্রোতবারি দেশাভিমুখে অল্প অল্প বহন হইতে থাকে, তখন একখণ্ড মৃত্তিকার দ্বারা উহা অনায়াসে বন্ধ করা যায়, কিন্তু তখন অম-

যোযোগ করিলে ঐ স্রোতবারি এমন প্রবল হইয়া উঠে যে, তাহা হস্তী দ্বারা বদ্ধ করা যায় না। ভূপালের অমাত্যগণেরা এইরূপ তর্কবিতর্ক করিয়া শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঐ গুপ্তচর উহাদিগের বিশেষানুসন্ধান করিয়া সংবাদ দিলে, একদল সুশিক্ষিত সৈন্য তথায় প্রেরণ করা হইবে। ঐ সৈন্যগণ পর্ব্বতোপরে এক গুপ্তস্থানে অতি গোপনভাবে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। সায়ংকালে ঐ দস্যুগণেরা স্বস্থানে আসিয়া পৌছিল। লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি ও অস্ত্র শস্ত্রাদি রাখিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইতে লাগিল। একপ্রহর নিশা গত হইলে দস্যুগণের তেজ ঘোরতর নিদ্রাতে এইরূপ হ্রাস হইয়া গেল, যেন সূর্য্যের কিরণ মেঘেতে ঢাকিল এবং হোয়েল নামক মিনে ইউন্স পেগম্বরকে গ্রাস করিল; অর্থাৎ ঘোরতর নিদ্রাতে দস্যুগণ অচেতন হইয়া রহিল। তখন ঐ লুক্কায়িত সৈন্যেরা গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া মহাবেগে দস্যুগণের উপর আক্রমণ করিয়া প্রত্যেকের করদ্বয় পশ্চাৎদিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক পরদিবস প্রাতঃকালে মহীপালের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল।

ঐ মহীপাল উহাদিগের দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া দস্যুগণের শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন। ঐ দস্যুদলের মধ্যে একটি অপরূপ সুশ্রী-বালক ছিল, তাহার অপরূপ রূপের আভা নব প্রস্ফুটিত গোলাপ-কুসুমের ন্যায় উজ্জ্বল। ঐ ভূপালের একজন মন্ত্রী ঐ বালকের অপরূপ রূপ লাবণ্য দেখিয়া রাজসিংহাসন চুম্বন পূর্ব্বক বিনয় বচনে কহিতে লাগিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ ক্ষিতিনাথ! এই বালকটীর শিরশ্ছেদন না করিয়া আমাকে দান করুন, কারণ কুসুমোদ্যানের বিষাক্ত ফল অদ্যাবধি আহার করে নাই, ও কুসঙ্গে সঙ্গী হয় নাই, অতএব হে মহারাজ! ইহাকে হত্যা না করিয়া আমাকে দান করিলে কৃতার্থ হইব। ভূপতি মন্ত্রীর এতাদৃশ কাতরোক্তি শ্রবণে বদন বিকৃত করিয়া কহিলেন, মদীয় বিবেচনায় ইহা ভাল অনুভব হয় না, কারণ তুমি ত জ্ঞাত আছ যে, গোলাকৃতি বস্তুর উপর কখন গোলাকার বস্তু স্থায়ী হয় না। অগ্নিকে নির্ব্বাণ করিয়া তাহার কণা প্রজ্বলিত রাখা, অথবা সর্পকে নষ্ট করিয়া তাহার সন্তুইকে পালন করা জ্ঞানিলোকের কার্য্য নহে। বেত বৃক্ষকে যতই বারিসেচন দ্বারা যত্ন কর, কখনই ফল ফলিবে না, অতএব নীচ সংসর্গে কখন গমন করিও না। আর যে ফলের আস্বাদন নাই তাহাতে

কি আস্বাদ পাওয়া যায়? নরপতির সম্বক্তৃতায় মন্ত্রিবর যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া কহিলেন, নরনাথ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন এ সকলি সত্য, কিন্তু ইতর লোক যদি সংসর্গে থাকিয়া বিদ্যা উপার্জন করে, আর উত্তম সহবাসে থাকে, তবে তাহার তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়াকাশে সূর্য্যের ন্যায় জ্ঞানদীপ প্রজ্বলিত হয়, কারণ ঐ দস্যুপুত্র এক্ষণে অবোধ, কুপ্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণা কিছুই শিক্ষা করে নাই। ঐ নরনাথ পুনর্ব্বার কহিলেন।

হে বিজ্ঞ মন্ত্রিবর। এই জগৎব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে অনেকানেক মনুষ্যজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। পিতামাতা যে যে জাতি হয়, উহাদের সন্তানও সেই সেই জাতি হয়, যথা;—নসরাণী কিম্বা মুজশী পিতামাতা হইতে নসরাণী ও মুজশী সন্তানেরা উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাদিগের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় সন্তান উৎপন্ন হয় না। তখন ঐ মন্ত্রী পুনরায় নরপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে নরনাথ! কুসংসর্গে কু ঘটে এবং সৎসংসর্গে সৎ হয় তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। লুত পেগম্বরের রমণী কুসংসর্গে থাকিয়া মহৎ কুলের ললনা হইয়া চিরকলঙ্কিনী হইলেন, কিন্তু আজাব পেগম্বরের কুকুর সৎসংসর্গে থাকিয়া মনুষ্যের ন্যায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু বলি যে, দোষ গুণ, সংসর্গেই ঘটিয়া থাকে। ভূপতি মন্ত্রীর এতাদৃশ বক্তৃতা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া উক্ত বালকটী মন্ত্রীকে দান করিলেন; কিন্তু কহিলেন, মন্ত্রিন্। তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ নাই।

কারণ তুমি কি শ্রবণ কর নাই, এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক বীর্য্যবান রোস্তমকে কহিয়াছিলেন যে, "শত্রুকে কখন বলহীন ও ক্ষীণ মনে করিও না।" তাহার প্রমাণ অল্প স্রোতকে লোকে প্রথমে অগ্রাহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু স্রোত প্রবল হইয়া উঠিলে বোঝাই সমেত উষ্ট্রকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে যাহা হউক, মন্ত্রী ঐ বালকটীকে স্বীয় আবাসে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং জ্ঞানী শিক্ষকের নিকট বিদ্যার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ঐ বালক বিদ্যাভ্যাস দ্বারা বিলক্ষণ জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে লাগিল, রাজসভায় উচিত সভ্যতার রীতিনীতি সমূহের শিক্ষা করাইলেন, তদ্দ্বারা জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইলেন। মন্ত্রী এক দিবস ঐ বালককে লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং

রাজার নিকট কহিতে লাগিলেন। হে ক্ষিতিনাথ! এই বালকের বিদ্যাভ্যাসের দ্বারা কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইয়াছে এবং কুরীতি সকল গিয়াছে। মন্ত্রীর এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে ভূপতি হাসিয়া কহিলেন।

হে মন্ত্রিন্! যদি ব্যাঘ্র শাবক জ্ঞানীর সহিত সর্ব্বদা সহবাস করে, তথাপি সে যৌবনাবস্থায় নিশ্চয় মারান্তক ব্যাঘ্র হইয়া উঠিবে। এই প্রকারে বৎসরদ্বয় গত হইয়া গেল, তখন ঐ পালিত যুবা একদল দস্যুর সহিত মিলিল। তাহার পর সুযোগ পাইয়া ঐ মন্ত্রীকে এবং তাহার দুইটী তনয়কে হত্যা করিয়া এবং অনেক অর্থ লুটিয়া লইয়া পলায়ন করিল এবং উহার পৈতৃক স্থানে গিয়া বাস করিল। ভূপাল এতাদৃশ টনা শ্রবণে আক্ষেপে আপন করাঙ্গুলি দশনে স্পর্শ-পূর্ব্বক কহিলেন

যেমন অপকৃষ্ট লৌহে উৎকৃষ্ট তরবাল কখন নির্ম্মাণ হয় না, তেমনি অসৎবংশোদ্ভব ব্যক্তি কখন উপদেশ দ্বারা সৎ হয় না। দেখ উত্তম মৃত্তিকাতে উত্তম পুষ্প হইয়া থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমিতে কখন উত্তম ফল ফলে না। অতএব উত্তম বীজ উহাতে কখন রোপণ করিও না। তদ্রূপ অসৎবংশোদ্ভব ব্যক্তিকে উত্তম করিতে চেষ্টা করিলে উত্ত মর বিশেষ অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

পঞ্চম উপাখ্যান।

দেখিলাম আলগামস নামে অতীব প্রশংসনীয় এক মহীপালের রাজবাটীর বহির্দ্বারে এক সেনাপতি তনয় দণ্ডায়মান রহিয়াছিল। তাঁহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও চতুরতা প্রশংসনীয় ছিল এবং তাঁহার দৈহিক লাবণ্য ও শ্রী এমনি চমৎকার ছিল যে, জ্ঞানী লোকেরা তাঁহাকে অতি সুলক্ষণযুক্ত অনুমান করিতেন। তাঁহার শৈশবকালে ক্ষমতার লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ ছিল। সংক্ষেপে জ্ঞান নক্ষত্র তাঁহার শিরোপরি প্রসন্ন ছিল। তাঁহার রূপলাবণ্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির নিমিত্ত তিনি ঐ ভূপালের যথেষ্ট অনুগ্রহ ভাজন হইয়াছিলেন। জ্ঞানী লোকেরা কহিয়াছিলেন ;—

"অর্থোপার্জ্জন জ্ঞান, বুদ্ধি দ্বারা হইয়া থাকে ধনে হয় না।" মহত্ব কেবল গুণে প্রকাশ হয় বয়সেতে হয় না। সে যাহা হউক, তাঁহার অনুচরবর্গেরা ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহাকে চোর অপবাদ দিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যাহাকে জগদীশ্বর রক্ষা করেন তাহার অনিষ্ট মনুষ্যেতে কখনই করিতে পারে না। ভূপাল অপবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ঐ ব্যক্তিরা তোমার সহিত শত্রুতা করিল ইহার কারণ কি? তখন ঐ সেনাপতি তনয় মিনতি পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহারাজের জয় হউক! মহারাজের অনুকম্পায় আমার প্রতি সকলেই সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু শত্রু, অনিষ্ট ঘটাইতে না পারিলে কখন সন্তুষ্ট হয় না। রে নরাধম শত্রু! তোর পরহিংসারূপী যে দুঃখ তাহা তোর মৃত্যু না হইলে কখনই তোকে ত্যাগ করিবে না। যত দিবস জীবদ্দশায় থাকবি পরের অনিষ্ট চিন্তায় বিবিধ প্রকারে কষ্টভোগ করিতে হইবে। হতভাগা লোকেরা সর্ব্বদা ধন ও মান পাইতে আশা করে, কিন্তু পরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মনোমধ্যে সর্ব্বদা কষ্টভোগ করিয়া থাকে, যথা;—সূর্য্যের তেজোময় জ্যোতিঃ বাদুড় পক্ষীরা সহ্য করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি সূর্য্যের প্রতি দোষারোপ করা উচিত? এমন সহস্র সহস্র বাদুড় পক্ষী দিবাভাগে অন্ধ হইয়া থাকা বরং ভাল, তথাচ সূর্য্যের তিমিরাচ্ছন্নভাব কে চাহে?

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

আজম দেশীয় কোন এক ভূপতির ইতিহাস বর্ণনা করিতেছি। ঐ রাজা তাঁহার প্রজাগণের বিষয়াদি লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন এবং উহাদিগের উপর ঘোরতর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলেন। প্রজারা অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অসীম দুঃখভোগ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যাধিকারে বাস করিতে লাগিল। ক্রমে প্রজাগণের সংখ্যা অধিক ন্যূন হওয়ায় রাজকর ও ক্রমে কম হইল এবং রাজভাণ্ডারও শূন্য হইয়া গেল। অপরাপর দেশীয় নৃপগণ উঁহার রাজ্য লইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যের সময় পরের উপকার করিলে দুর্ভাগ্যের সময় তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ প্রভু যদি ভৃত্যের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা দেখিয়া বিদেশীয় লোকও অনুগ্রহ পাইবার আশয়ে অনুগত হয়। সে যাহা হউক, কোন সময়ে নহীপালের রাজসভায় শাহানামা নামক গ্রন্থমধ্যে যোহক নামক মহীপালের রাজত্বের হ্রাস এবং ফরেদুঁ নামক মহীপালের রাজত্বের উন্নতির পুরাবৃত্ত পাঠ হইতেছিল। ইহা শ্রবণে আস্মদেশীয় ভূপালের মন্ত্রী প্রশ্ন করিলেন, যদি ফরেদুঁ মহীপালের অর্থ ও সৈন্য ছিল না তবে তিনি রাজত্ব কিপ্রকারে করিতেন? যদি কখন কোন সময়ে বিপক্ষ উহার উপরে বিপক্ষতা করিতে আসিত তবে কি হইত? ঐ ভূপাল উত্তর করিলেন ফরেদুঁ রাজার সুবিচারে প্রজা এমন বাধ্য ছিল যে, তাহারা সকলেই তাঁহার সাপেক্ষ যোগ দিয়া বিপক্ষদলন করিয়া দিত, তখন মন্ত্রী কহিতে লাগিলেনঃ—হে মহারাজ! রাজার ধর্ম্ম যে, তিনি প্রজার সহিত ঐক্য হইয়া রাজ্য করেন. কিন্তু আপনি প্রজাপীড়ন করেন কেন? আপনার কি রাজ্য করিবার ইচ্ছা নাই? রাজনীতি অনুসারে রাজার কর্ত্তব্য যে, সৈন্য ও প্রজাবর্গকে আপনার প্রাণের তুল্য স্নেহ করা, কারণ তাহারাই রাজার দক্ষিণ হস্তের স্বরূপ। তখন ঐ নরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিবর! সৈন্য ও প্রজার প্রতি কি প্রকার স্নেহ করিতে হয়? মন্ত্রী কহিলেন উহাদিগকে সময়ে সময়ে পরিশ্রমের পারিতোষিক দিতে ও দয়া প্রকাশ করিতে হয়, কিন্তু আপনি এই দুই কার্য্য কিছুই করেন না।

যে রাজা প্রজাপীড়ন করেন তিনি কি রাজত্ব করিতে পারেন? নেকড়িয়া ব্যাঘ্র মেষপালকের কার্য্য করিতে পারে না। যে রাজা প্রজার উপর দৌরাত্ম্য করেন, তিনি স্বহস্তে স্বীয় রাজ্যের মূল উৎপাটন করেন। ঐ ভূপতি মন্ত্রীর হিতবাক্য বিপরীত বুঝিয়া উহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে প্রেরণ করিলেন। কিছু দিবস পরে ঐ ভূপতির অতি আত্মীয় অর্থাৎ উহাঁর খুল্লতাত পুত্র তাঁহার রাজত্ব আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার অনেক প্রজা বিপক্ষ পক্ষে যোগ দিতে লাগিল, অবশেষে ঐ অহিতাচারী রাজা স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

ভূপতির অধীনস্থ লোকের প্রতি অহিতাচার করা উচিত নয়, কারণ তাহাদের সহিত ঐক্য থাকিলে শত্রু ও অধীন হইয়া থাকে, আর

লোকের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে শত্রু ও বিপক্ষ হইয়া উঠে। অতএব হে নৃপগণ! প্রজার সহিত প্রণয়ে কাল যাপন কর, তাহা হইলে প্রজারা তোমাদের পক্ষ হইয়া শত্রু দমন করিবে, সুবিচারক রাজার প্রজাগণই সৈন্য।

সপ্তম উপাখ্যান।

কোনএকভূপতি এক আজমদেশীয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে এক তরি আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ভৃত্যটি এরূপ সমুদ্র ও তরি পূর্ব্বে কখনই দর্শন করে নাই,সুতরাং অতিশয় ভীত হইয়া রোদন করিতে আরম্ভ করিল। অতিশয় ভীরুতায় উহার বদন বিকৃত হইয়া উঠিল। নৃপতি ইহাতে সাতিশয় বিরক্ত হইতে লাগিলেন। কোন প্রকারে ভৃত্যটীকে রোদন হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উক্ত পোতমধ্যে এক ব্যক্তি অতি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীছিলেন, তিনি ঐ নরপালকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, নরনাথ! যদি মৎপ্রতি আদেশ হয়, তবে আমি এ অবোধ ভৃত্যটির রোদন নিবৃত্তি করিতে পারি. ইহাতে ভূপাল আদেশ করিলেন. যদি একার্য্য করিতে পার, তবে আমি তোমাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিব। তখন ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ ভৃত্যের কেশাকর্ষণ করিয়া সমুদ্রের মধ্যে বারদ্বয় ডুবাইয়া ঐ তরির পশ্চাতে বাহুদ্বয় বদ্ধ করিয়া রাখিলেন, ভৃত্যটি ইহাতে একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল আর রোদন করিল না।

ঐ নরপাল ইহাতে অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন. হে বুধশ্রেষ্ঠ! একি চমৎকার! আমার ভৃত্যটি কি প্রকারে একেবারে নীরব হইয়াগেল ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন, হে ক্ষিতিনাথ! অগ্রে আপনার এ অবোধ ভৃত্যটি জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় ভীত হইয়াছিল, এইহেতু রোদন করিতেছিল এক্ষণে আমার দ্বারা তাহার সে ভ্রম দূর হওয়ায় সে নীরব হইয়াগেল।

সৌভাগ্যের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই বুঝিতে পারেন, যিনি দুঃসময়ে কষ্ট পাইয়াছেন। যেমন স্বর্গবাসীরা নরককে উত্তম স্থান বোধ করেন এবং নরকবাসীরাও স্বর্গকে সেইরূপ প্রকার বিবেচনা করেন। ইহাদের মধ্যে

বিশেষ প্রভেদ আছে। একব্যক্তি প্রণয়িনীকে আলিঙ্গন করিতেছেন, এবং অপর ব্যক্তি প্রণয়িনীর অপেক্ষায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন, ইহার কারণ মানবজাতীর স্বভাব এই যে, যদবধি কোন বিষয় দর্শন অথবা ভোগ না করেন, তদবধি ঐ বিষয় দর্শন ও ভোগ করিবার নিমিত্ত অতিশয় অভিলাষী ও চিন্তিত হইয়া থাকেন কিন্তু তাহা দর্শন কিম্বা ভোগ করিলে ইচ্ছা বা উদ্বেগ থাকে না।

অষ্টম উপাখ্যান।

আজম দেশীয় এক ভূপতি প্রাচীন অবস্থায় অতিশয় পীড়িত হইয়া-জীবনের আশায় প্রায় নৈরাশ হইয়াছিলেন। এমত সময়ে এক অশ্বারোহী সেনাপতি আসিয়া শুভ সংবাদ দিল যে, মহারাজের সহিত যে বিপক্ষরা যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা সকলেই পরাভব হইয়াছে তাহাদিগের দুর্গ অধিকার হইয়াছে এবং আমি সমস্ত শত্রুকে কারাবদ্ধ করিয়া আনিয়াছি। উঁহাদিগের সৈন্যদল ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনার অনুগ্রহলাভের আশয়ে দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব মহারাজের কি আজ্ঞা হয়? নরনাথ এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আক্ষেপে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

হায়! এক্ষণে আমার পক্ষে এইটি শুভসংবাদ নহে বরঞ্চ আমার শত্রুর পক্ষে। কারণ আমার রাজত্বের আশা এক্ষণে শেষ হইয়াছে, আর আমার রাজ্য করিবার অভিলাষ নাই, এক্ষণে আমার যুদ্ধে জয়ী হওয়ার ফল কি? কারণ আমার আশামন্দির ভগ্ন হইয়াগিয়াছে. এবং আয়ুশেষ হইয়া আসিতেছে, এসময় যমরাজার জয়ডঙ্কা বাজিতেছে, এক্ষণে আমি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছি, এই প্রকার অনেক আক্ষেপসূচক-বাক্য কহিয়া স্বীয় ইন্দ্রিয়াদিকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন হে নয়নদ্বয় ও হস্তপদাদি! তোমরা আমার সেবা করিও না, শীঘ্র বিদায় হও, তোমরা আমার সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব করিয়াছিলে। তোমাদিগের সহায়তায় চিরকাল দুর্বুদ্ধির সহিত কালহরণ করিয়াছি। হে জগদীশ্বর! আমাকে ক্ষমা করিয়া পাপ হইতে মুক্ত করুন।

নবম উপাখ্যান।

কোন দেশে হরমুজ নামে মহাবিক্রমশালী একভূপাল স্বীয় পিতৃ-রাজ্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতার যাবতীয় মন্ত্রীবর্গকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। ইহাতে ঐ ভূপতিকে কোন এক ব্যক্তি মিনতি পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, নরনাথ! আপনি যে আপনার পিতার মন্ত্রী বর্গকে কারাবদ্ধ করিলেন ইহারা আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছে? নৃপতি উত্তর করিলেন, কোন অপরাধ করেন নাই, কেবল স্বীয় জীবনের আশঙ্কা প্রযুক্ত উহাদের বন্দী রাখিয়াছি, কারণ উহারা আমাকে অত্যন্ত ভয় করে এবং আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এই জন্য মদীয় অন্তঃকরণে সাতিশয় আশঙ্কা জন্মিয়াছে, পাছে উহারা উহাদিগের শঙ্কা হইতে পরিত্রাণ পাই বার জন্য আমার জীবন নষ্ট করিবার চেষ্টা করে। অর্থাৎ জ্ঞানীরা বলেন, যদিও তুমি শত্রু সঙ্গে বিরোধে তদপেক্ষা পরাক্রমশালী হও তথাচ যে তোমাকে ভয় করে তুমিও তাহাকে ভয় করিও, কারণ বিড়াল যখন ব্যাঘ্রের নিকট হইতে পরিত্রাণের উপায় না পায়, ভয় প্রযুক্ত ব্যাঘ্রের চক্ষে থাবা মারিতে প্রবৃত্ত হয়। সর্প অপেক্ষা মনুষ্য বলবান, তজ্জন্য সর্প মনুষ্যের নিকট প্রস্তর আঘাতের আশঙ্কায় মনুষ্যকে পতনে পাইলেই দংশন করিয়া থাকে।

দশম উপাখ্যান।

এক বৎসর দামস্কনগরে এক বৃহৎ দেবালয়ে মহাচার্য্য ইয়াহায়া পেগম্বরের সমাধিস্থানের উপরিভাগে কার্য্যে অবস্থিত হইয়া একাকী বসিয়াছিলাম। এমত সময়ে আরব দেশীয় একভূপাল যিনি অহিতাচার ও অবিচারের নিমিত্ত জগদ্বিখ্যাতছিলেন। তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরচিন্তা সমাধানান্তে কহিতে লাগিলেন যে, "কি দরিদ্র কি ধনাঢ্য সকলেই এই জগতের ভৃত্য, কিন্তু তন্মধ্যে যাঁহারা অধিক ধনবান্ তাঁহাদেরই অভাব অধিক।" তাহার পর আমার প্রতি অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, 'হে সাধু! তুমি আমার সহিত একত্রে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, কারণ আমি এক প্রবল শত্রুর ত্রাসে সশঙ্কিত হইয়াছি। আমি কহিলাম, যদি দুর্ব্বল লোকদিগের প্রতি

দয়া কর, তাহা হইলে শত্রুর ভয়ে ভীত হইবে না, দুঃখী এবং নিরাশ্রয় প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিলে অতিশয় পাতক হয়, যিনি দরিদ্রকে সাহায্য না করেন, তিনি সর্ব্বদা ভয়ে বাস করেন, আর যদি তিনি হঠাৎ পতন হন; তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কেহই তুলিবে না, এইরূপ প্রকারে যিনি আপন ক্ষমতা থাকিতে কাহার প্রতি দয়া না করেন তাঁহার দুঃসময়ে কেহই উপকার করে না। যে ব্যক্তি উত্তম ফল পাইবার আশায় মরুভুমিতে বীজ বপন করে তাহার বৃথা পরিশ্রম। অতএব হে মানবগণ! অনাথের রোদন শ্রবণ করিয়া দয়া করিও, কর্ণ থাকিতে বধির হইও না সকলের প্রতি ন্যায় বিচার করিও নচেৎ জগৎ পিতার নিকট বিচারের দিন অতিশয় ভৎর্সিত হইবে।

মানবজাতি এক আদিপুরুষ হইতে উৎপন্ন এই নিমিত্তই ইহাদের মধ্যে একব্যক্তির যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে দর্শক মাত্রেরই স্বভাবতঃ দুঃখ উপস্থিত হয়, যেমত দেহের মধ্যে কোন অংশে একটি ব্রণ হইলে সমস্ত দেহে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

একাদশ উপাখ্যান।

বোগদাদ নগর মধ্যে এক উদাসীন ঘোরতর তপস্যায় এমত সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, তিনি যাহাকে যে আশীর্ব্বাদ করিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার সেই ফল ফলিত, ঐ দেশীয় ইউসফ রাজার পুত্র হেজাজ নামক ভূপতি ঐ সন্ন্যাসীকে স্বীয় ভবনে লইয়া মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী ইহা শ্রবণমাত্র ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া ভূপালকে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। হে মহারাজ! তোমার শীঘ্র মৃত্যু হউক। ঐ নরপাল ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি রকম আশীর্ব্বাদ করিলেন? সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন :-

এ আশীর্ব্বাদ তোমার ও যাবদীয় মুসলমানের পক্ষে শ্রেয়ঃ। কারণ তোমার ন্যায় প্রবল পরাক্রমশালী লোকেরা সর্ব্বদা দুঃখি-লোককে দুঃখ দেয়। অতএব তোমার রাজত্বে কি উপকার হইতে পারে; তোমার

পক্ষে মৃত্যুই প্রশংসনীয়। কারণ তোমার মৃত্যু হইলে দুঃখিগণের আর দুঃখ থাকিবে না।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

কোন দেশে এক প্রজাপীড়ক ও অবিচারক ভূপতি রাজ্য করিতেন। তিনি এক দিবস এক ধার্ম্মিক ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পৃথিবীর মধ্যে আমার কোন্ পুণ্য কার্য্য করা কর্ত্তব্য? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন দুইপ্রহর বেলা অবধি নিদ্রা যাওয়া আপনার পক্ষে মহা পুণ্য কর্ম্ম। কারণ ঐ সময়ে তুমি কাহার ও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আপনার ন্যায় সকল দুরাত্মা লোকের পক্ষে নিদ্রাতে সময় অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ। কারণ ঐ ব্যক্তি যতক্ষণ জাগ্রত থাকিবে ততক্ষণ পরের অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে। অতএব তাহার পক্ষে নিদ্রা যাওয়াই মঙ্গলদায়ক।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

আমি এক ভূপালের উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম যে তিনি এক নিশিতে অনেক বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে বসিয়া আমোদপ্রমোদ করিতেছিলেন এবং অতিশয় আমোদে উন্মত্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন "যে, পৃথিবীর মধ্যে আমা অপেক্ষা সুখী কেহই নাই। আমি শৈশবাবস্থা হইতে এপর্য্যন্ত কখন কোন কষ্ট ভোগ করি নাই এবং মনোমধ্যে কোন দুশ্চিন্তা ও করিনাই, কাহা কর্ত্তৃক ভাক্তও হই নাই।" কিন্তু এমত সময়ে ঐ প্রাসাদের বহির্দ্দেশে একটী উলঙ্গ সন্ন্যাসী শয়ন করিয়াছিলেন; ভূপতির উল্লাসিত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ঃ—

হে নরনাথ! ভূপতি ও ধনাঢ্যগণের দুঃখ নাই, ইহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু আমি যে নির্ব্বস্ত্র সন্ন্যাসী আমারও কোন ক্লেশ নাই অথবা কোন দুঃখ ভোগ করি নাই। ঐ ভূপাল সন্ন্যাসীর ঈদৃশ সাহসিক বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণপূর্ব্বক গবাক্ষের নিকট আসিয়া সন্ন্যাসীকে বস্ত্র বিস্তার করিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন আমি বস্ত্রহীন বস্ত্র কোথায় পাইব? ইহাতে সন্ন্যাসীর অধিক দুরবস্থা জানিয়া ধন ও বস্ত্র দান করিয়া উঁহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু ধার্ম্মিক তপস্বীগণের ধনের প্রতি কখনই তৃষ্ণা থাকে না। অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসী ভূপতির দত্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া পুনরায় রাজসদনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যেমন চালনিতে বারিধারণ করে না ও প্রেমিকের অন্তঃকরণে ধৈর্য্য সহে না, তদ্রূপ ধার্ম্মিকের হস্তে অর্থ-সঞ্চয় কখনই হয় না। সন্ন্যাসী যখন পুনরায় রাজসদনে আসিয়া অর্থ যাচ্ঞা করিতে লাগিলেন, ঐ নরপাল বিরক্তমন হইয়া রাগ প্রকাশ করিলেন। বহুদর্শী এবং জ্ঞানী লোকেরা কহিয়াছেন যে, মাদৃশ রাজা-গণের ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য নয়, কারণ, ইহাঁদিগের অন্তঃ-করণ সর্ব্বদা আবশ্যকীয় রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকে সুতরাং সামান্য লোকের আপত্য শ্রবণ করিতে পারেন না। রাজার নিকট যে ব্যক্তি ধৈর্য্যাবলম্বন না করে, সে কখন রাজপ্রসাদ পাইবার আশা করিতে পারে না। রাজসন্নিধানে কথা কহিবার সুযোগ পাইলে স্বীয় বাঞ্ছা পূর্ণ করণার্থ মিনতিপূর্ব্বক কথা কহিবে ঃ—

ঐ নরকপাল উক্ত সন্ন্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, ধনীদিগের কর্ত্তব্য সুবোধ দীন দরিদ্রকে পালন করা, নির্ব্বোধ অপব্যয়ীকে পালন করা উচিত নয়, কারণ তাঁহারা জানেন, যে ব্যক্তি দিবসে দীপ জালিয়া রাখে নিশাকালে তাহার তৈলের অভাব অবশ্যই হইবে। সভাস্থ একজন বিজ্ঞ মন্ত্রী ঐ ভূপালকে অনেক মিনতি করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! রাজাদিগের কর্ত্তব্য যে, দরিদ্রকে দান করা, তাহা আপনি যখন করিয়াছেন, এক্ষণে কি প্রকারে বন্ধ করিতে পারেন। মক্কা তীর্থে অনেক লোক গমন করে, কিন্তু তথায় অতিশয় জলকষ্ট সত্বেও কেহ লব-ণাম্বু বারি পান করে না। সুমিষ্ট জল যথায় থাকে তথায় অনেক প্রকার জীবজন্তু ও মনুষ্যের জনতা হয়. অতএব হে নরনাথ! দাতাকেই অনেকে ত্যক্ত করিয়া থাকেন, কৃপণের নিকট কেহ যায় না।

—...

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক নরপতি স্বীয় রাজত্বের প্রতি অতি তাচ্ছল্য করিতেন এবং তাঁহার সৈন্যদিগকে রীতিমত বেতন দিতেন না। ইহাতে তাঁহার সৈ-ন্যেরা বেতনাভাবে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন। হঠাৎ এক প্রবল

পরাক্রমশালী শত্রু আসিয়া ঐ ভূপতির রাজ্য আক্রমণ করিল। রাজার সৈন্যেরা যুদ্ধ না করিয়া সকলেই পলায়ন করিল। তখন ঐ নরনাথ অর্থ থাকিতেও খেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা অস্ত্র ধারণ করিয়া শত্রুর সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল না। ঐ সৈন্যগণের মধ্যে এক ব্যক্তি আমার পরিচিত ছিল আমি তাহাকে কহিলাম।

হে সৈন্যাধীপতি! এ তোমাদের কিরূপ ব্যবহার? যাহার বেতন-ভোগী দাস তাহার দুঃসময়ে পলায়ন অতি নীচকর্ম্ম ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ, ইহাতে ঈশ্বরের নিকট মহা পাপে পতিত হইতে হইবে। ইহা শুনিয়া একজন সৈন্য উত্তর করিল, আমার অশ্বটী আহারাভাবে অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে ও অর্থাভাবে আমার বোন্দুকের জিন বন্ধক আছে, যুদ্ধে কিপ্রকারে প্রবৃত্ত হইতে পারি? যে রাজা সৈন্যগণের প্রতি কৃপণতা করিয়া রীতিমত বেতন না দেন, তাঁহার সৈন্যেরা কখনই বাধ্য থাকিয়া যুদ্ধ করে না। সৈন্যগণকে অর্থ প্রদান কর তবে ত তোমার বাধ্য হইয়া মস্তক দিতে সমর্থ হইবে। সৈন্যগণকে রীতিমত বেতন না দিলে অন্যত্র গমন করিবে। বলবান ব্যক্তির উদর পূর্ণ থাকিলে সাহস-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ক্ষুধাতে কাতর থাকিলে, যুদ্ধস্থান হইতে পলায়ন করে।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

এক রাজমন্ত্রী পদচ্যুত হইয়া সন্ন্যাসীর সহিত মিলিত হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বন করিলেন। ইহাতে তাহার এমন চিত্তবিনোদন হইতে লাগিল যে, তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজা ইহা শ্রবণমাত্র তাহাকে আহ্বান করিয়া পুনরায় তদীয় পদে অভি-ষিক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মন্ত্রীবর ইহাতে সম্মত না হইয়া তচ্ছ্রবণমাত্র উত্তর করিলেন, স্বীয় পদারূঢ় হওয়া অপেক্ষা আমার এতাদৃশ হীনাবস্থা শ্রেয়স্কর। সাংসারিক কর্ম্মে অবসর লইয়া নির্জ্জনে বাস করিলে মনুষ্যবেশধারী কুকুরেরও দন্তাঘাতের ভয় থাকে না, জনসমাজে তিরস্কৃতও হইতে হয় না। তখন কাগজ, মসি ও লেখনী প্রভৃতি সামগ্রীর আবশ্যকতা থাকে না, এবং নিন্দকের নিন্দার দংশনে জর্জ্জরিত হইতে হয় না। ভূপতি পুনরায় বলিলেন, মন্ত্রিন্!

তুমি যদি তব পদে নিযুক্ত না হও তবে তোমার ন্যায় বিচক্ষণ ও বহুদর্শী আর এক ব্যক্তিকে দাও, যদ্দ্বারা আমার রাজ্য সুনিয়মে চলে। মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! যিনি জ্ঞানী হইবেন, তিনি এরূপ পদে নিযুক্ত হইতে স্বীকৃত হইবেন কেন? বিহঙ্গম মধ্যে হুমাপক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয়। কারণ হুমা কেবল আপন অস্থি আহার করিয়াই প্রাণধারণ করে, কোন প্রকার জীবের অনিষ্ট করে না।

উদাহরণস্বরূপ কহিতেছি, এক ব্যক্তি এক শৃগালকে (ফেউ) জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তুমি সিংহের সমভিব্যাহারে বেড়াও কেন?" শিবা কহিল, 'আমি অনায়াসে উহার উচ্ছিষ্ট খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করিতে পাই, এবং প্রবল শত্রু হইতে নিরাপদে থাকি।" তৎপরে কহিল ভাল তুমি যদি এতাদৃশ মহদাশ্রয়ে থাকিয়া নিরুদ্বেগে কালযাপন কর তবে তুমি ইহার সম্মুখে যাওনা কেন? যদি তুমি সর্ব্বদা ইহার নিকটে গিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর তাহা হইলে তোমার আরও অধিক উপকার হইতে পারে। 'খামিক ইহাতে উত্তর করিল, যদি আমি উহার সম্মুখে যাইয়া তোষামোদ করি, তাহা হইলে প্রাণে মারা যাইতে পারি।" জ্ঞানীরা কহেন, প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে শতবৎসর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা কর, কিন্তু এক মুহূর্ত্ত অসাবধান হইলে যদি শরীরের কোন অংশ উহা স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয় যায়। তদ্রুপ রাজসভার মন্ত্রী পুরস্কারও পাইতে পারেন, হয় ত তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা হইতে পারে। জ্ঞানীদিগের উক্তি আছে যে, রাজারা প্রায়ই অস্থির চিত্ত; হয় ত কোন সময়ে অভিবাদন করিলে অতি রুষ্ট হন, আবার কটূক্তি করিলে মহা সমাদর করেন, এবং ইহাতে বুধসম্মত যে বিদ্রুপ বিদূষকগণের অলঙ্কারস্বরূপ, কিন্তু জ্ঞানীদের নির্ম্মল চরিত্রে দোষারোপ করে। অতএব বিদূষকদিগের স্বভাব সুলভ, ঠাট্টা বিদ্রুপাদি পরিহার পূর্ব্বক যাহাতে আপনার মান্য রক্ষা হয় তাহাই কর।

ষোড়শ উপাখ্যান।

মদীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে একটী বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া স্বীয় দুরবস্থার কথা প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে আমি অতি অল্প অর্থ

উপার্জ্জন করি, কিন্তু আমার পরিবার অধিক অতএব দুরবস্থার বোঝা আর বহন করিতে পারি না। ইহাতে এক এক সময়ে আমার অন্তঃকরণে এরূপ ভাব উদয় হয় যে, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করি। তাহা হইলে পরিবারদিগের কষ্টভোগ আমাকে দেখিতে ও শুনিতে হইবে না, এবং উঁহাদিগের অন্নাভাবে প্রাণ বিয়োগ হইলেও জানিতে পারিব না। কিন্তু আমি আমার শত্রুগণকে বড় ভয় করি, কারণ. উঁহারা আমার বিদেশ গমন শ্রবণে পরিহাস করিবে ও মদীয় পরিবারের প্রতি ব্যাঙ্গোক্তি করিবে. তখন আমার পক্ষে গুরুতর যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে এই হেতু বিদেশ গমন করিতে পারি না। আমার অনুপাস্থিতকালে উঁহারা আমাকে উপহাস করিবে. ও আমার চরিত্রের প্রতি দোষারোপ করিতে পারে, আর পরিবার প্রতিপালনের নিমিত্ত যদি অন্য কোন চেষ্টা করি, তাহাতেও অসৎ বলিয়া দুর্নাম দিতে পারে। কেহ কেহ আবার বলিতে পারেন দেখ এই ব্যক্তি এমন নির্লজ্জ্য হতভাগ্য যে কখন সৌভাগ্যের চেষ্টা করিল না, আপন সুখে সুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রদিগের অশেষ দুঃখে পতিত করিয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, আপনিত জানেন যে, অঙ্ক বিদ্যাতে আমার কিঞ্চিৎ জ্ঞান যাগ আছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তবে সুস্থির হইয়া জীবনধারণ করিতে পারি। আমি বন্ধুকে বলিলাম, হে মিত্র! যেমন রাজমন্ত্রী রাজার নিকটে কর্ম্ম করেন, কিন্তু সর্ব্বদা কর্ম্মের ও প্রাণের বিষয়ে সশঙ্কিত থাকেন। কারণ রাজকার্য্যের এই রীতি আছে, কখন তিরস্কারের পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কখন তোষামোদ করিয়া প্রাণে মারা যাইতে হয়। দেখ বন্ধু, সন্ন্যাসীর নিকটে ভূমির কি বাগানের রাজস্ব আদায় করিতে কেহ আইসে না; অতএব যে ব্যক্তি দুঃখ নিবারণ না করিয়া দুঃখের কষাঘাতে সন্তোষ থাকে, সে স্বীয় অস্থি কাকের অগ্রে বাহির করিয়া রাখে অর্থাৎ প্রাণে মারা যায়। ইহা শ্রবণে আমার বন্ধু আমাকে অনেক অনুযোগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, বন্ধু! আপনি ত আমার অবস্থানুযায়ী কথা কহিলেন না ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, এবং আমার প্রার্থনাও শ্রবণ করিলেন না। আপনি কি এ কথা শ্রবণ করেন নাই, যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি করে সে সর্ব্বদাই ভয়ে কম্পিত হয়, কিন্তু

যে সত্য পথে ভ্রমণ করে পরমেশ্বর তাহার প্রতি সন্তোষ থাকেন। আমি এমন কখন দর্শন কিম্বা শ্রবণও করি নাই যে, যথার্থ পথে থাকিয়া কেহ মারা গিয়াছে। জ্ঞানীলোকেরা কহেন, এই চারিপ্রকার ব্যক্তি অপর চারি প্রকার ব্যক্তিকে বর্ব্বদা ভয় করিয়া থাকে অর্থাৎ বঞ্চক ভূপতিকে, মলিম্লুচ নিশাচরকে, লম্পট দোনাড়াকে এবং মুহুরি নিকাশকারককে, অতএব যাহার হিসাব ঠিক থাকে সে কি কখন নিকাশ কারককে ভয় করে? নিজে ঠিক থাকিলে শত্রুকেও ভয় হয় না; আর দেখ রজকেরা মলিন বস্ত্রকে পাষাণের উপর আছড়াইয়া পরিষ্কার করে, পরিষ্কার বস্ত্র কখন আছড়ায় না।

তখন উদাহরণচ্ছলে আমি বলিলাম, হে বন্ধু! আপনার অবস্থা ঠিক শৃগালের ন্যায় শ্রবণ করুন।—কোন সময়ে একটী খেঁকশিয়ালী পলায়ন করিতেছিল, কোন এক ব্যক্তি উহাকে জিজ্ঞাসা করিল হে শিবা! তুমি যে এতাদৃশ ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন করিতেছ, ইহার কারণ কি? শৃগাল উত্তর করিল শ্রবণ করিলাম যে, এই স্থানে উষ্ট্রকে ধরিতেছে এই আশঙ্কায় আমিও পলায়ন করিতেছি। ইহাতে ঐ বক্তা কহিলেন, ওরে নির্ব্বোধ পশু! উষ্ট্রকে ধরিতেছে তোর ভয়ের কারণ কি? শৃগালী উত্তর করিল, চুপ কর, যদি কোন শত্রু শত্রুতা করিয়া কহে যে, এ উষ্ট্রের শাবক, তাহা হইলে আমি ধৃত হইব, এবং পরে আমার মুক্ত হওয়া দুষ্কর হইবে, আর তুমি কি জান না, যে যদি কোন ব্যক্তিকে সর্পে দংশন করে, তাহাকে ইস্পাহান নগর হইতে বিষপাথর আনাইয়া আরোগ্য করিতে চেষ্টা করিলে বিলম্বে রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহার আর এক প্রমাণ দেখ, যে ব্যক্তি জ্ঞানী, সত্যবাদী, নিস্নোর্জ্জা, পরোপকারী এবং জিতেন্দ্রিয় হয়, তাহাকেও দুষ্টলোকে শঠতা করিয়া এমন কষ্টভোগ করায় যে, তাহার সকল গুণ একেবারে লোপ করিয়া দেয়, এবং রাজার দ্বারা চিরকাল দুঃখরাশি ভোগ করায়, তখন তাহার পক্ষে কেহই আনুকূল্য করে না। এই হেতু বলিতেছি যে, নিজ মঙ্গলার্থে গোপনভাবে থাকা কর্ত্তব্য, আর বলি সমুদ্রে পোতারোহণ করিয়া বাণিজ্য করিলে যথেষ্ট লভ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু যদি সেই পোত নিরাপদে কূলে আসিয়া উত্তীর্ণ হয় তবেই সফল নচেত এমন লভ্যে কি ফল? যদি ঐ পোত জলে মগ্ন

হইয়া যায়। আমার বন্ধু এই উদাহরণ শ্রবণে বিকৃতানন হইয়া নীরব হইয়া রহিলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, আমার বন্ধু কি নির্ব্বোধ ও অনভিজ্ঞ. জ্ঞানী লোকেরা বলেন ;—

প্রকৃত বন্ধু কারাবদ্ধ হইলেও সময়ে সময়ে উপকার করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু কপট বন্ধু একত্রে ভোজন করিয়াও শত্রুতা প্রকাশ করেন। অতএব যে বন্ধু একত্রেতে আহার করেন ও দিবারাত্র হাস্যপরিহাস দ্বারা মন সন্তোষ করেন, কিন্তু তিনি যদি দুঃসময়ে পলায়ন করেন, তাঁহাকে কখন যথার্থ বন্ধু বলা যায় না। যিনি দুঃসময়ে উপকার করেন তিনিই প্রকৃত বন্ধু।

আমি তখন ঐ বন্ধুকে সন্তোষ করিবার নিমিত্ত রাজমন্ত্রীর নিকটে গিয়া আমার বন্ধুর দুরবস্থার বিষয় কর্ণগোচর করিলাম, এবং ঐ মহাত্মা সহিত আমার পূর্ব্ব বন্ধুত্ব দুরবস্থার বিষয় মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া উঁহাকে একটি সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ঐ বন্ধু কিছু দিবস কর্ম্ম করিয়া অতিশয় বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাহা দেখিয়া রাজমন্ত্রী উঁহাকে ক্রমে উচ্চপদে অভিষিক্ত করিলেন। আমার মৈত্র উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কার্য্য অতিশয় পরিশ্রমে সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তদ্দৃষ্টে মন্ত্রীবর মৈত্রকে অধিক যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং বন্ধুর কার্য্য সকল মন্ত্রীর অধিক মনোনীত হইতে লাগিল এবং অবশেষে তাহার সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদয় হইল; বন্ধু ভূপালের প্রিয়পাত্র হইলেন।

আমি বন্ধুর সৌভাগ্য অবলোকন করিয়া আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলাম, এবং মনে মনে বিবেচনা করিয়া বন্ধুকে হিতবাক্যে বুঝাইলাম। হে প্রিয় বন্ধু! যথার্থ কর্ম্মে সন্দেহ করা অনুচিত এবং ইহাতে ভগ্ন অন্তঃকরণ হওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ অমৃত কূপের বারি, আর ভ্রাতাগণের শত্রুতা এবং জগদীশ্বরের কৃপা লুক্কাইত থাকেনা, অর্থাৎ কিরূপ প্রকার ঘটে তাহা কেহই অগ্রে জানিতে পারে না অতএব ধৈর্য্যাবলম্বন, করা জ্ঞানীর কার্য্য। ধৈর্য্যতা অগ্রে তিক্ত বোধ হয়, কিন্তু ইহাতে রত থাকিলে পরে সুমধুর ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সে যাহা হউক, আমি কিছু দিবস পরে কতকগুলি তীর্থযাত্রী সমভিব্যাহারে মক্কা তীর্থে গমন করিলাম। তীর্থ পর্য্যটনের পরে আমি

যৎকালিন স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম; পথিমধ্যে উক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল দেখিলাম তাহার বদন অতি ম্লান ও উদাসীন সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থা ঘটিয়াছে। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, হে প্রিয় মৈত্র! তোমার এতদুরাবস্থা হইবার কারণ কি? মৈত্র উত্তর করিলেন, শত্রুগণের শত্রুতায় এই অবস্থা ঘটিয়াছে। দেশাধিপতির নিকট অনেক-বার অভিযোগ করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার দুরাদৃষ্টক্রমে তিনি কিছুই শ্রবণ করিলেন না।"

জ্ঞানীলোকেরা বলিয়াছেন যে যৎকালীন মনুষ্যের শুভাদৃষ্ট হয়, তৎকালীন অনেকেই বক্ষঃস্থলোপরে করযোড়ে তোষামদ করিতে থাকে, কিন্তু আবার দুরাবস্থা ঘটিলে উহারা উহার মস্তক পদতলে দলিত করিয়া থাকে। সে যাহা হউক, আপনার শুভাগমন আমার পক্ষে সুমঙ্গল হইয়াছে, আপনি এক্ষণে আমাকে এই যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করুন। আমি বলিলাম, হে সখা! এই নিমিত্ত আমি আপনাকে পূর্ব্বে উদাহরণচ্ছলে সঙ্কেত করিয়াছিলাম। আপনি তৎকালীন আমার কথায় মনোযোগ না করিয়া তাচ্ছল্য করিলেন। আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলে, ভূপতির নিকট কার্য্য করা সমুদ্রে বাণিজ্যার্থ গমন করার ন্যায়, পোত যদি নিরাপদে কূলে আসিয়া পৌঁছে তবেই সত্য, আর দ্রব্যাদির সহিত যদি জলমগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ; অতএব যাহাতে আধক দায়গ্রস্থ হইতে হয়, এমত কার্য্য করা অকর্ত্তব্য। তুমি কি জান না যে, পরের নিকট দাসত্ব করিতেগেলে স্বীয় পদদ্বয় শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে হয়; সর্পের মন্ত্র ও ঔষধি না জানিলে কখন উহার মুখে অঙ্গুলি প্রদান করিতে সাহস হয় না।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

কোন সময়ে আমি কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে সহবাসী হইয়া-ছিলাম। তাঁহাদিগের চরিত্র অতিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল ছিল, তদ্দৃষ্টে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি উহাদিগের প্রতি সদয় হইয়া প্রতিপালনার্থ মাসিকবৃত্তি ধার্য্য করিয়া দিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে ঐ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তির চরিত্রভ্রষ্ট হওয়ায় ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাদিগের মাসিক বৃত্তি একেবারে বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া আমি, মনে মনে ইচ্ছা

করিলাম যে, কোন উপায়ের দ্বারাই হউক বন্ধুগণের মাসিকবৃত্তি পুনরায় বাহির করিব। এই স্থির করিয়া ঐ মহাত্মার আলয়ে গমন করিলাম। তাঁহার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র দৌবারিক প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। আমি ঐ দ্বাররক্ষকের নিষেধ বাক্য শ্রবণ করিয়া রহস্য-চ্ছলে কহিতে লাগিলাম যে রাজার এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারে দৌবারিক ও কুকুর থাকে, তাহারা দুঃখী দরিদ্রকে দ্বারের নিকট দেখিতে পাইলেই বস্ত্র ধরিয়া টানাটানি করে। আমার এই সমস্ত কথাগুলি গৃহস্বামীর কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি স্বয়ং আমার নিকট আসিয়া যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক বাটির মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং উত্তম আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আমি সে আসনে না বসিয়া অপর আসনে বসিয়া কহিলাম।

হে মহাশয়! আমি অতি ক্ষুদ্রলোক এ আসনে বসিবার যোগ্য নহি ইহাতে তিনি অনুতাপ করিয়া কহিলেন, হা ঈশ্বর! তুমি আমার মস্ত-কোপরি অথবা নয়নাগ্রে বসিয়া থাক ইহাতে তুমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইও না। সে যাহা হউক, আমি অন্য একখানি আসনে বসিলাম এবং নানাপ্রকার বাক্যচ্ছলে বন্ধুগণের কথা উপস্থিত করিলাম যে অস্মদাদির মিত্রগণের কি অপরাধ দেখিতে পাইলেন যে, একেবারে তাহাদিগের আহার বন্ধ করিয়াদিলেন? আপনাকে আমি একটী কথা নিবেদন করি। দেখুন, জগৎপিতার কি অদ্ভুত গুণ ও দয়া যে. লোকেরা তাঁহার নিকটে ভূরি ভূরি অপরাধ করিতেছে, তথাচ তিনি কাহারও আহার বন্ধ করেন না। এতাদৃশ উপমা ঐ অধিপতির অধিক মনোনীত হইল এবং বন্ধুগণের পূর্ব্বমত মাসিক বৃত্তি দিতে লাগিলেন। ইহাতে আমি ঐ অধিপতির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক প্রণাম করিলাম এবং কহিলাম, হে দয়াময়! তোমার এরূপ সদ্গুণের মহিমা অধিনস্ত লোকেদের প্রতি প্রকাশ করা অতি আবশ্যক, কেন না নিষ্ফলাবৃক্ষে কেহ প্রস্তরলোষ্ট্র নিক্ষেপ করে না. ফলবান বৃক্ষের ফল পাইবার আশয়ে অনেকেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া থাকে।

না

অ

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

কোন দেশে এক ভূপালতনয় পিতৃদত্ত অধিক ধন প্রাপ্ত হইয়া অকাতরে দান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় ক-করিতে লাগিলেন। সৈন্য সকলকেও প্রজাবর্গকে যথেষ্ট ধন দান করিতে লাগিলেন। যেহেতু ধন সৌগন্ধকাষ্ঠের ন্যায়, সৌগন্ধকাষ্ঠ যেমন অগ্নিতে নিক্ষেপ না করিলে সৌরভ নির্গত হয় না। তেমনি ধন বিতরণ না করিলে যশসৌরভ প্রকাশ পায় না? ধন আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কি ফল ফলিতে পারে? যেমন বৃক্ষের বীজ ভূমিতে না ছড়া-ইলে বৃক্ষের অঙ্কুর কখনই নির্গত হয় না, তেমনি ধন না দান করিলে কোন ফলই পাওয়া যায় না। ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ ভূপালের কোন এক প্রিয় পারিসদ প্রস্তাব করিলেন।

হে নরনাথ! আপনকার পিতৃপুরুষেরা বহুকষ্টে ও বহুযত্নে অবশ্যই কোন উত্তম অভিপ্রায় সাধনার্থ এই অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, অত-এব ইহা ব্যয় করিতে বিরত হউন। কারণ কর্ম্ম অগ্রে ও শত্রু পশ্চাৎ আছে, তাহাতে দুঃখ ও বিপদ ঘটিতে পারে। আর আপনি যদি একটী ধনাগার প্রজাবর্গকে বিতরণ করেন, আপনার এত অধিক প্রজা আছে যে, তাহারা প্রত্যেকে বণ্টন করিয়া লইলে একটি শস্যের অধিক প্রাপ্ত হইবে না। ইহাতে প্রজাবর্গের কি উপকার হইতে পারে? কিন্তু আপনি যদি একরতি রৌপ্য প্রজার নিকট হইতে প্রতি-দিন আদায় করেন তাহা হইলে আপনার ধনাগার ক্রমে পরিপূর্ণ হইতে পারে।

ঐ যুবরাজ পারিসদের বাক্যে বিকৃতানন হইয়া উঁহাকে রাজগৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন, এবং কহিলেন জগদীশ্বর কিজন্য আমাকে দেশাধিপতি করিয়াছেন; আমি কেবল লোককে আহার দিব, এবং দান করিব। আমি প্রহরি নহে যে পিতৃধন রক্ষা করিয়া বেড়াইব। তুমি কি শ্রবণ করনাই যে, কারুমহীপাল চল্লিশটি ধনাগার ধনে পূর্ণ রাখিয়া লোকান্তর হন, কিন্তু কেহই তাহার নাম স্মর করেন না। আর নওসেরওঁয়া ভূপতির বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে তা কেহই বিশ্বাস করেন না। কারণ তাঁহার দানশীলতার নিমিত্ত সকে তাঁহাকে চিরজীবি জ্ঞান করিয়া থাকেন।

উনবিংশ উপাখ্যান।

অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, নওসেরওঁয়া ভূপতি মৃগয়ার্থ কোন এক গ্রামান্তরে গমন করিয়া একটি মৃগ মারিয়া স্বয়ং রন্ধন করিতে বসিলেন, কিন্তু লবণের অনাটন হওয়ায় স্বীয় ভৃত্যকে লবণ আনিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন এবং উহাকে বলিয়া দিলেন বিনামূল্যে লবণ আনিও না, কারণ তদ্দ্বারা গ্রাম ভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। ভৃত্য উত্তর করিল, এই সামান্য দ্রব্যে কি অনর্থ ঘটিতে পারে? নওসেরওঁয়া উত্তর করিলেন:—

এই জগতে প্রথমে দৌরাত্ম্য অতি অল্প ছিল। ক্রমে যত ব্যক্তি ইহাতে আসিতে লাগিল, ততই দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যথা— যদি কোন মহীপাল প্রজার উদ্যান হইতে একটি আতাফল আনিতে স্বীয় ভৃত্যকে আদেশ করেন, উক্ত ভৃত্য একেবারে বৃক্ষ সমেত লইয়া আইসে, আর যদি কোন নরপাল একটী কুক্কুটের ডিম্ব বলপূর্ব্বক প্রজার নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার সৈনেরা সহস্র কুক্কুট মারিয়া ভক্ষণ করিবে। একারণ বলিতেছি যে, মনুষ্যের উপর দৌরাত্ম্য করে সে পাপিষ্ঠ ও দুরাত্মা। এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। কিন্তু যাহাদের উপর দৌরাত্ম্য করে, কেবল তাহাদের অভিসম্পাৎ উহার উপর চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে।

বিংশ উপাখ্যান।

আমি এক রাজস্ব আদায়কারকের উপাখ্যান শ্রবণ করিলাম যে, তিনি রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য প্রজাগণের আলয় সকল উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। আর জ্ঞানীদিগের হিতোপদেশে অমনোযোগী হইলে তাঁহারা কহিলেন, যে ব্যক্তি সদিগণের সন্তোষের নিমিত্ত ঈশ্বরকে অমান্য করে পরমেশ্বর তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহাদিগকেই তাঁহার অস্ত্র সৃজন করেন। দরিদ্র ব্যক্তির অন্তঃকরণ দুঃখানলে যেরূপ দগ্ধ করে সেরূপ দাবানলের প্রজ্বলিত অনলে করিতে পারে না। জ্ঞানীরা আরও বলেন যে, সিংহ পশুগণের রাজা, আর গর্দ্দভ অতি অপকৃষ্ট জন্তু। গর্দ্দভ বোঝা বহন করায় সিংহ অপেক্ষা মনুষ্যের নিকটে শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ, সিংহ মানবজাতিকে নষ্ট করে। নির্দ্দোষী গর্দ্দভ যদিও

নির্দ্দোষপশু তথাচ মনুষ্যের বোঝা বহনের দ্বারা তাহাদিগের নিকটে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। পরিশ্রমি বলদ এবং গর্দ্দভ মানবজাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ মনুষ্যেরা হানী করে। এই নির্দ্দোষী পশুরা কাহারও অনিষ্ট করে না। সে যাহা হউক, ঐ দেশাধিপতি উহার দুশ্চরিত্রের বিষয় পরম্পরায় জানিতে পারিয়া ঐ দুরাবস্থায় পদদ্বয় কাষ্ঠযন্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত না তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল, সেই পর্য্যন্ত নানাপ্রকার যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন।

ভূপালের প্রসংশাপাত্র হইতে হইলে তুমি অবশ্যই তাঁহার প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করিবে। যদি ইচ্ছা কর যে, পরমেশ্বর তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার জীবগণের উপকার কর। এক ব্যক্তি যাঁহার প্রতি তিনি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, তাহার মৃত্যু সময়ে আসিয়া কহিলেন, হে রাজকর আদায় কারক! তুমি মহৎ পদ প্রাপ্ত হইয়া রাজার সঙ্গে একত্রে বসিয়া রাজভোগ আহার করিতে এবং প্রজাবর্গকে ধমকাইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিতে, এক্ষণে তুমি ভালরূপ জ্ঞাত হও যে, মনুষ্যের অস্থি ভক্ষণ করিয়া তাহা পরিপাক করিতে না পারিলে উদর ফাটিয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের উপর দৌরাত্ম্য করে সে দিবারাত্র কষ্টভোগ করে এবং সর্ব্বদা শসঙ্কিত থাকে।

একবিংশ উপাখ্যান।

আমি একজন দুঃশীল সৈন্যের উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি একটী তাপসী সন্ন্যাসীর শিরোপরি প্রস্তর লোষ্ট্র আঘাত করিলেন। সন্ন্যাসী তৎকালীন তাহার প্রতিশোধ করিতে অক্ষম হইয়া শিলালোষ্ট্রটী যত্নপূর্ব্বক নিজস্থানে রাখিয়া ঐ ঘাতকের প্রতি লক্ষ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছু দিবস গত হইলে উক্ত সৈন্যের প্রতি দেশাধিপতির অতিশয় ক্রোধ জন্মাইল। ঐ ভূপাল উহাকে, ধৃত করিয়া আনিয়া এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। এমত সময়ে সেই সন্ন্যাসী আসিয়া ঐ বন্দীর শিরোপরি সেই শিলালোষ্ট্র আঘাত করিলেন। ইহাতে বন্দী জিজ্ঞাসা করিল আপনি কে? এমন দুঃসময়ে আমার মস্তকোপরি কেন প্রস্তরলোষ্ট্র আঘাত করিলেন? সন্ন্যাসী উত্তর করিল, একদিবস তুমি

শিলাখণ্ড লইয়া যাহার শিরোপরি আঘাত করিয়াছিলে, আমি সেই ব্যক্তি। তখন সৈন্য জিজ্ঞাসা করিল, হে সন্ন্যাসী! তুমি এত দিবস কোথায় ছিলে? ঐ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, তোমার প্রতিহিংসা করিব বলিয়া সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া বেড়াইতেছিলাম; অদ্য তোমার দুরাবস্থা দেখিয়া সুযোগ পাইয়া প্রহার করিলাম। আরও বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর, জ্ঞানীরা বলিয়াথাকেন যে মুর্খ লোক ধনবান্ হইয়া যথেষ্ট মাননীয় হয়, তাহা দেখিয়া দরিদ্র পণ্ডিত উহার হিংসা না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকেন, তেমনি দুষ্ট বলবান ব্যক্তি দুঃখীর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাভব করে ও নানা প্রকার কষ্ট দেয় কিন্তু ঐ দরিদ্র উহার কিছু না করিতে পারিয়া সহ্য করিয়া থাকে, সুযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয়।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নৃপতি ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া অতি কষ্টভোগ করিতেছিলেন। কতকগুলি ইউনিয়ান দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক ভূপালকে দেখিয়া বিধি দিলেন যে, এ রোগের আর কোন ঔষধি নাই, কেবল মনুষ্যের পিত্ত লইয়া ঔষধি প্রস্তুত করিলে মহারাজ ও রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যে মানব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও সর্ব্বগুণান্বিত হইবে, তাহার পিত্তে ঔষধি প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ নরপাল আদেশ করিলেন, আমার রাজ্যাধিকারের মধ্যে এমত লোকের অনুসন্ধান কর; পরে অনেক অনুসন্ধানের দ্বারা গ্রামের একটি কৃষকের পুত্রকে পাওয়া গেল। চিকিৎসকেরা কৃষক তনয়কে দেখিয়া সপ্রমাণ করিলেন, তখন নরপাল ঐ বালকের পিতা মাতাকে আনাইয়া প্রচুর অর্থ দিয়া সন্তোষ করিলেন ঐ কৃষকতনয়ের জনকজননী অর্থে বশীভুত হইয়া সন্তানটীকে হত্যা করিতে দিলেন, তাহার পর বিচারপতি কাজি শাস্ত্রমত ব্যবস্থা দিলেন যে, রাজা দেশহিতৈষী দেশরক্ষক, অতএব দেশাধিপতির প্রাণরক্ষার্থে একজন প্রজাকে নষ্ট করিতে কোন পাপ হইবে না। ভূপতি ঐ বালকের শিরশ্ছেদনার্থে ঘাতকের প্রতি আদেশ করিলেন। ঘাতক খড়্গ ধারণ করিয়া উহার মস্তকচ্ছেদ করিতে উদ্যত হইল। এমত সময়ে ঐ যুবা

ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া হাসিতে লাগিল, ইহাতে ভূপাল উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক। শরীরের মধ্যে অতিশয় প্রফুল্ল না হইলে কখন হাসি নির্গত হয় না, অতএব এ সময়ে তোমার অন্তঃকরণে কি সন্তোষ জন্মাইল যে তুমি প্রফুল্ল হইয়া হাসিতেছ। তখন ঐ যুবা উত্তর করিল—

মহারাজ! শ্রবণ করুন, আমি যদি যথার্থ হত্যাপবাদে দোষী হইতাম, আমার পিতামাতা প্রাণপণে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সাধ্যমতে চেষ্টা করিতেন। আমার দুরাদৃষ্টপ্রযুক্ত জনকজননী ধনলোভে বশীভূত হইয়া আমাকে হত্যা করিতে দিয়া গেলেন। আর বিচারপতি কাজি আমাকে হত্যা করিতে শাস্ত্রমত বিধি দিলেন, এবং আপনি রাজা, প্রজার রক্ষক, আপনার পীড়া আরোগ্য হইবার জন্য আমি যে নিরাপরাধী প্রজা, আমাকে হত্যা করিতে ঘাতকের প্রতি অনুমতি করিলেন। এই সকল স্বভাবের বিপরীত কর্ম্ম দৃষ্টি করিয়া জগৎপিতাকে স্মরণ করাতে মন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, ইহাতেই হাসিলাম। কারণ জগতে আমার এমন দুরাদৃষ্ট যে আমি নির্দ্দোষী ব্যক্তি হইয়া কাহারও নিকট স্নেহের পাত্র হইলাম না? তখন নরনাথ ঐ বালকের এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিলেন এবং অনুতাপ করিয়া কহিলেন, রোগে যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহাও ভাল, তত্রাচ এ নির্দ্দোষী বালককে হত্যা করা কর্ত্তব্য নয়। ইহা বলিয়া উক্ত বালকটিকে ক্রোড়ে করিয়া বদন ও নয়ন চুম্বনপূর্ব্বক প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। কথিত আছে যে একসপ্তাহের মধ্যে ঐ নগরপাল বিনা ঔষধিতে এমন উৎকট রোগ হইতে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া উঠিলেন। ইহার অনুযায়ী আর একটী উদাহরণ আছে, যাহা এক হস্তি রক্ষক নীলনদীর তটে বসিয়া বলিয়াছিল মনুষ্যের পদতলে পিপীলিকা পতন হইলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তির পদতলে মনুষ্য পতন হইলে তাহারও অবস্থা সেইরূপ হইয়া থাকে, অতএব জীব মাত্রেরই কি দুর্ব্বল কি প্রবল সকলেরই পরস্পর মমতা রাখা অত্যন্ত আবশ্যক।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

উমর অলিয়স নামে এক নরপতির একটী ভৃত্য কোন কারাগার হইতে পলায়ন করাতে ঐ ভূপতির অপরাপর ভৃত্যেরা তাহাকে ধৃত

করিয়া আনিল। রাজমন্ত্রীর উহার সহিত শত্রুতা থাকায় উহাকে হত্যা করিতে ইঙ্গিত করিলেন যে, অপর কোন ভৃত্য এরূপ অপরাধ আর না করে। ঐ বন্দী রাজসমীপে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ভূমি-চুম্বনপূর্ব্বক নতশির হইয়া রাজাকে প্রণাম করিল এবং কহিল আমার প্রতি মহারাজের যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে ইচ্ছা হয় তাহা করুন, তাহাতে এ অধীনের কোন আপত্য নাই, কারণ আমি আপনার আলয়ে বহুকাল প্রতিপালিত হইয়াছি। আমি চিন্তা করিতেছি যে, জগৎপিতার নিকটে পুনর্ব্বিচার স্থলে আমার হত্যা করার অপরাধে পাছে আপনি দোষী হন, এই হেতু মহারাজকে সৎপরামর্শ দিতেছি, আপনি অগ্রে আমাকে অনুমতি করুন। আমি আপনার মন্ত্রীকে প্রথমে হত্যা করি তাহা হইলে আমার নরহত্যার অপরাধ হইবে, সেই অপরাধে আপনি আমাকে হত্যা করুন। তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকটে মহা-রাজকে আর কোন দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। ভূপতি এতদ্বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাসিয়া ঐ মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মন্ত্রীন্! কি বিবেচনা কর? তখন ঐ মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজের জয় হউক, এবং আপনার জনক জননী কবর হইতে উত্থান করিয়া স্বর্গারোহণ করুন, এ বন্দীকে মার্জ্জনা করিতে হইবে। নচেৎ আমার বিপদ ঘটিবে। কারণ জ্ঞানী লোকেরা বলেন, যে ব্যক্তি সতত লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে, তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মস্তক ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা থাকে। আর যে ব্যক্তি শত্রুর শির বাণবিদ্ধ করে, তাহার আপনার কপা-লকে নিশানের স্বরূপ রাখে, অর্থাৎ তাহাকেও বাণের আঘাত সহ্য করিতে হয়, অতএব তাহার প্রতি শত্রুতা করা উচিত নয়।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান।

পূর্ব্বকালে জুজান্ নামে এক নরপতি ছিলেন ও তাঁহার একটি বহু-দর্শী মন্ত্রী ছিল। তিনি অতি সুবিজ্ঞ, সুধীর, সচ্চরিত্র এবং পরোপকারী ছিলেন। তিনি যাহাকে সম্মুখে দৃষ্টি করিতেন তাহাকেই মান্য করিতেন এবং কাহারও অপমান করিতেন না। পরিচিত লোক সকলকে সম্মুখে সমাদর করিতেন এবং গোপনে প্রশংসা করিতেন। দৈবাৎ এক দিন ভূপাল তাহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিলেন।

ভূপালের অপর কর্ম্মচারীরা ঐ মন্ত্রীর পূর্ব্বকৃত উপকার সকল স্মরণ করিয়া বিবেচনা করিলেন যে তাহারা মন্ত্রীর নিকট সকলেই বাধিত আছে, এই হেতু উঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন অতি আবশ্যক। অতএব মন্ত্রিবর যে পর্য্যন্ত কারাগারে রহিলেন, ঐ কর্ম্মচারীরা উঁহাকে তাড়না কি ভৎর্সনা না করিয়া সকলেই উঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। জ্ঞানীরা বলিয়াছেন, যদি তুমি তোমার শত্রুর সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা কর তোমার অসাক্ষাতে তিনি যদি তোমার গ্লানি করেন; তুমি তাহা না শুনিয়া তাহার সাক্ষাতে প্রশংসা কর। দুষ্টলোকের ওষ্ঠ হইতে যে সকল কথা নির্গত হইবে, তাহা যদি তদীয় বিবেচনায় উত্তম না হয়, তথাচ তুমি তাহার উৎকৃষ্ট বক্তৃতা বলিয়া সুখ্যাতি করিবে। সে যাহা হউক, মন্ত্রী ঐ মহারাজের কোন গ্লানি না করিয়া স্বচ্ছন্দে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু দিনান্তরে কোন এক নিকটবর্ত্তী রাজা গোপনে ঐ মন্ত্রীর নিকট কিছু গোপনীয় সংবাদ লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মর্ম্ম এই, হে মন্ত্রি। তদীয় ভূপতি ভদ্রতার মূল্য না জানিয়া তোমাকে অপমান করিতেছেন; অতএব তুমি এমন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তুমি যদি অস্মদাদির পক্ষে সুপ্রসন্ন হও, ভগবানও ভবিষ্যতে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল করিতে পারেন, আর আমরা সকলেই তোমার ধর্ম্মের মান্য রক্ষা করিতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিব এবং তোমাকে সন্তোষ করিতে এতদ্দেশীয় ভূপালেরা বিধিমতে চেষ্টা করিবেন। তোমার দর্শনে তাঁহারা সকলেই গৌরবান্বিত হইবেন এবং লেখকেরা এই পত্রের প্রত্যুত্তরের নিমিত্ত অধৈর্য্য হইয়া আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছেন। ঐ মন্ত্রী পত্রার্থ অবগত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, আমাকে অধিক আপদে পতিত হইতে হয় এই হেতু সংক্ষেপে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তৎকালীন তথায় একজন গুপ্ত চর ছিল। মন্ত্রীর এই কার্য্য দেখিয়া ঐ ভূপতিকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিল। ঐ ভূপাল মন্ত্রীর প্রতি অতিশয় রাগান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ঐ মন্ত্রী আমার ভৃত্য এবং আমার আশ্রয়ে চিরকাল প্রতিপালন হইতেছে। অতএব এ ব্যক্তি অপর রাজাকে গোপনে কি লিখিয়া পাঠাইল, এই ভাবিয়া পত্রবাহককে ফিরাইলেন এবং ঐ লিপি খুলিয়া মন্ত্রীর লেখা পাঠ

করিলেন। তাহাতে এই লেখা ছিল, আমাকে যে পারিতোষিক দিতে চাহেন তাহা আমি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইতে পারি না। কারণ, আমি বহুকাল এ ভূপতির বেতনে প্রতিপালিত হইতেছি, অতএব আমি কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিতে পারিব না। এতদ্বৃত্তান্ত মন্ত্রীর লিপি মধ্যে পাঠ করিয়া ঐ নরপতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া নিকটে আনিয়া যথেষ্ট পুরস্কার দিলেন এবং এইরূপে মিনতি করিতে লাগিলেন, হে মন্ত্রি! আমি তোমার নিকটে অতিশয় অপরাধ করিয়াছি, বিনা-দোষে তোমার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছি। মন্ত্রী কহিলেন, মহা-রাজের কিছুই অপরাধ নাই সকলি ঈশ্বরেচ্ছা আপনি আমার মঙ্গল চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতেছেন তাহাতে যে আমার ভাগ্যে কুঘটিতেছে সে কেবল আমার দুর্ভাগ্য জানিবেন। জ্ঞানীরা কহিয়াছেন যে মনুষ্যের দুঃখ অপর মনুষ্যের দ্বারা ঘটে, সে মনুষ্য কর্তৃক নয় অর্থাৎ সে ভগ-বানের অভিপ্রেত, কারণ শত্রুর ও মিত্রের উভয়ের অন্তঃকরণ ঈশ্বরই জানেন ঐ উভয় অন্তঃকরণই জগৎপিতার অধিকার মধ্যে আছে, যেমন তীর, ধনুক হইতে নির্গত হইয়া অনিষ্ট করে, তাহাতে তীরের দোষ অর্শে না বরং তিরন্দাজের দোষ হইতে পারে।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

আরব দেশীয় এক মহীপালের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। তিনি স্বীয় অমাত্যগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, আমার ভৃত্যগণের মধ্যে এই ভৃত্যটির বেতন দ্বিগুণ করিয়া দেন, কারণ এই ভৃত্যটি আমার সেবাদি উত্তমরূপে করে ও সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর আমার যত ভৃত্য আছে তাহারা অতিশয় অলসযুক্ত ও অবাধ্য তাহারা সর্ব্বদা মিথ্যা ওজর করিয়া আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করে। এক জ্ঞানীব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ত ভাল বিবেচনা করিলেন না, কারণ আপনি সকলেরই প্রভু, একভৃত্যের বেতন বৃদ্ধি করিলে অপর ভৃত্যগণকে নৈরাশ করিলে ইহাতে পক্ষপাত করা হয়।

তখন ভূপাল উত্তর করিলেন, দেখ দেবালয়ে অনেক সন্ন্যাসী তপ-

স্যার নিমিত্ত বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে যে সন্ন্যাসী সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের সাধনা করেন, তাঁহারই প্রতি ভগবানের কৃপা হইয়া থাকে, অপরের প্রতি হয় না। আরও দেখ যদি কোন ব্যক্তি কোন এক নৃপতির নিকটে রাজসেবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া দুই দিবস গমনাগমন করেন, তৃতীয় দিবসে ভূপতি তাহার প্রতি দয়া করিয়া কোন এক শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন। তৎকালীন তাহার সৌভাগ্যের বিষয় কিছুই জানা যায় না। ঐ ব্যক্তি যদি নূতন পদ পাইয়া সকলকে সন্তোষ রাখিয়া আপনার কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহা হইলে ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহার প্রভু সন্তোষ থাকেন।

ষড়বিংশ উপাখ্যান।

এক দুষ্ট অহিতাচারী ব্যক্তি এক সন্ন্যাসীর জ্বালানী কাষ্ঠ বলপূর্ব্বক লুঠিয়া লইয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকটে বিক্রয় করিত। এক জ্ঞানী ব্যক্তি এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া উহাকে কহিতে লাগিলেন, ওহে বাপু! তুমি কি সর্প? যাহাকে দেখিতে পাও তাহাকেই দংশন কর। কি পেচক, যাহার গৃহে বাস কর তাহাকেই উচ্ছিন্ন কর তোমার এ পরাক্রম বলবানের নিকটে নহে, কেবল দরিদ্রের উপর ধাবমান হয়, অতএব দরিদ্রের প্রতি দৌরাত্ম্য করিও না, কারণ, ইহাতে তোমার অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ঐ দুঃশীল ব্যক্তি বিকৃতানন হইয়া উহার প্রবোধবাক্য গ্রাহ্য করিল না। দৈবাৎ এক নিশিতে উহার রন্ধনশালা হইতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উহার সমুদয় দ্রব্যাদি দগ্ধ হইয়া গেল। ঐ দুরাচার নিজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কি প্রকারে অগ্নি লাগিয়া তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহা বলিবার নিমিত্ত কহিল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি ঐ পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন, ঐ অত্যাচারীর আক্ষেপবাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর করিলেন :—

ওরে নরাধম! নিশ্চয় জানিস্ যে, দুঃখীদিগের কোপাগ্নিতে ইহা ঘটিয়াছে, অতএব বলি শোন্, সাবধান হ কাহাকেও আর দুঃখ দিস্ না। সকলকে দয়া কর, যে পর্য্যন্ত তোর প্রাণ থাকে। কারণ এজগতে হ্রাস

বৃদ্ধি চিরকাল আছে, কখন মস্তকোপরি উঠিতে হয়, আবার কখন ভূমিসাৎ হইয়া পদতলে থাকিতে হয়, অতএব যতদিন জীব জীবদ্দশায় থাকে ততদিন তাহার প্রভুত্ব থাকে, কিন্তু লোকের এইটি মনে করা কর্ত্তব্য যে, এ জগতে কিছুই থাকিবে না। কিবা জ্যেষ্ঠ কিবা কনিষ্ঠ সকলকেই মরিতে হইবে এই হেতু বলি উত্তম কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ! আর দেখ বয়স বৃদ্ধি কি বৎসর বৃদ্ধি এইটি বিবেচনা করিতে হইবে, যতদিন তোমার দেহে জীবন থাকে, ততদিন তোমার সমুদয় অধিকার কিন্তু তোমার জীবনান্তে কিছুই থাকিবে না।

ক্যায়কসরু নামে এক ভূপালের মুকুটের উপর একটী শ্লোক খোদিত ছিল তাহার অর্থ এই "যেমন এক রাজা ক্রমশঃ উত্তরাধিকারী দ্বারা আমার প্রাপ্ত হইল, এইরূপ প্রকারে ইহা আবার অপর হস্তে গমন করিবে; ঠিক যেমন আমার মৃত্যুর পর আমার কবরের উপর কতকাল ও কতবৎসর মনুষ্যেরা গমনাগমন করিবে।"

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নগর মধ্যে এক ব্যক্তি মল্লযুদ্ধে অতিশয় বিখ্যাত ছিল। সে তিনশত আট প্রকার যুদ্ধের কৌশল জ্ঞাত ছিল। প্রতিদিন এক এক রকম যুদ্ধকৌশল প্রকাশ করিত। তদ্দ্বারা জনসমাজে অতিশয় প্রশংসাভাজন হইয়াছিল এবং ঐ নগরের অনেক যুবাপুরুষ যুদ্ধ শিক্ষার্থে উহার শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল শিষ্যগণের মধ্যে এক যুবার প্রতি উহার অতিশয় স্নেহ থাকায় সমস্ত যুদ্ধকৌশল উহাকে শিক্ষা দিয়াছিল। কেবল একটি যুদ্ধকৌশল উহাকে শিক্ষা দেয় নাই সেই কৌশলটি আপনি গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। ঐ প্রকারে কিছুকাল গত হইয়া যায়, ঐ প্রিয় শিষ্যটি অতিশয় বলবান হইয়া উঠিল এবং নগরের যাবতীয় মল্লযোদ্ধারা ঐ শিষ্যের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইতে লাগিল। ইহাতে ঐ শিষ্য অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া এই নগরের ভূপতির অগ্রে আবেদন করিল, হে মহারাজ! আমার শিক্ষক যতপ্রকার যুদ্ধকৌশল জানেন, আমি তাহা সমুদয় শিক্ষা করিয়াছি এবং আমি উহা অপেক্ষা অধিক বলবান। অতএব আমাতে ও আমার শিক্ষকেতে প্রভেদ নাই, বরং উহা অপেক্ষা এক্ষণে আমি শ্রেষ্ঠ হইয়াছি। ঐ নৃপতি এই বাক্যে রাগান্বিত হইয়া

কহিলেন যুদ্ধ করিয়া দেখাও। নগর মধ্যে একটি স্থান নিরূপিত হইল ও অনেক অনেক ধনবান বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বলবান ব্যক্তিগণের জনতা হইল, তখন ঐ যুবা মত্ত হস্তীর ন্যায় মল্লভূমে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ যুবার শরীরে ভঙ্গিমা দেখিয়া দর্শকেরা অনুমান করিতে লাগিল যে, এ যুবা যে প্রকার বলবান যদি মৃত্তিকার পর্ব্বত প্রাপ্ত হয় তাহাও বাহুবলে উচ্ছিন্ন করিতে পারে। সে যাহা হউক,উহার শিক্ষক শিষ্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, আমি ত উহাকে সমুদয় যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিয়াছি, কেবল একটি গোপন করিয়া রাখিয়াছি। অতএব যে কৌশল উহাকে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই তখন তাহাতেই উহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ঐ যুবা শিক্ষকের নূতন যুদ্ধকৌশল দেখিয়া মহা ভয়ে কম্পান্বিত হইল, তখন ঐ শিক্ষক নূতন যুদ্ধকৌশলে শিষ্যকে ভূমি হইতে উত্তোলন করিয়া মস্তকোপরি ঘুরাইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। দর্শক সকল হো হো করিয়া কলরব করিয়া উঠিল। ভূপাল শিক্ষককে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিলেন এবং ঐ শিষ্যকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন অবোধ! তুমি এই গুণে শিক্ষক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে চাহিয়াছিলে? তখন ঐ শিষ্য মহা লজ্জিত হইয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক মহীপালকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! আমা অপেক্ষা আমার শিক্ষক কিছু বলবান নন, তবে একটী অজানিত যুদ্ধকৌশলে আমাকে পরাভব করিয়াছেন, ইহাতে আমার মনোমধ্যে যাবজ্জীবন অতিশয় ক্ষোভ রহিল, কিন্তু ভবিষ্যতে আমিও এই বিষয়ে সতর্ক থাকিলাম। জ্ঞানীলোকেরা বলিয়াছেন যে অতিশয় প্রিয়বন্ধু হইলেও তাহার নিকট আপনার গোপন বিষয় প্রকাশ করিবে না। কারণ যদি কখন প্রিয় মৈত্র শত্রু হয়, তবে নানাপ্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। তখন ঐ শিক্ষক কহিলেন, আর কি শ্রবণ কর নাই যে, এই জগতে অনেকেই অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্তু পালিত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী হইয়া, আপন প্রতিপালকের অনিষ্ট করে। অতএব আরও বলিতেছি আমি নিজে ধনুর্বিদ্যায় নৈপুণ্য, কিন্তু ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও ইহা শিক্ষা দিই নাই, কি জানি আমার নিকট শিক্ষা করিয়া পাছে আমারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুতে জ্যা অর্পণ করে?

অষ্টবিংশ উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসী কোন এক নিবিড় কাননমধ্যে বসিয়াছিলেন; তথায় এক ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আপন স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন, ভূপতিকে দেখিয়া কোন যত্ন বা সমাদর করিলেন না। নৃপতি উক্ত স্থানের অধিপতি ছিলেন, সন্ন্যাসীর নিকট কোন অভ্যর্থনা না পাইয়া মহা কুপিত হইলেন, এবং রাগভরে কহিতে লাগিলেন এ ভণ্ড উলঙ্গ দণ্ডী চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, সৌজন্যতা ও মনুষ্যত্ব কিছুই জানে না। তখন রাজার এতাদৃশ ক্রোধ দেখিয়া রাজমন্ত্রী ঐ সন্ন্যাসীর নিকট যাইয়া কহিলেন, হে সন্ন্যাসী। ইনি এই দেশের অধিপতি, আপনার নিকটে আসিয়াছেন, আপনি উঁহাকে সমাদর করিলেন না ইহার কারণ কি? সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন:—

আপনি নৃপতিকে বলুন, যে ব্যক্তি উঁহার নিকট উপকার প্রার্থনা করিবে সে উঁহার সমাদর করিবে। তিনি কি কখন গৃহত্যাগীদের সেবা বা প্রতিপালন করিয়া থাকেন? রাজা প্রজার রক্ষক ও প্রতিপালক। যদিচ তাঁহাকে প্রজায় প্রণাম না করে তথাচ রাজাকে প্রজা রক্ষা করিতে হয়। আর দেখ সন্ন্যাসীদিগের রাজাই রক্ষক, কারণ, সন্ন্যাসীরা ভূপতির প্রচণ্ড প্রতাপের-অধিকারস্থ হইয়া নির্ভয়ে অরণ্যে বাস করে। মেষ কখন মেষপালকের সেবা করে না ও উঁহাকে চড়াইয়া বেড়ায় না, কেবল মেষপালক মেষের সেবা করে ও উঁহাকে চড়াইয়া বেড়ায়। আরও শ্রবণ কর, এক ব্যক্তি উচ্চপদ গ্রহণ করে, অপর ব্যক্তি তাহা দেখিয়া ক্ষোভ করে; অতএব ক্ষোভ করা কর্ত্তব্য নহে ধৈর্য্যই কর্ত্তব্য। কারণ যে ব্যক্তি এরূপ চিন্তা করে, তাহাকে সমাধিস্থানের মৃত্তিকায় ভক্ষণ করে। তখন রাজত্ব আর প্রণাম উঠিয়া যায়, যে কিছু উত্তম কার্য্য করে তাহাই অগ্রে ধাবমান হয়। তাহার প্রমাণ যদ্যপি কোন ব্যক্তি মৃতব্যক্তির কবরস্থান খনন করিয়া দেখে, সে কবর দুঃখী কি ধনাঢ্যের, তাহা কিছুই জানিতে পারে না। ঐ সন্ন্যাসীর ঈদৃশ উপমা ও প্রমাণ প্রয়োগে ঐ ভূপাল মহা সন্তোষ হইয়া সন্ন্যাসীকে কহিলেন, হে ধার্ম্মিক মহাত্মা! আমার নিকটে কিঞ্চিৎ যাচ্ঞা কর, সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আপনি এরূপ যন্ত্রণা আর আমাকে দ্বিতীয় বার দিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। তখন ঐ ভূপতি পুনরায় উঁহাকে

কহিলেন, আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন, উদাসীন বলিলেন, এক্ষণে রাজ্য ও ধন আপনার করতলে আছে, কিন্তু নিশ্চয় জানিবেন যে, ধন আর রাজ্য হস্তান্তরে গমন করে।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক রাজমন্ত্রী মিশরদেশীয় জমন্নুন্ নামক নৃপতির নিকট যাইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমি যে নরপতির নিকট পরিচারক আছি, তাঁহার দাসত্ব করিতে আমার সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতে হয়. আর কিসে তাহাকে সন্তোষ করিব, এই চিন্তায় দিবানিশি চিন্তাগ্নিতে জ্বলিতে হয়, এবং তাহার কোন কুঘটনা উপস্থিত হইলে আমাকে অধিক উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়, অতএব হে মহারাজ! এই বিষয়ে আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন, যাহাতে আমি এবিপদ হইতে উদ্ধার হই।

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া ঐ মহীপাল রোদন করিতে করিতে বলিলেন. হে মন্ত্রিন্! যদি তুমি এরূপ সেবা ও ভক্তি জগদীশ্বরের প্রতি করিতে, তাহা হইলে তুমি সিদ্ধপুরুষ হইয়া মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইতে, ত্রাস ও দুঃখ আর কিছুই থাকিত না, অতএব হে মন্ত্রিন! যে ভগবানকে ভক্তি করে, সে মহারাজ অপেক্ষা মহাপুরুষ হয়।

ত্রিংশ উপাখ্যান।

এক ভূপাল কোন এক ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা করিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! ক্রোধ-পরবস হইয়া আপনি আমাকে অশেষ ক্লেশ দিয়া এক মুহূর্ত্তে হত্যা করিতে পারেন। তাহাতে আমার দুঃখ ও যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যন্ত্রণা ও পাপ আপনার মনোমধ্যে সর্ব্বদাই আন্দোলন হইতে থাকিবে। প্রাতঃকালীন বায়ুর ন্যায় দিবানিশি বর্ত্তমান থাকবে, কটুই হউক বা মিষ্টই হউক আমার অনায়াসে কাটিয়া যাইবে, কিন্তু আমি মৃত্যুকালে জানিয়া যাইব যে, এক মহাপাপাত্মা আমার প্রতি এই দৌরাত্ম্য করিল। উহার এতাদৃশ বক্তৃতায় ভূপালের অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হইল। অতএব উহার শিরশ্ছেদন করিলেন না।

একত্রিংশ উপাখ্যান।

এক দিবস নওশেরওঁয়া মহীপাল, জ্ঞানী মন্ত্রীবর্গের সহিত রাজকার্য্যের অধিকতর আবশ্যকীয় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেছিলেন। প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে উপস্থিত বিষয়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালও স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন।

বুজুরচিমিহির নামক ভূপালের প্রধান মন্ত্রী রাজার বক্তৃতা সমর্থন করিলেন। ইহাতে অপরে ইঁহাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিজ্ঞ মতি! আপনি যে জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিপ্রায় সকল অগ্রাহ্য করিয়া মহীপালের সম্মতিতে সম্মত হইলেন ইহার কারণ কি? ঐ বিজ্ঞমন্ত্রী তখন উত্তর করিলেন, হে মন্ত্রিবর্গ! তোমাদিগের যে সকল অভিপ্রায় ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, তাহাতে ভাল বা মন্দ ঘটিতে পারে, কিন্তু রাজার সম্মতিতে সম্মত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কেননা ইহাতে অনিষ্ট ঘটিলেও কোন আশঙ্কা নাই কারণ, অস্মদাদির বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, ব্যক্তি অনুবর্ত্তী হইয়া তাহার অধিপতির বিবেচনায় দোষারোপ করে সে স্বীয়, রুধিরে স্বীয় কর ধৌত করে। অধিপতি যদি দিবাকে রাত্রি কহেন, অনুবর্ত্তীগণের তাহাতে মনস্থ করা উচিৎ, হাঁ মহাশয়! ঐ যে, নক্ষত্রবেষ্টিত হইয়া চন্দ্র উদয় হইয়াছে।

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান।

এক প্রবঞ্চক যুবাপুরুষ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিল যে, আমি আলিপেগম্বরের বংশোদ্ভব, সম্প্রতি অনেক তীর্থযাত্রীর সহিত মক্কাতীর্থ হইতে আসিয়াছি, আরও কহিল যে, অনেক উত্তম উত্তম তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি এবং একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বলিয়া কহিল যে, এই কবিতাটি আমি স্বয়ং রচনা করিয়াছি। ভূপাল উৎকৃষ্ট কবিতা শ্রবণে মহাসন্তোষ হইয়া উহাকে যথেষ্ট পারিতোষিক দিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু এক সভাসদ ঐ রাজসভায় বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন যে, এ ব্যক্তিকে আমি ইদকোরাণ দিবসে বসরানগরে দেখিয়াছিলাম। অতএব ইনি তীর্থবাসি হাজিনহেন। দ্বিতীয় এক সভ্য সভাসদ কহিলেন, ইহাকে আমি বিশেষরূপে জানি, এ ব্যক্তি মিটিনি

দেশের এক খৃষ্টানের পুত্র, আলিপেগম্বরের বংশ কখন নহে। আর যে কবিতাটি স্বীয় রচনা বলিয়া পরিচয় দিলে, এ কবিতা "দেওয়ান অনওয়ারি" নামক পুস্তকে লিখিত আছে, এটি ইহার রচিত নহে। অতএব এ ব্যক্তি যাহা কহিল সকলি অলীক; ইহাতে ঐ ভূপাল অতিশয় কোপান্বিত হইয়া কহিলেন, উহাকে প্রহার করিয়া দূর করিয়া দাও, যেহেতু এত মিথ্যাবাক্য কহিল। ঐ মিথ্যাবাদী তখন নতশির হইয়া ভূমি চুম্বনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে পৃথিবীপতি! আমি আর একটী কথা বলি, তাহা যদি সত্য না হয়; তবে আমি দণ্ড পাইবার যোগ্য হইব। ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন কি বল :—

ঐ প্রতারক উত্তর করিল, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন। এক ব্যক্তি তক্র বিক্রয় করে, তাহাতে একভাগ দধি ও দুইভাগ বারি মিশ্রিত করে, অতএব জগতের সকলেই মিথ্যা কহিয়া আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করে। এতদ্বাক্য শ্রবণে ভূপাল হাসিয়া উঠিলেন এবং উহাকে যে পারিতোষিক দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা সমুদয় দিয়া সন্তোষের সহিত উহাকে বিদায় করিলেন।

ত্রয়োত্রিংশ উপাখ্যান।

হারুণ্ অররসিদ্ নামক এক মহীপালের তনয় মহা রাগান্বিত হইয়া আপন পিতার অগ্রে আসিয়া অভিযোগ করিলেন যে, আপনার এক প্রহরীর পুত্র আমাকে এবং আমার জননীকে অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিয়াছে। ভূপাল আত্মজের এরূপ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া; অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কি করা কর্ত্তব্য? প্রথম মন্ত্রি কহিলেন উহাকে হত্যা করুন, দ্বিতীয় মন্ত্রী কহিলেন উহার রসনা ছেদন করা উচিৎ, তৃতীয় মন্ত্রী কহিলেন উহার দণ্ড করিয়া বহিষ্কৃত করা বিচার সিদ্ধ। ঐ মহীপাল মন্ত্রিবর্গের এতাদৃশ মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

হে আমার পুত্র! তুমি উহাকে মার্জ্জনা কর, আর যদি উহা না করিতে পার, তবে তুমি উহাকে এবং উহার জননীকে তিরস্কার কর, ইহা ব্যতীত উহার প্রতি আর কিছুই করিবে না, যদি কিছু অত্যাচার কর, তবে তোমার ঘোরতর অহিতাচার প্রকাশ হইবে। তোমার বিপক্ষ

পক্ষ হইতে কিছুই করিতে পারিলেনা কারণ, দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি মত্ত হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে; তাহাকে লোকে নির্ব্বোধ জ্ঞান করিবে, আর জ্ঞানীরা কহিয়াছেন ঐ ব্যক্তি প্রকৃত প্রশংসনীয় যিনি অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্রোধের কার্য্য না করেন অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করেন।

চতুস্ত্রিংশ উপাখ্যান।

আমি কতকগুলি ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে এক তরণী মধ্যে বসিয়া ছিলাম। ইতিমধ্যে দেখিলাম যে, একখানি ক্ষুদ্র তরণী জলমগ্ন হইয়া গেল। তন্মধ্যে দুই জন লোক ছিল উহারা ঐ জলধির স্রোতে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। আমাদের তরণীর নাবিককে একটি ভদ্রলোক কহিলেন এই ব্যক্তিদ্বয়কে নদী হইতে উত্থিত কর, আমি প্রত্যেকের নিমিত্ত পঞ্চাশ মুদ্রা পারিতোষিক দিব, ইহা শ্রবণমাত্রেই নাবিক তৎ-ক্ষণাৎ জলে নামিয়া এক ব্যক্তিকে তীরে তুলিল ও দ্বিতীয় ব্যক্তি জলমগ্ন হইল, আমি নাবিককে কহিলাম, এ ব্যক্তির আয়ু ছিল এই হেতু তুমি শীঘ্র উহাকে তুলিলে, আর অপর ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়া-ছিল এই নিমিত্ত উহাকে তুলিতে বিলম্ব করিলে। উহাতে ঐ নাবিক হাসিয়া কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহা যথার্থ, কারণ বহুদিবস গত হইল আমি এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে বসিয়াছিলাম, যাহাকে আমি এক্ষণে বাঁচাইলাম, এই ব্যক্তি আমাকে কানন হইতে এক উষ্ট্রোপরি আরোহণ করাইয়া মদীয় ভবনে পৌঁছিয়া দিয়াছিল, এবং অপর ব্যক্তি, যাহাকে তুলিতে বিলম্ব হইল, ইনিই আমাকে শৈশবকালে কুঠারের দ্বারা আঘাৎ করিয়াছিলেন।

অতএব এ জগন্মধ্যে জগদীশ্বরের এইরূপ নির্ব্বন্ধ আছে, যে ব্যক্তি পরের উপকার করে, সে আপনার উপকার করে, আর যে ব্যক্তি পরের অনিষ্ট করে; সে আপনার অনিষ্ট করে এই হেতু দুঃখী দরিদ্রের প্রতি সর্ব্বদা দয়া কর, তাহাতে অন্তকালে তোমার উপকার দর্শিবে।

পঞ্চত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নগরমধ্যে দুই ভ্রাতায় একত্র বাস করিত। এক ভ্রাতা তদ্দেশীয় মহীপালের বাটীতে রাজসেবা করিত ও অপর ভ্রাতা সামান্য

কার্য্য করিয়া দিনপাত করিত। ভূপালভৃত্য স্বীয় ভ্রাতাকে কহিল, ভ্রাতঃ! সামান্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় রাজার দাসত্ব কর না কেন? ইহাতে উহার ভ্রাতা উত্তর করিল, তুমি কেন রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় কার্য্য করিয়া দিনপাত কর না? স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা দিনপাত করিয়া দুর্ব্বার আসনে উপবেশন করা উৎকৃষ্ট কারণ, ইহাতে স্বাধীনতা থাকে, এবং সর্ব্বদা কটিদেশে রাজচাপরাশ বন্ধন করিয়া করপুটে দণ্ডায়মান থাকায় স্বাধীনতা থাকে না। দিবানিশি পরের আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। গ্রীষ্মকালে আহারীয় দ্রব্যাদি ও শীতকালে বস্ত্রাদি প্রস্তুত, সামান্য পরিশ্রমের দ্বারা করিলেও হয়। অতএব হে অধম উদর। ত্বদীয় ভরণপোষণার্থে কাহারও যেন দাসত্ব স্বীকার করিতে না হয়।

ষট্‌ত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি নওসেরওঁয়া মহীপালের নিকট গিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! এক শুভসংবাদ শ্রবণ করুন। আপনার এক শত্রু, কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। ঐ মহীপাল এতদ্বাক্য শ্রবণে মহা দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে শুভসংবাদ দাতা! আপনি বলিতে পারেন যে, আমাকে কাল পরিত্যাগ করিবে? শত্রুর মৃত্যুতে সন্তুষ্ট হওয়া অকর্ত্তব্য, কারণ, আমাকেও তো একদিবস কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে।

সপ্তত্রিংশ উপাখ্যান।

লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন এক মহীপালের মন্ত্রী অতি সামান্য লোকদিগের প্রতি দয়াকরিতেন। এবং সকলকেই আশ্রয় প্রদান করিতেন। দৈবাৎ ঐ মন্ত্রী ভূপালের ক্রোধে পতিত হওয়াতে সকল লোকেই তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিল এবং যে সকল লোকদিগের অধীনে বন্দীশালায় ছিলেন তাহারাও যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ অমাত্যরা ঐ মহারাজের নিকট উহার গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন, তখন মহারাজ তাহাকে মার্জ্জনা করিতে বাধ্য হইলেন।

এক ধার্ম্মিক মনুষ্য এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, তোমার বন্ধুর অন্তকরণ লাভার্থে, তোমার পিতৃদত্ত উদ্যান বিক্রয় করিতে হইলেও পরামর্শযোগ্য। তোমার হিতৈষীর পাত্র সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তোমার দ্রব্যাদি দাহকর। দুষ্টলোকের ও ভাল কর, কারণ একখণ্ড মাংস দ্বারা কুকুরের মুখ বন্ধকরা বিধেয়।

অষ্টত্রিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি মন্ত্রী নওসেরওঁয়া ভূপালের রাজসভায় এক বিষয়ের উপর কথোপকথন করিতেছিলেন, কিন্তু বুজ্‌রচিমিহির নামক ভূপালের প্রধান মন্ত্রী উঁহাদিগের বক্তৃতায় কোন উত্তর প্রতুত্তর না করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিলেন। ইহাতে কোন এক মন্ত্রী উঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রধান মন্ত্রিবর! আপনি অস্মদীয় বক্তৃতায় কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন না কেন? ইহাতে ঐ প্রধান মন্ত্রী উত্তর করিলেন, মন্ত্রী বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়। যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা রোগী ব্যতীরেকে সুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ দেন না, তেমনি বিজ্ঞ মন্ত্রীরা বক্তৃতার দোষ না পাইলে কোন উত্তর করেন না। আমি তোমাদের বক্তৃতায় কোন দোষ পাইলাম না, সুতরাং নীরব হইয়া রহিলাম, কারণ নেত্রহীন ব্যক্তিকে কুপের অগ্রে দেখিয়া নীরব হইয়া থাকিলে মহাপাপ হয়।

উনচত্বারিংশ উপাখ্যান।

যখন হারুণ্‌ অল্‌রশীদ্‌ নামে এক মহীপাল মিসরদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন, তিনি ঐ রাজত্বে বিপক্ষাচরণ করিয়া রাজধানী অধিকার পূর্ব্বক দর্পকরিয়া বলিলেন যে,আমি স্বয়ং ঈশ্বর, এই রাজধানী এক অতি অধম কিঙ্করকে দান করিব। এই ভূপালের খাঁ সাহেব্‌ নামে একটি কিঙ্কর ছিল। সে অতিশয় নির্ব্বোধ এবং মূর্খ। মহারাজ এই কিঙ্করটিকে রাজধানী প্রদান করিলেন। লোকে বলে খাঁ সাহেবের জ্ঞান এবং বুদ্ধি এত অধিক জড়ছিল যে, তাহা বর্ণণাতীত, কারণ কোন সময়ে মিসরদেশীয় কৃষকেরা তাহার নিকট অভিযোগ করিল যে, তাহারা নাইল নদীর তটে কার্পাসের বীজ বপন করিয়াছিল, অকালে অধিক

বৃষ্টি বর্ষণ হওয়ায় সকল নষ্ট হইয়াগিয়াছে। তাহাতে খাঁ সাহেব উত্তর করিলেন, তোমাদিগের পশম বপন করা কর্ত্তব্য ছিল। ইহ শ্রবণ করিয়া এক জ্ঞানী ব্যক্তি বলিলেন :—

যদি ধনের বৃদ্ধি জ্ঞানের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে জগতে মূর্খের ন্যায় দুঃখ ভোগ কেহই করিত না। কিন্তু জগদীশ্বর এক মূর্খকে এত অধিক ধন দান করেন যে, তাহা দেখিয়া এক সভাপণ্ডিত বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকেন। ধন এবং ক্ষমতা বিদ্যার উপর নির্ভর করে না, কেবল ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত ইহা উপার্জ্জন হইতে পারে না। এ জগতে এইটি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে, অনেক মূর্খ ধন উপার্জ্জন না করিয়া মাননীয় হয় এবং অনেক দুঃখী পণ্ডিত ঘৃণিত হয়. স্বর্ণকার দিবানিশি স্বর্ণ মার্জ্জনা করিয়াও চিরকাল দুঃখ ভোগ করিতে থাকে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি ও যথেষ্ট ধন উপার্জ্জন করিয়া চিরকাল সুখ ভোগ করে।

চত্বারিংশ উপাখ্যান।

যখন কোন এক মহীপাল, মাদকদ্রব্যপানে মত্ত ছিলেন, কতকগুলি লোকে একটি চিনদেশীয় সুন্দরী কুমারীকে তাঁহার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। ঐ ভূপাল যুবতীর রূপলাবণ্যে ইত্তালাপের দ্বারা উহার সহিত মিলন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু ঐ কামিনী তাহাতে সম্মত হইল না, এই হেতু নরপাল অতিশয় কুপিত হইয়া ঐ রমণীকে লইয়া তাঁহার একজন কাফ্রী কিঙ্করকে দিলেন। ঐ কাফ্রী কিঙ্করের রূপের কথা কি কহিব? তাহার ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ উপরিভাগে এত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে যে, তদ্দ্বারা তাহার নাসিকারন্ধ্র বদ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং নিম্ন ওষ্ঠ বক্ষঃস্থলোপরি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। তাহার কুৎসিৎ আকৃতি এমনই ভয়ঙ্কর যে, সাক্রে নামক দৈত্য তাহাকে দেখিলে মহা ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিত। আর তাহার কক্ষমূল হইতে আলকাতরার ন্যায় ঘর্ম্ম নির্গত হইত। যেমন এই জগতের সৌন্দর্য্যের শেষ সীমা ইউসফ, তেমনি কদাকারের শেষ সীমা এই কাফরী কিঙ্কর। কাফরী কিঙ্করের এমত মূর্তি ও বিশ্রী এবং কদাকার আকার যে, তাহার কদর্য্যরূপ বর্ণনাতীত। কারণ তাত্রমাসের প্রখর রবির কিরণে, মৃতদেহ

পড়িয়া থাকিলে তাহাতে যেরূপ দুর্গন্ধ নির্গত হয়, সেইরূপ দুর্গন্ধ উহার বাহু হইতে নির্গত হইত। সে যাহা হউক, কাফ্রী কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া, উক্ত কুমারীর সতীত্ব নষ্ট করিল। পরদিবস প্রাতঃকালে ঐ ভূপাল অমাত্যবর্গকে উক্ত কামিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল উহাঁরা নরপালকে জানাইলেন। ঐ বিক্রমশালী মহীপাল ইহা শ্রবণে জলন্ত অনলের ন্যায় ঘোরতর রাগান্বিত হইয়া আজ্ঞা দিলেন যে, এ কাফরী কিঙ্করের ও ঐ কুলটা কামিনীর হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া আন এবং মদীয় অট্টালিকার ছাদের উপর হইতে এক গভীর গহ্বরে শীঘ্র নিঃক্ষেপ কর। ইহা শ্রবণমাত্রেই একজন পরোপকারী এবং ধার্ম্মিক মন্ত্রী তৎক্ষণাৎ নতশিরা হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে দয়াময় রাজাধিরাজ! রাজসংসারে এরূপ ব্যবহার চিরকালই প্রচলিত আছে যে, তখন রাজবাটীর সকল দাসদাসী রাজকীয় পারিতোষিক পাইয়া থাকে, তখন এ কিঙ্কর অপরাধী হইতে পারে না। ভূপতি বলিলেন কি, ঐ দুরাত্মা এক নিশি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না? ঐ মন্ত্রী উত্তর করিলেন, হায় হায় হে প্রভু! আপনি কি হিতোপদেশ শ্রবণ করেন নাই? যখন কোন ব্যক্তি পীপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া নির্ম্মল বারির নিকটে উপস্থিত হয়। সে কি তৎকালীন কখন অনুমান করে যে, দুর্দ্দান্ত হস্তী কর্ত্তৃক জয় প্রাপ্ত হইবে? আর এইরূপ যদি এক ক্ষুধাতুর নাস্তিক পরিপূর্ণ খাদ্য দ্রব্যাদির সহিত গৃহমধ্যে বাস করে, তাহার এমন বিশ্বাস কখনই হইবে না যে, রমজানের উপবাসের প্রতি সে মনোযোগ করিবে। ঐ ভূপাল মন্ত্রীর বিদ্রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা সন্তোষপূর্ব্বক বলিলেন, হে মন্ত্রিণ। এ কাফ্রী কিঙ্করকে তোমায় দিলাম, কিন্তু ঐ কলঙ্কিনী কামিনী লইয়া আমি এক্ষণে কি করি? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, হে নরনাথ! ঐ কুলটা এ কাফরী কিঙ্করকে দান করুন। কারণ, আর কোন্ ব্যক্তি উহার উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিবে না?

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা অপরিষ্কার স্থানে বাস করে, তাহার সহিত কখন বাস করিও না। মনুষ্য যদি অতিশয় পীপাসান্বিত হয়, সুস্বাদ বারির অর্দ্ধেক পানে কখনই তৃপ্ত হয় না, যদিচ তাহা দুর্গন্ধযুক্ত থাকে। যদি একটি কমলানেবু কর্দ্দমে পতিত হয়, ইহা তুলিয়া কিপ্রকারে রাজার

করে দেওয়া যাইতে পারে? নালিঘাসংযুক্ত ওষ্ঠের দ্বারা যে বারিপাত্র স্পর্শ করা হইয়াছে, যে বারি পান করিতে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির অন্তঃকরণে কিপ্রকার অভিলাষ হইতে পারে?

একচত্বারিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোকে দোর্দ্দণ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সেকেন্দর ভূপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্ব্বকালের মহীপাল সকল ধনে, বয়েসে এবং সৈন্য সংখ্যাতে আপনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তবে আপনি কি উপায়ের দ্বারা পূর্ব্বদিক অবধি পশ্চিম দিক পর্য্যন্ত জয় বিস্তার করিলেন? ভূপাল উত্তর করিলেন, যখন জগদীশ্বরের কৃপায় একটী রাজত্ব জয় করিয়া বশীভূত করিতাম, আমি কখনই তখন প্রজাদিগের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতাম না এবং সর্ব্বদা উহাদিগের রাজার প্রতি অনুরাগ প্রশংসা করিতাম।

কারণ যে ব্যক্তি মহতের নিন্দা করে, জ্ঞানি লোকেরা তাহার প্রশংসা করেন না, অর্থাৎ পশ্চাৎবর্ত্তী বিষয় সকল গত হইয়া গেলে কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না, ধন এবং রাজ্য, আজ্ঞা এবং নিষেধ, যুদ্ধ এবং জয়েতে যাহারা প্রসিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি কদাচ দোষারোপ করিও না। হে মানবগণ! তোমাদের আপনার সুখ্যাতি যাহাতে চিরস্থায়ী হয়, এমত চেষ্টা কর।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—***—

উদাসীনগণের হিতোপদেশ।

প্রথম উপাখ্যান।

কোন এক মহৎব্যক্তি এক সাধুব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বিখ্যাত সাদেদ নামক সাধুর বিষয় আপনি কি বলেন ? কেন না সকল লোকে তাহার প্রতি অতিশয় বিরাগ প্রকাশ করে। ঐ সাধু উত্তর করিলেন আমি তাহার গোপনীয় চরিত্রের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু বাহ্যিক চরিত্রের বিসয়ে কোন দোষ লক্ষ করি নাই। যাহা হউক, ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার তুমি যাহা দৃষ্টি করিবে, তাঁহাকে অবশ্য ধার্ম্মিক এবং উত্তম লোক বিবেচনা করিবে, যদিও তুমি তাহার মনোমধ্যে কি গোপন আছে তাহা না জান, অন্তঃপুর মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার কি প্রয়োজন ?

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম যে তিনি মক্কার প্রধান দেবালয়ের বহির্দ্বারে আপন মস্তক রাখিয়া খেদ পুর্ব্বক বলিতে ছিলেন, যে দয়াময় কৃপানিধান ভগবান্! তুমি উত্তমরূপে জান মনুষ্যদিগের মূর্খতা ও অন্যায় কার্য্য হইতে কি উৎপত্তি হইতে পারে ? আর তোমাতে সকল সমর্পণ করিলে কি ফল হইতে পারে ? যদিও কর্ত্তব্য কর্ম্মের আমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবার দাবি করি না, তথাচ আমার অন্যায় কার্য্যের নিমিত্ত খেদ করিয়া মার্জ্জনা প্রার্থনা করিতেছি।পাপীলোকেরা পাপের নিমিত্ত বিলাপ করে, যে ব্যক্তিরা জগদীশ্বরের বাসনা করে, তাহারা তাঁহার পূজার অসম্পূর্ণতার নিমিত্ত তাঁহার নিকট খেদপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে।

দেখ ঐ আবেদ সন্ন্যাসী ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত পারিতো-

বিক প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। বণিকেরা তাহাদের প্রধান সঞ্চয়ের লভ্য প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু আমি তদীয় ভৃত্য, তোমার আজ্ঞা পালনের পারিতোষিক আশা করি না, অথবা বণিকদের ন্যায় ব্যবসার লভ্যও প্রার্থনা করি না, কিন্তু হে ভগবন্! আমার প্রার্থনা এই যে, আমার দ্বারা এমত কার্য্য করা হউক যাহা তোমার নিকট গ্রাহ্য হয় এবং আমার গুণানুযায়ী আমার প্রতি ব্যবহার করিও না। হে প্রভু দয়াময়! তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে থাক এবং আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আশা করি, আমার বদন এবং মস্তক যেন সর্ব্বদা তোমার ভজনালয়ের বহির্দ্বারে থাকে। এ অধীনের উপদেশ দেওয়া এমত বিবেচনা করিবেন না, কিন্তু আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন ভরসা করি আমি তাহা বিশেষ যত্নের সহিত পালন করিব। কারণ ভজনালয়ের প্রবেশ দ্বারে আমি একজন সাধুকে দেখিলাম, তিনি অতিশয় রোদন করিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে দয়াময়! আমার ক্রিয়া সকল আপনি যে গ্রাহ্য করিবেন এমত প্রার্থনা করিনা, কিন্তু হে করুণাময় জগদীশ! আমার অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত একবার অনুগ্রহ করিয়া লেখনি ধারণ করুণ।

তৃতীয় উপাখ্যান।

আবদুল-কাদের-গিলানী নামক এক সাধুব্যক্তি মক্কা দেশের দেবালয়ের সম্মুখে পাষাণের উপর স্বীয় মস্তক রাখিয়া বলিতেছিলেন; হে জগদীশ্বর! পরিণামে আমার অপরাধ সকল মার্জ্জনা কর। আর যদি আমাকে দণ্ড বিধান কর, তবে আমাকে নেত্রহীন কর। আমি ধার্ম্মিকের সাক্ষাতে লজ্জিত হইতে পারিব না। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া অতি মৃদুস্বরে আপনাকে প্রতিদিন প্রাতে স্তুতিবাদ করি যেমন গাত্রোত্থান করি আমি উচ্চৈস্বরে বলি, হে ভগবন্! আমি তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না, আমার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্ট কর।

চতুর্থ উপাখ্যান।

এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তির আলয়ে একজন তস্কর প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু অত্যন্ত পরিশ্রমসহকারে অনুসন্ধানের দ্বারা গৃহ মধ্যে কিছু না

পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিল, ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তস্করের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তস্কর তাঁহার গৃহ হইতে নৈরাশ হইয়া না যায়, এই নিমিত্ত একখানি কম্বল যাহাতে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন সেই খানি ঐ পথে রাখিলেন যে পথ দিয়া তস্কর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি শ্রবণ করিয়াছি, যাঁহারা যথার্থ ধার্ম্মিক হন, তাঁহারা শত্রুর অন্তঃকরণেও দুঃখ দেন না! অতএব বলিতেছি; তুমি যদি স্বীয় মৈত্রের সহিত সর্ব্বদা কলহ এবং বিবাদ হক,তবে কি প্রকারে ধার্ম্মিকের গৌরব উপার্জ্জন করিতে পারিবে? ধার্ম্মিকের স্নেহ সম্মুখে যে প্রকার, অন্তরেও সেই প্রকার। যথার্থ ধার্ম্মিকের স্বভাব ঐ সকল ব্যক্তিদিগের ন্যায় নহে, যাহারা সম্মুখে তোমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অসাক্ষাতে নিন্দা করে। তুমি যখন উপস্থিত থাক তাহারা মেষ শাবকের ন্যায় নম্র থাকে, কিন্তু অসাক্ষাতে তোমার নিন্দা করে এবং নরশোণিত পিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায় হয়। যে ব্যক্তি তোমার সাক্ষাতে প্রতিবাসির নিন্দা করে, তুমি নিশ্চয় জানিও সে ব্যক্তি তোমার অপযশ অপরের নিকট অবশ্যই করিবে।

পঞ্চম উপাখ্যান।

কতকগুলি পথিক একত্রে দেশপর্য্যটন করিয়া বেড়াইত, তাহারা যত্ন ও সান্ত্বনা পরস্পরই করিত। তাহাদিগের সহবাসী হইতে আমি ইচ্ছা করিলাম কিন্তু তাহারা সম্মত হইল না। আমি কহিলাম যে, ধার্ম্মিকগণের পরোপকার রূপ রীত্যনুসারে দরিদ্রের প্রতি দয়া না করায় অথবা আশ্রয় না দেওয়ায় অন্যায় হয়। আমি আপনাদের নিকট অতিশয় যত্নের সহিত প্রগাঢ় বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিব, যদিও আমি কোন পশুতে আরোহণ করি নাই, তথাচ বোঝা বহনে প্রার্থনা করিলাম। তখন ঐ সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন যে, তুমি আমাদের কথা শুনিয়া অসুখি হইবে না, কারণ দীর্ঘকাল গত হয় নাই, একজন তস্কর সন্ন্যাসির বেশ ধারণ করিয়া আমাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গি হইয়াছিল। এক ব্যক্তি কি প্রকারে জানিতে পারিবেক যে, অপর ব্যক্তির বস্ত্রের মধ্যে কি আছে? আর দেখ, পত্রের লেখক পত্রের মর্ম্ম জানেন, অপরে জানিতে পারে না, এক্ষণে আপনার নিকট এক ইতি-

হাস বর্ণনা করিতেছি। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বত্রেই সমাদর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের সাধুতার বিষয়ে কেহই সন্দেহ করে না। সুতরাং ঐ কপট সন্ন্যাসীকে দলভুক্ত করা গেল। সন্ন্যাসী, পরিচ্ছদের বাহ্যিকধর্ম্মেতে লোকের নিকট মান্য হন। অতএব যে কোন পরিচ্ছদ পরিধান করনা কেন, উত্তম কার্য্য করিও, তুমি মস্তকোপরি মুকুট পর, অথবা স্কন্ধোপরি পতাকা বহন কর, ইহতে কোন হানি নাই। কারণ অপকৃষ্ট পরিচ্ছদে তোমাকে লোকে জাহেদ অর্থাৎ কপট সন্ন্যাসী বলিবে না। যথার্থ জ্ঞানী হইলে সাটিনের বস্ত্র পরিধান করিলেও ধর্ম্মসাধন হয়। পরিশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার ও ঐহিক সুখ পরিত্যাগ করিতে হইলে, কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই হইবে না। মনুষ্যত্ব যুদ্ধে প্রয়োজন, অতএব নপুংসক হইতে কি ব্যবহার হইতে পারে? এক দিবস আমরা সকলে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নানাস্থান ভ্রমণ করিলাম এবং নিশাকালে একটী দুর্গের সন্নিকটে শয়ন করিলাম, তখন ঐ নির্দ্দয় তস্কর ঈশ্বর আরাধনার ছলনা করিয়া, আমাদের শম্প্রদায়ের মধ্যে একব্যক্তির জলপাত্রটি লইয়া পলায়ন করিল এবং ইহার পর অপরের দ্রব্য লুণ্ঠন করিতে গমন করিল।

এক্ষণে এই তস্করের বিষয় বিবেচনা কর যে, ধার্ম্মিকের পরিচ্ছদ করিয়া গর্দ্দভের ন্যায় কার্য্য করিল, নিষ্ঠুর তস্কর সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টির বাহির হইবামাত্রই এক সিঁড়ি আরোহণের দ্বারা এক দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল এবং এক সিন্দুক অলঙ্কার অপহরণ করিয়া ঐ ক্রূর হতভাগ্য অনেকদুর পলায়ন করিল। কিন্তু প্রাতঃকালে আমাদের সকলকে ধৃত করিয়া ঐ দুর্গের মধ্যে লইয়া গেল এবং কারাবদ্ধ করিল। সেই দিবস অবধি আমরা সকলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অস্মদীয় সম্প্রদায় আর বৃদ্ধি করিব না এবং সেই অবধি আমরা সকলে যথার্থ পথে জীবন নির্ব্বাহ করিতেছি, আর কাহাকেও সঙ্গী করি নাই। কারণ নির্জ্জনে সুস্থিরতা থাকে। আর দেখ, যখন কোন জাতির মধ্যে একব্যক্তি নির্ব্বোধের কার্য্য করে, তখন মহৎ এবং নীচের প্রভেদ থাকে না, অর্থাৎ সকলেই অবমানিত হইতে হয়। তুমি কি শ্রবণ কর নাই যে, পালের মধ্যে যদি একটী বৃষ দুর্দ্দান্ত হয়, ঐ গ্রামের সমস্ত বৃষ অপযশ প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রবণ করিয়া আমি উত্তর করিলাম, জগদী-

শ্বরের আদি মহিমার এবং গৌরবের নিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ দিই, কারণ ধার্ম্মিকের দ্বারা যে উপকার হয় তাহাতে আমি নৈরাশ নহি, কারণ যদিও আমি তাঁহাদের সম্প্রদায় হইতে পৃথক, তথাচ উল্লিখিত ইতিহাস দ্বারা আমার জ্ঞানের উৎপত্তি হইল। কারণ আমার ন্যায় ব্যক্তিদিগের জীবনাবধি ইতিহাস দ্বারা উপকার হইত এবং এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি একব্যক্তি একটী অন্যায় কার্য্য করেন, তবে সে দলভুক্ত যত মহৎ এবং জ্ঞানিব্যক্তি থাকেন, তাঁহারা সকলেই মহা দুঃখিত হন। তাহার উদাহরণ এই যে, যদি তুমি একটি বৃহৎ জলাধার গোলাপজলে পরিপূর্ণ কর, আর তাহাতে একটী কুকুর পতিত হয়, তদ্বারা ঐ সমুদয় জল অপবিত্র হইয়া যায়।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

কোন এক ভূপতি একজন জাহেদ অর্থাৎ কপটসন্ন্যাসীকে এক ভোজে আহ্বান করিয়াছিলেন। যৎকালীন তিনি মেজের নিকটে আহার করিতে বসিলেন, স্বাভাবিক সেরূপ আহার করিতেন তাহা অপেক্ষা অতি সামান্য আহার করিলেন, কিন্তু যখন ঈশ্বর আরাধনার সময় উপস্থিত হইল, তখন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, কারণ লোকে তাহাকে ধার্ম্মিক অনুমান করিবে। ওহে আরবদেশীয় কপট সন্ন্যাসী! আমি ভয় করি যে, তুমি কাবা তীর্থস্থানে পৌ ছিতে পারিবে না। কারণ তুমি যে পথে গমন করিতেছ, ইহা তুরস্কদেশ যাইবার পথ। সে যাহা হউক যখন তিনি আপনার গৃহে পৌঁছিলেন, তখন পুনরায় আহার করিবার নিমিত্ত মেজ বিস্তার করিতে অনুমতি দিলেন, তাঁহার তনয় অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান দিলেন তিনি কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি ভূপালের ভোজে কেন উদর পুরিয়া আহার করিলেন না? তিনি উত্তর করিলেন কোন অভীষ্ট সিদ্ধার্থে রাজার সাক্ষাতে কিছুই আহার করি নাই। ঐ তনয় উত্তর করিল তবে আপনি ঈশ্বর আরাধনা পুনরায় আরম্ভ করুন, তাহাতে আপনার যাহা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কারণ যাহাতে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এমত কার্য্য ত কিছুই করা হয় নাই।

ওরে দাম্ভিক হতভাগ্য! তুই ধর্ম্মকে করতলে রাখিতেছিস, এবং

পাপকে লুকাইতেছিস, তুই কি এমত আশা করিস্ যে দুঃখের সময় তোর অপকৃষ্ট লোক দ্বারা কিছু ক্রয় করিতে পারিবি?

সপ্তম উপাখ্যান।

আমার স্মরণ আছে যে, বাল্যাবস্থায় আমার ধর্ম্মবিষয়ে বড় মতি ছিল। নিশাকালে গাত্রোত্থান করিয়া উপবাসের এবং অর্চ্চনার কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করণে বড় চেষ্টিত থাকিতাম। এক দিবস আমার পিতার সাক্ষাতে বসিয়াছিলাম, সমস্ত নিশায় একবারও নিদ্রা যাই নাই, ধর্ম্ম-পুস্তক অর্থাৎ কোরাণ গ্রন্থখানি আমার ক্রোড়ে ছিল, কিন্তু আমাদের চতুর্দ্দিকে অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিল। আমি আমার জনককে কহিলাম, ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্ত একজনও মস্তক উত্তোলন করিল না, কিন্তু সকলে এমনি নিদ্রায় অভিভূত হইয়া রহিয়াছেন যে, আপনি তাহাদিগকে মৃত বলিতে পারেন। আমার পিতা উত্তর করিলেন, বৎস্য মানবজাতির এরূপ দোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা তুমিও যদি নিদ্রা যাইতে, তাহা হইলে তোমার পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, কারণ, অহঙ্কারী ব্যক্তির নয়নাগ্রে অহঙ্কারের একটী আচ্ছাদন থাকে; সুতরাং সে আপনি ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি করিতে পারে না, যদি তুমি ঈশ্বর সাধনার উপযুক্ত নয়ন প্রাপ্ত হইতে, তবে কাহাকেও আপনাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিতে না।

অষ্টম উপাখ্যান।

একটী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রত্যেকেই এক ধার্ম্মিক মনুষ্যকে প্রশংসা করিতেছিল এবং তাহার পুণ্যকার্য্য সকল ব্যাখ্যা করিতেছিল। ইহাতে ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি মস্তক তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যাহা, তাহা আমি স্বয়ংই জ্ঞাত আছি। কিন্তু যৎকালীন তোমরা আমার সকল কার্য্যের প্রশংসা করিতেছ, ইহাতে কেবল আমার বাহ্যিক গুণের বিচার হইবে। আমার গোপনীয় কার্য্যের বিষয় অজ্ঞাত আছ। মানব জাতির নয়নে আমার বাহ্যিক কর্ম্ম সকল উত্তম হয় বটে, কিন্তু আমার গোপনীয় কার্য্যের অধমতা প্রকাশ পাইলে আমি লজ্জায় নতশির

হইব। মনুষ্য ময়ূরের সুন্দর পাখা দৃষ্টি করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করে, কিন্তু উহার কদাকার চরণ দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া থাকে।

নবম উপাখ্যান।

লাইবেনন পর্ব্বতের সাধুলোকদিগের মধ্যে এক ব্যক্তি আরবদেশ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম এবং সকল অদ্ভুত কার্য্যের দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। দামাস্ক নগরে প্রধান দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় একটী কুপের ধারে গাত্র পরিষ্কারার্থে গমন করিলেন। তাঁহার চরণ অকস্মাৎ স্খলিত হইয়া কূপ মধ্যে পতিত হইলেন এবং অনেক কষ্টভোগ করিয়া কূপ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, যখন ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইল, তখন সঙ্গিগণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন, "আমার একটা সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন আছে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। অনেকদিবস গত হইল, আমার স্মরণ হইতেছে যে, আপনি আফ্রিকা দেশে সমুদ্রের উপরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার চরণে বারিস্পর্শ হয় নাই, অদ্য এই সামান্য কূপের জলে পতিত হইয়া প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, তথাচ এ জল এক মনুষ্য পরিমাণের গভীর নহে, ইহার কারণ কি?" সন্ন্যাসী ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নতশির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ নিস্তব্ধের পর উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া বলিতে লাগিলেন;—তুমি কি শ্রবণ কর নাই? যে এজগতে যুবরাজ মহম্মদ মস্তফা (তাঁহার প্রতি জগদীশ্বরের কৃপা হউক) বলিয়াছিলেন, যে সময়ে ভগবান আমাকে এমন ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন, সেরূপ ক্ষমতা কোন স্বর্গীয় দূতকে কিম্বা কোন ভাবীবক্তাকে দান করেন নাই, তথাচ তাহারা তাঁহা হইতে প্রেরিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি এমত দান করেন না যাহা সর্ব্বদাই ঘটিবে। কখন আবার এরূপ হইয়াছে যে, স্বর্গীয় দূত গেব্রিএল ও মাইকেলকে ক্ষমতা দান করেন নাই, কিন্তু আবার হাফ্‌জেকে এবং জিনাবকেও দান করিয়াছেন। সে যাহা হউক, দৈববাণীর উপর ধার্ম্মিকের মন সর্ব্বদা নির্ভর করে ইহা কখন প্রকাশ পায়, কখন গোপন থাকে। তোমার স্বীয় অবয়ব প্রকাশ পাইতেছে, আবার আবৃত হইতেছে। তোমার সদ্‌গুণের দ্বারা দেদীপ্যমান হয় এবং আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়। আবার যখন আমি

তোমাকে বুদ্ধিহীন দেখি. আমার এমত দুঃখ উপস্থিত হয় যে, আমি স্বীয় গমনের পথ বিস্মৃত হইয়া যাই। ইহাতে মন অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত হয়। আবার যেন বারিবর্ষণ দ্বারা নির্ব্বাণ হয়,—অতএব এই জন্যই তুমি আমাকে কখন তেজোময় অগ্নি শিখার ন্যায় প্রজ্বলিত দেখ। কখন বা তরঙ্গে অবগাহিত দেখিতে পাও।

দশম উপাখ্যান।

যখন ইয়াকুব তাঁহার প্রিয়পুত্র ইউসফ্‌কে হারাইয়াছিলেন, কোন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন হে ইয়াকুব! তুমি অতি বিখ্যাত বংশীয় জ্ঞানী বৃদ্ধ. তুমি স্বীয় পুত্রের বসন, মিসর নগর হইতে দেখিতে পাইয়াছিলে, তবে কি প্রকারে কেনান নগরের কুপের মধ্য হইতে পুত্রটিকে বাহির করিতে অসক্ত হইলে? ইহাতে ইয়াকুব উত্তর করিল, আমাদের অবস্থা তেজঃময় বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণমাত্র আভা প্রকাশ পায় ও তৎক্ষণাৎ, বিলীন হইয়া যায়। কখন আমরা চতুর্থ স্বর্গের উপরিভাগে উপবেশন করি, আবার কোন সময়ে এরূপ ঘটিয়া থাকে যে, আমাদের চরণের পশ্চাৎ দিক দৃষ্ট করিতে অক্ষম হই। তাহার প্রমাণ দেখ, যদি সন্ন্যাসীরা এক অবস্থায় থাকে, তবে তাঁহারা উভয় জগতের অভিলাষে বাঞ্ছিত হয়।

একাদশ উপাখ্যান।

বাল্‌বাক্‌ নগরের প্রসিদ্ধ দেবালয় মধ্যে আমি এক সম্প্রদায়ের মধ্যে কতকগুলি হিতোপদেশ বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিতে ছিলাম। উহাদিগের অন্তঃকরণে প্রফুল্লতা না থাকায় উহারা অদৃশ্য জগতের রীতি সকল বুঝিতে অপারক হইল। বুঝিলাম যে; আমি যাহা কহিতেছি তাহাতে উহাদিগের কোন ফল দর্শিবে না। কেননা আমার ধর্ম্মহুতাশনরূপ বাক্যে উহাদিগের অন্তঃকরণ স্বরূপ তেজঃময় কাননকে দগ্ধ করিতে পারিবে না। ঐ অবোধ দিগের বোধগম্য না হওয়ায় আমার পক্ষে অন্ধের পথাগ্রে দর্পণ ধারণ করা হইল, তথাচ আমার উপদেশ দ্বার সতত অবারিত রহিল। আর ধর্ম্মপুস্তক কোরান গ্রন্থের মধ্যে, "আমি বন্ধুর গলদেশ অপেক্ষা সন্নিকটে আছি" এই যে কবিতার ব্যাখাতে

কথার শ্রেণীবদ্ধ ছিল। কিন্তু কথাবার্ত্তা এত দীর্ঘকাল চলিয়াছিল যে, আমি ভ্রম ক্রমে এক বন্ধুকে বলিলাম যে, ইহা অতি আশ্চর্য্য, আমি তাহা হইতে অধিক অন্তরে আছি। কি চমৎকার! যাঁহাকে আমি স্বয়ং অন্বেষণ করিতেছি, তিনি আমার বাহু মধ্যে আছেন, তথাচ আমি তাহা হইতে অন্তর হইতেছি, বন্ধুগণের বাক্য সুধাপানে উন্মত্ত হইয়াছি এবং ঐ সুধাপানের পরিত্যক্ত অংশ, এখন পর্য্যন্ত আমার হস্তে আছে। এমত সময়ে এক পথিক ঐ সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া গমন করিতে ছিল। আমার বক্তৃতার দ্বারা তিনি এত অধিক উৎসাহিত হইয়াছিল যে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং ঐ নির্ব্বোধ লোকেরা উল্লাশে উন্মত্ত প্রায় হইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমি বলিলাম, হে ভগবন্! যে সকল লোকে তোমাকে জানেনা, তাহারা তোমার নিকটে থাকিয়াও অজ্ঞানের ন্যায় তোমাকে অন্তর বোধ করে। যখন কোন শ্রোতা, বক্তার কথা বার্ত্তা বুঝিতে না পারে, বক্তার জ্ঞানের ফল পাইবার আশা করিতে পারে না। এই হেতু বলিতেছি হে মানবগণ! অগ্রে বাসনাক্ষেত্র বিস্তার কর, যেন বক্তার সদ্বাক্যরূপ গোলা তাহাতে আঘাত করিতে পারে।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

মক্কা দেশের অরণ্য মধ্যে এক রাত্রে নিদ্রার অভাব প্রযুক্ত আমি একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম। আমার উত্থানশক্তি রহিত হইল, আমি স্বীয় মস্তক মৃত্তিকার উপর রাখিলাম এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলাম যথায় হৃষ্টপুষ্ট ব্যক্তি কৃষ হয় এবং কৃষ ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে মরিয়া যায়, সে স্থলেও উষ্ট্রের সারথি কতদূর পর্য্যন্ত গমন করিবে? যখন উহার উষ্ট্র বোঝা বহনে দুর্ব্বল হইবে, তখন উহাকে থাকিতে হইবে। এই জন্য উহাকে সতর্ক করিলাম যে, আমি নিদ্রা যাই, কেহ যেন আমাকে বিরক্ত না করে। ইহাতে ঐ সারথি উত্তর করিল, হে ভ্রাত! মক্কা নগর সম্মুখে আছে এবং দস্যুগণ পশ্চাতে আছে, অতএব দ্রুত গমনের দ্বারা নিরাপদ হও, যদি তুমি এই স্থানে নিদ্রা যাও, তাহা হইলে প্রাণে মারা যাইবে। শিবির সৈন্য

যুদ্ধ যাত্রা করিবার রাত্রে কানন মধ্যে, পথোপরি অথবা বৃক্ষতলে নিদ্রায় আনন্দের উদয় হয়, কিন্তু অপর সময়ে এরূপ করিলে প্রাণে মারা যাইতে হয়।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

সমুদ্রের তীরে আমি একটি ধার্ম্মিক লোককে দেখিলাম। তিনি এক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক এমনি আঘাত পাইয়াছিলেন যে, কোন ঔষধের দ্বারা আরোগ্য হইতে পারিলেন না। এই শোচনীয় অবস্থাতে তিনি দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন এবং ঈশ্বরই ধন্য" এই বলিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমি পাপ ভোগ করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছি। জগৎপিতার যথেষ্ট প্রশংসা করি, যদি প্রভু দয়া করিয়া আমাকে হত্যা স্থানে নিয়োজিত করেন, তবে লোকে বলিয়া অপবাদ দিতে পারিবে না। আমার জীবন নষ্ট হইবে বলিয়া ভীত হইয়াছি, হে প্রভু দয়াময়!তোমার ভৃত্য কি অপরাধ করিয়াছে. আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার কি অপরাধের নিমিত্ত তুমি বিরক্ত হইয়াছ? এই চিন্তা আমার দুঃখের প্রধান কারণ হইতেছে।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক উদাসীন, বন্ধুর আলয় হইতে অতি গোপনে একখানি কম্বল অপহরণ করিয়া পলাইতেছিল, কিন্তু তথাকার নিশাচরের দ্বারা ধৃত হইয়া সেই স্থানের বিচার পতির বিচারালয়ে আনীত হইল, ঐ বিচার পতি উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিতে দণ্ডাজ্ঞা করিলেন। তখন ঐ কম্বলের অধিপতি, বন্ধুর এরূপ বিপদ দেখিয়া, ঐ বিচারপতির নিকট আবেদন করিলেন যে, তিনি তস্করকে ক্ষমা করিলেন। ইহাতে ঐ বিচারপতি উত্তর করিলেন যে, তিনি উহার ব্যবস্থামত দণ্ড পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ইহাতে কম্বলের অধিপতি পুনরায় বলিলেন হে বিচার-পতি! আপনি যথার্থ আজ্ঞা করিতেছেন. কিন্তু যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম অভিপ্রায়ে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া অপহরণ করে, তাহার অঙ্গচ্ছে-দনের দণ্ড হইতে পারে না, কারণ, ভিক্ষুক কাহার অধিকারী নহে, কিন্তু দুঃখ হেতু সমর্পিত হইলে যৎকিঞ্চিত প্রাপ্ত হয়। কম্বল অধিকা-

রীর এতাদৃশ প্রমাণ শ্রবণ করিয়া বিচারপতি তস্করকে মুক্তি দিলেন এবং উহাকে বলিলেন, এ সংসারেরর কি অদ্ভুত কার্য্য, তোমার এমন যে বন্ধু, তাহার দ্রব্য কি অপহরণ করিতে আছে? ঐ তস্কর উত্তর করিল, হে বিচারপতি! আপনি কি জ্ঞানিদের উপদেশ শ্রবণ করেন নাই. তাঁহারা উপদেশ দেন যে, বন্ধুর আলয় হইতে সমস্ত লইয়া আইস, কিন্তু বিপক্ষের দ্বারেও করাঘাত করিও না। আর যখন তুমি দুঃখে পতিত হইবে, তাহাতে নৈরাশ হইও না, শত্রুর গাত্রচর্ম্ম তুলিবে এবং বন্ধুর পরিধেয় বস্ত্র লইবে।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল এক ধার্ম্মিক যোগীকে বলিলেন, হে সাধু! আপনি কি আমার বিষয় কখন চিন্তা করিয়া থাকেন? ঐ যোগী উত্তর করিলেন, হাঁ মহারাজ! ঐ সময়ে আপনার বিষয় চিন্তা করি, যখন আমি জগৎ পিতাকে বিস্মরণ হই; কারণ যিনি জগৎ চিন্তামণি, তাঁর নিকট হইতে যাহাকে দূর করেন, সে ব্যক্তি সকল স্থান হইতে পলায়ন করে, কিন্তু ভগবান যাহাকে আহ্বান করেন, তাঁহাকে কাহারও দ্বার হইতে পলাইতে হয় না।

ষোড়শ উপাখ্যান।

কোন এক ধার্ম্মিক লোক সপ্নে দর্শন করিলেন যে; এক ভূপাল স্বর্গে আছেন এবং এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি নরকে বাস করিতেছেন। তিনি জ্ঞানী লোক দিগের নিকট প্রশ্ন করিলেন উহার কারণ কি? এক ব্যক্তির এত উন্নতি এবং অপর ব্যক্তির এত অবনতি? এইরূপ বিপরীত ঘটনা সর্ব্ব-দাই ঘটিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইহাতে জ্ঞানীরা কহিলেন যে, ঐ ভূপাল ধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগকে স্নেহ করায় তিনি স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, এবং ধার্ম্মিক ব্যক্তি ভূপালদিগের সহিত সহবাস করায় নরকে গমন করিয়াছেন, অঙ্গরাগ, মালা এবং তালি দেওয়া বস্ত্রেতে কি হইতে পারে? অতএব বলিতেছি, কুকার্য্য হইতে মুক্ত হইলে পত্রের টুপিও প্রয়োজন হয় না। যদি তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পার, তাহা হইলে তাতারদেশীয় রাজমুকুট পরিধান করিলেও ক্ষতি নাই।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

এক পথিক কম্বেদেশ হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার শিরোপরি কোন আচ্ছাদন অথবা পদেও চর্ম্ম পাদুকা ছিল না। তিনি মক্কার নিকটে তীর্থযাত্রিদিগের সহিত সহবাসী হইলেন এবং আহ্লাদপূর্ব্বক কথা কহিতে কহিতে গমন করিতে ছিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমি উষ্ট্র আরোহণ করি নাই, এবং গবজাতীয় অশ্বের ন্যায় বোঝাও বহন করি নাই, আমি রাজার ভৃত্য নহি এবং কোন প্রজারও অধিপতি নহি, ভুতকালে কি বর্ত্তমান কালে কাহারও সহিত সম্পর্ক কখন রাখি না, আমি স্বাধীনতায় কালযাপন করিয়া থাকি এবং সুখে জীবন যাপন করি।

ইহা শ্রবণে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে সাধু! আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? প্রত্যাগমন করুন, নচেৎ এ অরণ্য মধ্যে প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সন্ন্যাসী তাঁহার বাক্যে মনোযোগ না দিয়া ভ্রমণার্থে নিবীড় কাননে প্রবেশ করিলেন। যখন আমরা "সকলি মহম্মদ" নামক স্থানে পৌঁছিলাম, তখন ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তির দুঃখের যন্ত্রণা শেষ হইল, অর্থাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন সাধুব্যক্তি ঐ মৃত ব্যক্তির শয্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন, আমি নানাপ্রকার কষ্টভোগ করিয়াও এপর্য্যন্ত বিনষ্ট হই নাই; কিন্তু আপনার উষ্ট্র আরোহণ করিয়া মৃত্যু হইল। অতএব জগতের এই রীতি। এক ব্যক্তি সমস্ত নিশা এক পীড়িত ব্যক্তির নিকট উপবেশনপূর্ব্বক রোদন করিয়া প্রাতঃকালে তাহার মৃত্যু হইল, কিন্তু একটী খঞ্জ গর্দ্দভ জীবিত থাকিয়া ভ্রমণ শেষ করে; সর্ব্বদা ঘটিয়া থাকে যে, অনেক নিরোগী বলবান্ ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়, কিন্তু অনেক পীড়িত ব্যক্তিও আরোগ্য হইয়া থাকেন। অতএব এ জগতে মৃত্যুই অনিশ্চিত।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ করিলেন। ঐ সাধু ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন যে, আমি কোন

ঔষধ সেবন করিয়া দেহ কৃষ করি তাহা হইলে ভুপাল আমাকে মহৎ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সমাদর করিবেন। কিন্তু ঐ সাধু ব্যক্তির ভাগ্যে এমন ঘটনা হইল যে, তিনি সাংঘাতিক কালকুট পান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

যে ব্যক্তি স্বতেজ পেস্তার ন্যায় দেহ করিরা প্রকাশ হইতে চাহে, নিশ্চয় জানিও যে, তাহার অন্তঃকরণ পলাণ্ডুর ন্যায় হইয়া থাকে। অতএব ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ যাঁহারা পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহারা মক্কাতীর্থ পশ্চাৎ রাখিয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি ঈশ্বরের যথার্থ ভক্ত তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না।

উনবিংশ উপাখ্যান।

গ্রীক দেশের মধ্যে কতকগুলি দস্যু একদল সওদাগরকে আক্রমণ করিল। এবং উহাদিগের অসংখ্য সম্পত্তি লুঠ করিল। ঐ বণিকেরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগবানেরও তাঁহার ভক্তগণের নাম উল্লেখে দিব্য করিয়া উহাদিগকে অতিশয় মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। কারণ, যখন নির্দ্দয় দস্যুগণ জয়ী হইল, তখন ঐ বণিকদিগের রোদন কেনই তাহারা শ্রবণ করিবে? কিন্তু ঐ সময়ে "লোকমান নামে" এক পণ্ডিত ঐ বণিকদিগের মধ্যে ছিলেন। জনৈক বণিক উহাঁকে বলিলেন যে, হে সুধিবর! আপনি এই দস্যুদিগকে এখন জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন, যাহাতে উহারা কিঞ্চিৎ দ্রব্যাদি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করে। কারণ, আমাদিগের এত অধিক অর্থ নাশ হওয়ায় বড়ই দুঃখ হইতেছে। বণিকগণের এইরূপ মিনতি ও কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই পণ্ডিতবর "লোকমান" উত্তর করিলেন, হে বণিকগণ! দস্যুদিগকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা নিস্ফল হইবে। তাহার কারণ। যখন লৌহ, মরিচায় নষ্ট হয়, তখন কেহই ঐ অসার লৌহকে পরিষ্কারের দ্বারা সংশোধিত করিতে সমর্থ হন না। অতএব এমত ভ্রষ্ট ব্যক্তিদিগের প্রতি হিতোপদেশ বিফল। পাষানে কি কখন লৌহ সলাকা প্রবেশ করিতে পারে? অতএব আমি তোমাদের এই উপদেশ দিতেছি যে, তোমাদিগের সৌভাগ্যের সময়ে যাহারা দুঃখে পতিত হইবে, তাহাদিগকে সাহায্য করিও,

কারণ দরিদ্রদিগকে সহায়তা করিলে ঘোরতর বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, আর যখন কোন ভিক্ষুক তোমাদিগের নিকট যাচ্ঞা করিবে, তোমরা তাহাকে সাহায্য করিও, নতুবা অহিতাচারি ব্যক্তিরা তোমাদিগের সমস্ত অপহরণ করিবে।

বিংশ উপাখ্যান।

আমার আত্মীয় সেখ সম্‌সউদ্দিন আবনসার-বেন জোজি, সঙ্গীত সভা পরিত্যাগ করিতে আমাকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন এবং দিবানিশি আমাকে সঙ্গীত আলাপে ক্ষান্ত থাকিতে কহিতেন, কিন্তু আমি যুবা পুরুষ, অতএব যৌবনোচিত বয়োদোষে নদী প্রবাহের ন্যায় সঙ্গীত প্রবাহে ভাসিয়া গেলাম। এই বলবতী ইচ্ছা কোন প্রকারে দমন করিতে পারিলাম না। সঙ্গীতের আমোদে আমাকে এত অধিক উৎসাহিত করিল যে, অবশেষে এক সঙ্গীত সভার সভ্য হইলাম। কিন্তু যখন আমার ঐ বন্ধুর উপদেশ সকল আমার স্মরণ হইত, তখন আমি আমোদে এরূপ বিহ্বল হইয়া বলিতাম যে, অপরের সদুপোদেশের কথা কি বলিব, দেশের প্রধান বিচারপতি কাজী যদি আমাদিগের দলভুক্ত হইতেন, তিনিও একত্রে আমোদে করতালি দিতেন। আর জ্ঞানী মহাতাপ্‌ যদি এ সভায় সুরাপান করিতেন, তিনিও এ আমোদে অপর উন্মত্ত মদ্যপায়ীকে ক্ষমা করিতেন।

সে যাহা হউক, কিছু দিনান্তরে এক রাত্রে আমি এক সঙ্গীত সভায় প্রবেশ করিলাম। ঐ সভার মধ্যে এমত এক গায়ক ছিল যে, তাঁহার সারোঙ্গের শব্দে শ্রোতাবর্গেই অসন্তুষ্ট হইত। তাঁহার গলার সুর এমত ভয়ঙ্কর যে, তিনি যখন সঙ্গীতালাপ করিতেন, শ্রোতামাত্রেই অনুভব করিত, যেন কোন পিতৃ বিয়োগী রোদন করিতেছে, কখন কখন ঐ কর্কশ সুর শ্রবণে শ্রোতারা স্বীয় স্বীয় কর্ণকুহরে করাঙ্গুলি দিয়া ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ নিবারণ করিতেন। আবার কখন কখন আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিতেন, কারণ সুমধুর শব্দ শ্রবণে লোকের অন্তঃকরণ মোহিত হয়, কিন্তু এ গায়ক নিরব হইলেই সুমধুর বোধ হইত। তখন কেহ কেহ বলিত, হে গায়ক! আপনার গমন অথবা পতন ব্যতীত কেহই সুখি হইবেন না। তৎপরে যখন ঐ গায়ক বীণা বাজা-

ইয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। এমনি বিরক্ত হইলাম যে, আমি ঐ গৃহপতিকে বলিলাম, আমার কর্ণকুহরে পারদ প্রবেশ করাইয়া দিন, যেন আমি ইহার সঙ্গীত আর শ্রবণ করিতে না পারি, অথবা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করুন, আমি পলায়ন করি, কিন্তু ঐ সভার সভ্যগণেরা আমাকে কোন প্রকারে ছাড়িলেন না, সুতরাং বন্ধুগণের বিশেষ অনুরোধে তথায় অবস্থিতি করিলাম এবং অতি কষ্টে ঐ নিশা গত করিলাম; যদবধি প্রাতঃকাল না হইল। ঐ নিশায় দেবালয়ে ঈশ্বরারাধনার সংবাদদাতার স্বরও শ্রবণ করিলাম না। সুতরাং জানিতে ও পারিলাম না যে, রাত্রি কত হইয়াছিল, ঐ রাত্রের দৈর্ঘতা আমার নয়নপল্লব হইতে প্রকাশ হইতেছিল, যাহা একবারও নয়ন মুদীত হয় নাই, ইহাতে অনুমান করিলাম যে, অদ্য নিশাতে কেবল যন্ত্রণা রাশি ভোগ করিলাম।

তদন্তর যখন রজনী প্রভাত হইল, প্রাতঃকালে গায়ককে পুরস্কার দিবার সময় উপস্থিত হইল, আমি তখন উপঢৌকন দিবার রীত্যনুসারে মস্তক হইতে আপনার পাগড়ী ও গাত্র হইতে স্বীয় পরিচ্ছদ লইয়া ঐ গায়ককে দিবার জন্য বন্ধুদিগের নিকট দিলাম এবং গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলাম এবং উঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম, কিন্তু বন্ধুগণ গায়কের প্রতি আমার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া অপবাদ দিলেন এবং আমাকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করিয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বন্ধু আমাকে যথোচিত ভৎসনা করিয়া বলিলেন হে বন্ধু! যে গায়কের সঙ্গীতালাপে দেহ লোমাঞ্চ হয় এবং যাঁহার স্বর শুনিয়া পক্ষিগণ পলায়ন করে, সে গায়ক একবার যে গৃহে সঙ্গীতালাপ করে, পুনরায় সে গৃহে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। এবং যাঁহার সঙ্গীতালাপে এক কপর্দ্দক ও উপার্জ্জন হয় না, এমন যে অপকৃষ্ট গায়ক, তাঁহাকে এরূপ উপঢৌকন দেওয়া জ্ঞানীলোকের কার্য্য নহে।

আমি বলিলাম; আপনাদিগের মনোভিষ্ট সিদ্ধ করিতে ক্ষান্ত থাকা কর্ত্তব্য, কারণ আমার অভিপ্রায়ে বোধ হইতেছে যে, গায়কের অদ্ভুত গুণ আছে। বন্ধু বলিলেন, যদি উঁহার অদ্ভুত গুণ থাকে, তাহা প্রকাশ কর। তাহা হইলে তোমার সম্মতিতে সম্মত হইব এবং উঁহাকে যে

সকল ব্যাঙ্গোক্তি করিয়াছি তাহার নিমিত্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিব, আমি বলিলাম, হে বন্ধু! শ্রবণ কর, বন্ধু আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেন এবং অনেক হিতোপদেশ দিতেন যে, আমি কখন সঙ্গীত কারকদিগের দল ভুক্ত না হই, কিন্তু আমি তাহাতে কিছুই মনোযোগ দিতাম না। এবং তাঁহার নিষেধ ও শ্রবণ করিতাম না, এই হেতু বলিতেছি যে, অদ্য নিশায় গায়কের দ্বারা আমার অদৃষ্টে সৌভাগ্যের নক্ষত্র উদয় হইয়া আমাকে উত্তমরূপ উপদেশ দিল যে, আমি একেবারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর কখন সঙ্গীত সম্প্রদায়ের নিকট গমন করিব না, এই হেতু বলিতেছি যে, এ গায়কের অদ্ভুত গুণ আছে। যদি এক সুমধুর স্বর অথবা সুরস তান, গলা হইতে নির্গত হয়, তাহাতে বাদ্য যন্ত্রের মিলন হউক বা না হউক, তথাচ শ্রোতার অন্তঃকরণকে মোহিত করে, কিন্তু বিখ্যাত গায়ক যদি বাদ্য যন্ত্রের সহিত মিলিত করিয়া ঘৃণিত স্বর নির্গত করে, তাহা শ্রবণে শ্রোতারা বিরক্ত হয়।

একবিংশ উপাখ্যান।

পণ্ডিত 'লোকমানকে' লোকে জিজ্ঞাসা করিল যে, তিনি কাহার নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর করিলেন, সকল অসভ্য লোকদিগের রীতি হইতে; কারণ যে কি ছু উহাদিগের মধ্যে অসভ্যতার কার্য্য নিরিক্ষণ করি, সেরূপ কার্য্য করিতে ক্ষান্ত থাকি, উহাদিগের অসভ্য কথায় একটীও ক্রীড়ার মধ্যে প্রসঙ্গ করিনা, কারণ ইহাতে কখন জ্ঞানীলোকে উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তাঁহাদিগের উত্তম কার্য্যই অনুসন্ধান করিয়া শিক্ষা করি, কারণ শত অধ্যায় জ্ঞান শাস্ত্র, যদি এক মূর্খের নিকট পাঠ করা যায়, তাহাতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেননা মূর্খ লোকে জ্ঞানের কথাকে ক্রীড়ার বিষয় জ্ঞান করে।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোকে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির ইতিহাস বর্ণন করিতেছিছিলেন। যে, যিনি এক রাত্রিতে পাঁচ সের পরিমাণ খাদ্যদ্রব্যাদি আহার করিয়া ছিলেন, এবং প্রাতঃকালের পূর্ব্বে ঈশ্বর আরাধনাতে

ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণ গ্রন্থ খানি সম্পূর্ণরূপে অধ্যায়ন করিয়া ছিলেন, এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "যদি তিনি অর্দ্ধখানি রুটী আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেন, ইহাতে তিনি অধিক প্রশংসনীয় হইতেন, তাহার প্রমাণ শ্রবণ কর, যদি তুমি অল্প আহারে উদরকে তৃপ্ত রাখ, তুমি দৈব কর্ম্ম করিতে পারগ হইবে, কিন্তু যদি তুমি অধিক আহার কর, ইহাতে কর্ম্মে অপারগ এবং জ্ঞান হীন হইবে। অতএব অধিক আহার করা ভাল নহে।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তি নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের কৃপা নষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু দয়াবান্ থাকায় তাঁহার দয়ার দীপ তাঁহার পথে চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল, যদ্দারা তিনি ধার্ম্মিকগণের সভায় প্রবেশ করিলেন এবং তথায় ঐ ধার্ম্মিকগণের আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বক্রিয়া সকল ধর্ম্মকর্ম্মে পরিবর্ত্তন হইল এবং তিনি সুখাভিলাষি অভিপ্রায় সকল ভোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাহার চরিত্রের প্রতি পূর্ব্ব কুকর্ম্মের কথা প্রচার হইতে লাগিল, তাহার পূর্ব্ব রীতি নীতি সকল স্মরণ হওয়ায় কেহ তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে বিশ্বাস করিল না।

এই হেতু বলিতেছি, হে ভ্রাতঃ। যদিও তুমি অনুতাপ করিয়া ভগবানের কোপ হইতে মুক্ত হও, মানবজাতীর কথায় পরিত্রাণ পাইবে না। ঐ ব্যক্তি লোক নিন্দায় অহিতাচার সহ্য করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় অবস্থার বিষয়ে অনেক অনুরাগ করিয়া তাহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট বলিতে লাগিলেন। লোকেরা যেরূপ তোমাকে অনুমান করিবে, তাহা অপেক্ষা তুমি সুখ ভোগ করিবে। ইহা কি প্রকারে হইতে পারে, আর পুনঃ পুনঃ তুমি কত বলিবে যে, আমি কি হতভাগ্য, দুস্বাভাবিক এবং হিংস্রক, মনুষ্যেরা কেবল আমার দোষই অনুসন্ধান করিবে। যদি দুষ্ট লোকে তোমাকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, অথবা যদি তাহারা তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে তোমার ভাল হওয়া উত্তম। যদি মানবজাতীরা তোমার মন্দ বিষয় বলে, কিন্তু মন্দ হওয়া অপেক্ষা ভাল হওয়া উচিত, কেননা অপর ব্যক্তি তোমাকে উত্তম অনুমান করিতে পারিবে।

অতএব আমার প্রতি অবলোকন কর, লোকেরা আমাকে মহৎ ব্যক্তি বলে, কিন্তু নিশ্চয় জানি যে, আমি তাহা কখনই নহি, কিন্তু লোকেরা আমার প্রতি যেরূপ অনুমান করে, আমি যদি সেই রূপ হই, তাহা হইলে যথার্থই জ্ঞানী হইতে পারি, আমি প্রতিবাসীর দৃষ্টি হইতে আমার গোপনীয় বিষয় ঢাকিয়া রাখিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট পারি না। কেননা আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কার্য্য সকল ভগবান জানেন। আমার সকল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্যের নিকট এমত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইতে পারি যে, তাহারা আমার কুকার্য্য সকল কোন প্রকারে নিরীক্ষণ করিতে পারে না, কিন্তু সে দ্বার রুদ্ধ করায় লভ্য কি আছে? যথায় সর্ব্ব-শক্তিমান ভগবান সকলই দেখিতেছেন।

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান।

কোন এক মান্যনীয় ব্যক্তির নিকট আমি খেদ করিয়া বলিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে লম্পট বলিয়া মিথ্যা অপবাদ দেয়। তিনি কহিলেন যে, তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম কর, তাহা হইলে ঐ নিন্দক ব্যক্তি অতিশয় লজ্জিত হইয়া আর অপবাদ দিবে না! কারণ তোমার, ধর্ম্মে মতি হইলে চরিত্রও উত্তম হইবে, সুতরাং তোমার অপবাদ দিতে নিন্দুকের সাধ্য হইবে না, দেখ যখন বীণা যন্ত্র বাজিতে থাকে, তখন বাদ্যকরের কর হইতে ইহা কেমন শাসনে থাকে।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

দামাস্ক নগরের এক ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, পূর্ব্ব-কালে সুফি জাতিদিগের অবস্থা কি প্রকার ছিল? তিনি উত্তর করিলেন, পৃথিবীতে পূর্ব্বকালে ইহারা সভ্য মনুষ্য ছিল, প্রকাশ্য দরিদ্র; কিন্তু আন্তিক মনের সুখে বাস করিত, পরন্তু এক্ষণে তাঁহারা প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট হয়, কিন্তু আন্তিক অতিশয় অসুখে কালযাপন করে।

ইহার প্রমাণ এই, যখন তোমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদা চঞ্চল হইবে, অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রমণ করিতে থাকিবে, তুমি কোন প্রকারে সন্তুষ্ট হইবে না, ইহাতে তোমার ধন, পদ, অথবা দেশই

থাকুক জগদীশ্বরের প্রতি অন্তঃকরণ স্থির না রাখিলে কোন প্রকারেই সুখী হইতে পারিবে না।

ষড়বিংশ উপাখ্যান।

আমার স্মরণ হইতেছে, একবার আমি কতকগুলি ব্যবসায়ীদিগের সমভিব্যাহারে সমস্ত নিশা ভ্রমণ করিয়া প্রাতঃকালে এক অরণ্যের ধারে নিদ্রা গিয়াছিলাম। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আমাদের সঙ্গি ছিল, ঘোরতর চিৎকার করিতে লাগিল। আর এই অরণ্য মধ্যে মহাশব্দ করিয়া বেড়াইতেছিল, এক মুহূর্ত্তেও বিশ্রাম করিল না, যখন দিবা প্রকাশ হইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে বন্ধু! তুমি সমস্ত নিশা অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিলে কেন? তিনি উত্তর করিলেন যে, বৃক্ষ ও পর্ব্বতোপরি বিহঙ্গগণের রব, বারি মধ্যে ভেকের কলরব, এবং অরণ্য মধ্যে পশুদিগের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শ্রবণ করিলাম, যে তাহারা শোকাকুল হইয়া খেদ সূচক ধ্বনি করিতেছিল। এই শ্রবণ করিয়া আমি বিবেচনা করিলাম যে, মনুষ্য কর্ত্তৃক কিছুই হয় নাই, কেবল আমারই অলস প্রযুক্ত যথার্থ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অমনোযোগ নিদ্রাতেই হইয়াছিল, কেন না যে সময়ে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তুগণ জগদীশ্বরের অসীম মহিমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছিল, সে সময়ে আমি বৃথা নিদ্রায় কাল হরণ করিলাম, হায়! কি দুঃখের বিষয়, যাহা হউক গত নিশার প্রভাতে একটি পক্ষীর শোকাকুল স্বরে একেবারে আমার জ্ঞান, ধৈর্য্যতা, ক্ষমা এবং বুদ্ধি হরণ করিয়াছিল, আমি উন্মত্তের ন্যায় আক্ষেপোক্তি করিয়া চৈতন্য হারাইলাম। ইহা শ্রবণ করিয়া আমার এক সরল বন্ধু আমাকে বলিলেন, হে বন্ধু! আমি অতিশয় আশ্চর্য্য হইলাম যে, একটি সামান্য বিহঙ্গমের ধ্বনিতে তোমাকে এরূপ জ্ঞান শূন্য করিল? আমি কহিলাম, হে বন্ধু! মানবজাতীর মন-বিহঙ্গম যে সময়ে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিবে, সে সময়ে নীরব থাকা উচিত নহে।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

একদা আমি কতকগুলি ধার্ম্মিক মনুষ্যের সমভিব্যাহারে হেজজ দেশে গমন করিয়াছিলাম। ঐ ধার্ম্মিক মনুষ্যেরা আমার পরম হিতৈষী

এবং সর্ব্বদাই আমার সঙ্গের সঙ্গি ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই ধর্ম্ম বিষয়ক বাক্য সকল পাঠ করিতেন। দৈবাৎ একজন আবেদ সন্ন্যাসীকে পাওয়া গেল, বোধ হইল যে, সন্ন্যাসী ধর্ম্ম সম্বন্ধিয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সে যাহা হউক, "বিনি হালাল" নামক দেশের তাল বৃক্ষের কুঞ্জবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম যে, একটী আরব জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ বালক তথায় উপস্থিত আছে এবং এমনি তান মান রাগের সহিত গান করিতে লাগিল যে, পক্ষী দিগের শূন্য মার্গে উড্‌ডীয়মান হওয়া রহিত হইল আমি আশ্চর্য্যের সহিত অবলোকন করিলাম যে, ঐ সন্ন্যাসীর উষ্ট্র নিত্য করিতে করিতে তাহার আরোহীকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অরণ্য মধ্যে গমন করিল। আমি তখন ঐ গায়ককে বলিলাম, হে মহাশয়! তুমি কি এতই অরসিক যে, এই সঙ্গীতের দ্বারা কাননের সমস্ত অবোধ জন্তুকে মোহিত করিলে, কিন্তু স্বয়ং তুমি মোহিত হইলে না?

দেখ আরব দেশীয় সঙ্গীতের দ্বারা পশুগণও আনন্দে উল্লাসিত হইয়া থাকে, অতএব এ আনন্দের আস্বাদন তুমি পাইলে না? তবে বোধ হয় তুমি পশু অপেক্ষাও অধম, কেননা যে সঙ্গীতের দ্বারা উষ্ট্র আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিল, যদি সেই আনন্দ মনুষ্যের বোধগম্য না হয়, তবে সে ব্যক্তি নির্ব্বোধ গর্দ্দভের তুল্য; কারণ বায়ু যখন মাঠের উপরে বহণ হইতে থাকে, তদ্দ্বারা সকল বৃক্ষের শাখা পল্লবাদি নত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে কঠিন প্রস্তর কখন নত হয় না। ইহা সকলেই জ্ঞাত আছে যে, পৃথিবীতে যত বস্তু আছে সকলেই জগদীশ্বরের প্রশংসা প্রকাশ করিতেছে। কেবল যে বুলবুলি পক্ষীরা কুসুমোদ্যানে বসিয়া ভগবানের অসীম মহিমা প্রকাশ করিতেছে এমন নহে, প্রত্যেক উদ্ভিদেরও রসনা আছে, তদ্দ্বারা তাহারাও ভগবানের গুণানুবাদ করিতেছে।

অষ্টাবিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নরপাল যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল, তাঁহার কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় এক খানি দানপত্র লিখিয়া গেলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে, তাঁহার মৃত্যুর পরদিবস প্রাতে প্রথমে যে ব্যক্তি তাহার নগরের দ্বারে প্রবেশ করিবে তাহার অমাত্যগণে রাজমুকুট উহার মস্তকে দিয়া ঐ রাজধানীর রাজ কার্য্যের ভার উহার প্রতি

থাকেনা, তাহার প্রমাণ এই, লোকেরা এক ধার্ম্মিক লোককে দেখাইয়া ছিলেন যে, সূর্য্যের বদান্যতা হইতে আমরা যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হই বটে, কিন্তু তাঁহার নিকট স্নেহবাক্য কখন শ্রবণ করি নাই।

তিনি উত্তর করিলেন, সূর্য্য শীতকাল ব্যতীত সকল সময়ে উদিত হইয়া আপন খরতর তাপে প্রাণীপুঞ্জকে উত্তাপিত করেন, কিন্তু যখন তিনি মেঘাম্বরে আচ্ছাদিত হন, তখন আবার সেই সূর্য্য সকলের প্রিয় কার্য্য সাধন করেন। দিনকর সন্দর্শনে মনুষ্যগণের হানি নাই, কিন্তু সর্ব্বদা সন্দর্শনে বিপরীত ফল ফলিত হয়। যদি তুমি নিজে ঠিক থাক তবে কখন অপরব্যক্তি তোমাকে ভৎর্সনা করিতে পারে না।

একত্রিংশ উপাখ্যান।

দামাশ্‌কশ্ নগরে আমি কতকগুলি বন্ধু সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেং অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া জেরুজেলেম্ দেশের মরুভূমি প্রস্থান করিলাম এবং তথায় কতকগুলি পশুদিগের সহবাসী হইলাম;পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যাপেক্ষা অধম হতভাগ্যদিগের সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হইয়া আমার কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহা শ্রবণ করুন। ফ্রাঙ্ক জাতির দ্বারা কারাবদ্ধ হইলাম, উহারা ট্রিপলি দেশের মধ্যে একটি খালের ভিতরে কতক গুলি ইহুদিজাতিদের সঙ্গে মৃত্তিকা খননে আমাকে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু আলিপোদেশের আমার পরিচিত এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেই পথদিয়া গমন করিতে করিতে, আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তুমি কি প্রকারে এস্থলে আসিয়াছ ও কি কার্য্যে দিন যাপন করিতেছ? আমি উত্তর করিলাম যে, আমি মানবজাতির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পর্ব্বতে এবং বনে পলায়ন করিলাম, বনোমধ্যে বাসনা হইল যে, তথায় একাকী বিরলে বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিব, কিন্তু তাহাতে আমার দুরাদৃষ্টক্রমে বিপরীত ঘটনা হইল, অধুনা ফ্রাঙ্ক জাতিদের দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া মৃত্তিকা খননে নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে অনুমান কর যে, আমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, মনুষ্যাপেক্ষা অতি অধম হতভাগ্যদিগের সঙ্গে সহবাস করিতে আমি বাধ্য হইয়াছি।

সহবাসীদিগের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কতকগুলি বিদেশী লোকদিগের সহিত এক উদ্যান মধ্যে বাস করিতেছি, তখন ঐ দয়ালু মনুষ্য

আমার দুরাবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত স্নেহ করিয়া দশটী স্বর্ণমুদ্রা ঐ ফ্রাঙ্ক জাতিদের উৎকোচদিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয় সঙ্গে করিয়া গমন করিলেন, তথায় তাঁহার একটি অবিবাহিতা কন্যা ছিল, তাহার সহিত আমার বিবাহ দিলেন এবং একশত স্বর্ণমুদ্রা আমাকে যৌতুক দিলেন। কিছুকাল গত হইলে আমি দেখিলাম যে, আমার স্ত্রী. কুচরিত্রা, বিরোধিনী, কলহপ্রিয়া, ও কটুভাষিণী ছিল, এজন্য সে আমার সাংসারিক সুখকে নষ্ট করিল; কারণ, জ্ঞানী লোকেরা বলেন যে, "পৃথিবী মধ্যে, যে ভবনে কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক থাকে,সেই সংসার নরকতুল্য হয়, অতএব সাবধান হও, যেন কদাচ দুষ্টাস্ত্রীলোকের সহবাস করিও না, " হে ভগবান! দুষ্টাস্ত্রী, অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদাই সংসারকে জ্বালাইতে থাকে, এই হেতু প্রার্থনা করি এই অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করুন, এই বলিয়া কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হইয়া বলিল। এক দিন আমার ঐ স্ত্রী অনর্থক কলহ করিয়া মহাকোপে আমাকে এই বলিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিল, ওহে! তুমি কি সেই ব্যক্তি নও? যাহাকে আমার পিতা দশটী স্বর্ণমুদ্রা ফ্রাঙ্ক জাতিদিগের উৎকোচদিয়া কারাবদ্ধ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন? "আমি উত্তর করিলাম হাঁ, তিনি দশটী স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন. এবং শতস্বর্ণমুদ্রা যৌতুক দিয়া তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন।

ইহার প্রমাণ শ্রবণ করুন, একটি মহৎ ব্যক্তি কোন সময়ে একটি মেষকে নেকড়িয়া ব্যাঘ্র হইতে রক্ষা করিলেন এবং পরদিবস নিশাকালে ঐ মেষের গলদেশে ছুরিকা লাগাইলেন; ঐ মেষ মৃত্যুকালে কহিতে লাগিল, আপনি যদি নিজে নেকড়িয়া ব্যাঘ্রের কার্য্য করেন, তবে উহার থাবা হইতে আমাকে কেন রক্ষা করিলেন?

দ্বাত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক মহীপাল এক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কি প্রকারে তাঁহার বহুমূল্য সময় যাপন করেন, ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে, আমি সমস্ত নিশি জগদীশ্বরকে ভজনা করি এবং প্রাতঃকালে আমার মনোস্কামনা সকল এবং প্রার্থনা সকল ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ করি এবং নিয়মিত ব্যয় সমূহ দ্বারা সমস্ত দিবাযাপন করি। ইহা শ্রবণে

ঐ ভূপাল তাঁহার অমাত্যবর্গকে অনুমতি করিলেন যে, এই ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে প্রাত্যহিক উপজীবিকা দিবে, যাহাতে উঁহার পরিবার প্রতি-পালনের উদ্বেগ নিবারণ হইয়া মনোস্থির হয়।

কেননা যদি তুমি সংসার প্রতিপালনের উদ্বেগে মগ্ন থাক তবে কোন প্রকারে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। সন্তানদিগের অন্ন-বস্ত্রের নিমিত্ত সর্ব্বদাই চিন্তার উদয় হইবে, সুতরাং অদৃশ্য জগতের বিষয় কিছু ধ্যান করিতে পারিবে না, কারণ আমি সমস্ত দিবা এই বিবেচনা করি যে, অদ্য রাত্রে ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইব, কিন্তু যখন ভজনা আরম্ভ করি, তখন আমার মনে কেবল এই চিন্তা হয় যে, আহা কল্যপ্রাতে আমার সন্তানেরা কি আহার করিবে?

ত্রয়স্ত্রিংশ উপাখ্যান।

দামাশ্ নগরে একজন সন্ন্যাসী অনেককাল কানন মধ্যে বৃক্ষের গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়া জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। এক দিবস ঐ দেশের নরপাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী! এবড় উত্তম পরামর্শ বোধ হইতেছে, আপনি যদি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার নগর মধ্যে বাস করিতে মানস করেন, তাহা হইলে আমি, একটী উত্তম স্থান আপনার নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া দিব, তথায় আপনি মনোযোগপূর্ব্বক ভজনা করিতে লাগিলেন এবং আপনার সংসর্গে থাকিয়া আমার নগরের অনেক লোকেই যথেষ্ট উপ-কার প্রাপ্ত হইবেক এবং আপনার সৎকার্য্যের প্রমাণ, অনেকেই গ্রহণ করিতে পারিবেক। ঐ রাজার এরূপ প্রস্তাবে ঐ সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন না। তৎপরে ঐ রাজ্যের মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, হে মহাত্মন! মহারাজের সন্তোষার্থে আপনার সম্মত হওয়া আবশ্যক, কিছুদিনের নিমিত্ত আপনকার এনগরে বাসকরা কর্ত্তব্য, কেননা ঐ নগরে আপন-কার গমন হইলে, ঐ স্থানের ও পরীক্ষা হইতে পারে, আর যদি ঐ স্থানের লোকদ্বারা আপনার বহুমূল্য সময় বৃথা নষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ করিবার আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা রাহল। অতএব আপনি নগরে বাস করিতে গমন করুন।

পরে ঐ সন্ন্যাসী কানন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগর মধ্যে উপস্থিত হইলেন,

তথায় ঐ ভূপাল মহা সমাদরপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহার রাজঅট্টালিকার সংলগ্ন এক অতি মনোরম্য উদ্যান মধ্যে ঐ সন্ন্যাসীকে বাস করিতে দিলেন। সেই উদ্যান অতিশয় শোভাময় ছিল, তাহাতে বাস করিলে আত্মা তৃপ্ত হয়, আহা! সে উদ্যানের কি শোভা, যেন সুন্দরী কামিনীগণের গণ্ডদেশের ন্যায় রক্তবর্ণের গোলাপ কুসুম সকল শোভা করিত, আর নানারঙ্গের পুষ্প সকল যেন রমণীগণের অঙ্গুরীয়কের মণির ন্যায় শোভা করিত, যদিও শীতকালের প্রবল শীতে পুষ্প সকল মলিন হইবার সম্ভাবনা, তথাচ এই উদ্যানের কুসুমবকল নবপ্রসূত সুন্দর শিশুগণের ন্যায় অম্লান থাকে, যে শিশুরা স্তনপানের আস্বাদন পায় নাই, আর এই উদ্যানের বৃক্ষের শাখা সকল নানারঙ্গের পুষ্পের সহিত ভূষিত হইয়া হরিদ্বর্ণের পত্রের মধ্যে অগ্নির ন্যায় কিরণ দিতেছে, এমত মনোরম্য স্থানে ঐ সন্ন্যাসীকে স্থিতি করাইয়া ঐ ভূপাল তৎক্ষণাৎ এক পরমা সুন্দরী পরিচারিকা উঁহার নিকটে প্রেরণ করিলেন। আহা! এ রমণীর রূপের বিষয় কি বর্ণনা করিব, পুর্ণিমার শশীর ন্যায় উহার মুখমণ্ডলের শোভায় বনবাসীকেও মোহিত করে, আর উহার স্বর্গীয় আকার ময়ুরেরন্যায় শোভা করিতেছে। ঐ কামিনীর সঙ্গে একটী যুবা পুরুষ ছিল, আহা! তাহারও চমৎকার রূপলাবণ্য প্রদর্শনে জিতেন্দ্রিয়-নীতিজ্ঞের মন ও মোহিত করে, আর লোকেরা যদি অত্যন্ত পিপাসাযুক্ত হইয়া উহার নিকটে আইসে, আর ঐ যুবা যদি বারিপাত্র লইয়া উহা-দিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়, ঐ সকল পিপাসী লোকেরা উহার স্বরূপ দর্শনে মোহিত হইয়া কখনই বারি পান করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাহাকে দর্শন করিয়া নয়নের তৃপ্তি হয় না. ঠিক ঐ ব্যক্তির ন্যায় যিনি ইউফ্রেটিশ নদী দর্শনে জল উদরী রোগেতে দুঃখিত হইয়াছিলেন, ঐ সন্ন্যাসী উত্তম সুখাদ্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন, উত্তম আতরের এবং নানাপ্রকার সৌগন্ধ দ্রব্যের সৌরভ লইতে লাগিলেন এবং ঐ সুন্দরী কামিনীর ও উহার সুন্দর ভৃত্যের সেবাতে সন্ন্যাসী একেবারে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন যে, সুন্দরী রমণীগণের করাঙ্গুরীয়ক জ্ঞানীদিগের চরণের শৃঙ্খল স্বরূপ এবং জ্ঞানীগণের মন বিহঙ্গমের ফাঁদের ন্যায় হয়।

একদিবস ঐ সন্ন্যাসী স্বীয় সুন্দরী সেবিকাকে বলিতে লাগিলেন,

সুন্দরি! তোমার সেবাতে আমি জ্ঞান, ধর্ম্ম এবং অন্তঃকরণ হারাইয়াছি, আমার জ্ঞান এক্ষণে বিহঙ্গমের ন্যায় হইয়াছে, তুমি আমার ফাঁদের স্বরূপ হইয়াছ, সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, উহার সুখ ভোগের অবস্থা এইরূপ প্রকারে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল, তাহার প্রমাণ যে, কোন সময়ে এক শিক্ষক শিষ্য অথবা এক সৎবক্তা বিষয় ভোগে নিস্পৃহ ও পবিত্র আত্মা হইয়া একান্ত অন্তকরণে ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে তিনি যদি সামান্য সাংসারিক বিষয়ে পুনর্ব্বার রত হন, তবে তিনি স্বয়ং জানিতে পারেন, যে, তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুতে চরণ বদ্ধ করিয়াছেন।

কিছুদিন পরে উক্ত সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভূপালের নিতান্ত মনন হইলে, তিনি সন্ন্যাসীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার আকারের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সন্ন্যাসী পরিষ্কার ও নব কলেবরে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছেন, তিনি উত্তম পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া উপাধান হেলান দিয়া আসীন আছেন, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে সেই সুশ্রী যুবা, দণ্ডায়মানপূর্ব্বক ময়ুরপুচ্ছের পাখা ব্যজন করিতেছে, নরপাল সন্ন্যাসীর এইরূপ অবস্থা পরিবর্ত্তন ও সুখসচ্ছন্দতা দর্শনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন, পরে উভয়ে নানাবিষয় আলোচনা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ এইরূপ আলাপের পর, নরপাল, সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন যে, এই অসীম ভূভাগের মধ্যে কেবলমাত্র দুই প্রকার মনুষ্যের উপরে আমার অধিকতর স্নেহ আছে, প্রথমতঃ পণ্ডিত, দ্বিতীয়তঃ উদাসীন। ঐ সময়ে ঐ স্থানে এক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন, তিনি নরপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ক্ষিতিপাল! পর দুঃখ মোচন করা মনুষ্য জীবনের প্রধান ধর্ম্ম! আপনি যে, দুই সম্প্রদায় লোকের কথা কহিলেন, ঐ উভয় সম্প্রদায়ের লোক কে সাহায্য করা বিধিমতে কর্ত্তব্য, কিন্তু অগ্রে অর্থ হীন পণ্ডিতগণকে অর্থ দান করা উচিত, কারণ তাঁহাদিগের অর্থের অভাব না থাকিলে, তাহারা অক্লেশে সকল সময়ে জ্ঞানহীন মূর্খগণকে বিদ্যা দান করিতে পারেন, আর উদাসীনগণকে অর্থ দান করা, ততদূর আবশ্যক নাই, কেন না, তাঁহাদিগের অর্থ আবশ্যক নাই, যদি অপর কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে অর্থ দান করেন তবে তাঁহারা অন্য দুঃখী বা সন্ন্যাসী অন্বেষণ করিয়া উক্ত অর্থ ক্ষয় করেন, তাঁহারা সকল সময়ে সব অবস্থাতে থাকিয়া ঈশ্বরো-

পাশনায় জীবন নির্ব্বাহ করেন। সুন্দরী রমণীগণ যেমন বিনা অলঙ্কারে পরম শোভান্বিতা হন, সেইরূপ ধার্ম্মিক সন্ন্যাসীগণও বিনা আহারেও আপন শরীরের পুষ্টি সাধনপূর্ব্বক কান্তি গৌরব বৃদ্ধি করেন। আরও কহিলেন, হে রাজন! যে ব্যক্তি আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পর দুঃখ হরণে যত্নবান হন, যদি সেই ধার্ম্মিকবরকে প্রশংসা না করি, তাহাতে কখন শ্রেয় লাভ হয় না।

চতুস্ত্রিংশ উপাখ্যান।

নিম্নলিখিত উপাখ্যানটী উপরোক্ত উপাখ্যানের প্রমাণমাত্র।

কোন এক ভুপতি কোন গুরুতর মানস পূর্ণার্থে ঈশ্বর সমীপে মাননা করিলেন যে, যদি তিনি পূর্ণমনোরথ হন, তবে তিনি ধর্ম্মোদ্দেশে কোন দিন কিছু অর্থ দান করিবেন। পরে তিনি সফল মনোরথ হইলে, মাননা প্রদানের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আপন ভৃত্যকে এক তোড়া মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে, তুমি এই মুদ্রা জাহেদ ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসীগণকে বণ্টন করিয়া দেয়। উক্ত ভৃত্য জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ছিল। ভৃত্য উক্ত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত দিবস নগর পরিভ্রমণান্তর, সায়ংকালে নরপাল নিকট উপস্থিত হইয়া মুদ্রাকে চুম্বনপূর্ব্বক রাজাগ্রে রাখিয়া কহিলেন, যে, কোন জাহেদ সন্ন্যাসী তাহার নয়নপথে পতিত হয় নাই। নরনাথ কহিলেন, আমি জানি যে, এই নগরমধ্যে চারিশত জাহেদ সন্ন্যাসী আছেন। তাহাতে ভৃত্য কহিল, হে রাজন! প্রকৃত জাহেদগণ কখন কাহার দানগ্রহণ করেন না, তবে যাঁহারা জাহেদ নামধারী মাত্র, তাঁহারা দানগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহাতে ভুপাল হাসিয়া সভ্যগণকে বলিলেন, যখনই আমি কোন শুভকার্য্যোদ্দেশে ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি, তখনই আমার এই আত্মাভিমানী ভৃত্য আপনি বিচারপতি হইয়া আমার অভিপ্রায়ের বিপরীত কার্য্য করে। যাহাহউক, আজ হইতে তোমরা এমন জাহেদ সন্ন্যাসী অন্বেষণ কর, যিনি এই অর্থ গ্রহণ করেন।

পঞ্চত্রিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি লোক একটী বিজ্ঞলোকে প্রশ্ন করেন যে, তাঁহারা উৎসর্গ

রুটীরবিষয় কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি উত্তর দিলেন যে, যদি তপস্বীগণ রুটী প্রাপ্তেও মনোস্থিরপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় তপে রত থাকেন, তাহা হইলে বিধিমত কার্য্য করা হয়; কিন্তু তাহার বিপরীত কার্য্য করিলে ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়; কারণ তপস্বীগণ রুটীলোভে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হয় না।

ষষ্ঠত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন সন্ন্যাসী এক পরোপকার ব্রতালম্বী ভদ্রলোকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উক্ত ভদ্রলোকের বাটীতে কতকগুলি চতুর ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি থাকিতেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে, তাঁহারা প্রত্যেকে তাঁহাকে নানাপ্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের মধ্যে একজন ব্যক্তি, সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আপনি একটী বক্তৃতা করুন। সন্ন্যাসী পথভ্রমণে ও অনাহারে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাহাতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়া রহিলেন, আমি আপনাদিগের ন্যায় সুবিজ্ঞ বা বক্তা নহি, অতএব আপনাদিগের অনুরোধ পালনে আমি অক্ষম। তথাপি তাঁহারা সন্ন্যাসীকে বক্তৃতা করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিয়া কহিলেন মহাশয়! আমরা আপনার একটী মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিলেই সন্তুষ্ট হইব। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর তাহাতে আবার মেজের উপরে আহারীয় দ্রব্য আবৃত দেখিয়া আমার আহার ইচ্ছা প্রবলভাবে উত্তেজিত হইতেছে। যুবক কোন এক কমনীয়া যুবতী কামিনী দর্শনে যেরূপ উন্মাদ হয়, আমিও সেইরূপ ঐ আহার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি। তাহাতে ঐ ব্যক্তিগণ কহিলেন, মহাশয়! আমারা আপনার বাক্য শ্রবণে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলাম, আপনি সচ্ছন্দে ঐ আহারীয় দ্রব্যসকল গ্রহণ করিতে পারেন। সন্ন্যাসী আহার করিবার জন্য আহারীয় রুটী গ্রহণ করিলে, দলপতি কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, মাংস প্রস্তুত হইতেছে, মাংস আনিয়া দিই। সন্ন্যাসী কহিলেন, মাংসের আবশ্যক নাই, কারণ দারুণ ক্ষুধার সময় রুটীই প্রধান উপাদেয়।

সপ্তত্রিংশ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশক গুরুর নিকট অভিযোগ করিলেন যে, তিনি কতিপয় অশিষ্ট দর্শক কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত ও বিরক্ত হইয়াছেন। দর্শকগণ সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া তাঁহার সময় নষ্ট করে, এই বলিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তিনি ঐ ‥াচা‥র গণের হস্ত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন। গুরু উত্তর করিলেন, তোমাকে যাঁহারা বিরক্ত করেন, তাহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ধনহীন তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান কর এবং যাঁহারা ধনী তাঁহাদিগের নিকটে ধন প্রার্থনা কর, তাহা হইলে আর কেহই তোমার নিকট আসিবেন না।

অষ্টত্রিংশ উপাখ্যান।

একজন উকিল, তাঁহার পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ। বক্তাদিগের বাক্য সকল কোন প্রকারে আমার মনোগত হয় না, কারণ তাঁহাদিগের উপদেশ সকল তাঁহাদিগের কার্য্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে অনৈক্য। ধনাদি উপার্জ্জন আশা ও সংশার পরিত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাশনায় প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়া আপনি ধনসঞ্চয় জন্য ব্যাকুলিত হন। ধর্ম্মোপ-দেশকগণ স্বয়ং ধর্ম্ম উপার্জ্জনের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র আপন আপন সার্থ সাধনের জন্য তৎপর হইয়া নিজের সার্থ সাধন করেন, তবে তাঁহাদিগের কর্ম্মোপদেশ সকল কেহই গ্রহণ করেন না। কারণ যাঁহাদিগের উপদেশ সকল কার্য্যের সহিত ঐক্য না হয়, তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিতে পারা যায় না। পরন্ত, যে ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সম্ভোগে রত, তাঁহারা কিরূপে পরকে উপদেশ দিতে সক্ষম; তাহাতে তাঁহার পিতা কহিলেন, হে পুত্র! এইরূপ চিন্তায় আপন অন্তঃকরণকে দূষিত করা উচিত নহে। আত্মাভিমানী হইয়া, তুমি ধর্ম্মোপদেশক প গুরুগণের নিন্দা করিতেছ, তাহাতে বিদ্যা উপার্জ্জনের যে ফল, তাহার হানী হইতেছে। তুমি যেরূপ বিশুদ্ধ দোষহীন শিক্ষকের অন্বেষণ করিতেছ, তাহাতে শ্রেয়ঃলাভ হয় না। অন্ধগণ যেরূপ কর্দ্দমে পতিত হইয়া পথ-ভ্রমে চিৎকার করে যে, হে স্বহৃদয়গণ! আলোক দেখাইয়া আমার পথপ্রদর্শক হও, তুমি সেইরূপ অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়াছে।

"ধর্ম্মোপদেশকের সভা এক ব্যবসায়ীর দোকানের তুল্য, কারণ, যেরূপ ব্যবসায়ীকে দ্রব্যের মূল্য প্রদান না করিলে, ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কোন বস্তু লইতে পার না, সেইরূপ সদাভিপ্রায়ে ধর্ম্ম সভায় উপস্থিত না হইলে কোন উপকার লাভ হয় না। বক্তার উপদেশ তাঁহার কার্য্যের সহিত ঐক্য হউক আর নাই হউক, তাঁহার উপদেশ সকল গ্রহণে শ্রেয়ঃ ভিন্ন হানি নাই। যদি বক্তা উপদেশ দ্বারা নিদ্রিতকে জাগরিত করিয়া আপনি নিদ্রিত থাকেন, তাহাতে উপদেশ গ্রাহীর হানি কি?

একোনচত্বারিংশ উপাখ্যান।

কোন ধর্ম্মার্থি লোক ধর্ম্মসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুষ্পাঠীর সভ্য হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, পণ্ডিত ও ধার্ম্মিকের মধ্যে বিভিন্ন কি, যেহেতুক ধর্ম্মসভা পরিত্যাগ করিতে তোমার ইচ্ছা হইল? তাহাতে তিনি কহিলেন যে, ধর্ম্মপরায়ণগণ জলমগ্নদিগের জীবনের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র কম্বল রক্ষণে যত্নবান হন এবং পণ্ডিতেরা উভয়কেই রক্ষা করিতে চেষ্ঠা করেন।

চত্বারিংশ উপাখ্যান।

কোন মদ্যপায়ী মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য হইয়া রাজপথে শয়ন করিয়াছিলেন। সেই সময় এক সন্ন্যাসী ঐ পথে যাইতে ছিলেন, তিনি ঐ মদ্যপায়ীকে দেখিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিলে, যুবা মদ্যপায়ী মস্তকোত্তোলনপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সন্ন্যাসি। আপনি যখন কোন অসাবধানী ব্যক্তিকে দেখিবেন, তখন তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিবেন না, আর কোন পাপীব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার পাপমোচনপূর্ব্বক ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সাবধান করিয়া দিবেন। হে বিজ্ঞবর। আমার প্রতি ঘৃণা করিবেন না, আমার উপস্থিত অবস্থাদর্শনে আপনার ঘৃণা হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি কঠিন না হইয়া দয়া প্রকাশ করা আপনার উচিত। হে পণ্ডিতবর! যে ব্যক্তি যথার্থ জ্ঞানী তিনি কখন পাপীকে দেখিয়া ঘৃণা করেন না, বরং তাহার প্রতি

দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ করিবেন, তাহা হইলে আপনি যথার্থ জ্ঞানী হইতে পারিবেন।

একচত্বারিংশ উপাখ্যান।

একজন স্বেচ্ছাচারী, এক সন্ন্যাসীর সহিত বিরোধ করিয়া অনেক অসঙ্গত কথা প্রয়োগ করিলে সন্ন্যাসী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আপন গুরুর নিকটে উপস্থিতপূর্ব্বক সমস্ত বিষয় আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। তাহাতে গুরু কহিলেন, পুত্র! সন্ন্যাসীর ব্যবহার নির্ব্বিকারের পরিচ্ছদ-স্বরূপ, যে কোন ব্যক্তি ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করে তিনি কখন দূষিত হইতে পারেন না। আর যাঁহারা সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ন্যাসী-গণের আচরণ করেন না, তাঁহাদিগের বিপক্ষের অভাব নাই। যেমন সামান্য একখণ্ড প্রস্তর বৃহৎ নদীর জলকে ঘোলা করিতে পারে না, সেইরূপ ধর্ম্মপরায়ণগণ সামান্য কারণে মনোকষ্ট ভোগ করেন না। পুত্র! যিনি যাহা বলুননা কেন, তাহা সহ্য করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিও, তাহা হইলে তুমিও মাননীয় হইবে। আমরা সকলেই এক-দিন ভূশায়ী হইব, অতএব ভূশায়ী হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকারন্যায় হওয়া আমাদিগের উচিত।

দ্বাচত্বারিংশ উপাখ্যান।

পাঠক! এই নিম্নলিখিত গল্পটীর প্রতি মনোযোগ করুন।

কোন একসময় বোকদাদনগরে, নিশান ও মুসরী উভয়ে বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। নিশান মুসরীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল ভাই! তোমায় আমায় এক বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে চিরদিন সম-ভাবে দুঃখভোগ করিতেছি, আর তুমি সুখে কালাতিপাত করিতেছ, ইহার কারণ কি? এই দেখ ভাই! দিন নাই, রাত নাই সকল সময়ে সমভাবে আমায় পরিশ্রম করিতে হইতেছে। আমার কার্য্যের সময় নিরূপণ নাই। দুর্গ আক্রমণভয়ে সর্ব্বদাই আমার হৃদয় কম্পিত। ধূলারাশির কষ্টভোগে আমার জীবন উৎপীড়িত হইতেছে। সকল সময়ে প্রবলবায়ুর গতিতে আমার মস্তক ঘূর্ণায়মান। আমার কষ্টের সীমা নাই। আর তুমি পরমসুখে কালযাপন করিতেছ। তোমার গৌরবের

সীমা নাই। তুমি পূর্ণশশধরের ন্যায় রাত্রিকালে শোভমান হইয়া
থাক। যুবক যুবতীগণ তোমার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখে নিদ্রাদেবীর
কোলে বিশ্রামলাভ করে. তাহারা তোমাকে কত যত্নসহ রক্ষা করিয়াছ-
ছেন। আমি নীচ ভৃত্যহস্তে অর্পিত হইয়াছি, এবং আমাকে যত্ন
করে না. আর তুমি উত্তম দাস দ্বারা দুইবেলা নিয়মিত পরিষ্কৃত হই-
তেছ। দিবাভাগে বিশ্রাম কর। আমি দেখিতেছি, তোমার সুখের সীমা
নাই। মসরী উত্তর করিল, ভাই। তুমি যাহা যাহা বলিলে সকলই সত্য,
আমার সুখের অভাব নাই স্বীকার করি. কিন্তু আমি যে এক কষ্টভোগ
করিতেছি. বোধ হয়, জগতে তাহার অপেক্ষা অধিকতর কষ্টের বিষয়
দ্বিতীয় নাই? নীচের সহিত আমার মস্তক আবদ্ধ, দেখ ভাই! যা-
হাকে দিবারাত্র নীচের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার ন্যায় দুঃখী
দ্বিতীয় কে? অতএব তুমি আমার অপেক্ষা কষ্টভোগ করিতেছ, মনে
করিয়া দুঃখিত হইও না।

ত্রিচত্বারিংশ উপাখ্যান।

এক ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি. একজন মল্লযোদ্ধাকে ক্রোধে উন্মাদ হইয়া
মুখ হইতে ফেণ নির্গত করিতেছে, দেখিয়া. তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
তোমার এ রাগের কারণ কি? সে ব্যক্তি কহিল যে, কোন ব্যক্তি তা-
হাকে গালি দেওয়াতে সে এরূপ উত্তেজিত হইয়াছে। তাহাতে ধর্ম্ম-
পরায়ণ কহিলেন. কি আশ্চর্য্য! তুমি দুই আড়াই মন বহন করিতে
পার, কিন্তু একটা কথা বহন করিতে তোমার এত কষ্টবোধ হইল?
তুমি বলবান. কিন্তু তোমার সাহস ও সৎপ্রবৃত্তি নাই অতএব তোমার
ন্যায় পুরুষে ও স্ত্রীলোকে কিছুমাত্র বিভিন্ন নাই। তুমি বলে যেরূপ
ঐরাবতের শুণ্ড ধরিয়া ঘুরাইতে পার, সেইরূপ সাহস দেখাইতে ও
সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়া মনুষ্যনামের গরিমা রক্ষা করিতে চেষ্টা কর?
মনুষ্যগণ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সময় উপস্থিত
হইলে সেই পঞ্চভূত সকল মনুষ্যগণকে ত্যাগ করিবে, তখন আবার
মনুষ্যগণ ধুলায় ধুষরিত হইবে, তবে সামান্য কারণে দম্ভ কেন?
মৃত্তিকাতুল্য হইয়া মনুষ্যত্ব রক্ষা কর।

চতুশ্চত্তাবিংশ উপাখ্যান।

কতিপয় লোক এক পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তাঁহাদিগের সাফিনামক ভ্রাতৃগণের চরিত্র কেমন? তাহাতে পণ্ডিত কহিলেন, এরূপ কথিত আছে যে, তাহারা আপন বিষয়ে নিতান্ত মনোযোগ, বন্ধুগণের অভিলাষ পূর্ণকরণে তৎপর। পণ্ডিতগণও বলেন যে, তোমাদিগের ভ্রাতৃগণের কার্য্য সকল তোমাদিগের প্রতি নির্ভর করে। তোমাদিগের ত্যাগ করিয়া যাহারা কার্য্য করেন তাঁহারা তোমাদিগের ভ্রাতা হইতে পারেন না। যাহারা তোমাদিগের জন্য কাতর না হন, কিম্বা যাঁহারা তোমাদিগের উপকার না করেন, তাঁহারা কখন বন্ধু হইতে পারে না, এবং যে সকল আত্মীয়গণের ধর্ম্মভয় নাই, তাঁহাদিগের সহিত আত্মীয়তা না রাখিয়া বরং বিচ্ছেদ করাই শ্রেয়ঃ। আমার বেশ স্মরণ হইতেছে যে, এক সময়ে এক পণ্ডিত বলিয়াছিলেন যে, আমাদিগের ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে এরূপ কথিত আছে যে, অধর্ম্মাচারকগণের সহিত কখন আত্মীয়তা করিবে না। অতএব হে ভ্রাতঃ! বন্ধু নির্ব্বাচনকালে তাহার স্বভাব প্রতি লক্ষ্য ও বিচার করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবে।

পঞ্চচত্তাবিংশ উপাখ্যান।

বোগদাদ নগরে এক রসিকব্যক্তির এক পরম সুন্দরী কন্যা ছিল। তিনি ঐ কন্যাকে এক চর্ম্মকারের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ঐ নীচ স্বভাব চর্ম্মকার অত্যন্ত কঠিন হৃদয় ব্যক্তি ছিল, সে একদিন নিশাকালে তাহার সহধর্ম্মিণীর ওষ্ঠে এরূপ দংশন করে যে, হতভাগ্য কন্যাটীর ওষ্ঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। পরদিন প্রাতে রসিকপুরুষ আপন দুহিতার এরূপ দুর্গতি দর্শনে, তিনি স্বয়ং আপন জামাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি অমূপযুক্ত ব্যক্তি আমি জানিনা যে, তোমার মত কি রূপ! তুমি চর্ম্মজ্ঞানে আমার কন্যার ওষ্ঠে দংশন করিয়া শোণিত নির্গত করিয়াছ। যাহউক, তোমার এরূপ স্বভাব পরিবর্ত্তনে যত্নবান হও, কারণ মনুষ্যগণের স্বভাব

কস্বা অভ্যাস একবার দৃঢ়মূল হইলে ইহজন্মে আর পরিবর্ত্তন হয়না।
ত্যু সময়ের সঙ্গী হ ।

ষষ্ঠ চত্তারিংশ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তির এক কন্যা ছিল। কন্যাটী অত্যন্ত কুৎসিতা, কন্যাটী বিবাহের উপযুক্তা হইলে তাহার পিতা প্রচুর পরিমাণে ধন দানে ীকার হইলেও, কেহ তাহাকে গ্রহণে স্বীকার করিল না। কুৎসিতা মণীগণ নানা অলঙ্কারে ও বসন ভূষণে ভূষিতা হইলেও অভিলাষ-ীয়া হয় না, সুতরাং কন্যাটীর বিবাহ হওয়া নিতান্ত ভার হইয়া ঠিল। তখন তাহার পিতা নিরুপায় হইয়া এক অন্ধের সহিত ন্যাটীর বিবাহ দিলেন। শুনা যায় যে ঐ বিবাহের পর এক বৎসর ধ্যে সিংহল দেশ হইতে তথায় এক চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত ইলেন। ঐ চিকিৎসক চক্ষু রোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, মন কি জন্মান্ধের চক্ষু উত্তম অবস্থায় আনিয়া তাহার দর্শন শক্তি ার্য্য দর্শাইতে পারিতেন। তখন ঐ দেশবাসীগণ কন্যাটীর পিতাকে হিলেন, আমাদের দেশে অন্ধরোগের উপযুক্ত চিকিৎসক আসি-াছেন, তবে কি জন্য তিনি তাঁহার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির জন্য চষ্টা না করেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, কুৎসিতা রমণীর অন্ধ ামীই উপযুক্ত, কারণ দিব্য চক্ষু সম্পন্ন স্বামী তাহার কুৎসিতা স্ত্রীকে ৃণা করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার কন্যা নিতান্ত কুৎ-সিতা, আমার জামাতা চক্ষু প্রাপ্ত হইয়া আমার কন্যার রূপ দর্শনে বিরক্ত হইয়া পাছে তাহাকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে আমি আমার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির বিষয়ে যত্ন করি না।

সপ্তচত্তারিংশ উপাখ্যান।

কোন এক নরপাল সন্ন্যাসী সভাতে ঘৃণা করিয়াছেন, সন্ন্যাসীদিগের ধ্যে একজন তাহা জানিতে পারিয়া নরপালকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহি-লন, হে রাজন্! যদিও আপনি বার্দ্ধক্য গৌরবে আমাদিগের অপেক্ষা নেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্থির জানিবেন, আমার প্রকৃত সুখ সম্ভোগে াপনার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। মৃত্যুকালে আপনি আমাদিগের

সমান অবস্থা পাইবেন, আবার পুনরুত্থানের সময়ে আমরা আপনার অপেক্ষা মনোরম হইব। তাহার প্রমাণ শ্রবণ করুন। যে সময়ে মহীপালগণ কোন সাম্রাজ্য জয় করেন, তখন তাঁহারা স্বাধীনভাবে রাজ্যের সুখ-সম্ভোগে সমর্থ হন, এবং মনে করেন দরিদ্র সন্ন্যাসীগণ নানাকষ্ট ভোগ করিতেছেন। কিন্তু মহারাজ। সন্ন্যাসীদিগের লোভ নাই; তাঁহারা সামান্য অর্থলালসায় লালায়িত নহেন, তাঁহারা স্থির জানেন যে, তাঁহারা যখন নর-যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা সঙ্গে করিয়া কিছু আনেন নাই, কিম্বা যখন ইহ জগত ত্যাগ করিবেন, তখন কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবেন না। যদিও প্রকৃত সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা মস্তকমুণ্ডন করিয়া ছিন্নবস্ত্রাদি পরিধানপূর্ব্বক ভ্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মন উচ্চ আশা পূর্ণ; তাঁহারা জিতেন্দ্রিয় সত্যপরায়ণ। এই জগত পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের ধন সঞ্চয়ে ইচ্ছা হয়, কিন্তু উদাসীনদিগের সে চিন্তা নাই, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, চিন্তাশূন্য ব্যক্তিগণ কত সুখী। আর দেখুন, মহীপালগণ জয়লাভ আশায় সর্ব্বদা কলহ বৃদ্ধি করেন, কিন্তু উদাসীনগণের সহ্য গুণ থাকায় তাঁহারা কলহ নিবারক হইয়াছেন; নরপালগণের চিন্তা যে, কিরূপে কোন দেশ জয় করিয়া আপনি রাজত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিবেন, উদাসীনগণের চিন্তা যে কিরূপে সেই অচিন্তনীয় চিন্তামণি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, পরকালে নিশ্চিন্ত শান্তি নিকেতনে গমনপূর্ব্বক শান্তিদাতার শান্তিসুখ সম্ভোগে সমর্থ হইবেন। হে রাজন্! চিন্তা করুন যে, কে নিশ্চিন্ত এবং পরম সুখী।

রাজন। যে সন্ন্যাসী উক্ত কার্য্য সকল করিতে সক্ষম, যাঁহারা অনাহারী দরিদ্র দর্শনে আপন আহার ত্যাগ করিয়া দরিদ্রের উদর পূর্ণ করান, এবং যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া দয়াদি সৎপ্রবৃত্তিগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনায় দিন যাপন করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী ও সুখী, কিন্তু যাঁহারা ভেকধারী, এবং উক্ত কার্য্য সকল করিতে অক্ষম, কম্বলাসন আশ্রয় করিয়াও ঈশ্বর প্রার্থনায় অমনোযোগ করেন তাহারা ভণ্ড, অতএব হে রাজন্! যদি প্রকৃত সুখলাভে ইচ্ছা থাকে, তবে বৃথা আড়ম্বর ও ধনাশা ত্যাগ করুন।

অষ্টচত্বারিংশ উপাখ্যান।

একদা আমি এক নব প্রস্ফুটিত গোলাপের তাব্রা সামান্য ঘাসের সহিত আবদ্ধ দেখিয়া নিতান্ত আশ্চর্য্য হইলাম, এবং গোলাপকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলাম গোলাপ। তোমার নীচ ঘাসের সংসর্গে থাকা কি উচিত? তাহাতে ঘাস রোদন করিয়া কহিল, মহাশয়! আপনি ক্ষান্ত হউন। যদিও আমার বিশেষ কোন গুণ নাই, সৌরভ নাই সত্য, কিন্তু আমিও পরমপিতা পরমেশ্বরের ভৃত্য, তিনি আমাকেও সৃষ্টি করিয়াছেন আমিও সময়ে সময়ে জগৎপতির অসীম মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকি, সেইজন্য গোলাপ আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন তাঁহার নিরাশ্রয়, দীন সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ জন-সমাজে আদরণীয়, দয়ার্দ্র চিত্ত-ব্যক্তিগণও দীন হীনগণকে আশ্রয় দান করেন। আর প্রাচীন কাল হইতে জন-সমাজে এরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে যে, বৃদ্ধ ভৃত্যকে কেহ কখন পরিত্যাগ করেন না, প্রাচীন দাস ঘোরতর বিপদ জালে জড়িত হইলেও তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। এইরূপ বলিয়া ঘাস ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল, হে ভগবন্! আপনি জীবগণ দ্বারা এই পৃথিবীকে সুশোভিত করতঃ এক্ষণে তাহাদিগকে স্বাধীনতার দাস করিয়া তাঁহাদিগের সুখ বৃদ্ধি করুন। পরে প্রাণিপুঞ্জকে উল্লেখ করিয়া কহিল, হে ঈশ্বর-পুত্রগণ। তোমরা সকলে সৎপথগামী হও। যে ব্যক্তি নিতান্ত হতভাগ্য, সেই কেবল এ পথের পথিক হইতে সমর্থ হয় না।

একোনপঞ্চাশৎ উপাখ্যান।

কতিপয় ব্যক্তি, এক বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সাহস এবং দানশীলতা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ? বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন সাহস ও দানশীলতা, এই উভয়ের গুণ ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং এ উভয়ের তুলনা হইতে পারে না, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, যে ব্যক্তি দানশীল, তাঁহার সাহস না থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয়না। "বাহারামের" গোরস্তানে লিখিত আছে যে;

"দাতার হস্ত বলবানের বাহুর অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ধারণ করে।" যদিও দয়াশীল হাতেমতাই দীর্ঘজীবী হন নাই, কিন্তু তাঁহার চির-স্মরণীয় নাম আজও পর্য্যন্ত মনুষ্যতনয়গণের হৃদয়-ক্ষেত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কৃষকগণ কর্ত্তৃক দ্রাক্ষালতার শাখা প্রশাখা সকল চ্ছেদনে যে রূপ তাহার শাখা প্রশাখার হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ দীন হীন নিরাশ্রয়গণকে ধন দানে অর্থের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, অতএব তোমরা সকলে দরিদ্রের দরিদ্রতা হরণের জন্য আপন উপার্জ্জনের দশাংশের একাংশ দান করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

সন্তোষের উৎকর্ষ।

প্রথম উপাখ্যান।

আফ্রিকা দেশীয় এক সন্ন্যাসী, আলিপো নগরে রেশম ব্যবসায়ী-গণের আবাস স্থানের কোন এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া ব্যবসায়ী গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহোদয়গণ। যদি মনুষ্যগণের মধ্যে কাহার প্রকৃত বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে,—অর্থাৎ যদি কেহ আপন বিচার করিবার শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, কোন ভিক্ষাজীবী, কি প্রার্থনায় কাহার নিকট কোথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যদি কেহ ধনলোভী না থাকেন, তবে আর কাহার দরিদ্রতা জনিত কষ্ট থাকে না। হে নির্লোভগণ; ইহজগতে নির্লোভগণের কোন বস্তুরই অভাব নাই, আপনারা যে সকল সৎগুণে ভূষিত, আমাদিগকেও সেই সকল গুণে ভূষিত করিয়া আমাদিগের দরিদ্রতা হরণ করুন্।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

মিশর নগরে কোন এক ভদ্র লোকের দুই সন্তান ছিল। ঐ দুই সন্তানের মধ্যে একজন বিদ্যার্জ্জন দ্বারায় সেই সময়ের পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন, আর অপরটি প্রচুর ধনোপার্জ্জনে ক্রমে সেই দেশের রাজা হইয়াছিলেন। বিদি

রাজা হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার সহোদরকে দেখিলেই অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতেন, এই রূপে এক দিন তাঁহার ভ্রাতাকে কহিলেন, আমি ধনোপার্জ্জন করিয়া অধিপতি হইয়াছি, আর তুমি বিদ্যাপার্জ্জন করিয়া কি ফল লাভ করিলে? বরং দিন দিন তোমার দুরবস্থার শেষ হইতেছে। পণ্ডিত ভ্রাতা কহিলেন,তুমি ধনোপার্জ্জনে সামান্য রাজাহইয়াছ মাত্র,কিন্তু আমি বিদ্যপার্জ্জনে পরম পুরুষ করুণাময়ের প্রিয় ও প্রশংসনীয় পাত্র হইয়াছি; জন-সমাজে আমার আদর করিবে। তুমি কেবল ফেরো আর হামন রাজাদিগের অংশ পাইবে, আর আমি জ্ঞানী ও ভবিষ্যৎবক্তাদিগের উত্তরাধিকারী হইব। যে বোল্‌তার হুল, মানবগণকে বিদ্ধ করিয়া যাতনা প্রদান করে, আমি সেরূপ তীক্ষ্ণ স্বভাবযুক্ত বোলতার স্বরূপ নহি, শান্তস্বভাববিষিষ্ট পিপীলিকা,— যাহারা প্রায় মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া জীবন নষ্ট করে, আমি সেইরূপ পিপীলিকার তুল্য শান্তস্বভাববিশিষ্ট, আর তুমি বোল্‌তার ন্যায় অত্যাচারী,এক্ষনে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, কে অধিক প্রশংসনীয় ? বিদ্বান সর্ব্বস্থলে আদরণীয় হন, আর ধনবান ভুপতি কেবল স্বদেশে মাননীয় হন। অতএব আমি সর্ব্বত্র প্রশংসা পাইয়া থাকি, এক্ষণে দেখ, কে অধিক সৌভাগ্যশালী।

তৃতীয় উপাখ্যান।

একজন উদাসীন দীনদুঃখী অপেক্ষা কষ্টভোগ করিতেন। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ব্যতিত কখন উত্তম অবস্থায় দেখা যায় নাই। তাঁহার মুখে সর্ব্বদা এই পদ্যটী শুনা যাইত।

" বাসী অন্ন, ছিন্ন বস্ত্র সুখতর হয়।
পরদ্বার স্থিত তবু কভু ভাল নয়॥"

একদিন তিনি দীনভাবে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তাহাকে এক ভদ্রলোক দেখিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি এই স্থানে কিছু-কাল অপেক্ষা করুন, এই পথে একজন দয়ার্দ্র ব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি আপনার এ অবস্থা দর্শনে আপনাকে বিলক্ষণ অর্থ সাহার্য্য করিতে পারেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, আমি কাহার সাহার্য্য প্রর্থনা করি না, কারণ ধার্ম্মিকের আশ্রয় লইয়া স্বর্গারোহণ করা শ্রেয়, তথাপি পরের আশ্রয়ে আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

চতুর্থ উপাখ্যান।

পারস্যদেশীয় কোন এক নরপাল মস্তফা মহম্মদের নিকট এক বিজ্ঞ সুধীর চিকিৎসক প্রেরণ করেন। ঐ চিকিৎসক আরবদেশে উপস্থিত হইয়া কয়েক বৎসর বাস করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার ঔষধ সেবন করিয়া গুণ-পরিচয় গ্রহণ করিলেন না দেখিয়া, একদিন তিনি কোন বিজ্ঞ ভবিষ্যৎবক্তা মহাম্মদের নিকট যাইয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, মহাশয়! পারশ্যদেশের অধিপতির আদশানুসারে, এ দেশের পীড়িতদিগেকে ঔষধ দান করিবার জন্য কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, কিন্তু আমার ঔসধ ব্যবহার করা দূরে থাকুক. আজ ও পর্য্যন্ত কেহই আমার অনুসন্ধান গ্রহণ করিল না, এক্ষণে আমি কিরূপে স্বকার্য্য সাধন করিতে পারি, তাহার উপায় বলিয়া বাধিত করুন। তাহাতে বিজ্ঞ মহম্মদ কহিলেন, এ দেশের অধিবাসীদিগের এই নিয়ম যে, ক্ষুধায় অতিরিক্ত ভোজন করে না এবং ক্ষুধা না থাকিলে অতি উত্তম খাদ্য পাইলে ও আহ র করে না। অতএব কাহাকে ও পীড়াজনিত কষ্টভোগ করিতে হয় না। চিকিৎসক কহিলেন, স্বাস্থ্য ভোগ করণের এই নিয়মই বটে, মন্দাগ্নিতে আহার, কিম্বা ক্ষুধায় অতিরিক্ত ভোজনেই পীড়া জন্মে, এবং প্রাণিগণ এই কারণেই অল্পজীবী হইয়া অকালে কালের শাসনে শাসিত হয়। যাহাহউক মহাশয়! আমায় এক্ষনে বিদায় করুন, কারণ যখন এদেশের লোকেরা স্বাস্থ্যরক্ষা বৃদ্ধি করিবার উপায়, আপন হইতে উদ্ভাবন করিয়াছে, তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক কি? এইরূপ বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি দারুণ পীড়ার যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া দেবতার নিকটে মাননা করিলেন যে, তিনি সুস্থ হইলে ভক্তিসহ দেবতাদিগের পূজা দিবেন, তাহা দেখিয়া এক ব্যক্তি তাহাকে এই উপদেশ দিলেন যে, তুমি কেবলমাত্র আপনার দোযে কষ্ট পাইতেছ, যদি তুমি আহার সম্বন্ধে সাবধান হও, তাহা হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবেনা। মন্দাগ্নিতে আহার কিম্বা ক্ষুধার অতিরিক্ত ভোজনেই পীড়ার উদ্ভব।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

আরবদেশীয় " বাবুকান " ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন সময়ে এক ব্যক্তি আরবদেশীয় চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করেন যে, একদিনের মধ্যে কি পরিমানে আহার করা কর্ত্তব্য ? তাহাতে চিকিৎসক উত্তর করিলেন, শত তোলা পরিমাণের খাদ্য আহারে যথেষ্ট হয়। তাহাতে ঐ দেশের ভূপাল কহিলেন মহাশয়! আপনি কি বলিলেন ? এত অল্প আহারে কখন কি মনুষ্যগণ বলপ্রাপ্ত হইতে পারে ? চিকিৎসক কহিলেন যে, যদি কেহ স্বাস্থ্য ও শরীরের হৃষ্টপুষ্টতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে লইরূপ নিয়মিত আহার দ্বারা সাস্থ্যলাভে সমর্থ হইবেন। অধিক আহারে পীড়া জন্মে, মানসিক চিন্তার সহিত শরীরের এত দূর নৈকট্য সমন্ধে যে পীড়া উপস্থিত হইলে মন চাঞ্চল্য হইয়া মানসিক চিন্তার ক্ষমতায় হ্রাস হয়, এবং সেইহেতু পীড়াকালে আমরা পরমপিতার কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হই না, কিরূপে আরগ্য লাভ হইবে সেই চিন্তায় মগ্ন থাকি, পরম পিতাকে স্মরণ করিতে সময় পাই না, তাহাতে এই ফল লাভ হয় যে, আমরা ইহ জন্মে পীড়া যাতনায় কষ্ট পাই, এবং পরে ও জগৎপতির দ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া নরক যাতনা ভোগ করি। যাহারা নিয়মিত আহার দ্বারা শরীরকে সুস্থ রাখিতে পারেন। তাঁহারা সুখে শান্তিদাতাকে চিন্তা করিতে ও সমর্থ হয়।

সপ্তম উপাখ্যান।

খোরাশানদেশীয় দুই সন্নাসীতে পরস্পর এরূপ প্রণয় ছিল যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ক্ষণকাল জন্য পৃথক থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই দুইজনে একত্রে ভ্রমণ করিতেন। ঐ উভয় সন্ন্যাসীর মধ্যে একজন দুর্ব্বল এবং অন্য জন বলবান ছিলেন। দুর্ব্বল ব্যক্তি দুই দিন পর্য্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বলবান সন্ন্যাসী দিবসের মধ্যে তিনবার আহার করিতেন, এক মুহূর্ত্ত জন্য অনাহারে থাকিতে পারিতেন না। এক দিন ঐ উভয় সন্ন্যাসী ভ্রমণ করিতে করিতে এক অপরিচিত নগরে উপস্থিত হইলে, ঐ নগর-রক্ষকগণ তাহাদিগকে গুপ্তচর জ্ঞানে ধৃত করিল এবং রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাদিকে

কারাগারে লইয়া এক ঘরে পুরিয়া ঘরের দ্বার কর্দ্দমলেপনে একবারে রুদ্ধ করিল। পরে পক্ষান্তরে প্রকাশ হইল যে, তাঁহারা গুপ্তচর নহে, প্রকৃত সন্ন্যাসী; তখন তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে, রক্ষকগণ দেখিল যে, ঐ উভয়ের মধ্যে বলবানের মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুর্ব্বল ব্যক্তি জীবিত আছে। এই বিপরীত ঘটনা প্রকাশ হইলে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে এক পণ্ডিত বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ করিলেন যে, ঐ বলবান ব্যক্তি অতীব আহারী ছিলেন; সুতরাং আহার না পাইয়া বলবানের মৃত্যু ঘটিয়াছে, অপর দুর্ব্বল ব্যক্তি অল্প আহারী, এমন কি দুইদিন পর্য্যন্ত অনাহারের বিলক্ষণ সুস্থ অবস্থায় থাকিতে পারিতেন, একারণ তাঁহার জীবন নষ্ট হয় নাই। অতএব অল্প আহারী হওয়া আবশ্যক, কারণ দূরবস্থা উপস্থিত হইলে আহার অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না।

অষ্টম উপাখ্যান।

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র অধিক আহার করিত বলিয়া, তিনি তাঁহার পুত্রকে সর্ব্বদা এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, বৎস! অধিক আহারই পীড়া উৎপত্তির প্রধান কারণ, অতএব তুমি লোভপরবশ হইয়া অধিক আহার করিও না। তাহাতে পুত্র বলিত, পিতঃ! ক্ষুধাতে শরীররে পুষ্টী সাধনের হানি করে। ক্ষুধার যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ, আপনি জ্ঞানীগণের এই উপদেশ বাক্য শ্রবণ করেন নাই কি? তাহাতে পিতা কহিলেন; পুত্র! আমরা আহার করি, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম বটে, কিন্তু তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নহে যে, আমারা এরূপ আহার করি, যাহাতে আহারান্তে কষ্ট পাইতে হইবে। শরীর পোষণার্থে আহার করা আবশ্যক, কিন্তু ক্ষুধায় অতিরিক্ত আহার করিয়া পীড়ার যাতনা ভোগ করা, কিম্বা একেবারে আহার ত্যাগে শরীরের বল হানি করা উচিত নহে।

নবম উপাখ্যান।

কোন ব্যক্তি এক পীড়িত বক্তির অভিলাষ জানিতে ইচ্ছা করিলে তান কহিলেন, আমি যখন পীড়ার যাতানা ভোগ করি তখন অমার

কোন বিষয়েতেই ইচ্ছা থাক না। আর যখন সুস্থ থাকি তখন অনেক আশ ও ইচ্ছা উপস্থিত হয়, অতএব আমার ইচ্ছা যে, আমি নিরাশয় হইয়া সুস্থ থাকি।

দশম উপাখ্যান।

একদল সুফিজাতি ওয়াসিট্ নগরস্থ এক মাংসবিক্রেতার নিকট মাংস ক্রয় করিয়া ঋণ গ্রস্থ ছিলেন। ঐ মাংস বিক্রেতা প্রতিদিনই সুফিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আপন প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত নানারূপ কটুক্তি করিয়া যাইত। সুফিগণ মাংস বিক্রেতার বাক্য যন্ত্রণায় অস্থির ও দুঃখিত হইলেও, ধর্য্যাবলম্বন ব্যতিত তাহাদিগের অন্য কোন উপায় ছিল না। ঐ সুফি সম্প্রদায়ের মধ্যে এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি কহিলেন, যেরূপে হউক মাংসবিক্রেতার ঋণ পরিশোধ করা সর্ব্বোতভাবে উচিত; আর উহার বাক্য যন্ত্রনা সহ্য হয় না। আর ভবিষ্যতের নিমিত্তও সাধন হওয়া উচিত, আর যেন ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য কাহার ঋণ গ্রস্থ না হও; কারণ যেরূপ কোন মহিপতির পদাতিকের অহিতাচার সহ্য করা অপেক্ষা তাঁহার দয়ার আশা ত্যাগ করা শ্রেয়, সেইরূপ ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণ জন্য ঋণ গ্রস্থ হওয়া অপেক্ষা ক্ষুধায় জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া সর্ব্বোত-ভাবে শ্রেয়।

একাদশ উপাখ্যান।

তাতারদিগের যুদ্ধে তাঁহাদিগের বিপক্ষ কোন এক ব্যক্তি দারুণ আহত হইয়া অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া, তাঁহাকে এক ব্যক্তি কহিলেন, এই নগরের এক বণিকের নিকট অতি উত্তম এক মলম আছে, যদি তুমি প্রার্থনা করিয়া তাহার কিয়দংশ আনিতে পার, তাহা হইলে নিশ্চিতই তুমি এযাতনার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবে। কিন্তু ঐ বণিক এরূপ কৃপণ যে, যদি তাহার মেজের উপর রুটির পরিবর্ত্তে সূর্য্যের উদয় হইত, তাহা হইলে জগতবাসীদিগের মধ্যে কেহই আলোকের মুখ দেখিতে পাইত না। তাহাতে ঐ সৈনিক কহিলেন, বণিকের নিকট আমায় মলম প্রার্থনা করার আবশ্যক করে না, কারণ আপনার নিকট বণিকের স্বভাব সম্বন্ধে যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে উক্ত মলম প্রাপ্তির

সম্বন্ধে কিছু মাত্র স্থিরতা নাই, অতএব কৃপণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া অপমানিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই। কারণ, এরূপ লোকের নিকট হইতে ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ ঔষধে বাহ্যিক পীড়া সকল আরোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনের কষ্ট নিবারণ হয় না। জ্ঞানীগণ বলিয়াছেন যে, যদি অমৃতকুণ্ডে অমৃত পরিবর্ত্তে জল রাখা হয়, তাহা-হইলে কেহই তাহার আদর করে না। জ্ঞানীগণ আরও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কোন কারণে কাহার কর্ত্তৃক অপমানিত হন, তাহা-হইলে তিনি মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোধ করেন। মহাশয়! অধিক কি কহিব,দাতাগণ যদি প্রফুল্ল অন্তঃকরণে কটুবাক্য প্রদান করেন তথাপি সেই কটু বাক্য ও মিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, আর মনের মালিন্যহেতু কৃপনের মিষ্টান্ন ও দারুণ কটু জ্ঞান হয়। আমি কৃপণ নিকট হইতে ঔষধ লইয়া উপকৃত হইতে ইচ্ছা করি না।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

এক বিজ্ঞ ব্যক্তির যে পরিমাণে আয় ছিল, তাহার অপেক্ষা তাঁহার পরিবার পালন করিতে এত অধিক ছিল যে, অতি কষ্টে ও পরিবার-গণকে প্রতিপালনে সমর্থ না হইয়া, তিনি তাঁহার এক ধনাঢ্য আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাহায্য অশায় তাঁহাকে আপন দুরবস্থায় কথা বিজ্ঞাপন করাইলেন। কিন্তু ঐ ধনাঢ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিলেন যে, যে ব্যক্তি আপন অদৃষ্টে অসন্তুষ্ট হইয়া আপন দুরবস্থার কথা আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করিয়া আত্মীয়ের চিন্তা বৃদ্ধি করে,তাহার ন্যায় কাপুরুষ আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, কাপুরুষকে সাহায্য করা উচিত নহে, এইরূপ স্থির করিয়া বিজ্ঞের আবেদন পত্র অগ্রাহ্য করিলেন। এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বলিয়া উপদেশ দিলেন যে, যখন তুমি দুরবস্থায় পতিত হইবে, তখন সাহস ও ধৈর্য্যকে আশ্রয় করিয়া আনন্দ হৃদয় আনন্দময়কে চিন্তা করিবে, তাঁহা হইতে তোমার দুঃখের অবসান হইবে। পরে, তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা মনের অনেক হ্রাস করিলেন। তাহা দেখিয়া, ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন যে, দুঃখে পড়িয়া যেন কেহ কখন আত্মীয়ের আশ্রয় না লন, কারণ এক কড়া দুর জ্বালে রাখিলে,

যেমন দুগ্ধের হ্রাস হয়, সেই রূপ ধনী আত্মীয়ের নিকট দুঃখ প্রকাশে মনের খর্ব্বতা হয়, কিন্তু বিশেষ সাহার্য্য হয় না।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসী দারুণ কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন দেখিয়া, এক ব্যক্তি ঐ সন্ন্যাসীকে বলিলেন, মহাশয়! আপনি এত কষ্ট ভোগ করিতেছেন কেন? এই দেশে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দুরবস্থার কথা জানাইলে, বোধ হয়, তিনি আপনাকে বিশেষ সাহায্য করিতে পারেন। আপনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হউন। তাহাতে সন্ন্যাসী কহিলেন আমিত তাঁহাকে জানি না; ঐ ব্যক্তি কহিলেন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া যাইব। পরে ঐ ব্যক্তি সন্নাসীকে সঙ্গে লইয়া ধনীর বাটিদ্বারে রাখিয়া আসিলেন। সন্ন্যাসী পুরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, ঐ ধনী ব্যক্তি বিমর্ষ ও অতি দুঃখিত ভাবে অধঃবদনে উপবিষ্ট আছেন। তদ্দর্শনে তিনি আর কোন কথা না বলিয়া অমনি প্রত্যাগত হইলেন। পরে সন্ন্যাসীর সহিত পথ প্রদর্শক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনার কি হইল? সন্ন্যাসী কহিলেন যে ব্যক্তি আপনি মনোকষ্টে দিনপাত করিতেছেন, যাঁহার আপন অন্তঃকরণে ক্ষণকাল জন্য সুখ নাই, তিনি কখন পরের উপকার করিতে পারেন না। আমি দাতার কঠিন্যভাব অবয়বে প্রকাশমান দেখিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছি। এরূপ কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি নানারূপ দুঃখ সম্ভোগেও সর্ব্বদা সহাস্যবদনে, আনন্দ হৃদয়ে প্রফুল্লতার সহিত ভ্রমণ করেন, সে ব্যক্তির মন অতি উচ্চ, এবং সেই ব্যক্তির অবস্থা অতি মন্দ হইলেও, তাঁহার হৃদয় পরের উপকার করিতে প্রস্তুত থাকে, আর যিনি নানা সুখ সম্ভোগেও কিম্বা আপন অবস্থাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সর্ব্বদা মলিন বদনে বিমর্ষভাবে থাকেন, তাঁহার দ্বারা কোন উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি সাহায্য প্রার্থীর দুঃখের কথা শ্রবণে আপন কৃত্রিম দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে নৈরাশ করেন। অতএব মলিন আকৃতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য নহে।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

এক বৎসর আলেকজাণ্ড্রিয় নগরে একরূপ অনাবৃষ্টি হয় যে, জীব মাত্রেই অধৈর্য্য হইয়া আর্ত্তনাদে উচ্চ গগন ভেদ করিয়াছিল। সে সময়ে খেচর, ভূচর, জলচর কীট পতঙ্গাদির মধ্যে একটী প্রাণী ছিল না যে, দারুণ কষ্টে পতিত হইয়া করুণাময় করুণাধারের নিকটে করুণস্বরে রোদন করে নাই। সকলেরই দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীমণ্ডল মেবাম্বর পরিধান করিয়াছিলেন। বরষার বৃষ্টিধারার ন্যায় সকলেরই নয়ন হইতে বারিধারা পতিত হইয়াছিল। সেই সময় ঐ নগরে এক ধনাঢ্য নপুংসক বাস করিত, কিন্তু কেহই তাহাকে বন্ধু কিম্বা আত্মীয়ের মধ্যে গণ্য করিতেন না। এই অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, ঐ নপুংসক এক অথিতীশালা স্থাপনপূর্ব্বক অনাথা ও দীন হীনগণকে অন্ন দান করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাহাতে দেশের কোন উপকার হইল না। কারণ—

"একতা পরম নিধি যতনের ধন।
একতার বলে বশ হয় ত্রিভুবন॥
সিন্ধু বক্ষে সেতু যথা থাকে বিরাজিত।
পারাবারে পার করে পথিকে যেমত॥
বিপদ সাগর সেতু একতা রতন।
যতনে বিপদে করে উদ্ধার তেমন॥
অতএব ভ্রাতৃগণ হয়ে এক মন।
একতা রতনে কর সকলে যতন।"

ঐ নগরবাসী একতা রত্নকে আশ্রয় করিয়া এই বলিল যে, যদি ক্ষুধার যন্ত্রণায় আমাদিগকে জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, সকলে তাহাও স্বীকার করিব তথাপি নীচ ঈশ্বরের অপ্রিয় পুত্র নপুংসকের অন্ন কেহ গ্রহণ করিব না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে এক দল উদাসীন ক্ষুধার যাতনায় নিতান্ত কাতর হইয়া, ঐ আলেকজণ্ড্রিয় নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নপুংসকের অন্ন গ্রহণে অভিলাস করিয়া ঐ নগরের এক ব্যক্তিকে এতদ্বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে ব্যক্তি কহিলেন যে, যদি কোন সিংহ ক্ষুধায় কাতর হইয়া আপন গহ্বরে

প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি সে কখন নীচের দান লইয়া আত্ম রক্ষা করে না। অতএব নীচ নপুংসকের অন্ন গ্রহণ করা আপনাদের উচিত নহে, এরূপে ঐ উদাসীনদিগের অভিলাষিত—নপুংসকের অন্ন গ্রহণ বন্ধ করিল। ঐ ব্যক্তি আপন মনস্কামনা সিদ্ধ হইল দেখিয়া সে আবার কহিল যে, মহাশয়! নীচ হতভাগ্যের নিকটে দয়া প্রার্থনা করা কিম্বা ধন ভিক্ষা করা অপেক্ষা ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কষ্ট স্বীকার করা শত সহস্র গুণে শ্রেয়, অতএব আপনারা নীচের নিকট গমন করিয়া মান হানি করিবেন না।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

এক দিন কতিপয় ব্যক্তি চিরঃস্মরণীয় হাতেমতাই ভূপতির নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! ইহ জগতে আপনার নয়ন পথে কি কখন আপনার অপেক্ষা ক্ষমতাপন্ন ও উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দ্বিতীয় ব্যক্তি পতিত হইয়াছে? কিম্বা কখন কি এরূপ ব্যক্তির কথা আপনি শুনিয়াছেন। তাহাতে নরপতি হাতেমতাই কহিলেন, এক দিন চাল্লিসটি উষ্ট্র বলিদানের পর, আমি কোন আরবদেশীয় প্রাধানের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কানন নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, এক পরিশ্রমী ব্যক্তি কতকগুলি কণ্টক বৃক্ষের আঁটি বাঁধিতেছে, ঐ ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে করিতে এত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল যে, তাহার নিশ্বাস ত্যাগ করিতেও কষ্ট হইতে ছিল, তথাপি সে ব্যক্তি কর্ম্মে ক্ষান্ত দিতেছে না দেখিয়া আমি কহিলাম, তুমি এত পরিশ্রম করিতেছ কেন? হাতেম ভূপতির অতিথী আলয়ে উপস্থিত হইলেও উত্তমরূপে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে। তাহাতে সে কহিল, পরের অন্নের উপর জীবন নির্ভর করা অপেক্ষা পাপের ভোগ আর নাই;—আমি পরিশ্রম করিতে পারি, তবে কেন পরদ্বারস্থ হইয়া আপন মান হানি করিব। তখন আমার জ্ঞান হইল যে, এই ব্যক্তির অবস্থা মন্দ বটে, কিন্তু ইহার মন অতি উচ্চ। মানসিক চিন্তাতে এ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাতে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিগণ সাধারণকে উল্লেখ করিয়া কহিল, ভ্রাতৃগণ! যতক্ষণ পর্য্যন্ত শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ কাহার দ্বারস্থ হইও না, পরদ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা পাপ আর দ্বিতীয়

নাই ;—অতএব পরিশ্রম দ্বারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালনে যত্ন পাইবে, এবং তাহা হইলে তোমরা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র হইতে পারিবে।

ষোড়শ উপাখ্যান।

শান্তস্বভাব বিশিষ্ট ভবিষ্যদ্বক্তা মোজেস দেখিলেন যে এক দরিদ্র উদাসীন বস্ত্রাভাবে আপনার গাত্রে বালুকায় আবৃত করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছে! ঐ সন্ন্যাসী মোজেস নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে দয়াময়! আমি অতি দীন, দীন প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ঈশ্বর এই প্রার্থনা করুন, যাহাতে তিনি আমার প্রতি সদয় হইয়া আমার দরিদ্রতা দূর করেন। এরূপ কথিত আছে যে, দয়ার্দ্র চিত্ত মোজেস ঐ উদাসীনের দুঃখে কাতর হইয়া, ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করায়, পরুষোত্তম ভগবান ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন, এবং সেই অবিদ্য উদাসীনের দুঃখের অবসান হইল। পরে আর একদিন, মোজাস তপস্যা হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে সেই উদাসীন রাজ-কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি হইয়াছে? কি কারণে এই উদাসীন ধৃত হইয়াছে? তাহাতে রাজ-কর্ম্মচারিগণ কহিলেন, ইনি সুরাপানে উন্মাদ হইয়া নরহত্যা করিয়াছেন ;—সেই জন্য ইহাকে রাজ-দরবারে লইতেছি। তখন মোজেস দুঃখ করিয়া কহিলেন, যদি বিড়ালের পালক উঠিত, তাহা হইলে বোধ হয়, একটীও চটাপক্ষীর ডিম্বের জীবন রক্ষা হইত না। এতদিনে আমার জ্ঞান হইল যে, নীচের ক্ষমতা হইলে এইরূপ অঘটন ঘটিয়া থাকে। অতএব নীচের ক্ষমতা হওয়া উচিত নহে।

এইরূপ বলিয়া মোজেস নিতান্ত কাতরভাবে এই বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, যে ব্যক্তির যে রূপ তাহা আপনি জানিতে পারেন, এবং তাহা বুঝিয়া তাহাকে সেইরূপ অবস্থাতে রাখেন। আমি না জানিয়া সন্ন্যাসীর উপকার জন্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম, দীনের প্রতি দয়া করে দীনের স্বকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। এই স্তবের পর তিনি করযোড়ে ধর্ম্মপুস্তক কোরাণে এই কবিতাটী আবৃত্ত করিলেন—

দয়াময় দীনাশ্রয় দীনেশের পতি,
দীন নেত্রে নিরখেন দীনগণ প্রতি।
অতুল ঐশ্বর্য্যদ্বার করি উদ্ঘাটন,
সকলে দিতেন যদি সমভাবে ধন।
সত্য বটে তাহে হয় দুঃখ অবসান ;—
জগতে থাকেনা কার অভাব কথন।
কিন্তু তাহে অত্যাচার অনেক বাড়িত,
নীচ হস্তে ধন পড়ি সঙ্কট ঘটিত।
তার সাক্ষ্য সন্ন্যাসীরে করদরশন,
যাহা হতে দুর্ব্বলের হইল মরণ।

এই স্তবের পর তিনি চিৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! দুরবস্থা হইতে উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কখন উন্মাদ হইও না, যদি ধন গরিমাতে উন্মাদ হও, তবে এই সন্ন্যাসীর ন্যায় দুরবস্থাতে পতিত হইবে। আরও কহিলেন, সহৃদয়গণ! আপন অবস্থাতেই সকলের সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ পরমপিতা পরমেশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি ন্যায় বিচার করিয়া তোমাকে তোমার উপযুক্ত অবস্থা দিয়াছেন. ইহার অন্যথা করিয়া যদি তুমি অন্য রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তাহা হইলে তোমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইত এবং তুমিও ঈশ্বরের অপ্রিয় হইতে।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

আরবদেশীয় কোন এক ব্যক্তি বসোরা দেশীয় কতিপয় জহরীদিগের নিকটে বসিয়া এই গল্প আরম্ভ করিয়াছেন, যে, কোন সময়ে তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক মরুভুমিতে উপস্থিত হইয়া পথহারা হয়েন। সে সময়ে তাঁহার সহিত কোন খাদ্য দ্রব্য ছিল না। একদিকে পথভ্রমণ পরিশ্রমে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সে সময়ে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া ছিল। এমন সময়ে তিনি একটী থলিয়া দেখিলেন, এবং ঐ থলির মধ্যে ভাজা গম আছে বিবেচনাপূর্ব্বক মহানন্দের সহিত থলিয়ার মুখ উন্মোচন করিলেন। থলিয়ার মধ্যে গমের পরিবর্ত্তে মুক্তাদর্শনে নৈরাশ সাগরে পতিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পূর্ব্ব ক্লেশ অধিকতর বোধ করিতে লাগিলেন।

এই গল্পটী সমাপন করিয়া তিনি জহরীদিগকে উপদেশ ছলে কহিলেন, আহার অভাবে হিরা. মুক্তা ক্ষুধার শান্তি করিতে পারে না, ক্ষুৎপিপাসায় কাতর ব্যক্তির কষ্ট দূর করিতে পারে না, অতএব জহরতের অলঙ্কার কি? অতএব আহারীয় দ্রব্যই জগতের মধ্যে প্রধান, তাহারও যত্ন করা আবশ্যক।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

এক আরবীয় পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহার ও পান ইচ্ছায় আহার অন্বেষণ করিলেন। তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা বলিলেন্ যে, মৃত্যুর একদিন অগ্রেও যেন নদীর তরঙ্গে জানু লাগাইয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিতে পারি। ইহ জগতে ইহা ভিন্ন আমার আর দ্বিতীয় ইচ্ছা নাই।

একদা এক ব্যক্তি ভ্রমণ ইচ্ছায় এক নিবিড় নির্জ্জন. ঘোরাবোন্যানী মধ্যে গমন করিলেন। তাঁহার সহিত কতকগুলি মুদ্রা ছিল, কিন্তু কিছু মাত্র আহারীয় উপযোগী আহার ছিল না। যখন ঐ পথিক ভ্রমণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি মুদ্রা লইয়া আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পথহারা হইয়া ঐ অরণ্য মধ্য হইতে বহির্গত হইতে পারিলেন না। পরে যখন ক্ষুধার জ্বালায় আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন যে, আজ আহার অভাবে প্রাণ ত্যাগ হইল। যখন ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভূতলে একটী কবিতা লিখিয়া এবং মুদ্রাগুলি গালে পুরিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। পরে কতিপয় মনুষ্য তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি গালে মুদ্রা বাধিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার সম্মুখে নিম্ন কবিতাটী লিখিত রহিয়াছে।

"কি করে মুদ্রায় যদি না থাকে আহার।
আহার অভাবে গেল প্রাণ অভাগার।
রবির কিরণে যথা অরণ্য শুখায়,
সেই রূপ খাদ্যাভাবে জীবন শুখায়।
তার সাক্ষ্য দেখ সবে দুর্গতি আমার—

অর্দ্ধ পথে প্রাণ গেল না পেয়ে আহার।
অতএব ভ্রাতৃগণ যবে যথা যাবে।
মুদ্রা ফেলি যত্ন করি সঙ্গে খাদ্য লবে।

ঊনবিংশ উপাখ্যান।

আমি একাল পর্য্যন্ত কখন সৌভাগ্য দেবীর আরাধনা করিয়া আমার অবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করি নাই, কিম্বা পরকাল সম্বন্ধীয় তর্কে বিতর্ক করিয়া তার্কিক নাম কিনিতে যত্নবান হই নাই। আমার আপন বিবেচনা ও বিশ্বাসমতে কার্য্য কলাপ করিতাম ও অদৃষ্ট প্রতি নির্ভর করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতাম। পরে একদা আমার চর্ম্ম-পাদুকার অভাব হওয়াতে অতীব কষ্টে পড়িয়া সৌভাগ্য দেবীর কল্যাণ পাইবার আশায় এক দেবালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম যে, তথায় এক পদ-বিহীন ব্যক্তি অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে এবং তাহাতে আমার জ্ঞান হইল।আমি মনে মনে চিন্তা করিলাম যে, এ ব্যক্তি পদহীন বলিয়া কত কষ্ট পাইতেছে, তবে আমি সামান্য চর্ম্মপাদুকার অভাবে এত কষ্ট-বোধ করি কেন? ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, আমাদিবের কর্ম্মোচিত ফল দান করিয়া থাকেন। অবশ্য আমি জগৎপতির নিকটে কোন অপরাধে অপরাধী হইয়াছি, সেইজন্য আমার এই অভাবের কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে। আর ঐ ব্যক্তি আমার অপেক্ষা গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সেইজন্য ঐ ব্যক্তি পদহীন হইয়াছে! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার ভক্তির উদয় হইল, আমি অতি ভক্তিসহকারে পরম-পুরুষকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। এবং খঞ্জকে দেখিয়া অবধি আমার অভাবজনিত কষ্ট দূর হইল। অতএব যখন যিনি আপন দুরবস্থার জন্য কষ্ট জ্ঞান করিবেন, তখন তিনি নিম্ন দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহার অপেক্ষা ও মন্দাদৃষ্টের ব্যক্তি অনেক আছে, এবং তাহা হইলে দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখের অবসান হইবে, কেবলমাত্র বৃথা রোদনে কোন ফল পাইবার সম্ভাবনা নাই। আর যখন যিনি আপন উত্তম অবস্থা দর্শনে অহঙ্কারী হইবেন তখন তাঁহার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি ফিরাইলে দেখিবেন যে, তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর উত্তম অবস্থার ব্যক্তি আছে; এবং তাহা হইলেই তাঁহার অহংজ্ঞান দূর হইবে।

আর একদিন ক্ষুধার যাতনায় কাতর হইয়া দেখিলাম যে, নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য অপেক্ষা শাক পাতা ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ হয়। একদিন সমস্ত আয় ব্যয় করিয়া উত্তম আহার করা অপেক্ষা যাহাতে প্রত্যহ আহার চলে; তাহা করিলে আর আহারের অভাব-জনিত কষ্ট পাইতে হয় না। অতএব আপন আয়ের পরিমাণে ব্যয় ও স্থিতকরা আবশক; তাহা হইলে একদিনের নিমিত্ত ও কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।

বিংশ উপাখ্যান।

একদা শীতকালে কোন এক মহীপাল কতকগুলি কুলীন সঙ্গে লইয়া স্বীয় অধিকার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে করিতে এক দূর দেশে উপস্থিত হয়েন। ঐ স্থানে সায়ংসময় উপস্থিত দেখিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিতে করিতে এক কৃষকের কুটির দেখিতে পাইলেন। তখন নরপাল স্বীয় সঙ্গীবর্গকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হিমে কষ্ট পাইবার আবশ্যক নাই, আইস, আমরা সকলে ঐ কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি। তাহাতে মহারাজের এক জন পারিষদ কহিলেন, রাজন! সামান্য কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করা আপনার ন্যায় মহীপালের উচিত নহে; অতএব এই স্থানে বিশ্রাম করুন। আমরা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আপনার শীত নিবারণ করিতেছি।

ঐ কৃষক এতৎসম্বাদ শ্রবণে নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য আয়োজন করিয়া রাজ-সমীপে উপস্থিত হইল এবং ভূমিচুম্বনপূর্ব্বক নতশিরে কহিল, রাজন! আমি সামান্য ব্যক্তি, সামান্য আয়োজন করিয়াছি, আপনার সম্মান র-ক্ষার্থে এই সকল দ্রব্য আপনার বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি, অতএব রাজন! এই সকল দ্রব্য গ্রহণপূর্ব্বক আমার মনেচ্ছা পূর্ণ করুন। নরপাল কৃষকের বিনীতবাক্যে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলে, কৃষক করযোড়ে বিনীতবাক্যে কহিল, রাজন। মুকুট যেরূপ রবির কিরণ হইতে মস্তককে রক্ষা করে, রাজগণও সেইরূপ প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, প্রজাগণ, মহিপালের আশ্রিত, আশ্রিতের সামান্য আশ্রমে আশ্রয় লইতে রাজার মনের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, অতএব অধীনের

নিতান্ত ইচ্ছা,—আপনি অদ্য রাত্রে আমার সামান্য কুটীরে আশ্রয় লইয়, কষ্ট নিবারণ করুন। রাজা, তাহাতে সঙ্গীগণকে উপদেশচ্ছলে কহিলেন, দীন হইলে অভদ্র হয় না, যে মানীর মান রক্ষা করিতে যত্ন পায়, তাহার মান রক্ষা করা কর্তব্য, অতএব আইস, আমারা সকলে কৃষকের আশ্রয়ে আশ্রয় গ্রহণ করি! পরে সকলে কৃষকের কুটীরে সেই রাত্রি বাস করিয়া, পর দিন প্রাতে গমন কালে কৃষককে নূতন পরিধেয় ও কতকগুলি মুদ্রা প্রদানপূর্ব্বক গমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, কৃষক অনেক দূর পর্যন্ত রাজার পশ্চাদ্গামী হইল। রাজা সঙ্গীগণ সহ স্বীয় অধিকারের নিকটবর্ত্তী হইলে কৃষক আপন আলয়ে প্রস্থান করিল।

একবিংশ উপাখ্যান।

একদা কতিপয় ব্যক্তি রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া রাজ সমীপস্থিত এক "সন্ন্যাসীকে" দেখাইয়া কহিল, রাজন! এই সন্ন্যাসীর বিস্তর অর্থ আছে, আপনি উহার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। রাজা সন্ন্যাসীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, উদাসিন! শুনিতেছি, আপনি এক জন ধনবান, আমার নিতান্ত অর্থের অভাব হইয়াছে, অতএব আমার কিছু অর্থ দিয়া আমার সাহার্য্য করুন,—রাজকর আদায় হইলে আপনার ঋণ পরিশোধ করিব। সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি ভিক্ষুক, মুষ্টি ভিক্ষার উপর আমার জীবন নির্ব্বাহের নির্ভর, অতএব আমার অর্থ থাকা সম্ভব কি? দ্বিতীয়তঃ একজন ভিক্ষুকের নিকট ঋণগ্রস্ত হওয়া, আপনার ন্যায় মহীপালের কর্ত্তব্য নহে। রাজা কহিলেন, আমি জানি যে, ভিক্ষা লব্ধ অর্থ কখন পবিত্র হয় না, কিন্তু আমি আপনার অপবিত্র অর্থ নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিব না, অশুচি তাতার জাতিদিগকে প্রদান করিব,—আপনি ইহাতে যেন কোন রূপ অমত প্রকাশ করিও না। পরে উক্ত ব্যক্তিগণ কহিল, রাজন! উদাসীনের ঐ রূপ প্রবোধ বাক্যে ভুলিবেন না, কারণ জলরাশিতে মৃত্যুদেহ ধৌত হইলে, যেরূপ জলধির জল কখন অপবিত্র হয় না, সেইরূপ যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জ্জিত হউক না কেন, অর্থ কখন অপবিত্র হইতে পারে না। যাহা হউক, ধনাঢ্য সন্ন্যাসী রাজাজ্ঞা অমান্য করিয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক করিতেছে, উহার প্রতিফল প্রদান করা, কর্ত্তব্য। রাজা এই

সকল উত্তেজিত বাক্যে সন্ন্যাসীর প্রতি কুপিত হইয়া কহিলেন, অবাধ্য প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্ম্য করায় ক্ষতি নাই, যেখানে সততার কার্য্য সিদ্ধ না হয়, সেখানে রাজদণ্ডের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক কিম্বা বল প্রকাশে কার্য্য লইতে হয়, তবে যাহাদিগের নিকট সততার কার্য্য পাওয়া যায়; তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা উচিত। অতএব ইহা বুঝিয়া রাজাজ্ঞানুসারে সন্ন্যাসীর প্রতি ব্যবহার কর।

দ্বাবিংশ উপাখ্যান।

একজন বণিক কতকগুলি উষ্ট্র ও কতকগুলি কৃত দাস লইয়া বাণিজ্য করিতে এক নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত অনেকগুলি বেতনভুক্ত ভৃত্যও ছিল। তিনি একদা ঐ নগরের এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার দিলেন। আহারান্তে দুইজনে একত্রে শয়ান আছেন, এমন সময় বণিক বাতুলের ন্যায় আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন যে, তুরস্কদেশেও আমার এইরূপ বিষয় আছে, হিন্দুস্থানেও আমার বাণিজ্যের অভাব নাই, আমি একখানি দলিলে দেখিয়াছি যে, আরব দেশেও আমার এইরূপ বিষয় বাণিজ্য আছে। আবার কহিলেন, যে স্থানের জল বায়ু অতি স্বাস্থ্যকর, আমি বিষয় ও ধনোপার্জ্জন আশা ত্যাগ করিয়া, জিতেন্দ্রিয় হইয়া সেই দেশে যাত্রা করিব। আবার কহিলেন, না, আমার যাওয়া হইল না, পথে তুফাণের ভয় আছে। আবার কহিলেন, আমার একটী ইচ্ছা আছে, বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক আমি তাহাই করিব।—ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার কহিলেন, শুনিয়াছি, চীনদেশে গন্ধকের অভাব আছে, অতএব পারস্যদেশ হইতে গন্ধক ক্রয় করিয়া চীনদেশে পাঠাইব। গ্রীকদেশ হইতে মখমল ক্রয় করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইব, আর ভারতবর্ষ হইতে শস্য লইয়া আলিপোনগরে পাঠাইব, তাহা হইলে আমার বাণিজ্য কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। এইরূপ বকিতে বকিতে যখন ক্লান্ত হইলেন, তখন নীরব হইলেন, পরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কহিলেন, হে সাদি। তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, সেই বিষয় লইয়া একটী বক্তৃতা কর। সাদী উপদেশচ্ছলে কহিলেন, একদা এক ব্যক্তি লোভপরবশ হইয়া উষ্ট্রে চাপিয়া বায়ুবেগে যাইতে যাইতে উষ্ট্র

হইতে পতিত হইয়া কহিলেন, মনুষ্যগণ লোভাক্রান্ত হইয়াই কষ্ট পায়, অতএব লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকা মনুষ্যগণের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অধিক লোভে সৌভাগ্যদেবী সুপ্রসন্ন, হন না। যদি কেহ সুখী হইতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন মৃত্তিকার ন্যায় নম্র হইয়া লোভ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন অবস্থাতেই সুখী থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কোন দিন অভাব জনিত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান।

চিরস্মরণীয় হাতেমতাই দানশীলতার জন্য যেরূপ খ্যাত ছিলেন, তৎকালে অপর এক ব্যক্তি সেরূপ কৃপণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ঐ কৃপণ ব্যক্তি যদিও সর্ব্বদা নানারূপ বসনভুষণে ভুষিত থাকিতেন, তথাপি তিনি এতদূর পর্য্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠিত ছিলেন যে, তিনি কখন কাহাকেও একখানি রুটী, কি আবুহরিয়ার দেশাধিপতিকে এক খণ্ড মাংস কি পল্লী-বাসী কুক্কুরদিগকে এক খণ্ড অস্থিমাত্র প্রদান করেন নাই। অধিক আর কি বর্ণনা করিব, এমন কি, তাহার গৃহদ্বার মুক্ত বা তাঁহার মেজের উপর কখন একখণ্ড রুটী দেখা যায় নাই; কোন সন্নাসী তাঁহার বাটী উপস্থিত হইয়া আহারীয় বস্তুর ঘ্রাণ ভিন্ন আর কিছু পান নাই, পক্ষিগণ তাঁহার মেজের উপরে আসিয়া কখন এক বিন্দু রুটী খুঁটিয়া লইতে পারেন নাই। এরূপ কথিত আছে যে, ঐ ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যে কেরু ভুপালের তুল্য হইয়া একদিন তিনি, পোতারোহণে সমুদ্র গর্ভ দিয়া স্থানান্তর যাইতে ছিলেন, এমন, সময় হটাৎ উত্তরীয় বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া সেই অর্ণবজানকে জলমগ্ন প্রায় করিল দেখিয়া, কৃপণ ভীত হইলেন এবং উভয় হস্তোত্তোলনপূর্ব্বক অনর্থক বিলাপ করিতে লাগিলেন। সে সময় এরূপ ব্যবাহার ছিল যে, পোতারোহণ কালে কিম্বা বিপদে পতিত হইয়া তদ্‌সময়ের লোকেরা ঈশ্বরের আরাধনা করিত। কিন্তু যাহারা চিন্তাযুক্ত বা কৃপণস্বভাব,—তাহারা কোন কালে ক্ষণকাল জন্য সুস্থির থাকিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারে না, সুতরাং ঐ কৃপণ ব্যক্তি কৃপণস্বভাববিশিষ্ট বলিয়া এমন সময়েও একবারমাত্র ঈশ্বরের নাম মুখে আনিতে পারিল না। কেবলমাত্র, কোন ব্যক্তি যাইয়া তাহার ধন রক্ষা করে

এই আশায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন কতিপয় ব্যক্তি বলিল,কৃপণ! দরিদ্রের দরিদ্রতা হরণ জন্য সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে তোমার হস্ত লুকাইত থাকে, তুমি পরের উপকার কি রূপে করিতে হয়, তাহা জান না তবে এক্ষণে তোমার সাহায্য পাইবার সম্ভব কি? তোমার উপকার কে করিবে? তোমার মৃত্যু হইলে, তোমার স্বর্ণালয় ও অন্যান্য ধন সকল পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তুমি যে কোথা যইবে, তাহার স্থিরতা নাই, অতএব এই সময় এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া অর্থের যথা ব্যবহারে জীবন রক্ষা কর। কিন্তু ঐ সকল উপদেশ বাক্য মন্দভাগ্য কৃপণের কর্ণ কুহরে স্থান পাইল না। এরূপ কথিত আছে, ঐ কৃপণের মৃত্যুর সময় তাঁহার দরিদ্র আত্মীয়গণ মিশর নগরেতে উপস্থিত ছিলেন। ঐ দরিদ্রগণ কৃপণের মৃত্যুর পর কৃপণের সমস্ত বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সপ্তাহের মধ্যে তাঁহারা আপন ছিন্ন বস্ত্রগুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন উৎকৃষ্ট ভুষণে ভূষিত হইলেন। একদিন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে চলিয়াছেন, আর একজন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেব দূতের ন্যায় আসিতেছেন দেখিয়া, একজন তাঁহার পরিচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিল, হায়! আজ যদি আবার সেই স্বর্গীয় কৃপণ ইহজগতে প্রত্যাগত হইয়া আপন বিষয় অধিকার করে, তাহাহইলে কৃপণের মৃত্যুতে ইহাদিগের যে কষ্ট হইয়াছে, তাহার অপেক্ষা ইহাদিগের দ্বিগুণ কষ্ট বৃদ্ধি হইবে। পরে ঐ অশ্বারূঢ়কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনি উত্তমরূপে সুখ ভোগ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনার অর্থ পরের উপকারে ও যেন কিছু কিছু ব্যয় হয়, কারণ যে কৃপণ, এই ধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তিনি একপয়সামাত্রও কোন অভিপ্রায়ে বা সৎ-কার্য্যে ব্যয় করেন নাই।

চতুর্ব্বিংশতি উপাখ্যান।

কোন এক দুর্ব্বল ধীবর মৎস্য ধরিবার মানসে টাইগ্রীস নদীর কুলে দাঁড়াইয়া জাল ফেলিলে, তাহাতে এরূপ এক বৃহৎ মৎস্য পড়িল যে, ধীবর তাহা সত্বর উঠাইতে সমর্থ হইল না। মৎস্য সময় পাইয়া সুযোগ ক্রমে ধীবর হস্ত হইতে জাল ছিঁড়িয়া পলায়ন করিল। একটী বালক জল মগ্ন হইয়া যেরূপ জোয়ারের জলে ভাসিয়া যায়,

মৎস্য ঠীক সেই রূপ ভাবে ভাসিয়া গেল। কিন্তু মৎস্য জালে আবদ্ধ রহিল, জাল হইতে এখন ও বাহির হইতে পারে নাই, ইহা দেখিয়া অন্যান্য ধীবর দুর্ব্বলের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, দুর্ব্বল কহিল, এই অতল স্পর্শ টাইগ্রীস নদীতে কোন দিন কোন ভাগ্যবান ধীবর মৎস্য ধরিতে পারে নাই। কিন্তু আজ ভাগ্যক্রমে এই নদীতে আমার জালে মৎস্য পড়িয়াছিল, আমার দুরাদৃষ্টবশতঃ মৎস্য আমার জাল হইতে পলায়ন করিয়াছে; কিন্তু সে এখন ও আমার জালে রুদ্ধ আছে বাহির হইতে পারে নাই, এখনও আশা আছে যে, কোন বালুকাময় চড়ায় লাগিয়া মৎস্য জীবন হারাইতে পারে, অতএব তোমরা দুঃখ করিওনা।

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান।

এক পদহীন ব্যক্তি সহস্র পদবিশিষ্ট এক কীটকে হত্যা করিল দেখিয়া এক ধার্ম্মিক ব্যক্তি (যিনি তখন সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন) কহিলেন, হে ভগবন্! তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে? এক পদহীন ব্যক্তি ও সহস্র পদবিশিষ্ট কীটের প্রাণ হরণ করিল। দুরাদৃষ্ট উপস্থিত হইলে এই রূপই ঘটিয়া থাকে। নিয়তি মন্দ হইলে কখন দুর্ব্বল ব্যক্তির হস্ত হইতে বলবান ব্যক্তির ও জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই, এবং চলৎ শক্তি বিহীন শত্রু বলবানকে আক্রমণ করিলে জীবন রক্ষার নিমিত্ত বলবানের ধনুর্ব্বাণ গ্রহণে ও কোন ফল দর্শে না।

ষড়বিংশ উপাখ্যান।

কোন এক আরব দেশীয় কদাকার মূর্খ নানাবিধ বহুমূল্য ভূষণে দেহ আচ্ছাদিত ও পট্ট বস্ত্রের উষ্ণীষে মস্তক মণ্ডিত করিয়া অশ্বারোহণে যাইতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি উক্ত মূর্খকে লক্ষ্য করিয়া আর এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! এই ব্যক্তিকে কিরূপ মনে করেন? বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত হওয়াতে উঁহাকে কিরূপ শোভান্বিত দেখাইতেছে? তাহাতে জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কহিলেন, কালীতে স্বর্ণ মিশাইলে কালী যে রূপ শোভান্বিত হয়, উঁহাকে ঠিক সেই রূপ দেখাইতেছে, মনুষ্য যোনিতে গর্দ্দভ উৎপন্ন হইলে যে রূপ পণ্ডিত হয়, ঐ মূর্খ ও

তদ্রূপ পণ্ডিত হইয়াছে এবং উহার স্বর ও ধেনু বৎসের কণ্ঠস্বরের ন্যায় মধুর। পরে আবার কহিলেন, তুমি স্থির জানিও যে, উত্তম পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষ কিম্বা মনুষ্য নাম ধারণপূর্ব্বক মনুষ্যকুলোচিত কার্য্য না করিলে প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ মূর্খের সহিত কখন পণ্ডিত গুণবাণ ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে না। যদি কেহ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক মনুষ্যকুলোচিত কার্য্য করিয়া মনুষ্য নামের গরিমা রক্ষা করিতে না পারে, তবে শাস্ত্রনুসারে তাহাকে মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করিতে পারা যায় না। আর ও বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্ম লইয়া উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করে নাই, যে ব্যক্তি কখন পণ্ডিত কিম্বা নানীর মান রক্ষা করিতে পারে না, দরিদ্র ব্যক্তি যদি শিক্ষা লাভ করে, সে ও সভ্যসমাজে উপস্থিত হইয়া সভ্যগণের মান রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। অতএব কোন ব্যক্তিকে উত্তম বসন ভূষণে ভূষিত দেখিয়া তাহাকে সভ্য ও গুণবান মনে করিও না, অগ্রে তাহার গুণের পরিচয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে সভ্য সমাজে গণ্য করি ও।

সপ্তবিংশ উপাখ্যান।

একদা এক তস্কর এক সন্ন্যাসীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে সন্ন্যাসী! মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তুমি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছ, কেহ দয়া করিয়া তোমায় কিছু দান করিতেছে; কেহ কুবাক্য বলিয়া তোমাকে তাড়াইয়া দিতেছে। এই ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কি তোমার কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হয় না? তাহাতে সন্নাসী কহিল, চৌর্য্য বৃত্তি অবলম্বন করা অপেক্ষা ভিক্ষা করা শত সহস্র গুণে উত্তম বলিতে হইবে। কারণ, যে চোর, তাহাকে জন-সমাজে ঘৃণা করে, কোথাও সে বিশ্বাস ভাজন হইতে পারে না। আবার ধরা পড়িলে দেশাধি পতির দ্বারা দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

অষ্টাবিংশ উপাখ্যান।

কতকগুলি মনুষ্যে একটী মল্ল যোদ্ধার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি দুর্ভাগ্য বশতঃ অত্যন্ত দুরাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং উপজিবিকার উপায়ে হতাশ হইয়া, যাচঞাদ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-

ছিলেন। ইহার সমুদয় বৃত্তান্ত নিম্নে বর্ণণা করিতেছি। একদিবস এই বীর পুরুষ আপন জনক সন্নিধানে স্বীয় অভিলাষিত অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক বিদেশ পরিভ্রমণের নিমিত্ত প্রার্থণা করিলেন এবং বলিলেন, হে পিত! আপনি আমাকে কি পরামর্শ প্রদান করেন? আমার যে রূপ ক্ষমতা আছে তদ্দ্বারা বিদেশে আমার অভিলাশ পূর্ণ করিতে পারিব কি না? কারণ আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, বিদ্যায় জ্ঞান এবং ক্ষমতা প্রকাশিত না হইলে কোনফল প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তাহার প্রমাণ যেমন মৃগনাভি কস্তুরা ঘর্ষণ না করিলে এবং সৌগন্ধকাষ্ঠ অনলে নিক্ষেপ না করিলে কখন সৌরভ প্রকাশ পায়না। উহার পিতা কহিলেন, হে পুত্র! তোমার কল্পনাসকল যাহা এক্ষণে উত্তেজিত হইতেছে তাহাপরিত্যাগ কর, আর স্বগৃহে বসিয়া নিরাপদে নিরুদ্বেগে সন্তোষরাশী ভোগ করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহকর, কারণ, জ্ঞানিরা কহিয়াছেন, যথা—আমাদিগের অভাবেতে অভিলাশকে সান্তনা না করিলে শুদ্ধ দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা কখনই ধন উপার্জ্জন হয় না। শক্তি দ্বারা ধনরূপ-বস্ত্রের কিনারাও কেহই স্পর্শ করিতে পারেন না, যদি কেহ চেষ্টা করেন সে এই প্রকার হয়, যেমন জন্ম অন্ধের নয়নাধারে মলন মর্দন করিয়া অরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অনর্থক পরিশ্রম করে।

আর দেখ ভাগ্য যখন অপ্রসন্ন হয়, তখন যদি তোমার মস্তকের কেশে দুইশতপ্রকার গুণ ধারণ করে, তাহাতে উহাদের কোন ব্যবহার হয় না। বাহুবলের সামর্থ অপেক্ষা ভাগ্যের বল উৎকৃষ্ট, ইহা শ্রবণে ঐ পুত্র কহিলেন, হে পিত! বিদেশ ভ্রমণের লভ্য নানাপ্রকার আছে; অর্থাৎ নানাদেশ পর্য্যটনে মনের অনেক সন্তোষ জন্মে এবং নানাদেশের মানবজাতির কথা শ্রবণ করিয়া নয়ন নানাপ্রকার নগরের শোভা দর্শন করে, এবং নানাজাতির রিতিনীতি অবলোকনে জ্ঞানের উন্নতি হয়, তদ্বারা ধনের উন্নতি হইতে পারে। আর উপজীবিকা উপার্জ্জনের ও উপায় হইতে পারে আর এই সকলের দ্বারা আন্তরিক বন্ধুত্ব সৃজন করে। জগতের এইরূপ প্রকার রীতিদর্শনে বহুদর্শন লাভ হয়, যে রীতি ধার্ম্মিকদের দ্বারা অবলোকন হইয়া থাকে। ঐ পুত্রের এরূপ বক্তৃতাতে উহার পিতা ক্রোধভরে বলিলেন,

ওরে মূর্খ! যখন তুমি স্বীয় বাণিজ্য বন্ধ করিবে; তোমার আলয়ে কেহই আগমন করিবে না, তাহাতে কি তোমায় কেহ মনুস্য বলিয়া বোধ করিবে? অতএব গমন কর এবং জগতের উপর ভ্রমণ কর, কিন্তু তোমার ঐ অভিপ্রায় পরিত্যাগ করাইবার জন্য অগ্রে এক সময় উপস্থিত হইবে।

পিতা আরও বলিলেন, হে মদিয় তনয়! বিদেশ ভ্রমণের লভ্য সকল যাহা প্রাপ্ত হইবার জন্য তুমি এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহা অত্যন্ত সন্দিগ্ধ কারণ। দেশভ্রমণকারিদিগের পঞ্চপ্রকার শ্রেণী আছে, ইহাদের মধ্যে দেশপরিভ্রমণে কেহই কষ্ট ভোগ করেন না। ইহা ব্যতীত যাঁহারা বিদেশে গমন করেন তাঁহারাই প্রায় দুঃখরাশী ভোগ করিয়া থাকেন।

প্রথমশ্রেণী। ব্যবসায় যাহার অর্থ এবং সম্ভ্রম থাকে, কত শত ক্রীত দাস-দাসী এবং সতর্ক্য ভৃত্যসমভিব্যাহারে প্রতিদিন নূতন নগরে উপস্থিত হন, তথায় প্রতিনিশিতে অতি মনরম্য ও আনন্দজনক স্থানে বাস করিয়া সুখে নিদ্রা যান, পর্ব্বতে কি কাননে ধনীব্যক্তি ভ্রমণ করিয়া ও স্বদেশের ন্যায় সুখভোগ করেন. এই হেতু ধনী ব্যক্তিগণের স্বদেশ বিদেশ একইপ্রকার জ্ঞান হয়, ধনবান যে স্থানে গমন করেন সেই স্থানেই তাম্বুকানাৎ বিস্তার পূর্ব্বক বাস করেন, কিন্তু যাহার জীবনে সান্তনা না থাকে সে আপন উপজীবিকায় নৈরাশ হইয়া আপনাকে প্রতিপালন করিতে অসক্ত হয়, তিনি স্বদেশে থাকিয়াও বিদেশী হন।

দ্বিতীয় শ্রেণী।—এক পণ্ডিত লোক যিনি সুমধুর বাক্যেতে ও প্রবল সৎবক্তৃতাতে এবং জ্ঞান উপদেশেতে দক্ষতা যথা তথা গমন করুন না কেন, তাঁহার অনুসন্ধান সকলেই করিয়া থাকেন, এবং তাঁহাকে দর্শকমাত্রে মান্য করিয়া থাকেন, যেমন নির্ম্মলকাঞ্চন প্রাপ্ত হইলে সকলেই সন্তোষ হন, তেমনি জ্ঞানীকে দর্শন করিলে দর্শকমাত্রেই তৃপ্ত হন, আর বিদ্যানব্যক্তি যে কোন স্থানে গমন করুননা কেন তাঁহার গুণের জন্য মান্য অগ্রসর হয়, কিন্তু এক ধনবানের মূর্খ পুত্র চর্ম্মনির্ম্মিত মুদ্রার ন্যায় যাহা কোন বিশেষ নগর মধ্যে প্রচলিত হয়, সর্ব্বত্রে প্রচলিত হয় না।

তৃতীয় শ্রেণী।—এক রূপবান ব্যক্তি যাহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানীগণের অন্তঃকরণ ও প্রসংশাকরণে রত হয়, এবং তাঁহার শ্রেণীর মধ্যে তাহাকে অধিক মূল্যবান, বোধ হয়, দর্শকমাত্রে তাঁহার সেবা করণে গৌরব বিবেচনা করেন। সাধারণ বাক্যেতে বলে যে,অধিক ধন অপেক্ষা অল্প সুন্দর্য্যতা মনোরম্য এক সুরূপ পুরুষ এক আঘাতিত অন্তঃকরণের ঔষধস্বরূপ, এবং রুদ্ধ দ্বারের দ্বারিস্বরূপ এই রূপবান ব্যক্তি যে কোন স্থানে গমন করুননা কেন মান্য এবং সমাদর তাঁহার রূপের অগ্রে অগ্রসর হইতে থাকে, যদিও তিনি স্বীয় জনকজননীর দ্বারা তাড়িত হন। কোন সময়ে আমি দৃষ্টি করিলাম যে, একটী ছিন্ন ময়ূরপাখা ধর্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের পত্রের মধ্যে ছিল, তৎদৃষ্টে আমি কহিলাম, হে! শিখিপাখা তোমার গুণ অপেক্ষা এ গ্রন্থের অধিক মান্য হয়, ইহাতে ঐ শিখিপাখা উত্তর করিল ক্ষান্ত হও, যে কোন ব্যক্তির সৌন্দর্য্য থাকে তিনি যে কোন স্থানে থাকেন কেনা তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করে। আরও প্রমাণ দেখ, হে পুত্র! যে রূপেতে এবং সৌন্দর্য্যতাতে সুশোভিত হয়, সে তাহার জনকের ক্রোধকেও গ্রাহ্য করেনা; রূপবান ব্যক্তি দুষ্প্রাপ্য মতির ন্যায় যাহা তাহার আদিস্থান ঝিনুক তথায় তাহাকে থাকিতে দিওনা, কারণ বহু মূল্যবাণ যে মুক্তা তাহার ক্রয়কর্ত্তা অনেকেই হইয়া থাকে।

চতুর্থশ্রেণী।—এক উত্তম সঙ্গীতকারক যাহার সুমধুর স্বর দাউদের ন্যায়, যখন তিনি সঙ্গীত আলাপ করিতে থাকেন, তাহাতে বারির স্রোত রুদ্ধ হয়, এবং খেচরগণের বিমানে গতিরোধ হয় এবং শ্রোতামাত্রেই মোহিত হয়, সুতরাং এ অদ্ভুতগুণের দ্বারা তিনি মানবজাতির অন্তঃকরণকে হরণ করেন, সচরাচররূপে ধার্ম্মিকেরাও তাহার সহিত সহবাস করণে ইচ্ছুক হন, আহা! এরূপ সুমধুরস্বর শ্রবণ করণে আমার মন মুগ্ধ হয়, এবং জানিতে ইচ্ছুক হয় যে, কে এই অরুণোদয়ের সময়ে দোহারা তার বাজাইয়া সঙ্গীত আলাপ করিতেছে, আহা-মরি, এই কোমল এবং খেদান্বিত স্বর কতই আনন্দজনক বোধ হইতেছে, আর দেখ প্রেমিকাগণের সুন্দর মুখমণ্ডল অপেক্ষা গায়কের সুমধুরস্বর উৎকৃষ্ট। কারণ, সুশ্রী আকার দর্শনে কেবল নয়নইন্দ্রীয়

উল্লাসিত হয়, কিন্তু সুমধুর স্বর শ্রবণে উভয় শ্রবণেন্দ্রীয় এবং অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত হয়।

পঞ্চম শ্রেণী।—এক শিল্পকারক তিনি বিদেশে গমন করিলে তাহার বাহুর পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে আপনার উপজিবিকা উপার্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু এক নিমরোজদেশীয় ভূপাল একাকী বিদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া কোনগুণ নাথাকায় আহারের নিমিত্ত কষ্টরাশী ভোগ করিয়াছিলেন, এই উপরের লিখিত গুণসকল যাহা আমি এক্ষণে তোমাকে বুঝাইলাম, বিদেশভ্রমণে মনকে সন্তোষ দিবার উত্তম উপায় এবং যথাতথা আনন্দ পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু যে ব্যক্তি ইহা অধিকার না করেন; তিনি অনর্থক আশাতে এই জগৎমধ্যে বৃথা ভ্রমণ করেন এবং কোনব্যক্তি তাহার নাম ও শ্রবণ করেননা এবং তাহাকে কেহ জিজ্ঞাসা ও করিবেন না; কিন্তু ভগবানের কোপে যে ব্যক্তি পতিত হয়; তাহার সহস্রগুণ থাকিলেও জগৎশুদ্ধ লোক তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়. তাহার প্রমাণ এক কপত দুরাদৃষ্টক্রমে স্বীয় বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া লোভবশতঃ ফাঁদে পড়িয়া প্রাণে মারা যায়।

ঐ পুত্র কহিলেন,—হে পিত! আমি কিপ্রকারে জ্ঞানীদিগের অন্যান্য উপদেশ লইয়া আপনকার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে পারি? কেননা তাঁহারা বলেন, জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল ভগবানের দ্বারা সকলের প্রতি বণ্টনকরা হয়, কিম্বা তাহাতে যে লভ্য তাহা উপার্জ্জন করণে অধিক যত্ন ও প্রয়োজন হয়। কিন্তু যদি তাহাতে দুর্ভাগ্য ঘটে তবে আমাদিগের উচিত যে পথে প্রবেশ করি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করা যদিও আমাদিগের প্রত্যহিক আহার নিঃসন্দেহে প্রাপ্ত হই, তথাচ জ্ঞানের আবশ্যক হয়; যদ্দ্বারা তাহা আমরা দ্বারের বহির্দ্দেশে অনুসন্ধান করি, যদিও কোন ব্যক্তি নিরুপীত সময়ের অগ্রে মরিতে পারে না, তত্রাচ অজাগরের গ্রাসে পতিত হইবার আবশ্যক করে না; আমার এই বর্ত্তমান অবস্থাতে যখন মর্ত্তকরি এবং গ্রাশকারী সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে পারক হইতেছি, তখন বিদেশ ভ্রমনের দুঃখ কি সহ্য করিতে পারিব না? আরও প্রমাণ দেখ, যখন এক মনুষ্য উর্দ্ধ এবং গৌরবান্বিত পদ হইতে

পদচ্যুত হন তখন তিনি স্বীয় বিষয়ে আর অধিক চিন্তা কি করিতে পারেন আর দেখ এক ভূপাল স্বীয় রাজ ভবনে শয়ন করেন আর ঐ সময়ে ঐ স্থানে যদি এক উদাসিন সন্ন্যাসী শয়ন করেন তবে লোকেতে ঐ রাজ ভবন কে সরাই বোধ করেন সে যাহাহউক ঐ পুত্র তাঁহার পিতার আশীর্ব্বাদ এবং অনুমতি লইয়া বিদেশ ভ্রমণার্থ গমন করিলেন ঐ পথে যাইতে যাইতে তিনি শ্রবণ করিলেন যে এক শিল্পকর এক অজানিত দেশে গিয়া পৌছিয়াছেন কিন্তু তথায় তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় নাই এই প্রকারে নানা প্রকার বিদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক নদীর তীরে গিয়া পৌছিলেন এই নদীর স্রোতে এত দ্রুতগামি ছিল এবং ইহার জলের কলরব এত ভয়ঙ্কর যে অনেক দূর হইতে বোধ হইত যেন পাষাণের উপর পাষাণ নিক্ষেপ করিতেছে ঐ বারীর কোলাহল শব্দ শ্রবণে শ্রতামাত্রেরই ত্রাস হইতেছিল ঐ নদীর সলিল এমনি ভয়ঙ্কর ছিল তাহাতে জলচর পক্ষিরাও নিরাপদে থাকিতে পারিত না। আর ইহার ক্ষুদ্র তরঙ্গের শব্দ যাঁতারন্যায় শব্দ করিছিল ঐযুবা বীরপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন যে কতকগুলি লোক ঐ নদী পার হইবার নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র তরণী উপরে বসিয়াছেন, উহাদিগের প্রত্যেকের নিকট পারে যাইবার জন্য কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তাম্র মুদ্রা আছে. ঐ তরণীর কর্ণধার আর লোক লইবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতেছে ঐ যুবা পথিক অর্থ না থাকায় ঐ নাবিক কে বিনা অর্থে পার হইবার জন্য বিস্তর মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শাইল না, ঐ তরণীর আরোহীরা বলিলেন তুমি এখানে কাহার প্রতি অহিতাচার করিতে পার না এবং বিনা মূল্যে তরণী পার হইবার জন্য সামর্থ প্রকাশ করিতে পার না আর যদি তোমার অর্থ থাকে সামর্থ দর্শাইবার আবশ্যাক নাই ঐ অসৎকর্ণধার উহাকে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া তাড়াইয়া দিলেন এবং কহিলেন তোমার অর্থ নাই. অতএব সামর্থর দ্বারা কি নদী পার হইতে পারিবে. তুমি কি শ্রবণ করনাই যে দশজনার সামর্থর দ্বারা যে কার্য্য সাধন না হয় তাহা এক জনার অর্থের দ্বারা হইয়া থাকে।

ঐ যুবা বীর পুরুষ কর্ণধারের এতাদৃশ ব্যাঙ্গোক্তিতে মহারাগত হইয়া উহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছুক হইলেন, যখন ঐ নাবিক তরণী ভাসাইয়া চলিল তখন ঐ যুবা উহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন এবং

অনেক বিনয় বচনে বলিতে লাগিলেন হে নাবিক যদি তুমি আমার গাত্রের বস্ত্র লইয়া সন্তোষ হও আমি সেচ্ছাপূর্ব্বক ইহা তোমাকে দিব। তখন ঐ নাবিক বস্ত্রের লালসায় ঐ তরণী তীরাভিমুখে ফেরাইল ইহার প্রমাণ ধূর্ত্তের নয়ন লোভেতে আবদ্ধ হইয়া থাকে ঠিক,যেমন খেচরএবং মীন লোভেতে ধৃত হয় ঐ নাবিক যখন ঐ যুবা পুরুষকে তরণীতে লই-বার অভিপ্রায়ে নিকটে আসিয়া পৌছিল তখন ঐ যুবা ঐ নাবিকের দাড়ধরিয়া নির্দ্দয়তারূপে প্রহার করিতে লাগিল ঐ নাবিকের একজন সঙ্গী তরণী হইতে নাবিয়া উহাকে সহায়তা করিতে আইলেন কিন্তু নাবিকের অসৎব্যবহার বুঝিয়া ঐ যুবাকে মিনতি করিয়া ক্ষান্ত করা-ইলেন। তখন ঐ নাবিক এবং তাহার সঙ্গি উভয়ে অনুভব করিলেন যে ইহাকে সান্তনা করা সুপরামর্শ এবং ঐ তরণীর ভাড়ার বিষয় নিষ্পত্ত করিয়া উহাকে যত্নপুর্ব্বক ঐ তরণীতে আরোহণ করাইলেন,ইহার প্রমাণ যখন কাহার সহিত বিবাদ ঘটীবে তখন সান্তস্বভাব প্রকাশ করিয়া ঐক্য করিবে আর দয়া প্রকাশ করিবে তদ্বারা বিবাদের দ্বার একবারে রুদ্ধ হইয়া যাইবে কারণ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে কোমল রেসম কে কখন ছেদ করিতে পারে না সুমধুর বাক্যের দ্বারা এবং নম্রতার দ্বারা সকল গুরু-তর কার্য্য নিষ্পন্ন হয় প্রণয়ে এক গাছি সামান্য রজ্জু দ্বারা হস্তীকে বন্ধন করাযায়!

সে যাহাহউক অবশেষে এই ঘটীল ঐ নাবিকেরা ঐ যুবার চরণে ধরিয়া এবং উহার হস্তে ও মুখমণ্ডলে ভণ্ডামি চুমুদিয়া ঐ তরণী মধ্যে উহাকে উপবেশন করাইয়া নৌকা বাহিয়া চলিল, ক্ষণেক কাল পরে যখন ঐ তরণী এক স্তম্ভের নিকট আসিয়া পৌছিল এই স্তম্ভ গ্রিকদেশীয় ইমারত যাহা এই নদীর মধ্যে ছিল। তখন ঐ নাবিক উচ্চৈস্বরে চিৎ-কার করিতে লাগিল যে আমার তরণী বিপদে পতিত হইল অতএব এতরণী মধ্যে যদি কেহ বলবান এবং সাহসী থাক তবে এই স্তম্ভের উপরে আরোহণ করিয়া এই রজ্জু ধারণ কর, তবে আমি তরণী রক্ষা করিতে পারি নচেৎ সকলেই জলমগ্ন হই। ঐ যুবা পুরুষ স্বীয় সামর্থের বিষয় সর্ব্বদাই গর্ব্ব করিতেন প্রবঞ্চক নাবিকের কথায় সন্দেহ না করিয়া মনোযোগ দিলেন। ইহার উদাহরণ যদি তুমি অপরের প্রতি একবার অনিষ্ট কর তাহার পর উহার প্রতি যদি একশতবার স্নেহের সহিত উহার

সঙ্গে প্রণয় করঅনুভব করনকে যে তিনি তোমার প্রতি সেই একটি অনিষ্টের প্রতি হিংসা করিতে বিস্মৃত হইবেন। যেমন তীর ধনুক হইতে নির্গত হইয়া অপরকে ক্ষত করিয়া বাহির হইয়া যায় কিন্তু সেই হিংসার বোধটি অন্তঃকরণে জাগ্রত থাকে আহা! এবিষয়ে কি সৎ পরামর্শ ইও-কতাস নামে এক ব্যক্তি খিলতাসকে দিয়াছিলেন, যথা যদি তুমি একবার তোমার শক্রুকে আচড়াইয়া থাক আপনাকে কেমন নিরাপদে বিবেচনা করিওনা।

যখন তোমার বাহুর কার্য্যের দ্বারা অপরের অন্তঃকরণ হিংসা ভোগ তখন কখন এমন আশা করনাক যে তুমি দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ. ইহার একটি সামান্য প্রমাণ আছে এক দুর্গের প্রাচিরে কখন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করনা কি জানি পাছে তুমি ঐ লোষ্ট্রের আঘাৎ পুনপ্রাপ্ত হও সে যাহাহউক ঐ বলবান ব্যক্তি ঐ তরণীর রজ্জু তাহার বাহুর চতুর্দ্দিকে একত্রিত করিয়া উক্ত স্তম্ভের উপরে আরোহণ করিলেন। তখন ঐ দুষ্ট নাবিক তাহার হস্ত হইতে ঐ রজ্জু কাড়াইয়া লইয়া ঐ তরণী অন্তরে চালাইয়া দিলেন তখন ঐ নিরাশ্রয় যুবা পুরুষ এতদ ঘটনায় চমৎকৃত হইয়া রহিলেন দুইদিবস পর্য্যন্ত তিনি অনাহারে অতিশয় দুঃখ ভোগ করিলেন তৃতীয় দিবসে নিদ্রায় কাতর হইয়া ঐনদীর স্রোতের উপর পতিত হইলেন একদিবস পরে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া কিনারায় আসিয়া পৌছিলেন বৃক্ষের পত্র এবং ঘাসের মূল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সামর্থ কিঞ্চিৎ সবল হইয়া উঠিল। তখন তিনি কাননাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় অতিশয় ক্ষুধায় এবং পীপাসায় কাতর হইয়া এক কুপের ধারে আসিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া রহিলেন, পরে কিঞ্চিৎ সম্বিত পাইয়া দেখিলেন যে ঐ কুপের চতুর্দ্দিকে অনেক লোকের জনতা হইয়াছে, সকলেই উহার রক্ষকদিগকে কিঞ্চিৎ২ অর্থদিয়া ঐ বারি পান করিতেছে ঐ যুবা পুরুষের অর্থ নাই সুতরাং ঐ বারি পান করিবার নিমিত্ত রক্ষকদিগকে মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু উহারা উহাকে বারি দেওনে অস্বীকার করিলেন,তখন ঐযুবা কুপীত হইয়া আপন সামর্থর দ্বারা ঐ বারি উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা বৃথা হইল তিনি উহাদিগের অনেককে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরেঐ রক্ষকেরা সকলে একত্রিত হইয়া উহাকে নির্দ্দয়তারূপে

প্রহার করিতে লাগিল এবং প্রহারের দ্বারা উঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইল ঠিক যেমন ওয়ানির ঝাঁকে মহাবল পরাক্রমশালি হস্তীকে বিরক্ত করে এবং সুযোগ পাইলে দুর্দ্দান্ত সিংহকে ও ক্ষুদ্র পীপিলিকায় ত্যাক্ত করে, সে যাহাহউক পীড়িত এবং আঘাতি হইয়া তিনি এক সরাইএর মধ্যে গিয়াপড়িলেন।

তথায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে লাগিলেন স্বায়ংকালে অনেক বণিকেরা উক্ত স্থানেতে আসিয়া পৌছিলেন; তদপশ্চাতে একদল দস্যু আসিয়া ঐ সরাই মধ্যে বাসকরিল তদ্দৃষ্টে ঐ সরাইএর তাবদীয় লোক মহাভয়েতে কম্পান্বিত হইলেন এবং উঁহাদিগের দেখিয়া বোধ হইতেছিল যে উঁহারা সকলেই দস্যুভয়ে যেন মৃত্যু আশাকরিতেছে,তখন ঐ যুবাবীর পুরুষ বণিকদিগের সাহসদিয়া বলিতে লাগিলেন হে বনিকগণ তোমরা ভীত হইওনা কারণ আমি এক ব্যক্তি তোমাদিগের মধ্যে আছি আমি একাকী পঞ্চাশ জনের সহিত যুদ্ধকরিতে পারি, কিন্তু তোমরা সকলে আমাকে সাহায্যকর ঐ বণিকেরা উঁহার দর্পের দ্বারা সাহসীক হইয়া উঁহার সঙ্গে একত্রিত হইলেন এবং পানীয় ও নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য এত অধিক আহার করিলেন যে তদ্দৃষ্টে ঐ সরাইএর দস্যুদলেরা পলায়ন করিল, তখন ঐ যুবা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রাগেলেন।

এক বহুদর্শী প্রাচীন লোক যিনি জগতের অধিকাংশ দর্শন করিয়াছিলেন, ঐ সরাইএর মধ্যে থাকাতে বলিলেন, হে বন্ধুসকল দস্যু অপেক্ষা তোমাদিগের রক্ষককে আমার অধিক ভয় হইতেছে, তাহার এক উদাহণ শ্রবণকর, আরবদেশীয় এক ব্যক্তি যিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ বাটীতে একাকী থাকিয়া নিশাকালে নিদ্রা যাইতেন না। কারণ তিনি অতিশয় আশঙ্কা করিতেন, পাছে নারিএল জাতীরা তাঁহার সর্ব্বশান্ত করে। কিন্তু কিছু দিবস পরে তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকিবার একটি বন্ধু পাইয়াছিলেন, একাকী থাকিবার আশঙ্কা হওয়ায় তিনি ক্রমে ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া অনেক দিবস সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ কপট বন্ধু; উঁহার সঞ্চিত মুদ্রার অনুসন্ধান পাইবামাত্রেই উঁহা সংগ্রহ করিয়া পলায়ন করিলেন, পর দিবস প্রাতে দেশস্থ লোকেরা দেখিলেন, যে ঐ আরব অতিশয় বিলাপ করিতেছে, এবং শোকসাগরে মগ্ন হই-

য়াছে, ঐ লোকেরা ঐ আরবকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং কহিলেন, যে তস্করে বুঝি তোমার সর্ব্বশান্ত করিয়াছে, তিনি উত্তর দিলেন যে, ঈশ্বরের দ্বারা সফত করিয়া বলিতেছি তাহারা নয়। কিন্তু যিনি ছিলেন রক্ষক তিনিই গ্রাহক হইয়াছেন।

এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়া ঐ বৃদ্ধ বণিক কহিলেন, হে বণিক সকল এই মহামূল্য বন্ধু হইতে আমি কখন আপনাকে নিরাপদ অনুভব করি নাই, কারণ আমি উহার চরিত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি কারণ একশত্রুর দন্তাঘাৎ হয় অধিক কষ্টদায়ক, যখন ইহা বন্ধুত্বের সদৃশ পাওয়াযায়, হে অমাত্যসকল তোমরা ইহা কি প্রকারে জানিবে, যদি এই যুবা পুরুষ একজন ভদ্রই হন, ছলনা করিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, আমাদিগের আত্মীয় কিন্তু যখন সুযোগ পাইবেন, তখন তিনি স্বীয় সঙ্গিগণকে সংবাদ দিতে পারেন। অতএব আমার পরামর্শ যে উহার নিদ্রিত অবস্থাতে আমরা উহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর হই। এই প্রাচীনব্যক্তির পরামর্শ সকলেই গ্রাহ্য করিলেন, কারণ এই বলবান ব্যক্তির প্রতি উঁহাদিগের সন্দেহ হই-বায় উহারা আপন আপন দ্রব্যাদী লইয়া ঐ বীরপুরুষকে নিদ্রিত অবস্থায় রাখিয়া সকলেই স্থানান্তরে গমন করিলেন।

পরদিবস প্রাতে ঐ যুবা পুরুষ যখন তপনের উত্তাপ অতিশয় তাহার স্কন্ধোপরে লাগিতে ছিল, তখন তিনি মস্তক তুলিয়া নিরীক্ষণ করিলেন, যে এই সরাইতে জনপ্রাণী নাই, সকলেই গমন করিয়া-ছেন, তিনি দীর্ঘকাল উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু পথ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে এবং পীপাসায় অতিশয় কাতর হইয়া ভূমির উপরে মস্তক রাখিলেন এবং নৈরাশভাবেতে রহিয়া আশা করিতে লাগিলেন, যদি কেহ আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করে, তিনি দেখিলেন কথকগুলি উষ্ট্র গমন করিতেছে। প্রার্থিকের পথিক ব্যতীত আর কেহই গুপ্ত থাকেনা। তিনি আর বলিতেছিলেন, আহা! পথ ভ্রমণের দুঃখ যিনি না জানেন, তিনিই পথিককে কষ্ট দিতে প্রস্তুত হন; এই সকল কথা গুলি যখন তিনি বলিতে ছিলেন, তখন ঐ দেশের রাজতনয় যিনি শীকারের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়ায় ভৃত্য সকল হারাইয়া হঠাৎ ঐ স্থানে আ-

গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপনে ঐ যুবার কথা শ্রবণ করিলেন, এবং তাহার সুশ্রী আকৃতি এবং অতিশয় দুরাবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন, এবং কি প্রকারে এই স্থানে আছেন। ঐ যুবা তাহার প্রতি যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অতি সংক্ষেপে ঐ যুবরাজকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং ঐ রাজকুমার উহাকে শান্তনা করিয়া একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলেন, আর কোন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে আদেশ করিলেন, যে উহাকে তাহার সমভিব্যাহারে নিরাপদে তাহার স্বদেশে লইয়া যান। যখন ঐ যুবা আপন আলয়ে পৌছিলেন তখন উহার পিতা উহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং সন্তানের নিরাপদে প্রত্যাগমন করায় জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন, একদিবস নিশাকালে তিনি তাঁহার পিতার নিকট বলিতে লাগিলেন, যাহা যাহা তাহার বিদেশ ভ্রমণে ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তাহার প্রতি নাবিকের এবং রক্ষকগণের অহিতাচার এবং সরাইএর লোকেদের বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা পিতার নিকট কহিলেন। উহার পিতা পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন;—হে পুত্র! তোমার বিদেশ যাইবার পূর্ব্বে আমি কি তোমায় বলিনাই যে, বিদেশে বলবান দুঃখিলোকের হস্ত বান্ধা যায়। সিংহের থাবা সদৃশ যদি তাহার পদ হয়, তাহাও ভাল হইয়া যায়।

আহা! কি এক উত্তম কথা, এক দরিদ্রকে এক অসী ক্রিয়াকারক বলিয়াছিলেন, শতার্দ্ধব্যাঘ্রের সামর্থ অপেক্ষা একরতি সুবর্ণ শ্রেষ্ঠ, ইহা শ্রবণে উহার পুত্র উত্তর করিলেন, হে জনক! ইহা যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন, কেননা দুঃখের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ না করিলে কখনই ধন উপার্জ্জন হয় না। যেমন স্বীয় জীবনকে বিপদগ্রস্ত না করিলে কখন শত্রুকে জয় করা যায়না, যেমন শস্যবীজ বপন না করিলে কখন গোলা পূর্ণ হয় না, হে পিতা! তুমি কি জাননাই যে আমি অতি অল্প দুঃখ ভোগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমনের সময়ে প্রচুর অর্থ আনিয়াছি, এবং মধুমক্ষীকার হুলের যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কত মধু সঞ্চয় করিয়াছি। অদীপ্ত জগদীশ্বর যাহা নিযুক্ত করেন তাহার অধিক আমরা ভোগ করিতে পারি না। তত্রাচ তাহা উপার্জ্জন করণে আমাদিগের

অমনোযোগ করা উচিত নহে। যেমন ডুবুরিতে যদি কুম্ভিরের গ্রাসের আশঙ্কা করিত তবে তাহারা বহুমূল্য মুক্তা উপার্জ্জন করিতে পারিত না। আর যেমন জাঁতার অধভাগ নড়েনা এই হেতু অধিক ভর সহ্য করে, আর দেখ এক লোভি সিংহ আপন গর্ত্তে থাকিয়া কি খাদ্য অনুসন্ধান করিতে পারে আর পাখাহীন বাজপক্ষীতে কি কখন স্বীকার করিতে পারে। যদি তুমি গৃহে বসিয়া খাদ্য দ্রব্যের নিমিত্ত অপেক্ষা কর তোমার হস্ত মাকড়সার ন্যায় হইবে ঐ পিতা কহিলেন ভগবান তোমাকে এই সময় প্রদান করিয়াছেন, এবং সৌভাগ্য তোমার উপদেশক হইয়াছে অতএব কণ্টক হইতে গোলাপ পুষ্প চয়ন করিতে তুমি পারগ হইয়াছ এবং তোমার পদ হইতে কণ্টক নির্গত করিতে তুমি জানিয়াছ। এই হেতু এক মহৎব্যক্তি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্নেহের সহিত ধনাঢ্য করিয়াছে তোমার পীড়িত অবস্থাকে আরগ্য করিয়াছে। কিন্তু ঐরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়াথাকে অতএব আশ্চর্য্য বিষয়ের আশা করা আমাদিগের উচিত হয় না।

এই বিষয়ে আর এক প্রমাণ আছে এক শীকারী সর্ব্বদা শীকার লইয়া আইসে না, কি জানি পাছে আপনি ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক শীকার করা হয় এই রূপ এক পারস্য দেশীয় ভূপালের প্রতি এঘটনা হইয়াছিল, তাহার একটি অঙ্গুরী ছিল তাহা বহু মূল্য রত্নের সহিত শোভিতছিল ঐ নরপাল এক‧বারে এক আমোদিয় দলেতে কতকগুলি আত্মীয় সহবাসীর সহিত মসূলা সিরাজদেশেতে গমন করিয়াছিলেন, এবং আজ্ঞা করিলেন, যে এই অঙ্গুরীর মধ্যস্থলে তীরের দ্বারা লক্ষ করিতে পারিবেন, তিনি এই অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইবেন, সেই সময়ে ইহা ঘটিল যে প্রায় চারিশত উৎকৃষ্ঠ তীরান্দাজ ইহাতে মনোযোগি হইলেন. কিন্তু উহাদিগের সকলের তীর ব্যর্থ হইয়াগেল, পরে এক বালক যে সর্ব্বদা ঐ ধর্ম্মশালায় ছাতের উপরে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত, অতি অনিয়মে তাহার তীর উহার প্রতি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু প্রভাতকালীন বায়ুর ন্যায় ঐ তীর উক্ত অঙ্গুরীটির মধ্যস্থান দিয়া গমন করায় ভূপাল ঐ বালককে অঙ্গুরীটি প্রদান করিলেন, এবং আর বহুমূল্য দ্রব্যাদি উহাকে প্রদান করিলেন। ইহার পরে ঐ বালক আপনার ধনুক এবং তীর অনলে দগ্ধ করিলেন, ইহাতে লোকেরা ঐ বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন

তুমি এমত করিলে, ঐবালক উত্তর করিল যে, আমার এই প্রথম সন্ত্রমের কার্য্য চিরস্থায়ী হবে, ইহাতে ঘটিতে পারে যে কোনসময়ে জ্ঞানবান লোকের হিতোপদেশ ও কৃতকার্য্য হয় না, ইহাতে আর ঘটিতে পারে যে কোন অজ্ঞান বালক ভ্রমবশত তাহার তীরের সহিত এই চিহ্নের প্রতি আঘাত করিতে পারে।

ঊনত্রিংশ উপাখ্যান।

আমি এক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম তিনি সাংসারিক মায়া পরিত্যাগ করিয়া এক গহ্বর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন। ভুপাল কিম্বা কোন রাজকুমারকে মান্য করিতেন না, কারণ যে কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয় তিনি জীবনাবধি দুঃখেতে কাল হরণ করিয়া থাকেন। যদি তুমি লোভ পরিত্যাগ করিতে পার, তবে তুমি রাজার ন্যায় রাজ্য করিতে পারিবে। কেননা নিরাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সর্ব্বদাই প্রকাশ অবস্থায় বাস করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক। ঐ দেশের কোন এক মহীপাল উহার সহিত বন্ধুত্ব করিলেন, সন্ন্যাসীর সৌজন্য এবং সৎচরিত্রতাতে বিশ্বাস করিয়া মহারাজ ও রক্ত হইলেন. সন্ন্যাসীর আশা এই যে, মহারাজ উহার প্রতি দয়া করিয়া উহাকে প্রতিপালন করেন, এই হেতু উহার অভ্যর্থনা শ্রেয় জানিয়া সম্মত হইলেন। অন্য এক সময়ে কখন মহীপাল উহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, ঐ সন্ন্যাসী অতি সাদরে দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন, হে ভ্রাতঃ। আমার প্রতি এরূপ স্নেহ করা সন্ন্যাসধর্ম্মের অনিয়ম, অতএব এরূপ কার্য্য তুমি কেন করিলে এবং ইহার কারণ কি জানিতে পারিলাম না।

ঐ সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন আপনি কি সন্ন্যাসীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা বলিয়াছেন, যাঁহারদ্বারা প্রতিপালন হইতে হয়, তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করা কর্ত্তব্য, তাহার প্রমাণ বলি শ্রবণ করুন। জীবনের মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয় বংশীর এবং বিণার শব্দ শ্রবণ করিয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, চক্ষু উদ্যানের আমোদ ব্যতীত থাকিতে পারে, ঘ্রানেন্দ্রিয় গোলাপকুসুমের সৌরভ ব্যতীত থাকিতে পারে, আর শিতান অভাবে পাষাণ মস্তকে দিয়া নিদ্রা হইতে পারে, এবং পর্ব্বতে

কিম্বা গাছের উপরে এক রজনী নিদ্রা হইতে পারে। কিন্তু যখন জঠর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, তখন আহার ব্যতীত আর কোন বস্তুতে ইহা ধৈর্য্য হয় না এই হেতু উদরের জন্য সকল নিয়মের অনিয়ম হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্তঃ।

চতুর্থ অধ্যায়।

---***---

প্রথম উপাখ্যান।

মৌনাবলম্বনের আবশ্যকতা।

আমার এক মৈত্রকে বলিলাম যে, আমি স্বয়ং নিস্তব্ধতাকে নিরীক্ষণ করিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অর্থাৎ মৌনী হইয়া থাকিব এমত স্থির করিয়াছি; কারণ লোকের সহিত কথোপকথনে উত্তম অধম ঘটনা ঘটাতে পারে এবং শত্রুর নয়নে মন্দই দর্শন হয়। তিনি উত্তর করিলেন হে ভ্রাত! তিনি হন উৎকৃষ্ট শত্রু যিনি ভাল না দৃষ্টী করেন, কেননা নির্দ্দয় নয়নে ধর্ম্ম হয় অত্যন্ত কলঙ্ক যুক্ত এই সেখসাদি যথার্থ গোলাপ কুসুমের ন্যায় কিন্তু তাঁহার শত্রুর নয়নে তাঁহাকে কণ্টকের ন্যায় প্রকাশকরে। ভাবিবক্তা সকলে বর্ণণা করেন যে শত্রুতে মিথ্যা অপবাদ না দিয়া এক পদও গমন করে না। ইহার প্রমাণ এই সূর্য্যমণ্ডল যিনি জ্যোতির আদি যাহার তেজময় কিরণেতে এই জগৎ মণ্ডল উজ্জ্বল হয়, কিন্তু ছুঁচার নয়নেতে তাহাকে ঝাপসা বোধকরে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

এক বনিক সহস্র মুদ্রা ক্ষতি করিয়া আপন সন্তানকে কহিলেন যে, হে পুত্র! তুমি এই বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিওনা উহার তনয় উত্তর করিলেন হে পিতঃ! তোমার আজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব এই বিষয়ের কথা কাহার সহিত কহিব না, কিন্তু নিবেদন করি আমাকে বলুন ইহা গোপন রাখিবার কারণ কি, পিতা উত্তর করিলেন হে পুত্র! ইহা প্রকাশ করিলে আমাদ্বয়কে দুঃভার্গ্য ভোগ করিতে হইবে,

কারণ এক অর্থ নাশ ও দ্বিতীয় প্রতিবাসীর ভৎসনা সহ্য করিতে হইবে। কেননা শত্রুকে তোমার দুঃখ জ্ঞাত করিও না, কারণ তাহারা প্রকাশ্য রূপে উচ্চৈস্বরে কহিবে, হে ভগবান! ইহার এ অনিষ্ট দূরকর কিন্তু মনে মনে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে।

তৃতীয় উপাখ্যান।

এক জ্ঞানী যুবা বিদ্যাতে ও ধর্ম্মেতে অধিক উন্নতি করিয়াছিলেন কিন্তু বক্তৃতার সময়ে এমনি ভীত হইলেন যে তিনি একটি কথাও না কহিয়া পণ্ডিত বর্গের সম্প্রদায়ের মধ্যে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেম। ইহাতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! তুমি যাহা জান তাহার কেন কিছু বর্ণনা করনা, ঐ পুত্র উত্তর করিলেন আমি ভয় করি পাছে তাহারা আমাকে এমন প্রশ্ন করেন যাহা আমি জানিনা তাহাতে আমি অধিক লজ্জিত হইতে পারি।

ইহাতে ঐ পিতা কহিলেন তুমি কি এক স্থকির* বিষয় শ্রবণ কর নাই তিনি তাহার কাষ্ঠ পাদুকাতে প্রেক আঁটিতে ছিলেন, তদ্দৃষ্টে এক কর্ম্ম চারি তাহার বস্ত্র ধারণ করিয়া কহিলেন, হে ভ্রাত! তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার অশ্বের নাল বন্দি করিয়া দাও, এসময়ে তুমি যদি নীরব হইয়া থাক কোন ব্যক্তি তোমার সহিত কার্য্য করিতে পারে না কিন্তু যদি তুমি অবশ্য নিদর্শন দর্শাইতে প্রস্তুত হবে।

চতুর্থ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তি বিদ্যার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন, হটাৎ একনাস্তিকের সহিত তাহার বিবাদ ঘটিয়াছিল কিন্তু তর্কেতে কোন ফল নাই ইহা বিবেচনা করিয়া ঐ বিবাদ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিরলে গমন করিলেন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কহিলেন হে বিজ্ঞবর, ইহা কিরূপ ঘটনা হইল যিনি বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে এবং গুণেতে এত শ্রেষ্ট তিনি এক সামান্য নাস্তিকের সহিত তর্ক করিতে পারিলেননা। ঐ পণ্ডিত উত্তর করিলেন আমার বিদ্যা হইতেছে ধর্ম্ম পুস্তকের ভবিষ্যৎ বক্তাদিগের প্রাচীন কথা, আর পূর্ব্বপুরুষ

---

* অর্থাৎ উদার চরিত্র ব্যক্তি

দিগের হিতোপদেশ তিনি শ্রবণ কিম্বা বিশ্বাস করেন না অতএব তাহার নিকট ঈশ্বর নিন্দা শ্রবণ করিবার কি আবশ্যক আছে। অতএব যে ব্যক্তি যথার্থ প্রাচীন কথায় না বিশ্বাস করে তাহার সহিত তর্কে বিরত থাকাই উৎকৃষ্ট ॥

পঞ্চম উপাখ্যান।

গালেম নামক এক ব্যক্তি দেখিলেন যে এক নির্কোধ ব্যক্তি লোকের টুটী ধরিয়াছে এবং তাহাকে অপমান করিয়া বলিতেছে যদি এই মনুষ্য যথার্থ রূপে জ্ঞানী হইত তবে মুর্খের নিকটে ইহার এমন বিষয় ঘটীতনা। বিবাদ এবং কলহ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কখনই ঘটেনা এবং জ্ঞানীর উচিত নয় যে মূর্খের সঙ্গে বিবাদ করে। যদি এক নির্কোধ ব্যক্তি তাহার মূর্খতাতে অসভ্য রূপে বাক্য কহে জ্ঞানী ব্যক্তি অতি নম্রতাতে উত্তর করেন। দুইটি জ্ঞানী লোক পরস্পরে বিবাদছলে এক গাছি কেশ ও ছিন্ন করেন না এইপ্রকার বিষয় এক নম্র এবং লোকের মধ্যে ও হইয়া থাকে কিন্তু যদি তাহারা উভয়ে মূর্খ হয় তাহাতে ঘোরতর বিবাদ ঘটে তখন তাহাদিগের লোক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখা যায়না।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

সুভানওয়াইল নামক এক ব্যক্তি সৎস্কৃতাতে অতুল্য রূপে বিখ্যাত ছিলেন, তিনি এত অধিক বক্তৃতা করিতে পারিতেন যে,বৎসরাবধি এক সভার অগ্রে নূতন বিষয়ের উপর বক্তৃতা করিতে পারিতেন একটি কথা ও দ্বিতীয়বার বলিতেন না।যদি একপ্রকার অর্থ হইত তিনি তাহার ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিতেন এবং তিনি একসভাষদকে বলিতেন য বক্তার এইটি হয় এক মহৎগুণ যদি এক বক্তৃতা মনোরমা ও সুমধুর হয়, আর তাহাতে যদি বিশ্বাস এবং আশ্চর্য্য উৎপত্তি করে, তথাচ তুমি তাহা একেবারে প্রদান করিবে তাহা বর্ণনা করিবে নাই, কিন্তু যখন তুমি একবার মিষ্ট দ্রব্য আহার করিবে বিবেচনা কর যে তাহাতেই যথেষ্ট হইয়াছে।

সপ্তম উপাখ্যান।

আমি জ্ঞানী লোকের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি যে, কোনব্যক্তি আপন

অজ্ঞতা স্বীকার করেন কেবল যে সময়ে অন্যান্য লোকে কথোপকথন করিতে থাকে, আর তাহাদিগের বাক্যালাপ শেষ হইবার অগ্রে যদি তিনি কথা কহেন তবেই অজ্ঞতা প্রকাশ হয়। হে জ্ঞানীমনুষ্য এক বাক্যালাপের প্রথম এবং শেষ আছে একটি কথা কহিতে কহিতে অপর কথা আনিয়া গোলযোগ করিওনা। এক ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী মনুষ্য কখন এমন কথা কহেননা যে কথার শেষ নাই।

অষ্টম উপাখ্যান।

মহম্মদ নামে এক ভূপালের কতকগুলি ভৃত্য হোসেনসাই মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে আমাদিগের ভূপাল সে দিবসে কোন এক কর্ম্মের বিষয়ে তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন তোমারা কি তাহা জ্ঞাত আছ, ঐ ভৃত্যরা উত্তর করিলেন আপনি রাজধানীর প্রধান মন্ত্রী অতএব ভূপাল তোমাকেই বলিবেন। তিনি কখন এমন অনুমান করিবেন না যে আমাদিগের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে ইহা বলেন। ঐ মন্ত্রী তখন উত্তর করিলেন মহারাজ আমাকেই বিশ্বাস করিয়া বলেন কারণ আমি ইহা কাহার নিকট প্রকাশ করিবনা। তবে কেন তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ জ্ঞানী লোক ইহা কখন বলেননা যাহা তিনি জানেন, অতএব রাজার গোপন সকল প্রকাশকরা জ্ঞানীর কার্য্য নয়।

নবম উপাখ্যান।

আমি একটি বাটীর মূল্য শেষ করিবার বিষয়ে সন্দেহ করিতে ছিলাম ইতি মধ্যে এক ইহুদী আসিয়া কহিলেন যে, ঐ পল্লীতে আমার একটি পুরাতন আলয় আছে, অতএব ঐ গৃহের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ক্রয় করুন। এই আলয়ের কোন গোলযোগ নাই আমি উত্তর করিলাম কেবল ঐ দোষ যে তুমি আমার এক প্রতিবাসী হও। কেননা প্রতিবাসী মধ্যে একটি বাটীর মূল্য যদি দশটী অচল মুদ্রা হয় কিন্তু আমরা এমন প্রত্যাশা করিতে পারি যে তোমার মৃত্যুর পর উহার মূল্য সহস্র মুদ্রা হইতে পারে।

দশম উপাখ্যান।

একদল দস্যুর অধিপতির নিকটে কোন এক কবি গমন করিয়াছিলেন এবং ঐ অধিপতির প্রশংসার বিষয়ে অনেক কবিতা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ঐ অধিপতি কবির কবিতা শ্রবণে রাগত হইয়া উহাকে বিবস্ত্র করিয়া বাটীহইতে বহিস্কৃত করিতে অনুমতি করিলেন.আর কুকুর সকল তাহার পশ্চাৎ আক্রমণ করিতে লাগিল।ঐ কবি কুকুরের তাড়নাতে লোষ্ট্র তুলিতে চাইলেন কিন্তু লোষ্ট্র ভূমিতে গাঁথা থাকায় লোষ্ট্র ও তুলিতে পারিলেন না। ঐকবি এই রূপ কষ্ট ভোগ করিয়া কহিতে লাগিলেন হায় হায়! ইহারা কি নির্দ্দয় মনুষ্য কেননা ইহারা কুকুরকে খুলিয়া রাখে এবং লোষ্ট্রকে গাঁথিয়া রাখে। ঐ অধিপতি গবাক্ষের দ্বার হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া হাসিলেন এবং কহিলেন হে জ্ঞানীমনুষ্য আমার নিকট কিঞ্চিৎ দান যাচঞা কর, ঐ কবি উত্তর করিলেন আমার যে বস্ত্র কাড়িয়া লইয়াছ তাহা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাও কারণ এক মনুষ্য অধিক প্রত্যাশাপন্ন হয়, ঐসকলের কাছে যাহারা জয়ী হয়। অতএব মহাশয় আমি তোমার নিকট হইতে আর কোন আশা করিনা কেবল এই আশা করি যে আমার প্রতি কোন হানী করিবেননা। তোমার শিষ্টাচারেতে আমি যথেষ্ট তৃপ্ত হইয়াছি এক্ষণে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া গমন করিতে দাও।

এইবার্ত্তা শ্রবণে ঐ দস্যুঅধিপতির কবির প্রতি অধিক দয়া হইল তাহার বস্ত্র ফিরাইয়া দিতে আদেশ করিলেন আর কিছু মুদ্রা এবং একটি উৎকৃষ্টপরিচ্ছদ তাহাকে দান করিলেন।

একাদশ উপাখ্যান।

এক জ্যোতিষ বেত্তা আপন ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে এক বিদেশী ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সঙ্গে একত্রেতে বসিয়া আছেন। ইহাতে তিনি ঐ বিদেশীকে গালিদিয়া অত্যন্ত কটূক্তি করিতে লাগিলেন, যদ্বারা একটি ঘোরতর বিবাদ ও কলহ উপস্থিত হইল। ইতি মধ্যে একটি চতুর লোক এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন ! স্বর্গের বিষয় তবে তুমি কি গণনা করিয়া থাক, যখন তুমি বলিতে পারনাক যে তোমার আপনার আলয়ে কে আছে!

দ্বাদশ উপাখ্যান।

একজন ধর্ম্ম উপদেশক যাহার স্বর অতি ঘৃণিত ছিল কিন্তু তিনি নিজে অনুভব করিতেন যে তাহার স্বর অতি উৎকৃষ্ট, অতএব যখন কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন তাহাতে শীঘ্র ক্ষান্ত হইতেন না। তাহার স্বর এমত কর্কশ ছিল যে তাহার সঙ্গিতের স্বর কাননের কাকের স্বরের ন্যায় আর ধর্ম্ম পুস্তকের কাব্য সকল যখন স্বীয় স্বরদ্বারা আলাপ করিতেন, তাহাতে এমনি ঘূর্ণিত স্বর নির্গত হইতে যে, শ্রোতা মাত্রেই গর্দ্দভের চীৎকার অনুমান করিত।

সে যাহাহউক যখন এই গর্দ্দভ তুল্য ধর্ম্ম উপদেশক স্বীয় রব প্রকাশ করিতেন ইহাতে শ্রোতামাত্রেই কম্পান্বিত হইতেন। ঐনগরের লোকেরা তাঁহার বিষয় কর্ম্মের নিমিত্ত দুঃখেতে বশিভুত ছিলেন এবং কেহই তাঁহাকে বিরক্ত করিতে অনুভব করেননাই। অবশেষে একজন প্রতিবাসী ধর্ম্ম উপদেশক যিনি আন্তিক তাঁহার দ্বেষীছিলেন। একব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া কহিলেন, আমি একটি সপ্ন দেখিয়াছি তাহাতে উত্তম প্রমাণ হইতে পারে। ইহাতে ঐ প্রথম উপদেশক জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি সপ্ন দর্শন করিয়াছ।তিনি উত্তর করিলেনআমি সপ্ন দেখিয়া অনুভব করিলাম যে তোমাদের অতি উত্তম তোমার কথাতে লোকেরা শান্তি ভোগ করিতেছে। ঐ প্রথম উপদেশক অত্রবিষয়ের উপর ক্ষণেককাল চিন্তা করিয়া বলিলেন কি আমার কর্কশস্বরে লোকেরা ধর্ম্ম বিষয়ের বৃক্তৃতা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হন, অতএব এক্ষণে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে ভবিষ্যতে অতিমৃদুস্বরে গ্রন্থ পাঠ করিব। এই বন্ধুগণেরা আমার নিকট কোন লভ্য প্রাপ্ত হয় না কারণ তাহারা আমার কুরীতিকে উত্তম অবলোকন করেন, আমার দোষ সকল তাহারা বোধ করেন সম্পূর্ণ গুণ বিশিষ্ট এবং আমার কন্টক স্বরূপস্বরকে তাহারা গোলাপ এবং মল্লিকাপুষ্পের ন্যায় সমাদর করেন। যে ব্যক্তি দোষ চিন্তা করে সে কি কখন নির্লজ্জ ভিন্ন দৃষ্টির সহিত শত্রু হইতে পারে।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

সানজারিয়া দেবালয়েতে কোন এক ব্যক্তি বিনা বেতনে ধ্বনীদেবালয়

কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু তাহার কথাতে সকলেই বিরক্ত হইতেন, যিনি ইহা শ্রবণ করিতেন। কিছু দিনান্তরে ঐ দেবালয়ের অধিপতি এক ধনবান ছিলেন তিনি স্বয়ং অতি ভদ্রতায় উঁহাকে অপমান করেন ইচ্ছা না করিয়া কহিলেন হে আমার বালক এই দেবালয়ে যাহারা দীর্ঘ কাল কার্য্য করেন তাহাদিগের মাসিক বেতন পাঁচটী মুদ্রার বেশী পাননা। এক্ষণে আমি তোমাকে দশটী মুদ্রা দিব তুমি অন্য স্থানে গমন কর। তিনি এই উত্থাপনে সম্মত হইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। কিছুকাল পরে তিনি ঐ ধনীর নিকট আসিয়া কহিলেন যে আমার প্রভু দশটি মুদ্রা দিয়া এই স্থান হইতে আমাকে অন্যত্রে প্রেরণ করায় আমার অধিক হানী করিয়াছেন, কারণ যথায় আমি গিয়াছিলাম তাহারা আমাকে বিংশতি মুদ্রা দেবেন, যদি আমি তথা হইতে অন্যস্থানে গমন করি তাহাতে আমি সম্মত হই নাই ঐ ধনী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন সাবধান হও ও অঙ্গীকার গ্রহণ করিওনা, কারণ তাহারা তোমাকে শত অর্দ্ধমুদ্রা দিতে ইচ্ছুক হবেন।

যেমন কোন ব্যক্তি কঠিন পাষাণের উপর হইতে বলপূর্ব্বক কোদালির দ্বারা মৃত্তিকার খনন করিতে পারে না তেমনি তোমার অসহ্যস্বরে আত্মাকে সন্তোষ করিতে পারেনা।

চতুর্দশ উপাখ্যান।

এক মনুষ্যের স্বাভাবিক কর্কশস্বর ছিল এই স্বরে ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণ গ্রন্থ উচ্চৈস্বরে পাঠকরিতেছিল, তখন এক ধার্ম্মিক লোক ঐপথ দিয়া গমন করিতে করিতে শ্রবণ করিয়া ঐ পাঠককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাহার মাসিক বেতন ধার্য্য কি আছে, তিনি উত্তর করিলেন কিছুই ধার্য্য নাই। ঐ ধার্ম্মিক কহিলেন, তবে তুমি এত অধিক কেন ক্লেশ করিতেছ, ঐপাঠক উত্তর করিলেন পরমেশ্বর আরাধনার নিমিত্ত পাঠকরিতেছি, ইহাতে ঐ ধার্ম্মিক বলিলেন ঈশ্বরের নিমিত্ত তুমি পাঠকরিওনা কারণ যদি তুমি এইরূপে ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণ গ্রন্থ পাঠকর তাহা হইলে মোসলমানদিগের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব ধ্বংস করিবে।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

—***—

প্রথম উপাখ্যান।

প্রেম ও যৌবন।

লোকেরা হোসেন মহমণ্ডি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাকরিলেন ইহা এমন ঘটিল কেন, মহম্মদ কতশত ভৃত্য পাইয়া যাহারা চমৎকার সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত বিখ্যাত তাহাদের একজনেরও প্রতি স্নেহ কিম্বা মনোযোগ দেন নাই।যেমন আয়াজ নামে এক ভৃত্যের প্রতি দিয়াছিলেন,এভৃত্য অবয়বে কিছুই আশ্চর্য্য ছিলনা। তিনি উত্তর করিলেন যে কিছুতে অন্তঃকরণকে মোহিত করে তাহা দৃষ্টিতে ও অতি সুন্দর বোধ হয়। যাহার প্রতি নরপাল স্নেহ রাখেন যদিও সে সর্ব্বপ্রকারে মন্দ হয়, তথাপি তিনি প্রকাশ্যে মনোরম্য হবেন। আর যাহাকে রাজায় ঘৃণা করেন তাহাকে অপর লোকেও গৌরব করেন না। যদি কোন ব্যক্তি পরস্পরে এরূপ অপ্রসন্ন হইয়া অবলোকন করেন তাহা হইলে ইউসফের সৌন্দর্য্য ও কুৎসিত বোধ হইতে পারে, আর যদি তিনি অভিলষীত দৃষ্টীতে স্বর্গীয় দূত চিরব বোধ করেন।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

কোন এক মহৎব্যক্তির বিষয়ে লোকেরা বর্ণনা করিতেছিলেন যে, এক জন ভদ্র লোক যিনি একটি পরমা সুন্দরী পরিচারিকা পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। এক দিবস তাঁহার একটি বন্ধুকে কহিলেন যে. কি দুঃখের বিষয় যে আমার এই দাসী এতাদৃশ সুন্দরী হইয়াও অসভ্য এবং অহঙ্কারি হইয়াছে। ঐবন্ধু উত্তর ক.রলেন যখন তুমি উহার সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রকাশ করিয়াছ,তখন প্রেমিক এবং প্রেয়সীর মধ্যে বাধ্যতা অবলোকন করিওনা, তোমার উহার সহিত প্রেম করায় প্রভুর এবং ভৃত্যের সম্পর্ক রহিত হইয়াছে। যখন প্রভু ক্রীড়া এবং পরিহাস তাহার সুন্দরী দাসীর সঙ্গে করেন, তবে যে দাসী তাহার সঙ্গে রসিকতা করিবে ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে, যথায় এরূপ ঘটনা ঘটে তথায় প্রভুকে দাসীর স্নেহের ভার ভৃত্যের ন্যায়বহন করিতে

হয় পরিচারিকার কার্য্য বারি আনায়ন করা এবং সংসারের কার্য্য করা; তাহা না করিয়া যে ভৃত্য সুখাদ্যে প্রতিপালিত হয়,' সে অবশ্যই অহঙ্কারী হইয়া উঠিবেন।

তৃতীয় উপাখ্যান।

আমি দেখিলাম যে, একটি ধার্ম্মিক লোক এক যুবতীর সৌন্দর্য্যের দ্বারা এমনি প্রেমেতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে তাহার গোপনভাব এত অধিক প্রকাশিত হইল, যদ্বারা তিনি অধিক লাঞ্ছনা এবং দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। সে যাহাহউক,ঐ রমণীর প্রতি তাঁহার স্নেহ এত অধিক বৃদ্ধি পাইল যে, তিনি কোন প্রকারে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, এবং উন্মত্তের ন্যায় বলিতেন, হে 'প্রেয়সি! যদি তুমি আমাকে তীক্ষ্ণ খড়গাঘাত কর, তথাপি আমি তোমার বস্ত্রের অঞ্চল ধারণ করিতে ক্ষান্ত হইব না। তুমি ব্যতীত আমার আশ্রয়স্থান আর কোথাও নাই।অপরের দ্বারা তাড়িত হইলে কেবলতোমাতে আশ্রয়ের নিমিত্ত পলায়ন করিতে পারি।' আমি তাঁহাকে এরূপ চৈতন্যরহিত দেখিয়া একবার তিরস্কার করিয়া বলিলাম"হে ভ্রাতঃ!তোমার এমন উৎকৃষ্ট বিবেচনাতে ইহা কি ঘটিয়াছে যে কোন মনুষ্যের উপদেশ দ্বারা ইহা নিবৃত্তি করিতে পার না?" তিনি ক্ষণকাল বিবেচনার পর উত্তর করিলেন, "হে বন্ধো! যেসময়ে যে প্রেমের রাজার আগমন হয়,তাহাকে বাধা দিতে ধার্ম্মিকের বাহুবলের সাধ্য হয় না।" সে যাহাহউক,ঐ নির্দোষী হতভাগা কি প্রকারে পরিষ্কার থাকিতে পারে, যখন সে কর্দ্দমেতে মগ্ন আছে?

চতুর্থ উপাখ্যান।

কোন এক ব্যক্তি প্রেমের জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ ভ্রষ্ট করিয়া আপনাকে নৈরাশ্যে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার ঐ প্রেমের বিষয় একটি আপদের স্থান ছিল অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান জলের ন্যায় যথায় একখণ্ড মাংসের প্রত্যাশা নাই যাহাতে আহারে তৃপ্ত হইতে পারেন এমন একটি খেচর নাই যে ঐ ফাঁদে পতিত হইতে পারে।হে প্রেমিক!তোমার পবিত্র আত্মা তোমার স্বর্ণের প্রতি অবলোকন করিবে না? অতএব ঐ ধাতু এবং মৃত্তিকা তোমার দৃষ্টিতে এ কিপ্রকার বোধ হইবে,এই বৃথা কল্পনা পরিত্যাগ করণে তাঁহার

বন্ধুরা মিনতি করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যতীত অনেকেই এই প্রকার নৈরাশ্যজনক অভিপ্রায়ে ধৃত হন এবংইহার দ্বারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন। তিনি শোক করিয়া কহিলেন, হে বন্ধুসকল! যখন অপরের ইচ্ছাতে আমার অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে; তখন আমাকে উপদেশ দিতে অভিলাষ করিবে না; কেননা, যোদ্ধা সকল তাহাদিগের বাহুর সামর্থ্য দ্বারা শত্রুকে বিনাশ করে, কিন্তু ঐ রূপ যাহারা সুন্দরী হয়, তাহারা বন্ধুকে বিনাশ করে। প্রেমের বিধিতে ইহা কখন ঘটে না যে আমারা মৃত্যুভয়ে প্রেয়সীর প্রতি স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারি।

যদি তুমি আরাম অনুসন্ধান কর, প্রেমের ক্রীড়াতে কখন আরাম করিতে পারিবে না। যদি তুমি তোমার প্রেমিককে না দেখিতে পাও, ইহা বন্ধুর নিকটে প্রশ্ন করিবে যে এই অনুধাবনে তুমি বিনাশ হইতেছ। ইহার আর প্রমাণ দেখ, যদি আমার শত্রুতীর এবং খড়্গা আমাকে আচ্ছাদন করে তখন অন্য কোন উপায় থাকেনা কিন্তু আমার এই অনুরোধ থাকে, যদি আমি পারগ হই, আমি প্রেয়সীর বস্ত্র ধারণ করিব, নচেৎ আমি তাহার দ্বারের নিকটে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

তাহার আত্মীয়গণ সর্ব্বদা মঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তাহার দুরবস্থাতে দুঃখিত হন আর সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দেন কিম্বা যদিও শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখেন, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না। হায় হায়! কবিরাজ রোগীর প্রতি মসুর ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রোগী ব্যক্তি তৎপরিবর্ত্তে চিনি চাহেন, তুমি কি ইহা শ্রবণ কর নাই যে এক প্রেয়সী যিনি প্রেমের দায়ে স্বীয় অন্তঃকরণ হারাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমকে বলিয়াছিলেন, হে প্রিয়নাথ! যত কাল পর্য্যন্ত তুমি স্বীয় গৌরব রক্ষা করিবে, আমিও তোমার অন্তঃকণেতে কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিব।

উহার বন্ধুরা এবিষয় উহাদিগের দেশাধিপতি রাজকুমারকে জানাইলেন, যাঁহার সঙ্গে উহার বন্ধুত্বছিল। ঐ যুবরাজ উহার নিকটে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতেন; ইনি বলিতেন, রাজতনয় অতি সুশ্রী যুবাপুরুষ-বাক্য এবং ধারাপ্রকরণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য চতুর বুদ্ধি এবংসুমধুর বাক্য রাজকুমারের এই সকল গুণানুবাদ আমরা ইহার নিকট শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু আমরা তাহার উন্মত্ততায় শঙ্কা করি এই যুবরাজের অবয়বে বোধ হয় যে প্রেমের নিমিত্ত ইহার অন্তঃকরণ সমধিকরূপে জ্বালাতন

হইয়াছে। ঐ যুবরাজ উক্ত যুবা পুরুষের বিষয় আপন হইতে জানিয়া বিবেচনা করিলেন যে, এ দুঃখের ধুলা তিনিই উঠাইয়াছেন, অতএব ঐ যুবরাজ অশ্বারোহণে তাঁহার নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। যখন ঐ যুবা দেখিলেন যে যুবরাজ তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন,তিনি রোদন করিতে লাগিলেন এবংকহিলেন,এই ব্যক্তি আমাকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়াছিলেন,তিনিই আমার কাছে পুনরায় আগমন করিয়াছেন।ইহাতে বোধ হয় যে তিনি যাহাকে হত করিয়াছেন, তাহাকে পুনরায় সজীব করিবেন, ঐ যুবারাজ তথাপি তাহাকে অধিক দয়া দর্শাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,হে স্বজন। তোমার নাম কি আর কোথা হইতে তুমি আসিয়াছ এবং কি কার্য্য করিয়া থাক?ইহাতে ঐ যুবা স্নেহের এবং বন্ধুত্বের দ্বারা এমনি মগ্ন হইলেন যে স্বাধীনতা পূর্ব্বক একটি কথা উচ্চারণ করিতে পারগ হইলেন না।

প্রেমের এমন মাহাত্ম্য যদি তুমি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের সপ্ত খণ্ড কণ্ঠস্থ কর এবং তাহাতে যদি কাহার প্রতি প্রেমেতে উন্মত্ত হও, তুমি তাহার বিন্দুবিসর্গ ও স্মরণ করিতে পারিবে না।

ঐ যুবরাজ কহিলেন, হে বন্ধো তুমি কেন আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ? আমি এক্ষণে উদাসীন সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যায় আছি আর আমি কি তাহাদিগের সেবাতে সপ্রীত হই নাই? পরে যুবরাজের বাক্যে আত্মীয়তার দ্বারা সাহসী হইয়া আন্তরিক স্নেহেতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, ইহা অদ্ভুত ব্যাপার, আমি কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারি? যখন তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম এবং তোমার মধুর বাক্য শ্রবণ করিলাম। এক্ষণে আমি উত্তর করিতে পারগ হইব। এইরূপ কহিয়া তাহার আক্ষেপসূচক বাক্যে উচ্চারণ করিলেন আর জগদীশ্বরের কাছে আত্মাকে সমর্পণ করিলেন। একব্যক্তি যে তাহার প্রিয়তমের দ্বারা হত্যা হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে কিম্বা ইহা আর ও চমৎকারের বিষয় হইবে যদি তিনি জীবিত থাকিয়া নিরাপদে আপন আত্মাকে ফিরাইয়া আনিতে পারেন।

পঞ্চম উপাখ্যান।

কোনস্থানে এক অত্যন্ত রূপবান যুবা পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার

শিক্ষক মানবস্বভাবের ক্ষীণতার মধ্যে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং উহাকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন যে তিনি এই সকল কথাগুলি দিবানিশি তাহার নিকট বলেন। যথা—হে আমার মন। এত ক্ষীণতা পূর্ব্বক তোমারদেবতুল্য আননের ধ্যানে নিযুক্ত হই নাই যে আমি আপনার বিষয় কিছু স্মরণ রাখিব যে তোমায় তিলার্দ্ধ না দেখিয়া আপন নয়নকে দমন রাখিতে পারি না, তথাপি আমি বোধ করিতেছি যে তোমার রূপের স্বরূপ তীর বরাবর আমার প্রতি আসিতেছে।

সে যাহাহউক, একবার ঐ যুবা কহিলেন, হে গুরো! আমি আপনাকে মিনতি করিতেছি,আপনি যেরূপ মনোযোগ আমার বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে দিয়া থাকেন, সেইরূপ যেন আমার চরিত্রের প্রতি দেওয়া হয়। আর যঁদি আপনি বিবেচনা করেন আমার চরিত্রের কোন অংশ দোষাশ্রিত, তৎক্ষণাৎ আমাকে জ্ঞাত করাইবেন যে আমি তাহা পরিবর্ত্তন করণে চেষ্টা করিব। ইহাতে ঐ শিক্ষক উত্তর করিলেন,হে পুত্র!এবিষয়ে বিবেচনা অন্যের প্রতি প্রয়োজন করে কারণ আমার নয়নে তোমার গুণ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টি হয় না।

হিংসাদৃষ্টি যদি আমি তোমার প্রতি বাসনাকরি যে তোমার প্রত্যেকগুণকে দোষ জ্ঞান করিব, কিন্তু তাহা কোন প্রকারে ঘটে না। সর্ব্বদা আমার মনে এই উদয় হয় যে যদি তোমার একটি গুণ আর শতটী দোষ থাকে, কিন্তু বন্ধু যে হইবে, সে সব দোষ পরিত্যাগ করিয়া ঐ একটি গুণকেই প্রবল করিবে।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

আমি স্মরণ করিতেছি যে আমার একটী অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু মদীয় গৃহদ্বারে প্রবেশ করিলেন,তখন আমি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিলাম; কিন্তু আমার উঠিবার ব্যগ্রতাতে আমার বস্ত্রের কিনারা লাগিয়া ঘরের দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল। ইতিমধ্যে তথায় আমার নয়নেতে একটি তেজোময় বস্তু দর্শন হইল, যাহার জ্যোতিতে ঐ অন্ধকার নিশিকে উজ্জ্বল করিয়াছিল। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে কি প্রকারে আমার এভাগ্যে এতাদৃশ অমূল্য রত্ন প্রদান করিল।

আমার ঐ বন্ধু বসিলেন এবং অনুযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন

যে তাহার আগমনে আমি দীপ বাহিরে রাখিলাম ।আমি উত্তর করিলাম যে হে বন্ধো। ত্বদীয় আগমনে আমি অনুভব করিলাম, যেন যমালয়ে যে প্রভাকরের উদয় হইল। আর ইহা বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা হয় যে কদাকার মনুষ্য যদি এক বাতির অগ্রে দণ্ডায়মান হয়. তাহাকে সকলেই প্রহার করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এক রূপবান ব্যক্তির পক্ষে ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে, যাহার সহাস্য বদন এবং উৎকৃষ্ট আকার, তাহার বসন ধারণে সকলেই উদ্‌যোগী হয় এবং গৃহের আলোক বাহির করিয়া রাখে।

সপ্তম উপাখ্যান।

এক ব্যক্তি দীর্ঘকালের পর তাহার বন্ধুর দর্শন পাইয়া বলিলেন. হে বন্ধু আমি তোমার সংবাদ শ্রবণার্থ অতিশয় চিন্তিত ছিলাম; অতএব এত দীর্ঘকাল কোথায় তুমি গমন করিয়াছিলে? এতদ্বাক্য শ্রবণে ঐ বন্ধু উত্তর করিলেন, দর্শন হওয়া অপেক্ষা বাসনা করা উত্তম। ইহা শ্রবণে প্রথম বন্ধু বলিলেন, হে মত্তপুত্তলিকা! তুমি দীর্ঘকাল বিলম্বে আগমন করিয়াছ, অতএব আমার নিকট হইতে শীঘ্র তোমাকে ছাড়িয়া দিব না; কেননা, অঙ্গনার সঙ্গে সহবাসে যেরূপ সন্তোষ হওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক সন্তোষ বন্ধু দর্শনে জন্মায়। আমার প্রেয়সী যখন মম সমতুল্য ব্যক্তি সমভিব্যবহারে আগমন করেন, তদ্দৃষ্টে আমার ঘোরতর যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। কারণ এরূপ সংসর্গে হিংসা এবং বিপদকে উৎসাহ দেয়। ইহার প্রমাণ যখন তুমি আমার শত্রুর সহ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন কর, যদিও তোমাকে প্রণয় বোধ হয়, তত্রাচ তোমার অভিপ্রায়ে শত্রু তুল্য হয়।

কোন সময়ে যদি আমার প্রেয়সী শত্রুর সমভিব্যাহারিণী হয়, তবে হিংসাতে আমাকে মৃত্যুতুল্য করে। ইহাতে ঐ বন্ধু ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, হে সাদি। আমি সভার দীপের স্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে যদি প্রজাপতি মারা যায়, তাহাতে আমার অপরাধ কি?

অষ্টম উপাখ্যান।

আমি স্মরণ করিতেছি যে, পূর্ব্বকালে সময়েতে আমি সর্ব্বদা এক বন্ধুর সহিত সহবাস করিতাম, আমরা দুইজনে একজোড়া বাদামের ন্যায় ছিলাম। হঠাৎ আমার বিদেশ ভ্রমণ ঘটিল। যখন আমি প্রত্যাগমন করিলাম,আমার দীর্ঘকাল অনুপস্থিতি হওয়ায় ঐ বন্ধু আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন যে কোন দূত তাঁহার নিকটে প্রেরণ করি নাই। আমি উত্তর করিলাম, হে বন্ধু! ইহাতে বোধ হইতেছে যে কেবল আমাকে ক্লেশ দেওয়ামাত্র; কেননা, এক সহবাসীর নয়ন তোমার অবয়ব দর্শনে উজ্জ্বল হইবে, অতএব আমিও সে সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই হেতু বলিতেছি, হে আমার প্রাচীন বন্ধু, যেন আমাকে পরিত্যাগ করণে প্রবল প্রতিজ্ঞা করিও না। কারণ খড়্গের আতঙ্ক হইতে আমি ত তাহাকে পরিত্যাগ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি নাই? তোমাকে নিরাপদে দেখিয়া আমি সন্তোষ আছি, অন্য কোন লোকের অভিপ্রায় সহ্য করিতে পারি নাই! পুনরায় আমি বলিলাম, ইহা অসম্ভব যে অপরে তোমার সংসর্গে এরূপ সন্তোষ হইতে পারে?

নবম উপাখ্যান।

আমি এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিলাম, যিনি এক ব্যক্তির প্রতি তাঁর স্নেহের দ্বারা আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং অবিশ্বাসী ধৈর্য্যতায় উহার গর্হিত চরিত্রেতে অতিশয় বশীভূত ছিলেন! একবার উপদেশের ধারাদ্বারা আমি ঐ পণ্ডিতকে কহিলাম, হে পণ্ডিত মহাশয়! আমি ভাল জানি, যে ব্যক্তির উপর আপনার স্নেহ থাকায় কোন হানি নাই এবং আপনার এ বন্ধুত্ব পবিত্র ধর্ম্মের উপর স্থাপিত হইয়াছে, তথাচ এরূপ নিন্দা প্রকাশ হওয়ায় এবং অসভ্য ব্যক্তি হইতে এরূপ অপমান সহ্য করায় পণ্ডিত ব্যক্তির মানের লাঘব আছে। ঐ পণ্ডিত উত্তর করিলেন, হে মৈত্র! আমার অদৃষ্টকে নিন্দা করিতে ক্ষান্ত হও, কারণ তুমি যাহা বর্ণনা করিতেছ, তাহা আমি সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া থাকি; কিন্তু আমি দেখিয়াছি যে, তাহাকে পরিত্যাগ করা অপেক্ষা তাহার দোষ সহ্য করা অতি

সহজ এবং জ্ঞানী লোকও বলিয়াছেন, প্রিয় বস্তু দর্শনে বিমুখ হওয়া অপেক্ষা পরিশ্রমেতে অন্তঃকরণকে মিল রাখা অতি সহজ। প্রিয় বস্তুতে যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণ মগ্ন করেন, তিনি ঠিক যেমন পরের হস্তেতে আপনার দাড়ি রাখেন।

যাহার অভাবে তুমি জীবিত থাকিতে পার না, সে যদি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করে, তুমি অবশ্য তাহার কাছে ন্যূনতা স্বীকার করিবে। ঠিক যেমন মৃগের গলদেশে রজ্জু থাকিলে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গমন করিতে পারে না। একদিবস আমি তাঁহাকে বলিলাম,হে পণ্ডিত মহাশয়!এবন্ধুর বিষয়ে সাবধান হউন্‌এবং এখন অবধি অনেকবার ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত মিনতি করিলাম। যথা দৃষ্টান্ত—এক প্রণয়ী তাহার স্নেহের বিষয় হইতে পারেন না।তিনি এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, আমি প্রিয়তমার অঙ্গের অধীনে অন্তঃকরণ স্থাপন করিয়াছি; ইহাতে তিনি আমাকে অনুগ্রহ করুন্ অথবা ঘৃণার সহিত নিগ্রহ করুন্ ইহা তাঁর ইচ্ছা; কিন্তু আমি তাঁহার প্রতি কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিবনা।

দশম উপাখ্যান।

আপনি ইহা উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, যাহা আমার যৌবনসময়ে ঘটিয়াছিল যে আমি এক সুশ্রী যুবার সহিত দৃঢ়তর বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। আহা!পূর্ব্বদিকে প্রথম উদিত পূর্ণিমার শশীর ন্যায় তাহার রূপেরসৌন্দর্য্য এবং সুমধুর ধ্বনি ছিল,তাহার চিবুকের অধোভাগ বোধ হইতেছিল যেন অমৃত-বারির দ্বারা প্রক্ষালন হইয়াছে।যে কোন ব্যক্তি তাহার আননের সুন্দর অধর দর্শন করিতেন,তিনি বোধ করিতেন যেন মিছরির আস্বাদন প্রাপ্ত হইলাম, হঠাৎ আমি তাহার চরিত্র বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু তাহা আমার স্বভাবে ঐক্য হইল না; ইহাতে আমি তাহার সংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম এবং আমি এ বন্ধুর সহিত ক্রীড়া একেবারে তুলিয়া দিয়া কহিলাম? হে বন্ধো! যদি তুমি আমার পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইলে না, তোমার যথায় ইচ্ছা তথায় গমন কর। আপনার পথ আপনি চিন্তা কর। তিনি যেমন গমন করিতেছিলেন, আমি তাঁহার এই কথাটী শ্রবণ করিলাম, যথা—বাদুড়

যদি সূর্য্যের সহিত সহবাস ইচ্ছা না করে,তদ্দ্বারা সূর্য্যের তেজোময় দীপ্তি ম্লান হইবে না, এইরূপ কহিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন,এবং আমি তাঁহার বিরহে অধিক অস্থিরতা অনুভব করিলাম। আর উভয়ের কথাবার্ত্তা একেবারে লোপ হইয়া গেল মনুষ্য যে, পর্য্যন্ত দুঃখ ভোগ না করেন, সে পর্য্যন্ত সুখের আস্বাদন জানিতে পারেন না,আমি বলিতে লাগিলাম, হে সখে! তুমি শীঘ্র প্রত্যাগমন কর, এবং আমাকে ধ্বংস কর ; কারণ তোমার অনুপস্থিতে জীবিত থাকা অপেক্ষা তোমার সম্মুখে আমার মৃত্যু উৎকৃষ্ট। সে যাহাহউক; জগদীশ্বরের কৃপার দ্বারা কিছুকাল; পরে তিনি প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু দাউদের ন্যায় সুমধুর ধ্বনি তিনি হারাইয়াছিলেন আর ইউসফের সদৃশ সৌন্দর্য্য মলিন হইয়াছিল। তাহার চিবুক ধুলাতে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীফলের ন্যায় হইয়াছিল। এই হেতু তাঁহার রূপের অতুল প্রভা মলিন হইয়াছিল ; কিন্তু এইটী তিনি আশা করিয়াছিলেন যে; আমি তাঁহাকে ধৃত করিয়া ক্রোড়ে করিব। পরে যখন একদিকে তিনি গমন করিলেন; আমি বলিলাম। যে সময়ে যৌবনের গরবেতে তুমি শোভাযুক্ত ছিলে, তখন ঐ সকল ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাড়াইয়া দিতে। যাহারা তোমাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করিত, কিন্তু এক্ষণে স্বচ্ছন্দে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে দ্বিধা নাই; কারণ কালে বসন্ত কালের সবুজ পত্র পীতবর্ণ হইয়া আসিয়াছে আর উৎসাহিত আননোপরি কটাহ রাখিও না; কারণ আমাদিগের সে অনল এক্ষণে নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, তোমার দর্প ও গর্ব্ব আর কতকাল থাকিবে? বিবেচনা করিয়া দেখএক্ষণে তোমার বিক্রমের কাল গত হইয়াছে, অতএব যে তোমাকে চায় তাহার নিকট গমন কর। তুমি ঐ সকল ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ক্রীড়া কর যাহারা তোমাকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করে। ইহা কথিত আছে যে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষাদির শোভা হয় এবং যে ব্যক্তি বলেন তিনি ইহা জানেন অথবা অন্যকথাতে বলে যে চিবুকের অধোভাগ উন্না হয়,যাহা আমরা প্রশংসা করিয়া থাকি; কিন্তু তোমার এ উদ্যান্ পুষ্পশয্যার ন্যায় যত অধিক তোলা যায়, ততই প্রবল হইয়া জন্মায়।

গতবৎসর তুমি মৃগেরন্যায় সুশ্রী থাকিয়া গমন করিয়াছিলে, কিন্তু এক্ষণে চিতাব্যাঘ্রের ন্যায় প্রত্যাগমন করিয়াছ। যৌবন কালের অধোভাগকে

সাদি প্রশংসাকরেন কিন্তু মোড়া সুচের ন্যায় কেশকে প্রশংসা করেননা তোমার দাড়ির শ্মশ্রু তুমি রক্ষাই কর আর উঠাইয়া ফেল যৌবনের সময় গত হইয়া যাবে যদি আমাদের এরূপ ক্ষমতা জীবনের উপর থাকিত যেমন তুমি তোমার দাড়ির উপর রাখ। তবে পুনরুত্থানের দিবস পর্য্যন্ত ইহাকে গমন করিতে দিতাম না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমার মুখ মণ্ডলের প্রখর সৌন্দর্য্য কি হইল যেন চন্দ্রের চতুর্দ্দিকে পীপিলিকা নির্গত হইতেছে, তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন আমিত জানিনা যে আমার মুখ মণ্ডলে কি পতিত হইয়াছে, যাহাতে আমি গত সৌন্দর্য্যর নিমিত্ত খেদ করিতেছি।

একাদশ উপাখ্যান।

লোকেরা বোগ্দাদ নগরের কোন এক বাসিন্দাকে প্রশ্ন করিলেন যে সুশ্রী যুবাদের বিষয়ে তিনি কি অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তিনি উত্তর করিলেন যত উহাদিগের অবয়ব সুশ্রী বোধ করাযায়; তত উহাদিগের মধ্যে ভাল কিছুই দৃশ্য হয় না, কারণ তখন তাহারা বিশ্রী হইয়া আইসে তখন তাহারা সভ্য হয় এই রূপ অন্য কথাতে বলে যে সুশ্রী এবং সুন্দর যুবারা রূপের গরবে চরিত্রকে ভ্রষ্ট করে আর যখন তাহাদিগের রূপ বিরূপ হইয়া আইসে, তখন তাহারা দয়াবান এবং কৃপাবান হইয়া আইসে সুন্দর যুবাদিগের স্বভাব এইরূপ হইয়া থাকে। যে সময়ে তাহাদিগের মুখমণ্ডল পরিস্কার থাকে নানা প্রকার কটুকথা ও থাকে এবং চরিত্র ও নির্দ্দয় থাকে কিন্তু যখন তাহাদিগের দাড়ির শ্মশ্রু প্রকাশ হয় এবং চিত্তের স্থিরতা জন্মে তখন তাহারা সভ্যসভাতে সভ্য হয় এবং বন্ধুত্বের বীজ রোপণ করে।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

লোকেরা এক পণ্ডিত কে প্রশ্ন করিলেন যদি এক মনুষ্য একবিরল স্থানেতে এক সুন্দরী ললনার সঙ্গে বসিয়া থাকেন আর ঐ স্থানের দ্বার সকল রুদ্ধ থাকে এবং সমভিব্যাহারি ব্যক্তিবর্গ নিদ্রিত থাকে, রিপু সকল জ্বালাতন হয় এবং কাম যন্ত্রণা দেয় ইহার প্রমাণ আরব জাতিরা বলিয়া থাকে যে খেজুর সকল পরিপক্ক হয় এবং প্রহরির ও নিষেধ নাই ইহাতে

তিনি কি অনুভব করেন। তাহার ধর্ম্মে কি তাহাকে রক্ষা করিতে পারে ঐ পণ্ডিত উত্তর করিলেন যদিও তিনি সুন্দরী ললনা হইতে পরিত্রাণ পান, কিন্তু লোক নিন্দা হইতে পরিত্রাণ পাইবেননা ইহার ঐ মনুষ্য প্রমাণ।

যদি ঐ মনুষ্য ধর্ম্মকে পরাভব করিয়া রিপু সকলকে ধৈর্য্য নাকরেন এসন্দিগ্ধ জগৎ তাঁহার প্রতি মন্দ অনুভব করিবে, কারণ এক ব্যক্তি তাহার রিপু সকলকে দমনে রাখিতে পারেন কিন্তু তিনি মনুষ্যের রসনাকে দমন করিতে পারগ হইবেননা।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

লোকেরা একটি তোতা পক্ষীর পীঞ্জর মধ্যে একটি কাককে বদ্ধ করিয়াছিল ইহাতে ঐ তোতা কাকের কুৎসিত আকারেতে অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল ইহার কি ঘৃনিত আকার এবং কি কদাকার বর্ণ এসাঁপ গ্রস্ত জীবের অতি অসভ্যধারী ওরে তুই জঙ্গলে কাক ঈশ্বর ইচ্ছায় তোতে আমাতে এত তফাৎ যেমন পশ্চিমদিক হইতে পূর্ব্বদিক। যে কেহ প্রথমে প্রাতঃকালে উঠিয়া তোমার মুখমণ্ডল দর্শন করেন, সে উত্তম প্রাতঃকালকে অন্ধকার যুক্ত সায়ংকালে পরিবর্ত্তন করেন। তোমার মত এরূপ লক্ষী ছাড়া হতভাগা আমার সঙ্গে থাকিয়া হায় কি পরিতাপ আমার সমযোটী হবে। কিন্তু জগৎ মধ্যে তোমার সময়টী কোথায় দৃশ্য হইবে কি আশ্চর্য্য ঐকাক তোতার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া কহিতে লাগিল এবং আপন অদৃষ্টের বিষয়ে শোক করিতেছিল আর স্বীয়ভাগ্য পরিবর্ত্তনার্থে ঈশ্বরের নিকট অভিযোগ করিতেছিল।

আর অন্যমনা হইয়া স্বীয় থাবা ঘর্ষিতে ঘর্ষিতে বলিতেছিল হায় হায় আমার কি দুঃখভাগ্য ও কিদুরদৃষ্ট এবং বীপরিত ভাগ্য যে বিজাতির সঙ্গে সহবাস। ইহা আমার গৌরব হইত যদি আমি কোন উদ্যানের প্রাচীরে অন্যকাকের সংসর্গে থাকিতাম। দুষ্ট লোকের সঙ্গে সহবাস করিতে হইলে জ্ঞানীর পক্ষে বৃহৎ বন্দিশালার তুল্য হয়। হায় হায় আমি কতই পাপকর্ম্ম করিয়াছি যে আমার পাপের দণ্ডতে এক অনুপযুক্ত অহঙ্কারীর সঙ্গে সহবাসী হইয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতে হইল, যে পক্ষীর অধম কোন ব্যক্তি ও প্রাচীরের নিকটে আইসেনা যাহাতে তোমার

আকারের ছবি চিত্রিত থাকে ওরে দুষ্ট তুমি এমন ইতর যদি তুমি স্বর্গ প্রবেশ কর লোকেরা তোমার সংসর্গকে নরক বিবেচনা করিবে। ইহার প্রমাণ দেখ, বুদ্ধিমান লোকেরা মুর্খ লোককে কত অধিক ঘৃণা করিয়া থাকে, যাহারা জ্ঞানীর সহবাসে শতগুণে দুঃখীত হন। ইহার উদাহরণ এক সঙ্গীত দল ভুক্ত কতকগুলি দুষ্ট লম্পট লোকের সঙ্গে এক সন্ন্যাসী সঙ্গি হওয়াতে বাক দেশীয় এক সুন্দরী কামিনী তাহাকে বলিল যদি তুমি অস্মদাদির সমভিব্যাহারে দুঃখীত হইয়া থাক, প্রকাশ করনা কারণ ইহার পূর্ব্বে তোমার সংসর্গে আমারা অধিক দুঃখীত আছি। সে কেমন যেমন এক গোলাপ পুষ্পের এবং নানাবিধ ফুলের কাঁড়ির মধ্যে তুমি একটি শুষ্ক কাটির ন্যায় তুল্য হইতেছ, অথবা নিপীড়িত বরকরুণা বা দুঃসহ শীতল ও ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় অসহ্য বোধহইতেছ।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

আমার একটি পরম আত্মীয় বন্ধু ছিল, যাহার সঙ্গে আমি অনেক বৎসর প্রায়ে একত্রে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আমাদিগের মধ্যে এরূপ বন্ধুত্ব ছিল যে, রুটী এবং লবণ আমরা এক সঙ্গে আহার করিতাম এবং আশ্চর্য্যরূপে হৃদ্যতায় নীতি পালন করিতাম পরে অতি সামান্য লাভের বিষয় লইয়া তিনি আমাকে অধিক দুঃখভোগ করাইলেন, এবং অস্মদাদির বহুকালের হৃদ্যতা একেবারে নিবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু পরস্পরের সরল স্নেহ তথায় রহিল, কারণ আমি শ্রবণ করিলাম যে তিনি একদিবস আমার রচিত কাবতা সকল এদলের মধ্যে আবৃত্তি করিতে ছিলেন।

(সেই কবিতার অর্থ এই) যখন আমার প্রাণের প্রিয়তমা সহাস্য বদনে শুভাগমন করেন যেন ক্ষতঘায়ে অধিক লবণ প্রদান করেন। আর কত সুখি আমি হতে পারি, যদি তাহার করের অঙ্গুরীর অগ্রভাগ আমার হস্তে পতন হয়, তাহা হইলে আমি বোধ করিব ঠিক যেমন দাতার কর দানার্থে কাঙ্গালের করে পতন হয়।

কতকগুলি বন্ধুলোক যাহারা উপস্থিত ছিলেন, এই কবিতাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন, উঁহাদিগের স্বভাবের সত্তা হইতে অধিক সুখ্যাতি যাহা তাহারা করিতেছিল, তাহা পরিত্যাগ করিতে

না করিতে তিনি উহাদিগের কাছে অন্যাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এবং দীর্ঘকালের স্থাপিত বন্ধুত্ব ক্ষতি হওয়ার নিমিত্ত যথেষ্ট বিলাপ করিতে লাগিলেন, এবং স্বীকার করিলেন যে ইহা তাহারই দোষে হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয় যে, পুনর্ম্মিলনে তিনি সম্পূর্ণ ইচ্ছুক আছেন, ইহাতে আমি এই সকল কবিতা তাহার নিকট প্রেরণ করিলাম, এবং তাহার সঙ্গে মিল করিলাম।

(সে কবিতার এই অর্থ) অস্মদাদির মধ্যে বিশ্বাসের মিলন কি তথায় ছিল না, যে তুমি আমাকে দোষী করিলে, এবং স্নেহের অভাব আমাকে দেখাইলে আমি সংসর্গ পরিত্যাগ করিলাম এবং আমার অন্তঃকরণ তোমার উপর স্থির করিলাম, অনুমান করিনাই যে তুমি এত শীঘ্র পরিবর্ত্তন হবে, কিন্তু এক্ষণে যদি তুমি আমার সঙ্গে মিল করিতে রত হও, প্রত্যাগমন কর পূর্ব্বে যেমন তাহা অপেক্ষা অধিক প্রিয় এক্ষণে হবে।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

এক ব্যক্তির একটি পরমাসুন্দরী নারী ছিল, সেই স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে তাহার স্ত্রীর এক জীর্ণ বৃদ্ধা স্ত্রীলোক উহার মৃত স্ত্রীর অলঙ্কার পাইবার আশয়ে ঐ জামতার আলয়ে গিয়া বাস করিলেন, জামতাটি শ্বশ্রূসংসর্গে থাকিয়া মৃতবৎ জ্বালাতন হইতে লাগিলেন। কিন্তু উহার শ্বশ্রূ নিজ কন্যার অলঙ্কার পাইবার কোন উপায় প্রাপ্ত হইলেন না, ঐ জামাতার একটি আত্মীয়লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার প্রিয়তমার বিয়োগে তিনি কেমন আছেন। তিনি উত্তর করিলেন শ্বশ্রূটীকে দেখিয়া তিনি যত দুঃখিত আছেন, তত দুঃখিত তিনি প্রেয়সীর বিয়োগে হন নাই, কেননা গোলাপ-পুষ্প তোলা হইয়াছে। কিন্তু তাহার কণ্টক আছে লোকেতে অর্থ লইয়া গমন করিয়াছে, কিন্তু তথায় বিষধর সর্প আছে। ইহার প্রমাণ শত্রুর মুখমণ্ডল দর্শন করা অপেক্ষা বাছার অগ্রভাগে নয়ন গাঁথা উৎকৃষ্ট সহস্র বন্ধুত্ব ভান করা বরং ভাল তথাচ এক শত্রুর দৃষ্টিতে নত হওয়া কিছু নয়।

ষোড়শ উপাখ্যান।

আমি স্মরণ করিতেছি আমার যৌবনাবস্থাতে আমি একটি পথের মধ্যে দিয়া গমন করিতেছিলাম, আমার যুগল নয়ন একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী বালিকার উপর পতন হইল, ইহাতে আমার মন একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিল। ঐ সময় শরৎকাল ঐ মাস হইতে সকল আর্দ্র দ্রব্য শুষ্ক হইয়াছিল, এবং গ্রীষ্মকালীন বায়ুর ন্যায় প্রভাতেই দেহের অস্থি সকল প্রায় সিদ্ধ হইতে ছিল, অতএব আমি প্রভাকরের প্রখর প্রভা সহ্য করিতে অপারগ হইলাম।

তখন আমি একটি প্রাচীরের ছায়ার মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধিত হইলাম। আর মনে মনে এই আশা করিতে ছিলাম যে, যদি কোন ব্যক্তি ঐ সময়ের কষ্ট দায়ক উত্তাপ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারেন, এবং বারিদানে আমার পীপাসা নিবৃত্তি করিতে পারেন, তবেই রক্ষা হইতে পারি। ইতিমধ্যে হঠাৎ ঐ বাটীর দ্বারবর্ত্তী ঘরের ছায়া হইতে আমি নিরীক্ষণ করিলাম, একটি স্ত্রীলোকের আকার। যাহার রূপলাবণ্য এক সম্বক্তার বদনেতে বর্ণনাকরা অসাধ্য আহা! তাহার সৌন্দর্য্য এত অধিক, যেন ঘোরনিশি মধ্যে চন্দ্র উদয় হইতেছে, অথবা যেন অমৃত বারি ঐ অন্ধকার ভূমি হইতে নির্গত হইতেছে। ঐ ললনাবরফ যুক্ত বারি পাত্র নিজহস্তে ধারণ করিলেন, আর ঐ বারি মধ্যে সর্করার ছিটা দিলেন এবং আঙ্গুর ফলের রসদিয়া মিশ্রিত করিলেন, আমি জানিতে পারিলেমনা যে, এঁকি গোলাপজলের সৌরভ মিশ্রিত হইল অথবা তাহার পুষ্পের ন্যায় গণ্ডস্থল হইতে ঘর্ম্ম বিন্দু মিশ্রিত হইল। ফলতঃ আমি ঐঅতুল্য সুন্দরীর কর হইতে ঐ বারি পাত্র লইলাম এবং ঐ বারি পান করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু আমার অন্তঃকরণের পীপাসা এরূপ প্রকার নয় যে নির্ম্মল জলের বিন্দু পতনে নিবৃত্তি হইতে পারে, আমার এপীপাসা এত প্রবল যে সমুদয় নদ নদীর স্রোতেতে ইহাকে পরিতোষ করিতে পারে না। হায় হায় কতসুখি ঐ ভাগ্যবান পুরুষ হয় যাহার যুগল নয়নে প্রতি দিন প্রাতে এরূপ অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি সুরাপানে উন্মত্ত হন তিনি নিশাবসানে পুনরায় জ্ঞান প্রাপ্তহবেন কিন্তু যে ব্যক্তি এললনা

দর্শনে উন্মত্ত হবেন তিনি পুনর্ব্বিচারের দিবস ব্যতিত কখনই জ্ঞান প্রাপ্ত হইবেননা।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

যে বৎসরে সুলতান মহম্মদ খোয়ারজম সাহা নামক এক নরপাল খাট্টাই দেশীয় ভূপালের সহিত কোন গুরুতর কারণে প্রণয় করিলেন। তখন আমি কাসগারদেশীয় একদেবালয়ে প্রবেশ করিলাম,তথায় একটি অতুল্য বালককে নিরীক্ষণ করিলাম। যত লোক সৌন্দর্য্য বিষয়ে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে এই বালকের রূপই উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আর ইহার রূপের বিষয় কবিরা বর্ণনাতীত বলিয়া লিখিয়াছেন! এবালকের যেমন রূপ তেমনি গুণ অর্থাৎ দুঃসাধ্যকার্য্যেতে ও সাহসিকহন, নির্দ্দয় কর্ম্মেতে ও দয়া প্রকাশ করেন এবং অহিতাচার কর্ম্মে ও প্রিয় বাক্য কহেন আর বুদ্ধিবিবেচনায় ও বিজ্ঞ এরূপ রূপবান ও বুদ্ধিবান আমি কখনই কোন মানব কে অবলোকন করি নাই। আহা হে বালক! তুমি যেন কোন পরির দ্বারা উপদেশ পাইয়াছ সে যাহাহউক, এই বালকের হস্তে জিমকশরী নামক একখানি পুস্তক ছিল,ইহার বাক্যবিন্যাস ভূমিকা হইতে তিনি একটি দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে ছিলেন "যথা জীদ উমরকে অর্থাৎ করিলেন এবং উমরের অপকারক জীদ হইলেন; ইহা শ্রবণ করিয়া আমি বলিলাম হে যুবা পুরুষ খোবারজম সাহা এবং খাট্টাই দেশীয় ভুপাল ইহারা উভয়ে মিল করিয়াছেন তবে বুঝি উমর ও জিদের মধ্যে এখন ও বিবাদ চলিতেছে। তিনি হাসিলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাশয় আপনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।আমি উত্তর করিলাম সিরাজ নগরেতে তিনি প্রশ্ন করিলেন তবে তুমি সাদির রচনা সকল পাঠ করিয়া থাকিবে। আমি আরব্য ভাষাতে উত্তর করিলাম হে যুবা তুমি যে বাক্য বিন্যাস বিদ্যার দৃষ্টান্ত আবৃত্তি করিতেছ ইহা শ্রবণে আমি মোহিত হইয়াছি।ইহাতে ঐবালক অতিশয় রাগত হইয়া এমৎ আমার প্রতি আক্রমণ করিলেন, ঠিক যেমন জীদ উমরের প্রতি করিয়াছিল, এই প্রকারে ঐ বালক তাহার পাঠ অভ্যাস করিতে এমৎরত হইলেন যে আর তিনি মস্তক উত্তোলন করিলেন না। কারণ ঘৃণীত ব্যক্তি অপরকে কি প্রকারে অবলোকন করিতে পারে

ক্ষণেক কাল পরে তিনি উত্তর করিলেন যে সাদির অধিকাংশ কবিতা সকল এই দেশে পারস্য ভাষাতে চলিত আছে। অতএব যদি তুমি উহাদের কিছু আবৃত্তি করিতে পার তবে আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি আমি কহিলাম হে যুবা মনুষ্যদিগের ক্ষমতানুসারে তাহাদিগের প্রতি কথা কহা উচিৎ. তুমি যখন বাক্য বিন্যাস বিদ্যার এত মনোযোগ দিয়া অভ্যাশ করিতেছ তাহা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের জ্ঞানের অভাব হইয়াছে।

হায় হায় হে যুবা আমি কেবল তোমাকে অনুভব করিতেছি যে তুমি অন্তঃকরণের অপকারক এবং ঠিক-যেন উমর এবং জৈদ হইয়াছ। সে যাহাহউক, বোধ হয় যে ঐসরাইএর কোন লোক তাহাকে বলিয়াছিল যে আমিই সাদি ছিলাম। অস্মদাদির গমনের পরদিবস প্রাতে আমি তাহাকে দেখিলাম যে তিনি অতি দ্রুত গমনে দয়াদান করণে আগমন করিতেছেন এবং আমার গমনে যথেষ্ট বিলাপ করিয়া বলিলেন এ কেমন হইল যে তুমি এত দীর্ঘকাল এই স্থলে ছিলে তুমি যে সাদি ইহা কেন জানাইলেন না। সে যদি আমি অগ্রে জানিতে পারিতাম তবে আমার ক্ষমতানুসারে তোমার সেবা করিতাম, আমি উত্তর করিলাম আমি যে তোমার সম্মুখে প্রকাশ হই এমন ক্ষমতা আমার নাই।
ঐ বালক কহিলেন হেসাদি? আপনি যদি এই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া অস্মদাদির প্রতি অনুগ্রহ প্রদান করেন, ইহাতে কি আপত্ত হইতে পারে আমি কহিলাম যে এই পশ্চাৎগত ঘটনার নিমিত্ত আমি এস্থলে থাকিতে পারিনা, যাহা একবারে আমারই প্রতি ঘটিয়াছিল, একবার এক পর্ব্বতের মধ্যে এক জ্ঞানী মনুষ্যকে দেখিলাম যিনি পৃথিবীর হইতে বিদায় হইয়া এক পর্ব্বত গহ্বর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে কেন তিনি মনকে সোধরাইবার জন্য নগর মধ্যে গমন করেন না, তিনি উত্তর করিলেন যে তথায় অনেক সুন্দরী ললনা বাস করেন এই হেতু তথাকার পথ অতি কদর্য্য কর্দ্দমেতে পরিপূর্ণ এমন যে হস্তি মহাবল পরাক্রম তাহার পদপিছলিয়াপড়ে। এইরূপ অনেক কথোপ-কথনের পরে আমরা পরস্পরে মুখ চুম্বন পূর্ব্বক বিদায় লইলাম। সে যাহাহউক বন্ধুকে বিদায় করিবার সময়ে গণ্ডস্থল চুম্বন করায় কি লাভ হইতে পারে ইটি ঠিক যেমন আত্তাবলের ন্যায় যাহার একদিক লাল

ও অন্যদিক পীত বর্ণ হয়। হেবন্ধু! তোমার নিকট হইতে বিদায় হইবার দিবসে যদি শোকেতে মৃত্যুতুল্য না হই তুমি আমাকে বিশ্বাসী বন্ধু কখনই বিবেচনা করিবেনা।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

এক সন্ন্যাসী মক্কাতীর্থেতে যাইবার জন্য সরাইএর মধ্যে আমার সঙ্গে একত্রিত হইলেন, তাঁহার পরিবারকে প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত আরব দেশীয় কোন এক দয়াবান ভদ্রলোক তাঁহাকে শতমুদ্রা দান করিলেন। ইতি মধ্যে খপাচিজাতীয় একদল দস্যু আসিয়া ঐ সরাইকে আক্রমণ করিলেক এবং সকল যাত্রিগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিলেক। যাত্রিরা অনর্থক অভিযোগ ও রোদন এবং শোক করিতে আরম্ভ করিলেন,ইহার কারণ তুমি বিনয়ই কর আর বিলাপই কর তস্করে কখনই অর্থ প্রত্যর্পণ করিবেন না। এইরূপে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল, কেবল ঐ সন্ন্যাসী যিনি অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং এই ঘটনার দ্বারা কোন দুঃখ ভোগ করিলেন না। ইহাতে আমি তাহাকে কহিলাম হেসন্ন্যাসী বোধ হয় তোমার অর্থ তস্করেরা অপহরণ করেনাই, তিনি কহিলেন দস্যুরা আমার সর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে। এই অর্থ প্রাপ্তে আমি অধিক সন্তোষ হইনাই এই হেতু ইহার ক্ষতিতে অধিক দুঃখীত ও হইনাই কেননা মানবের উচিৎ হয় না, যে কোন সন্তুষ্ট অথবা দেহের উপর অন্তঃকরণকে স্থির রাখা কারণ ইহাতে কোন বিঘ্ন ঘটিলে তথা হইতে অন্তঃকরণকে স্থানান্তর করা কঠিন বিষয় হইবে, আমি কহিলাম তোমার কথাগুলি যথারূপে আমার অবস্থাতে ঐক্য হইয়াছে।

কারণ আমার যৌবনাবস্থাতে অত্যন্ত প্রবল স্নেহের সহিত এক যুবা পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম, আমার বন্ধুত্ব এমৎ দৃঢ়তরছিল যে বোধ হইত যেন তাহার রূপলাবণ্য আমার নয়নের পুত্তলিকাছিল এবং তাহার সংসর্গ আমার জীবনের সন্তোষছিল। আমার মনে এইটী সর্ব্বদা উদয় হইত, যে পৃথিবীর উপরে কোন মানব এরূপ সুশ্রী আকার ধারণ করেন নাই, বোধ হইত যেন তিনি স্বর্গের দূত ছিলেন, তাহার বিয়োগের পর আমি একেবারে সকৎ করিলাম যে, আর আমি কাহার সহিত বন্ধুত্ব করিবনা, কারণ আর কোন মানব আমার নয়নে তাঁর তুল্য হইবেনা।

সে যাহাহউক তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুতে তাঁহার পরিবারগণকে অতিশয় দুঃখসাগরে মগ্ন করিলেক, আমি স্নেহবশত তাঁহার কবরস্থানেতে গতায়াত করিলাম এবং এই কবিতাটি তাঁহার বিয়োগেতে বলিলাম যথা জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে বন্ধুর মৃত্যু সংবাদে আমাকে যেন সাংঘাতিক আঘাত করিলেন অতএব আমি আর এই পৃথিবীতে জীবিত না থাকি, হায় হায় ? হে বন্ধু এক্ষণে তোমার গোরের নিকটে উপস্থিত আছি, কিন্তু এসময়ে আমি অভিলাষ করিতেছি যেন আমার মৃত্যুর পরে আমার মস্তক এই স্থানে কবর দেওয়া থাকে।

মোসলমানদিগের রীত্যনুসারে বর্ণনা করে যে মৃত্যুর পর গগন মণ্ডল পরিবর্ত্তন হইবার মধ্যে যদবধি গোলাপ কিম্বা অন্যান্য পুষ্প সকল কবরের উপর না ছড়ান হয় তদবধি মৃত ব্যক্তির দেহ অস্থির হইতে থাকে। আহা! কালেতে করিয়া মৃত ব্যক্তির গোলাপ কুসুমের ন্যায় গণ্ডস্থল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, এবং উহার কবরের উপর কণ্টক বৃক্ষ জন্মায়। সে যাহাহউক আমি বন্ধু হারাইয়া এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এজীবদ্দসার মধ্যে সুখভোগের আশা একেবারে গুড়াইয়া রাখিব এবং সভাহইতে অন্তরে থাকিব, যেমন মহাসাগর ভ্রমণে লভ্য হয় বটে কিন্তু তথায় তরঙ্গের আতঙ্ক থাকে। এই রূপ গোলাপ কুসুমেরি ব্যবহারে আনন্দ জন্মে কিন্তু তাহাতে ও কণ্টক থাকে। গতকল্য আমি ময়ূরের ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়া উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিলাম কিন্তু অদ্য বন্ধুর বিয়োগে আমি সর্পের ন্যায় কুণ্ডল পাকাইয়া আছি!

ঊনবিংশ উপাখ্যান।

আরবদেশীয় কোন এক ভূপালের নিকটে যে সমস্ত লোকেরা লয়লা মজনুনের উপাখ্যান বর্ণনা করিতে ছিলেন, আর তাহার উন্মত্ততার স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন কিন্তু এই সময়ে আর বর্ণনা করেন যে তাহার বিখ্যাত ধর্ম্ম সকল আর সদ্বক্তৃতার অদ্ভুত ক্ষমতা সকল বিলক্ষণ অধিকার ছিল মজনুন আপনাকে উন্মত্ততাতে পরিত্যাগ করিয়াছিল এবং কাননে কাননে ভ্রমণ করিতেছিল। ঐ দেশাধিপতি মজনুর এতাদৃশ দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া তাহাকে আপনার অগ্রে আনিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। পরে যখন তিনি আসিয়া উপস্থিত

হইলেন ঐ ভূপাল উঁহাকে তিরস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মজনুন মানব স্বভাবেতে যে অতি অনুপযুক্ত কার্য্য, আমি তাহা তোমাতে অবলোকন করিলাম আর যাহা তুমি করিতেছ ইহাও মুর্খের কার্য্য অতএব হে মজনুন এ সংসর্গের আমোদ সকল তুমি একেবারে পরিত্যাগ কর।

মজনুন এতদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন লয়লার প্রতি আমার প্রেমের জন্য আমার বন্ধুগণ আমাকে নিন্দা করিয়া থাকেন, হায় হায়! তাহারা কি কখন লয়লার রূপলাবণ্য অবলোকন করিবেননা, যাহাতে আমার আপত্ত গ্রহণ হইতে পারে? আমি ভগবানের কাছে প্রার্থণা করি যে যাহারা লয়লার প্রতি আমার প্রেমের নিমিত্ত আমাকে নিন্দাকরেন হে লয়লা! যে তোমাররূপদর্শন করে, তাহারা এমৎ আপ্ত বিস্মৃত হইতে পারেন যে নেবুছেদ করিবার পরিবর্ত্তে ভ্রান্তি ক্রমে আপন হস্তছেদ করিতে পারেন। হে লয়লা তুমি যে অতুল্য সুন্দরী তোমার মুখমণ্ডল যে দর্শন করিবে, সেই জ্ঞান হত হইবে। হায় হায়! হে লয়লা তুমি যে সকলের অন্তঃকরণের অপকারক তাহা কেহই জানেনা। আমাদিগের ভূপাল যদি তোমার অপরূপরূপদর্শন করেন তঁবে তিনি ও চমৎকার হইতে পারেন, তবে তোমার সুশ্রী অবয়বের বিচার করিতে সক্ষম হইতে পারেন। ঐ ভূপাল মন মধ্যে বিচার করিলেন, যে আকারেতে এতাদৃশ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে সে আকার দর্শন করা কর্ত্তব্য এই আশা করিয়া ঐসুন্দরীকে ও আনিতে আদেশ করিলেন।

ঐ দেশস্থ লোকেরা আরব দেশীয় অনেক পরিবারের মধ্যে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া ঐ লয়লাকে পাইলেন এবং রাজ অট্টালিকার বিচার স্থলের প্রাঙ্গনে ঐভূপালের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন ঐ নরপাল তাহার আকার চিন্তা করিয়া নিরীক্ষণ করিলেন যে, লয়লার অতি বিশ্রী অবয়ব এবং শীর্ণকলেবর যত অধিক ঐ নরপাল উহার আকারের বিষয় অনুমান করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ঘৃণা বোধ হইতে লাগিল। যে তাঁহার রাজগৃহে অতি অপকৃষ্ট দাসী সকল উহা অপেক্ষা সৌন্দর্য্যতায় এবং সুগঠনে শ্রেষ্ট হইতে পারে, ঐ ভুপালের মনে যাহা উদয় ও আন্দোলন হইতেছে, মজনুন তাহা বুঝিতে পারিয়া

কহিলেন হে মহারাজ! লয়লার সৌন্দর্য্য অবশ্য মজনুনের নয়নেতে নিরীক্ষণ করা হইবে। কারণ আমার পীড়াতে তোমার স্নেহ হইবেনা। কিন্তু আমার দেহে একরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিবে, যে আমি সমস্ত দিবা তাহারই কাছে আমার দুঃখের বিবরণ বর্ণনা করিব। কারণ দুইখানি কাষ্ঠের টুকরা একত্রেতে দগ্ধকরিলে একি প্রকার অনলের শিখা উৎপত্তি হয় আর সবুজ ক্ষেত্রের বিষয়ে যে কথোপকথন হইয়াছে, তাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি অর্থাৎ ময়দানের বৃক্ষের পত্র সকল যদি আমার এদুঃখ শ্রবণ করিত, তাহারাও আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া অনেক দুঃখ প্রকাশ করিত। হে আমার বন্ধুগণ উহাদিগের ধন্যবাদ দাও যাহারা প্রেমের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছে। হায় হায়! তোমরা সকলেই বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছ যে, এক প্রেমিকের অন্তঃকরণে কি উদয় হয়। যে লোকেরা সুস্থতাতে থাকে তাহারা রোগীর যন্ত্রণা কিছুই ভোগ করেনা। যাহারা দুঃখের অস্বাদন না পাইয়াছে আমি তাহাদিগের নিকটে কখনই দুঃখ প্রকাশ করিবনা।

যে লোকেরা ভীমরুলের হুলের আঘাৎ না পাইয়াছে, তাহাদিগের নিকটে উহার হুলের যন্ত্রণা বর্ণণা করাই বৃথা; আর যে সময়ে তোমার মন আমার ন্যায় দুঃখভোগ না করিতেছে, সে সময়ে আমার চিন্তার বিষয় তোমার মনে মিথ্যাগল্পের ন্যায় বোধ হইবে। আর অন্য লোকের উদ্বেগেতে আমার যাতনার সঙ্গে তুলনা করনা, কারণ আমি সর্ব্বদাই দুঃখের আঘাৎ সহ্য করি লোকেরা সেই আঘাতের লবণের ছিটা দিতে থাকে।

বিংশ উপাখ্যান।

হামাদান দেশের লোকেরা এককাজির ইতিহাস বর্ণনা করিতেছিলেন যে তিনি এক অশ্ব চিকিৎসকের একটি অতুল্য সুন্দরী কন্যার প্রতি এত অধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে তাহার অন্তঃকরণ জ্বালাতন হইয়াছিল, ঠিক যেমন অশ্বের পাএর নাল যাহা অগ্নিদগ্ধ করিলে লাল হইয়া উষ্ণ হয়, ঐ কাজীর অন্তঃকরণ ও এই প্রকার হইয়াছিল। কারণ? দীর্ঘ কাল ঐ কাজী ললনার জন্য অধিক মন দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন, পরে ঐরমণীর পশ্চাৎ দৌড়াইতে লাগিলেন, এবং

যে প্রকার জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতেছি, ঐকাজী বলিতেছেন হায় হায়! আমার দৃষ্টিতে ঐ গৌরব বিশিষ্ট বিদ্যাধরী গজেন্দ্র গমনে আগমন করিতেছেন। আহা উহার রূপলাবণ্যতে আমার চঞ্চল অন্তঃকরণকে মোহিত করিয়াছে এবং আমার সামর্থ হরণ করিয়াছে অতএব আমি উহার চরণ তলে পতিত হইব হায় হায়! উহার অপকারক নয়নদ্বয় ফাঁদস্বরূপ হইয়াছে, তাহাতে আমার মন বিহঙ্গম ধৃত হইয়াছে, চুম্বক পাষাণ স্বরূপ উহার রূপের জ্যোতিতে আমার লৌহময় অন্তঃকরণকে সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে। হে সুন্দরী! যদি তুমি আমাকে রক্ষা করিতে বাসনা কর, তবে তোমার যুগল নয়ন মুদিত কর, আর তুমি নয়ানবানে আমাকে আঘাত করনা, একি দুর্ঘটনা ও কি মনস্তাপ আমি কোন উপায়ের দ্বারা আমার চঞ্চল মনকে উহা হইতে অন্তর করিতে পারিনা, কি সর্ব্বনাশ আমি যেন মাথাভাঙ্গা সর্পের ন্যায় হইয়াছি।

আমি শ্রবণ করিলাম যে একদিবস পথ মধ্যে ঐ রমণী ঐকাজী সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তাহাতে ঐকাজি উহার কানে কানে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ইহাতে ঐসুন্দরী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন এবং অধিক নিৰ্দ্দয়তা পূর্ব্বক উহাকে কটুক্তি ও ভৎসনা করিতে লাগিলেন, আর লোষ্ট্রাঘাৎ করিতে লাগিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকারে অপমান করিতে লাগিলেন। তৎকালীন ঐ কাজির সমভিব্যাহারে এক পণ্ডিত ছিল, কাজী তাহাকে বলিলেন এসুন্দরী কামিনী কতবড় অসভ্য ইহা বলিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, আহামরি? উহার গৌরবান্বিত যুগল নয়নের ভ্রূকুটি দর্শাইতেছে। পরে আরব্য ভাষাতে বলিতে লাগিলেন আমি উহার কমল করের আঘাৎ ভাল বাসি ইহা যেন কিসমিসের ন্যায় সুমধুর, আহা হে সুন্দরী! তোমার ও কোমল কর হইতে যদি মদীয় মুখমণ্ডলে এক আঘাত পাইতাম, ইহাতে বিবেচনা করিতাম যেন সহস্তে রুটি আহার করিতেছি, এতদ্বাক্য শ্রবণে ঐললনা দ্বায়াত্র চিত্তে রাগ সম্বরণ করিলেন, ঠিক যেন ভূপালেরা যুদ্ধকালিন কথোপকথন করেন যখন তাহাদিগের শান্তি করিবার অভিলাষ হয়।

যেমন অপক্ক আঙ্গুর ফল সকল প্রথমে অম্বল বোধ হয় কিন্তু উহা-

দিগের দুই এক দিবস রাখিলে মিষ্ট হইয়া আইসে, ঐ কাজি এইরূপ কহিয়া তাহার বিচারালয়ে প্রবেশ করিলেন। পরে কতকগুলি সদাচারি ব্যক্তি যাহারা ঐ কাজির অধীনে কার্য্য করিতেন উঁহাকে কহিলেন, হে বিচার পতি অনুমতি হইলে তাহারা তাঁহাকে একটি বিষয় জ্ঞাত করেন, তথাচ ইহা বিবেচনায় অভব্যতা প্রকাশ হইতে পারে; যেমন জ্ঞানীরা বলিয়াছেন ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক করা উচিত হয়না। মহৎ লোকের দোষের কথা বর্ণনা করা ভারি অপরাধ কিন্তু উৎকৃষ্ট বিবেচনাতে যাহা ভাল হয় তাহার ভৃত্যরা তবে প্রকৃত বিবেচনা করিয়াছেল কিন্তু তাঁহাকে ইহা না জানানতে গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব ইহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য? কারণ ইহা গোপন রাখিলে বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ হয়, এই হেতু সরলতার বিধি সকল গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। হে বিচার পতি মহাশয় তুমি অবিধি অভিলাষ পরিত্যাগ কর, কেননা এক কাজির পদ হয় অতিমহৎ অতএব সামান্য এক দোষের দ্বারা ইহা ভ্রষ্ট করা কর্ত্তব্য হয়, না। আপনিত আপনার আকাঙ্ক্ষিত কর্ত্রীর চরিত্র বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন এবং তাহার কথোপকথন শ্রবণ করিয়াছেন অতএব যে স্ত্রীলোক আপনার সম্ভ্রম ভ্রষ্ট করে সে কি কখন পরের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে যে শত অর্দ্ধ বৎসর যত্ন করিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয় তাহা একটি সামান্য দোষেতে ভ্রষ্ট হইয়াযায়।

ঐ কাজি তাহার সহকারি বন্ধুবর্গের উপদেশ সপ্রমাণ করিলেন, আর তাহাদিগের সুবুদ্ধিকে এবং সৌজন্যতাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, আমার পদরক্ষার বিষয়ে আমার অমাত্যরা যে পরামর্শ দিতেছেন, সম্পূর্ণ রূপে যথার্থ এবং উহাদিগের তর্ক সকলে নিরুত্তর থাকিতে হয়, সত্য বিষয়ে সুপরামর্শ দেওনে যদি বন্ধুত্ব ত্যাগ হয়, তবে সত্য কে মিথ্যা অপবাদ দিতে হয়, তোমাদিগের যত ইচ্ছা তত আমাকে ভৎসনা এবং লাঞ্ছনাকর। কিন্তু তোমরা কৃষ্ণবর্ণ কাফরিকে কখন শ্বেতবর্ণ করিতে পারিবেনা। ঐকাজি এইরূপ বক্তৃতা করিয়া ঐ রমণীর অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, যে ঐ ললনা এক্ষণে কি করিতে ছিল, পরে অনুসন্ধান করিয়া অধিকাংশ অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। যাহার নিকটে অর্থ থাকে তাহার বাহু

ও সবল থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তির অর্থ না থাকে,এজগতে তাহার বন্ধু ও কেহ থাকেনা। যেকোন ব্যক্তি অর্থদর্শন করেন অমনি তাহার মস্তক স্বভাবত নম্র হয়। যেমন পরিমাণ দণ্ড লোহ নির্ম্মিত হইলে ও ভারাক্রান্ত পক্ষ আপনি নত হইয়া পড়ে।

সংক্ষেপেতে বর্ণণাকরি একদিবস নিশাকালে ঐ কাজি অতি গোপনে একটি সভাকরিয়া আমোদ করিতেছিলেন, ঐ দেশের থানার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন। যে ঐ কাজি তাহার নব প্রিয়তমার সহিত সমস্ত নিশা সুরাপানে সুখ ভোগ করিতেছেন, আর নিদ্রাকালীন সঙ্গিত দ্বারা সুখি হইবেন এমত আশা করিতেছেন, যে হেতু ঐ পর্য্যন্ত কুক্কুটের স্বাভাবিক সময়েতে ও রবকরেনাই এবং প্রেমিকেরা পরস্পরের সহবাসে ও তৃপ্ত হয় নাই। যেমন চৌগং অর্থাৎ এন্টাল ক্রীড়াতে আবলুসকাষ্যের দাণ্ডা গজদন্ত নির্ম্মিত্ত গোলাতে শোভাযুক্ত হয়, তেমনি ঐকাজির নবপ্রিয়তমার গণ্ডস্থল তাহার চাঁচর কেশের সহিত্ত শোভা করিতেছিল। এই সময়ে শক্রর নয়ন নিদ্রাতে ও মুদিত ছিল, তখন ঐ কাজি স্বীয় ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, হে ভৃত্য। তুমি সতর্ক হইয়া চৌকিদিতে থাক, কি জানি পাছে কোন দুর্ঘটনা আমার উপর ঘটে। যদবধি তুমি দেবালয়ের ধ্বনীকারকের প্রার্থণার সময়ের ধ্বনী শ্রবন নাকর, অথবা জগৎমান্য আতাবক নরপালের রাজ অট্টালিকার বহির্দ্বার হইতে জয়ঢাকের শব্দ শ্রবণ নাকর, তদবধি আমাকে কোন সংবাদ দিবার আবশ্যক নাই, অনভিজ্ঞ কুক্কুটের রবেতে প্রেমের সুখে বঞ্চিত হইলে উন্মত্ততা প্রকাশ হয়।

ঐকাজি যখন এরূপ আমোদ সাগরে মগ্ন ছিলেন, তখন তাহার একটি অনুচর ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হে বিচার পতি। আর তুমি এরূপ প্রকারে বসিয়া আমোদ করিতেছ, ত্বরায় উঠ এবং যতদুর চলিয়া যাইতে পার ততদূর শীঘ্র গমন কর। কারণ তোমার বিপক্ষরা যথার্থ বলিয়াছেন যে তাহারা তোমার নিমিত্তে শক্রতার একটি ফাঁদ পাতিয়াছেন। কিন্তু অত্রসময়ে এবিবাদাগ্নির ফিনকী মাত্র আছে,এইবেলা সৎকর্ম্মের বারির দ্বারা উহানির্ব্বাণ কর, কারণ কল্য ইহাতে এমন ঘটনা ঘটিবে যে এই অগ্নি শিখা প্রজ্জলিত হইয়া ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে, ঐ কাজি ঈষৎ হাস্য করিয়া নতশীর হইয়া বলিলেন ওরে ভৃত্য যদি

সিংহের থাবা স্বীকারের উপর থাকে, তথায় কুক্কুর আসিয়া কি করিতে পারে। ঐ অনুচর কহিল তবে তোমার ভৃত্যের দিকে বদন ফেরা ও এবং করের পশ্চাৎভাগ বিপক্ষকে দংশন করিতে দাও।

কাজির বিপক্ষরা ঐ নিশিতে এই দৌরাত্মের সংবাদ মহারাজার নিকটে জানাইলেন এবং কহিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে এইরূপ অহিতাচার হইতেছে। আর এই বিষয় ধৃত করিবার জন্য তাহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। ঐ মহারাজ এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে উত্তর করিলেন আমি বোধ করি ঐকাজি এসময়ের একজন পণ্ডিত মনুষ্য, অতএব তাহার দ্বারা এরূপ কার্য্য হওয়া বিশ্বাষ জনক নয়। ইহাতে এই সম্ভব হয় যে তাহার বিপক্ষরা উহাকে দোষী করনে কেবল কুমন্ত্রণা করিতেছে। অতএব এই বিষয়ে আমি কখনই বিশ্বাস করিবনা যে পর্য্যন্ত ইহা স্বয়ং না নিরীক্ষণ করি কারণ জ্ঞানীরা ইহা কহিয়াছেন।

যথা ;—যে ব্যক্তি ক্রোধেতে দ্রুতরূপে অসাধারণ করেন, পরেতে তিনি স্বীয় হস্ত চর্ব্বণ করিয়া শোক করিতে থাকেন। আমি শ্রবণ করিলাম যে, ঐ দিবসের ভোরের সময়েতে ঐ নরপাল তাঁহার প্রধান সভাষদগণ সমভিব্যাহারে ঐ কাজির শয়নাগারে গিয়া উপস্থিত হইলেন, তথায় মহারাজও অবলোকন করিলেন, দীপ জ্বলিতেছে, এবং কাজির নবপ্রিয়তমা বসিয়া আছেন, যথায় সুরাপাত্র পতিত আছে এবং ভগ্ন কাঁচের বাসন পড়িয়া আছে। আর ঐ কাজি নিদ্রার ঘোরে অথবা নেশার মত্ততাতে অচৈতন্য হইয়া আছেন বোধ হয়, যেন জীবিত অবস্থাতে জ্ঞান হারাইয়াছেন, ঐ ভূপাল অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া বলিলেন, সূর্য্য উদয় হইয়াছে, গাত্রোত্থান কর। ঐ কাজি তাঁহাকে জানিতে পারিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোন দিক হইতে সূর্য্য উদয় হইয়াছে, ভূপাল উত্তর দিলেন, পূর্ব্বদিক হইতে কাজি বলিলেন জগদীশ্বরের প্রশংসা হউক, তবে শোকের দ্বার এপর্য্যন্ত খোলা আছে,' প্রাচীন কথানুসারে ভগবানের ভৃত্য দিগের প্রতি শোকের দ্বার রুদ্ধ হবেনা, যে পর্য্যন্ত প্রভাকরের উদয় পশ্চিম দিকে না হয়, ইহা বলিয়া আবার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে আমি ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং তাঁহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করি যে, আমি শোক করিব যে এই দুই বিষয়ে আমাকে পাপেতে

লইয়াছে; একটি দুর্ভাগ্য ও দ্বিতীয়টি অল্প বুদ্ধি, হে মহারাজ! যদি ভূমিধর আমি ইহার জন্য হই, আর আপনি যদি আমাকে না ধরেন, তাহাতে আমি বলিব যে, প্রতিহিংসা অপেক্ষা ক্ষমা উৎকৃষ্ট।

ঐ নরপাল বলিলেন তোমার শোকে এক্ষণে কিছু লভ্য হইতে পারে না, কারণ তুমি জান যে তুমি প্রায় মৃত্যুভোগ করিতেছ, তস্করের শোকেতে কি উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যখন তাহার বন্ধন ছাড়াইবার ক্ষমতা নাই, অতএব বলি যখন দীর্ঘাকার লোকে বৃক্ষের শাখা হইতে ফল তুলিতে অশক্ত হয়, সে স্থলে খর্ব্বাকৃত লোকে কি উহার শাখা স্পর্শ করিতে পারে। অতএব হে কাজি তোমাকে বলি তুমি যখন এরূপ পাপেতে দোষী হইয়াছ, তখন তোমার পরিত্রাণের আশা আর নাই, নরপতি এইরূপ কহিয়া রাজ্যের বিচারপতির অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন, ইহার প্রতি দোষারোপ করিয়া পরীক্ষার জন্য বিচারালয়ে ইহাকে নিযুক্ত কর। ঐ কাজি তখন বলিলেন, মহারাজের রাজ মহিমার অগ্রে আমার একটি নিবেদন আছে; নরপাল জিজ্ঞাসা করিলেন, সেটী কি বল, কাজি বলিলেন, যতকাল; আমি আপনার অসুখের অধীনে পরিশ্রম করিব, অনুভব করুনাক যে আমি তোমার বস্ত্রের শেষভাগ ছাড়িয়া দিব।

কাজি কহিতেছেন, হে মহারাজ; যদিচ এই অপরাধ যাহা আমি করিয়াছি, অক্ষমণীয় হয়; তত্রাচ তোমার দয়া হইতে কিছু আশা করিতেছি, ভূপাল রাগত হইয়া কহিলেন, তুমি অদ্ভুত বিদ্রূপ ও চতুরতার সহিত বাক্য কহিতেছ,—কিন্তু ইহা জ্ঞানের বিপরীত বোধ-হয়, দেশের ব্যবস্থাতে আর তোমার জ্ঞানেতে এবং সৎবক্তৃতাতে বিচারপতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, কিন্তু আমার বোধে ইহা সৎপরামর্শ হবে, যে তোমাকে দুর্গের উপরিভাগ হইতে মৃত্তি-কাতে নিঃক্ষেপ করুন্, ইহাতে অপরের পক্ষে প্রমাণ থাকিবে ঐ কাজি বলিলেন, হে পৃথিবীনাথ! আমি তোমার পরিবারের মধ্যেতে দীর্ঘকাল পালন হইতেছি, অতএব এরূপ অপরাধের দণ্ডাজ্ঞা আমি একক কেন ভোগ করিব, তন্নিমিত্ত আমি আপনাকে মিনতি করিতেছি, যে, তুমি আর কাহাকে শীঘ্র আমার সঙ্গ করিয়া দাও, এইজন্য যে ঐ প্রমাণের দ্বারা আমিও উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, মহারাজ

কাজির এরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হাসিলেন, এবং উহার জীবন রক্ষা করিলেন, এবং উহার বিপক্ষগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই আপন আপন দোষভারগ্রস্ত আছ, অতএব পরের দোষ দেখিয়া নিন্দা কর না, কেননা যে ব্যক্তি আপনার দোষ বুঝিতে পারে সে কখনও পরের দোষে দোষারোপ করে না।

কোন স্থানে এক রসিক এবং সুশ্রী যুবা পুরুষ ছিলেন, তিনি এক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, আমি শ্রবণ করিলাম যে তাহারা উভয়ে মহাসাগরোপরে পোতারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাহারা উভয়ে একত্রেতে এক ঘূর্ণায়মান বারিমধ্যে পতিত হইলেন। ঐ নাবিকেরা যখন ঐ যুবা পুরুষের নিকটে গিয়া উহার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন, এবং বিনাশের ভয়ঙ্কর সীমা হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ঐ যুবা পুরুষ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, এবং ইঙ্গীতের দ্বারা ঐ তরঙ্গের মধ্যে আপন প্রাণের প্রিয়তমাকে দেখাইতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে নাবিকগণ অগ্রে আমার প্রাণেশ্বরীর হস্ত ধারণ কর, পশ্চাৎ আমাকে ধর এই বাক্যেতে সমুদয় লোক উহার যথেষ্ট প্রশংসা এবং অনুরাগ করিতে লাগিলেন। শ্রবণ করা হইয়াছে যখন ঐ যুবার আয়ুশেষ হয়, তখন তিনি কহিয়াছিলেন, যথা—যে দুরাত্মা বিপদ্ সময়ে আপন প্রেয়সীকে বিস্মৃত হয়, তাহার নিকটে প্রেমের কাহিনী কখন শিক্ষা কর না। এইরূপ প্রকারে ঐ উভয় যুবক যুবতী দিগের আয়ুশেষ হইল।

অতএব বহুদর্শী এবং বিজ্ঞ জ্ঞানীদিগের নিকটে প্রেমের রীতি সকল শ্রবণ করিয়া শিক্ষা কর; যেমন বোগ্দাদ নগরবাসীরা আরব্য-ভাষাতে প্রিয় হন, তেমনি প্রেমের ধারা এবং রীতি সকলেতে সাদিপ্রিয় হন, সে যাহা হউক তুমি যে রমণীকে মনোনীত করিবে তাহার প্রতি তোমার চিত্ত দৃঢ়রূপে স্থির রাখিবে, অপর অঙ্গনা অবলোকনে অন্ধ হইয়া থাকিবে। যদি এক্ষণে লয়লা এবং মজনুন জীবিত অবস্থাতে থাকিতেন, তাহারা ব্যগ্রতাপূর্ব্বক এই পুস্তক হইতে এই প্রেমের ইতিহাস শিক্ষা করিতেন।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

———***———

প্রথম উপাখ্যান।

দৌর্ব্বল্য ও বার্দ্ধক্য।

দামাস্ক নগরের এক দেবালয় মধ্যে কতকগুলি পণ্ডিতের সঙ্গে বাদানুবাদেতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, হঠাৎ এক যুবা পুরুষ উহার বহির্দ্বারে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি পারস্যভাষা বুঝিতে পারেন, তাহারা সকলেই আমাকে দেখাইয়া দিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বিষয়টি কি? তিনি উত্তর করিলেন, এক প্রাচীন লোক তাহার দেড়শতবৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, মৃত্যু যন্ত্রণাতে আছেন, এবং পারস্য ভাষাতে কি বলিতেছেন; তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া তথায় যাওয়াতে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করেন, তবে তুমি পারি-তোষিক প্রাপ্ত হইবে, বোধ হয় তিনি দানপত্র করিবার ইচ্ছা করিতে-ছেন, ইহাতে আমি তাহার মস্তকের নিকটে যাইয়া যখন উপস্থিত হইলাম। তখন তিনি বলিলেন যে আমি আশা করিতেছি যে, যত দিবস জীবিত থাকিব সুস্থশরীরে থাকি কিন্তু আমার এমনকষ্ট হই-য়াছে, যে আমি নিশ্বাস নিঃক্ষেপ করিতে পারি না। হায় হায়! আমার গত সময়েতে অতি অল্প আহার করিতাম, কিন্তু হিংসক লোকেরা বিস্তর আহার করে বলিয়া জনরব করিত। আমি উহার কথার বাক্যার্থ আরব্য ভাষাতে ঐ দামাস্কবাসীদিগকে বুঝাইয়া দিলাম, তাহারা বৃদ্ধের কথা শুনিয়া সকলেই চমৎকার হইলেন, যে এত বৃদ্ধ বয়েসেতে তিনি সংসারিক কার্য্যের নিমিত্ত খেদ করিতেছেন। তখন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, যে তিনি কেমন আছেন বৃদ্ধ কহিলেন আমি কি বলিতে পারি। আর বলিলেন হে জ্ঞানী তুমি কি অবলোকন করনাই যে, ঐ ব্যক্তি কত যন্ত্রণা সহ্য করেন। যাহার বদন হইতে একটি দন্ত উৎপাটন করে তবে এইটি বিবেচনাকর

যে যখন প্রশংসিত বপু হইতে প্রাণ বায়ু বিয়োগ হইবে, তখন সে সময়েতে কি অবস্থা ঘটিবে। আমি বলিলাম হে বৃদ্ধ! তোমার জ্ঞান হইতে মৃত্যু আশঙ্কা পরিত্যাগ কর, আর মৃত্যুর ত্রাসেতে তোমার দেহকে যেন পরাভব করেনা। কারণ পণ্ডিতেরা ইহা বর্ণনা করিয়াছেন যে, যদিও অন্য জীবজন্তুরা সবল থাকে, তত্রাচ ইহাতে অস্মদাদির বিশ্বাসকরা অকর্ত্তব্য! মনুষ্যের পক্ষে যদিও পীড়া বড় ভয়ানক, তথাচ নিকট মৃত্যুর নিশ্চয় প্রমাণ নাই, অতএব যদি তুমি অনুমতি কর আমি এক চিকিৎসক আনিতে লোক প্রেরণ করি, তাঁহার ঔষধ সেবন দ্বারা তুমি আরগ্য হইতে পার! বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, হায় হায়! যে অট্টালিকার মুল নির্ম্মুল হইবার সম্ভাবনা তাহার উপরের গৃহ সুশোভিত করিলে কি ফল হইতে পারে। বৃদ্ধলোক পীড়ার যন্ত্রণায় খোলাখাপড়ার ন্যায় ভগ্ন হইতে থাকেন, তদ্দৃষ্টে বিজ্ঞচিকিৎসক ও করতালি দিতে থাকেন! পীড়ার যন্ত্রণাতে পীড়িত ব্যক্তি বিলাপ করিতেছেন, কিন্তু কাষ্টপাদুকা পরাইবার জন্য তাহার গৃহিণী চরণতলে তৈল মর্দ্দন করিতে থাকেন। যখন জীবাত্মা ধ্বংশ হয় তখন কবজ ধারণ কিম্বা ঔষধ সেবন কোনকার্য্যের হয়না!

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

এক প্রাচীন লোক আপনার কাহিনী আপনি বর্ণনা করিয়া বলিতেছিলেন, আমি যখন একযুবা রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন প্রতিদিন আমার শয়নাগারে পুষ্প দিয়াসুশোভিত করিতাম, আর তাহার সঙ্গে বিরলে বসিতাম এবং আমার মন ও নয়ন কেবল তাহার উপর স্থির রাখিতাম, অনেক নিশিবিনা নিদ্রাতে বঞ্চনা করিতাম। সে প্রেয়সীকে রসিক করিবার জন্য কত উপহাস ও নানাপ্রকার রসিকতা করিতাম; একরাত্রিতে আমি তাহাকে বলিলাম হে প্রেয়সী! অদৃষ্ট তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। যেহেতু তুমি এক বুদ্ধিমান প্রাচীন লোকের সংসর্গে মিলন করিয়াছ, জিনি জগৎ দর্শন করিয়াছেন এবং উত্তম অধম ভাগ্যের নানাপ্রকার কার্য্যেতে বহুদর্শী আছেন, তিনি সভ্যসভার নীতি সকল উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন, এবং বন্ধুত্বের সকল কার্য্য উত্তম রূপে জানেন তিনি হন প্রেমিক সুভব্য সুরসিক এবং সদআলাপী।

তোমার স্নেহের উপার্জ্জন করিতে আমি অত্যন্ত যত্ন করিব, ইহাতে

তুমি যদি আমার প্রতি সৎব্যবহার না কর তাহাতে আমি বিরক্ত হইবনা আর যদি তোতা পক্ষীর ন্যায় তোমার খাদ্য কেবল স্বকর হয় তাহাও যোগাইতে আমি বিশেষ চেষ্টা করিব। অতএব বলি যুবা পুরুষেরা অতি অসভ্য তুমি তাহাদিগের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ করিবেনা। কেননা তাহারা অতিশয় নির্ব্বোধ একগুঁয়াড় এবং ভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবি আর তাহারা আপনাদের পদ এমন পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে যে, প্রতি নিশিতে এক এক নূতন স্থানে শয়ন করে এবং প্রতি দিবস এক এক নূতন অন্তরঙ্গতা সৃজন করে, যুবা পুরুষেরা সতর্ক এবং সুশ্রী হইতে পারে, কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা প্রেমাকাঙ্ক্ষিত থাকে, অপরের কাছে কোন প্রকারে বিশ্বাসী হইতে পারেনা। তাহারা বুলবুলী পক্ষীর ন্যায় গোলাপ বৃক্ষের ঝোপেতে বসিয়া সঙ্গীত আলাপ করিতে থাকে, কিন্তু প্রাচীন লোকেরা জ্ঞানেতে সময় ব্যয় করেন এবং সৎব্যবহারে কালহরণ করেন, যুবা বয়েসেতে প্রাচীন লোকেদের ন্যায় বিজ্ঞ হয়না। আপনার অপেক্ষা এক উত্তম লোকের অন্বেষন কর, কারণ তাহা ঘটিলে সে তোমাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করিবে, কারণ আপনার ন্যায় একজনের সঙ্গে যদি তুমি থাক বিনাউন্নতিতে জীবন যাপন করিতে পারিবে।

ঐ প্রাচীন বলিলেন যে এইরূপ ধারাতে আমি অধিক সময় বক্তৃতা করিলাম এবং মনে মনে অনুভব করিলাম যে ঐললনার অন্তঃকরণকে জয় করিয়াছি, কিন্তু তখন হঠাৎ তিনি অন্তঃকরণের আদি স্থান হইতে একটি শীতল নিঃশ্বাস নির্গত করিলেন এবং কহিলেন আপনার এই সকল উৎকৃষ্ট বাক্য যাহা আপনি এক্ষণে বক্তৃতা করিলেন, মদীয় জ্ঞান নিমিত্তে ইহার ভার ধারণ করিতে পারেনা, সে যাহাহউক আমি একটি শ্লোক আমার ধাত্রীর নিকট শ্রবণ করিয়াছি। যে যদি তুমি একযুবতির পার্শ্বেদেশ তীর দ্বারা বিদীর্ণ কর তাহাতে তিনি এত অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবেননা, যত যন্ত্রণা প্রাচীনের সহবাসে ভোগ করিবেন। ঐ প্রাচীন ব্যক্তি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন যে উহার ঐক্য করা অসাধ্য হইয়া উঠিল এবং পরেতে আমাদিগের পরস্পরের ভিন্নতা হইয়াগেল পরে উক্ত সময়ের দেশের ব্যবস্থার দ্বারা এই আজ্ঞা হইল যে আমাকে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন। তখন ঐস্ত্রীলোক একটি কুস্বাভাবিক দুঃশীল এবং ধন্যদশাগ্রস্থ এক যুবা পুরুষকে বিবাহ করিলেন। অতএব

দরিদ্রতার সহিত কষ্টভোগের যন্ত্রণা তিনি অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিলেন।সে যাহাহউক তিনি আপনার ভাগ্যের নিমিত্ত পুনঃ২ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন জগদীশ্বরের প্রশংসা হউক যে আমি অতি অধম যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি, এবং নিত্যসুখ উপার্জ্জন করিয়াছি। আর নবস্বামীকে বলিলেন হে প্রাণনাথ তুমি অতি সুশ্রী হও অতএব তোমার সকল অহিতাচার এবং কুস্বভাব তোমার উৎকৃষ্ট আকারের দ্বারা অন্তর রাখিব। আর অপরের সঙ্গে স্বর্গ বাস করা অপেক্ষা তোমার সঙ্গে নরকেতে দগ্ধ হওয়া উৎকৃষ্ট, কেননা এককুৎসিতা রমণীর কর হইতে গোলাপ পুষ্পের সৌরভ লওয়া অপেক্ষা সুন্দরী কামিনীর মুখের পলাণ্ডু আঘ্রাণ অধিক সৌরভযুক্ত বোধ হয়।

তৃতীয় উপাখ্যান।

ডাএরব্যাকর ভূপালের রাজত্যর মধ্যে আমি এক অতি বড় ধনাঢ্য প্রাচীন লোকের আলয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গিয়াছিলাম, সেই প্রাচীন ব্যক্তির একটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুত্রছিল। ঐনিশিতে তিনি বলিতে লাগিলেন যে আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এই পুত্র বিনা আর সন্তান সন্ততি নাই, ইহাও বহুকষ্টে প্রাপ্ত হইয়াছি, কারণ এই স্থানের নিকটে একটি পবিত্র বৃক্ষ আছে, যাহার নিকটে দেশস্থ লোকেরা স্বীয় স্বীয় অভিষ্ট সিদ্ধ্যার্থে সর্ব্বদা গতায়াত করেন। ইহা অবলোকনে আমি ও অনেক নিশি এই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। তাহাতে কৃপাবান ভগবান্ মৎপ্রতি সদয় হইয়া এই তনয়টিকে দান করিয়াছেন। পরে আমি শ্রবণ করিলাম যে ঐ সন্তানটি অতি মৃদুস্বরে তাহার বন্ধুগণের নিকটে এই বলিতেছিল, যথায় এই পবিত্র বৃক্ষ আছে তাহা আমি জানিতে পারিলে কতই না সুখি হইব, কারণ আমার পিতার মৃত্যুর নিমিত্ত আমি ঐবৃক্ষের তলে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিব, ঐ পিতা তাহার সন্তানের এরূপ কথাতে অধিক আমোদ করিতে লাগিলেন কিন্তু ঐ পুত্র তাহার জনকের জীর্ণ অবস্থাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

অতএব বলি অনেক বৎসর গতহবার পর, যদি তুমি তোমার পিতার কবরস্থান দর্শন কর, তাহাতে তোমার পিতামাতাকে কিরূপ প্রকার

সেবাভক্তি দেখান উচিত হয়, যদ্দ্বারা তুমিও তোমার মৃত্যুর পরে তোমার পুত্র হইতে সেইরূপ সেবাভক্তি প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পার।

একবার যৌবনাবস্থার সামর্থতে আমি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলাম এবং নিশাকালেতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া এক পর্ব্বতের নিকটে শয়ন করিয়া থাকিলাম একটি দুর্ব্বল প্রাচীন লোক সড়াই হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন, কেন তুমি এখানে নিদ্রাযাইতেছ, এস্থান আরামের নিমিত্ত নয়। আমি তাহাকে বলিলাম আমি কি প্রকারে এস্থান হইতে গমন করিতে পারি, আমার চলিবার সামর্থ নাই, তিনি উত্তর করিলেন তুমি কি শ্রবণ কর নাই, ইহাতে কথিত আছে যে ধীরে ধীরে গমন কি খঞ্জের ন্যায় চলন দ্রুত গমন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

হায় হায়! যুবারা তোমাদিগের ভ্রমণের শেষ দিবসে পোঁছাইতে যদি অভিলাষ কর ব্যাস্ত হইওনা, আমার উপদেশেতে মনোযোগদাও এবং ধৈর্য্যতা শিক্ষাকর, কারণ এই আরব দেশীয় ঘোটক হদ্দ দুইঘণ্টা পর্য্যন্ত দ্রুতরূপে গমন করিতে পারে, তাহার পর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কিন্তু দুর্ব্বল উষ্ট্র দিবানিশি ভ্রমণ করিয়াও গমনে অসক্ত হয়না।

পঞ্চম উপাখ্যান।

এক সতর্ক মনোহর এবং আমোদি যুবা পুরুষ অতি সুধীর অস্মদাদির আমোদি সভার সভ্য ছিলেন, চিন্তা কোনরকমে তাহার অন্তঃকরণে প্রবেশ করে নাই, পরিহাসেও কখনই নীরব থাকিতেন না, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অধিক সময় ব্যয় হইত যদি আমার কোন ঘটনায় প্রতিবন্ধক না হইত। পরেতে আমি যখন স্ত্রী ও সন্তানসন্ততি সমভিব্যাহারে তাহাকে দেখিলাম, তাহার অবয়ব আর সেরূপ নাই, তাহার আমোদ সকল একেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং আকৃতিও বিকৃতি হইয়াছে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহার কারণ কি? তিনি উত্তর করিলেন, আমার সন্তান সন্ততি হওয়াতে আমি বাল্য ক্রীড়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব বলি যখন তুমি প্রাচীন হবে, যুবাকালের পরিহাস ক্রীড়া এবং বিদ্রূপ পরিত্যাগ কর, বৃদ্ধাবস্থাতে যুবাকালের উজ্জ্বলতার নিমিত্ত আশা করনা; কারণ

ঐ সময় আর তোমার অভিপ্রায়েতে পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে না, তাহার প্রমাণ দেখ যখন শস্যর বৃক্ষ সকল অপরিপক্ক থাকে তখন বায়ুর দ্বারা তরঙ্গ বোধ হইতে থাকে, কিন্তু ইহা পরিপক্ক হইলে তাহার আর তরঙ্গ উঠেনা। অতএব যুবাকালের সময় এক্ষণে বহির্ভূত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সেই কালের আমোদও গিয়াছে। হায় হায়। ঐ সকল সময়ে অন্তঃকরণকে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল করিত, তাহার প্রমাণ দেখ, যথা,—যেমন বলবান সিংহ খাবার সামর্থ খোয়াইলে বৃদ্ধ চিতাবাঘের ন্যায় হয়, আমিও তেমনি বৃদ্ধ হইয়া একটুকু পনিরের জন্য কলহ করিয়া থাকি।

ইহার উদাহরণ একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক কলপের দ্বারা তাহার মস্তকের শ্বেতবর্ণ কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিতেছিলেন, আমি তাহাকে কহিলাম, অগো আমার বৃদ্ধমাতা! তোমার শ্বেতবর্ণ কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছ, কিন্তু তোমার কুব্জ আকৃতিটিকে সোজা করিতে পারিলে নাই।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

একদিবস আমি যুবাকালের অজ্ঞানতাতে আমার গর্ভধারিণীকে কটুক্তি করিলাম; তাহাতে তিনি আন্তরিক বিরক্ত হইয়া গৃহের কোণেতে গিয়া বসিলেন, এবং রোদন করিতে করিতে বলিলেন। হে পুত্র! তোমার বাল্যাবস্থাতে আমাকে যে কষ্টদিয়াছিলে, তাহা কি তুমি বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ? যে এক্ষণে তুমি এরূপ নির্দয়তা ব্যবহার আমার প্রতি করিতেছ, আহা! এ বিষয়ে একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক তাঁহার তনয়ের প্রতি কি উত্তমবচন বলিয়াছিলেন, যখন তিনি তাঁহার তনয়কে দেখিলেন যে, এক হস্তীর ন্যায় সামর্থ পাইয়া এক ব্যাঘ্রকে জয় করিতে পারগ হইয়াছেন। হে পুত্র! যদি তুমি তোমার বাল্যাবস্থার সময় স্মরণ করিতে, যখন তুমি নিরাশ্রয়ী হইয়া আমার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে আমার প্রতি এরূপ অসৎব্যবহার কখনই করিতে না। এক্ষণে আমি একটি প্রাচীনা স্ত্রীলোক হইয়াছি; এবং তুমি এক সিংহের ন্যায় বলবান হইয়াছ, অতএব আর কি তোমার বাল্যাবস্থার কথা স্মরণ হবে।

সপ্তম উপাখ্যান।

এক ধনী কৃপণের একটি সন্তান অতিশয় পীড়িত হইয়াছিল, তাহার অমাত্যেরা তাঁহাকে বলিলেন এ বিষয়ে দৈবকর্ম্ম করা আবশ্যক হয়। তুমি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণগ্রন্থ প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করাও নচেৎ কোন দেবালয়ে বলি উৎসর্গ করাইয়া বলিদান করাও, যাহাতে পরম দয়ালু পরমেশ্বর এ তনয়টিকে সুস্থ করিতে পারেন। ঐ কৃপণ ক্ষণেককাল বিবেচনার পরে কহিলেন, ধর্ম্মপুস্তক কোরাণগ্রন্থ পাঠ করাই উৎকৃষ্ট। কেননা, ইহা উপস্থিত আছে; আর বলিদানের পশুপাল অনেক অন্তরে আছে; অধার্ম্মিক লোক ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন তিনি যে কোরাণগ্রন্থ অধ্যায়ন করিতে মনোনীত করিলেন কারণ ইহার কথাগুলি তাহার জিহ্বার অগ্রভাগে আছে, এবং বলিক্রয় করিবার অর্থ তাঁহার অন্তঃকরণের ভিতরে আছে,—হায় হায়! ধর্ম্মকর্ম্মের ক্রিয়াসকল যদি ভিক্ষার দ্বারা হইত তাহা হইলে ধর্ম্মকর্ম্ম গর্দ্দভের ন্যায় কর্দ্দমে পতিত হইত, কিন্তু যদি কোরাণগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় কেবল প্রয়োজন হইত, লোকেরা ইহা অনায়াসে শতবার পাঠ করিতে পারিত।

অষ্টম উপাখ্যান।

লোকেরা একটি স্ত্রীবিয়োগী প্রাচীন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তিনি বিবাহ করেন না, তিনি উত্তর করিলেন, আমি বৃদ্ধা রমণীকে গ্রাহ্য করি না. ঐ লোকেরা বলিল তোমারত বিষয় আছে, কেন এক যুবারমণীকে বিবাহ করনা, ঐ বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন যে, আমি এক প্রাচীন মনুষ্য যখন আমি বৃদ্ধা রমণীতে সন্তোষ হইলেন না, তখন আমি কি প্রকারে আশা করিতে পারি যে এক যুবতী কামিনী আমাতে রত হবে।

নবম উপাখ্যান।

আমি শ্রবণ করিয়াছি, যাহা দীর্ঘকাল গত হয় নাই, এক জীর্ণ প্রাচীন মনুষ্য তাহার হতবুদ্ধি হওয়াতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন,

এবং এক সুরূপা কুমারীকে বিবাহ করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন, তাহার নাম ছিল রত্ন, যে রমণী রত্নের মকুটের ন্যায় মানব দৃষ্টি হইতে লুক্কাইত থাকে, পরে অত্যন্ত সমারোহপূর্ব্বক এই বিবাহ সম্পূর্ণ হইল। কিছুকাল পরে ঐ বৃদ্ধ তাহার অমাত্যগণের নিকটে ঐ স্ত্রীর বিষয়ে অভিযোগ আরম্ভ করিলেন, এবং প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, ঐ নির্ব্বোধ বালিকা তাঁহার অপর পরিবারকে অপমান করিয়াছে, এইরূপ দন্দ্বতা এবং বিবাদ ঐ দলের মধ্যে ধাবমান হইতে লাগিল, এবং অবশেষে ঐ অভিযোগ বিচারালয়ের প্রধান কর্ম্মাধক্ষ্যের অগ্রে উপস্থিত হইল, এবং বিচারপতি কাজী যখন ঐ সকল বিষয় নিষ্পত্ত করেন তখন সাদি বলিলেন হে বিচার পতি! এ বালিকাকে দোষী করা উচিত হয় না, বরং বৃদ্ধকে দোষী করা যাইতে পারে, কারণ তাহার কম্পান্বিত হস্তদ্বারা কি প্রকারে এ রত্নকে ছিদ্র করিতে পারে?

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্তঃ।

সপ্তম অধ্যায়।

———***———

প্রথম উপাখ্যান।

বিদ্যার মোহিনী শক্তি।

কোন এক রাজমন্ত্রীর একটি নির্ব্বোধ সন্তান ছিল, যাহাকে তিনি এক পণ্ডিতের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার বাসনা এই যে, তিনি তাহাকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেন; আরও আশা করেন যে, তাঁহার উপদেশে উহার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু তাহার বিদ্যাশিক্ষায় কোন ফল দর্শিলনা দেখিয়া শিক্ষক মহাশয় লইয়া উহার জনকের নিকট একটি লোক প্রেরণ করিলেন। যিনি ঐ রাজমন্ত্রীকে কহিলেন, হে মন্ত্রিন্! তদীয় তনয়ের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, ইহাঁকে পাঠ দেওয়াতে শিক্ষককে প্রায় উন্মত্ত করিয়াছে। যদি স্বভাবে সাধ্যতা দান করিত, তবে উহার মনে উপদেশও প্রবেশ

করিত। তাহার প্রমাণ এই কদর্য্যলৌহকে পরিষ্কার করিলে কখনই ভাল হয়না। সপ্তসিন্ধুমধ্যে এক সারমেয়কে ধৌত করিয়া দিলেও তাহার দেহ আদ্র থাকিতে থাকিতে আবার অপরিষ্কার হইবে। মক্কা-তীর্থতে যদি প্রভূ ইযুখ্রিষ্টকে এক গর্দ্দভে লইয়া যায়, তাঁহার প্রত্যা-গমনে সে গর্দ্দভই থাকে।

দ্বিতীয় উপাখ্যান।

একজন বিদ্যান তাহার পুত্রগণকে এইরূপপ্রকার উপদেশ দিয়া-ছিলেম। হে আমার প্রিয় সন্তানেরা জ্ঞান উপার্জ্জন কর, কারণ সাং-সারিক ধন ঐ কার্য্যে বিশ্বাস করিও না? তোমাদিগের স্বদেশ হইতে পদের ব্যবহার কোন কার্য্যের হইবে না, এবং বিদেশভ্রমণে অর্থ নষ্ট কিম্বা বিপদ ঘটিতে পারে। কারণ হয়ত তস্করে সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া পলায়ন করিবে, অথবা ধনাধীকারক ক্রমে ক্রমে ইহা ক্ষয় করিবে। কিন্তু বিদ্যা চিরস্থায়ী অর্থ, ইহার প্রমাণ দেখ, যদি এক বিদ্যান ধনবান না হয়েন, তথায় তাঁহার চিন্তার প্রয়োজন হয় না। কারণ বিদ্যা মহাধন, এক পণ্ডিত ব্যক্তি যথাতথা গমন করিয়া সমাদরই প্রাপ্ত হন, এবং যথাতথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করেন, সে সময়ে মুর্খলোক কেবল কষ্ট পায়, আর অতি কষ্টে আহার করিয়া দুঃখের সহিত যুদ্ধ করে। আর যদিও দৈবাৎ সুখভোগ করে, তা-হাতেও আন্তরিক দুঃখভোগ করিয়া বিদ্যানকে মান্য করিতে বাধিত হয়, যে ব্যক্তি বিদ্যাতে ব্যবহার্জ্জিত হয়, সে কখন পৃথিবীতে অসভ্যতা সহ্য করিতে পারেনা।

দামাস্ক নগরে একবার রাজ উপদ্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে অনে-কেই স্বীয় স্বীয় বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন এক কৃষকের পণ্ডিত সন্তানেরা ঐ দেশের মন্ত্রী হইলেন? তখন ঐ রাজার সাবেক মন্ত্রীর মুর্খপুত্রেরা ঐ দেশে দরিদ্র হইয়া ভিক্ষা মাঙ্গিতে লাগিলেন, যদি তুমি তোমার পৈতৃকবিষয়ে উত্তরাধিকারি হইতে চাহ, পিতা হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন কর, কারণ পিতার সঞ্চিতধন দশ দিবসে ব্যায় হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু জ্ঞান ধন চিরকাল থাকে।

তৃতীয় উপাখ্যান।

একপণ্ডিত ব্যক্তি এক রাজকুমারকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতেন। ঐবালক এরূপ নিগ্রহ সহ্য করণে অপারক হইয়া পিতার নিকট নিবেদন করিলেন এবং বিবস্ত্র হইয়া প্রহারের চিহ্ন সকল দেখাইলেন! ইহাতে তাহার পিতার অন্তঃ-করণ দুঃখীত হওয়ায় উক্ত শিক্ষককে ডাকাইয়া আনিলেন ও বলিলেন, হে শিক্ষক! আমার পুত্রের প্রতি তুমি যে রূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছ, এরূপ ব্যবহার আমার প্রজাগণের সন্তানদিগের প্রতি করনা যেন, ইহার কারণ কি ঐশিক্ষক উত্তর করিলেন হে মহারাজ!শ্রবণকরুণ, সাধারণ মানব জাতিতে উপযুক্ত কথা কহিয়া আমোদজনক ধারায় যত আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভূপালেরা সেই বিষয়ে অধিক আনন্দ অনুভব করেন। যে কিছু তাঁহারা বলেন অথবা করেন সকলেই তাহা নিশ্চয় বোধ করেন। কিন্তু সে সময়ে সাধারণ লোকের কথা এবং কার্য্য এত অধিক ফল প্রাপ্ত হয়না; যেমন রাজাদিগের হইয়া থাকে। যদি একজন উদাসীন সন্নাসী একশত অন্যায় কার্য্যকরেন, উহার সঙ্গিরা তাঁহার একটি দোষ ও ধরেননা, কিন্তু রাজা যদি একটি অন্যায় কার্য্য করেন, তাহা তৎক্ষণাৎ রাজ্যে রাজ্যে রাষ্ট হইয়া পড়ে, অতএব যুবরাজ দিগের ভাল রীতি নীতি শিক্ষা দেওনে ইতর লোক অপেক্ষা অধিক ক্লেশ এবং পরিশ্রম করিতে হয়।

যে ব্যক্তি বাল্যাবস্থাতে উত্তম রীতি নীতি শিক্ষা নাকরেন, সেকখন যৌবনাবস্থাতে কোন গুণে পারেননা! কাঁচা বৃক্ষশাখা ইচ্ছানুসারে বক্র করিতে পারে, কিন্তু ইহাশুষ্ক হইলে কখনই অনল বিনা সোজা হইবে না? আর যথার্থ শুষ্ককাষ্টের বক্রতা কখনই সোজা করিতে পারিবেনা, কিন্তু কোমল বৃক্ষের শাখাকে অনায়াসে সোজাকরিতে পারিবে। শিক্ষকের হিতোপদেশ মহারাজ মনোনীত করিলেন এবং শিক্ষক যে রীতি নীতির বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন, ইহা শ্রবণে মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া উহাকে এক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দান করিলেন এবং বিবিধ প্রকারে উহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ উপাখ্যান।

আফ্রিকা দেশেতে আমি একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দেখিলাম,

যাহার কদাকার আকার এবং কর্কশ ধ্বনী ছিল। তিনি অত্যন্ত অসৎ ভীরু এবং রাগিছিলেন, তাহার দর্শনে মুসলমান মাত্রেই অসুখি হইতেন। এবং তাহার কোরাণ গ্রন্থ অধ্যায়নে মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ সকল বিরক্ত হইয়া উম্মত্তের ন্যায় হইত। কতকগুলি সুশ্রীবালক ও সুন্দরী কুমারীগণ বিদ্যাশিক্ষার্থে তাহার অহিতাচারি বাহুর মধ্যে অধিনছিল। ঐছাত্রগণের মধ্যে তাঁহার সম্মুখে হাস্য পরিহাস করিবার অথবা কথা কহিবার সাহস ছিলনা, কারণ তিনি বালক বলিকাগণের গণ্ডস্থলে অতিশয় প্রহার করিতেন এবং দুষ্ট ছাত্র গণের পদদ্বয় বন্ধন করিয়া রাখিতেন। সংক্ষেপ বর্ণনা করি যে, ঐ শিক্ষকের চরিত্রের কিয়ৎ অংশ প্রকাশ হওয়ায় দেশস্থ লোকেরা তাহাকে প্রহার করিয়া বহিস্কৃত করিয়াদিল এবং ঐবিদ্যালয় একটি ধার্ম্মিক সৎ নম্র এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এমনি ধীর ছিলেন যে, একটী কথাও কাহাকে কহিতেননা; যদি তাঁহাকে অত্যন্ত অনুরোধ ও করা হইত। আর ছাত্র গণের মধ্যে কাহার উপর কোন হানি হইলে ও কিছুই বলিতেননা। ঐ ছাত্রগণের অভিপ্রায়ে পূর্ব্বের শিক্ষকের অতিশয় আশঙ্কা ছিল। এ নূতন শিক্ষকের ধীর স্বভাব দেখিয়া তাহারা পরষ্পরে দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিল। ছাত্রগণেরা তাঁহার নম্র স্বভাবের উপর বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগের অধ্যয়নের বিষয়ে অমনোযোগী হইলেন, আর ক্রীড়াতে অধিকাংশ সময় বৃথাব্যয় করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের লেখাপড়া সমাপ্ত নাকরিয়া লিখিবার মেজদ্বারা পরস্পরের মস্তকেতে আঘাৎ করিতে লাগিলেন। ঐশিক্ষক ও তাহাদিগের উপদেশ দেওয়াতে সম্মত হইলেননা, ঐছাত্রেরা ভেকের ন্যায় লম্ফ ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। একপক্ষ পরে ঐ দেবালয়ের বহিদ্বারের নিকট দিয়া আমি গমন করিতেছিলাম হঠাৎ সেই পূর্ব্বের শিক্ষককে দেখিলাম, যাহাকে ঐদেশস্থ লোকেরা উৎসাহ দিয়া পুনরায় তাহার পূর্ব্ব পদে স্থিত করিয়াছেন!

তদ্দৃষ্টে যথার্থ আমি চিন্তিত হইলাম এবং পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, আবার কেন এই দেশের অধিবাসিরা ঐ স্বর্গীয় দূতের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় বার ঐ কদাকার শয়তানকে নিযুক্ত করিলে? তথায় একটি প্রাচীন বহুদর্শী লোক আমার কথাটি শ্রবণ করিয়া হাসিয়া

বলিলেন, আপনি কি জ্ঞাত নহেন যে, এক নরপাল তাহার তনয়কে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং একটি রজত নির্ম্মিত লিখিবার মেজ ও ঐসঙ্গে দিয়াছিলেন। ঐ মেজের উপরিভাগে কাঞ্চনে, অক্ষরে এই লেখাছিল যথা—"শিক্ষকের নির্দ্দয় ব্যবহার পিতার আদর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

এক ধার্ম্মিক লোকের পুত্র তাহার খুল্লতাতের দান পত্রের দ্বারা অধিক ধনের উত্তরাধিকারী হইলেন। তদ্দারা অত্যন্ত অপব্যায় এবং এমৎ হানিজনক লম্পট হইলেন যে, অতিদোষ জনক পাপ কর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুই করিতেননা। তথায় এমন কোন মাদক দ্রব্য ছিলনা যে, তিনি তাহার আস্বাদন লননাই। ইহাতে এই বলিয়া একবার আমি তাহাকে উপদেশ দিলাম। হে আমার পুত্র। অর্থদ্রুতগামি স্রুতের ন্যায় হয় এবং আমোদ একজাতাযন্ত্রের ন্যায় ঘুরিতে থাকে। অতএব যাহার কিছু নিশ্চয় আয় থাকে তাহার ব্যয় করা শোভাপায়।

পঞ্চম উপাখ্যান।

হেযুবা পুরুষ যখন তোমার কোন নিশ্চয় আয় নাই, তখন তোমার ব্যয়েতে পরিমিত হওয়া কর্ত্তব্য, কারণ এই বিষয়ে নাবিকদিগের একটি সঙ্গত আছে তাহার অর্থ এই; পর্ব্বতোপরি বরিষার বারি যদি পতন হয়, তবে বৎসরের মধ্যে এইটাইগ্রিশ নদীর জল শুষ্ক হইয়া কেবল বালুকা রাশি শয্যার ন্যায় হয়। অতএব জ্ঞান এবং ধর্ম্ম ব্যবহার কর ও কুকর্ম্ম পরিত্যাগ কর, কারণ যখন তোমার সমুদয় অর্থ ব্যয় হইয়া যাবে, তখন তুমি অতিশয় দুঃখভোগ করিবে, ইহাতে আপনি অতিশয় লজ্জা পাইবে। ঐ যুবা পুরুষ সঙ্গীত শ্রবণে এবং মদিরাপানে অতিশয় রত হইয়াছেন, সুতরাং আমার পরামর্শ গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু আমার কথায় বিপরীত উত্তর করিলেন। যথা ভবিষ্যতের মন্দঘটনার আশঙ্কায় উপস্থিত আমোদ পরিত্যাগ করা ঋষিদিগের জ্ঞানের বীপরিত হয়। যাহাদিগের অর্থ থাকে তাহারা কেন অগ্রিম চিন্তার দ্বারা দুঃখ ভোগ করিবে? অতএব যাও এবং আমোদে রত হও। হায় হায়, অদ্য আমার অন্তঃকরণে বন্ধুকে মোহিত করিতেছে, কল্য কি ঘটীবে

এ আশঙ্কায় আমাদিগের অসুখি হওয়া উচিত হয়না ; আর এক্ষণে ইহা আমার প্রতি কি প্রকারে হইতে পারে, যেব্যক্তি সরলতার উচ্চস্থানেতে স্থিতি হয় এবং দান শীলতার সহিত বন্ধুত্ব করে, অতএব আমার বদান্যতার সৌরভে দেশপরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও সাধারণের কথোপকথনের এই প্রসঙ্গ হইয়াছে।

অতএব বলিতেছি যখন এক মনুষ্য বদান্যতা ও দান শীলতার দ্বারা সম্ভ্রম বা সুখ্যাতি উপার্জ্জন করে,সে কখন অর্থের তোড়া আবদ্ধ রাখিতে পারেনা। আর যখন আমার উত্তম নামে পথের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, তখন আমার গৃহদ্বার কাহার প্রতি বন্দ করিতে পারিনা। আমি বুঝিলাম যে, আমার উপদেশ তিনি প্রমাণ করিলেননা এবং আমার হিতোপদেশে তাহার কোন ফল দর্শিল না, সুতরাং পরামর্শ দেওয়াতে ক্ষান্ত হইয়া একেবারে তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ হইলাম। পণ্ডিতবর্গের বচনে সপ্রমাণ হয়, সেই প্রকার উপদেশ এবং শিক্ষা দাও যেমন তোমার কর্ম্মেতে প্রয়োজন হয়। যদি তাহা লোকে মান্য না করে, তাহাতে তোমার কোন হানি নাই, যদিও তুমি জান যে তাহারা তোমার কথা কখন শ্রবণ করিবেনা, যাহা তুমি যে কিছু পরামর্শের যত্ন হবে অবশ্যই বলিবে, কারণ ইহা শীঘ্র ঘটিবে কখন তুমি দেখিতে পাইবে। সেযাহাহউক ঐলম্পট নির্ব্বোধ ব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধন করিয়া প্রহার করিতেছে, তাহাতে সে উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতেছে এবং আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে হায় হায়! আমি কেন জ্ঞানী লোকের পরামর্শ শ্রবণ করিনাই।

কিছু কাল পরে আমি যে তাহার ভ্রষ্ট চরিত্রের বিষয়ে ভাবি কথা কহিয়াছিলাম। আমি এক্ষণে তাহার যথার্থ প্রমাণ দেখিলাম, তিনি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া বেড়াইতে ছিলেন আর এক খণ্ড খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা করিতে ছিলেন। আহা উঁহার এরূপ দুরবস্থা দর্শনে আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, আর ইহাতে যে এক্ষণে সততা আছে এমৎ অনুমান করিলামনা, কিন্তু আমি মনমধ্যে আন্দোলন করিতে লাগিলাম যে ইহা জানা আবশ্যক যে ইহাতে আর সে সততা আছে কি না, পরে আমি দেখিলাম যে, তিনি সন্ন্যাসীদিগের সহিত গালাগালি করিতেছিলেন ও তাহাদিগের ক্ষত ঘায়ে ল বণের ছিটা দিতেছিলেন, তাহা

শ্রবণ করিয়া আমি এই কথাটি বলিলাম যথা, যে বৃক্ষ গ্রীষ্মকালে ফলবান হয় সে বৃক্ষ শীতকালে পত্রহীন হয়।

ষষ্ঠ উপাখ্যান।

এক ভূপাল বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাঁহার তনয়কে এক বিজ্ঞ শিক্ষকের নিকট নিযুক্ত করিয়া বলিলেন, এই বালক তোমার পুত্রের ন্যায় জানিবে, তোমার পুত্রকে যেরূপ প্রকারে বিদ্যাশিক্ষা দিবে, সেইরূপ ইহার প্রতি করিবে। ঐ শিক্ষক বৎসরাবধি রাজকুমারের প্রতি পরিশ্রম করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। সে সময়ে তাঁহার সন্তানেরা বিদ্যাগুণে পরিপূর্ণ হইলেন, তদ্দ্বারা ঐ ভূপাল শিক্ষককে লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, তুমি তোমার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছ, এবং বিশ্বাসীরূপে কার্য্য করিলে না। তিনি উত্তর করিলেন, হে মহারাজ! বিদ্যা একপ্রকার, কিন্তু সাধ্যতা এবং মেধা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়।

তাহার প্রমাণ এই, যদিও রজত এবং কাঞ্চন পাষাণ হইতে উৎপন্ন হয়, তত্রাচ এসকল ধাতু সকল পাষাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জগতের উপর নক্ষত্রসকল শোভা করে, কিন্তু সৌরভযুক্ত চামড়া কেবল ইমনদেশ হইতে আনিত হয়।

সপ্তম উপাখ্যান।

আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, এক প্রাচীন পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার একটি ছাত্রকে বলিতেছিলেন, এক মনুষ্য যে প্রকার তিনি সাংসারিক বিষয়ের উপর মনস্থির করেন, সেরূপ মনস্থির যদি তিনি ভগবানের প্রতি করেন. ইহাতে তিনি স্বর্গীয়দূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। আর দেখ যখন তুমি মাতৃগর্ভে জড়ছিলে, তখন অবধি ঈশ্বর তোমাকে বিস্মৃত হন নাই, কিন্তু সেই জগৎপিতা জ্ঞান বুদ্ধি সরলতা সৌন্দর্য্য বাক্য বিবেচন অনুমান এবং জ্ঞানের সহিত আত্মা দান করিয়াছেন। তিনি দশ অঙ্গুলীর সহিত হস্ত দিয়াছেন, এবং দুইটি বাহু তোমার স্কন্ধের উপর দিয়াছেন। ওরে নির্ব্বোধ হতভাগ্য! তুমি কি এক্ষণে এমন অনুমান করিতে পার যে, তিনি প্রাত্যহিক আহার দেওয়াতে অমনোযোগ করিবেন?

অষ্টম উপাখ্যান।

আমি এক আরব দেশীয় লোককে দেখিলাম, তিনি তাহার তনয়কে এই প্রকার বলিতেছিলেন। হে সন্তান! পুনরুত্থানের দিবসে তথাকার লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে যে, তুমি পৃথিবীতে আসিয়া কি কার্য্য করিয়াছ? কিন্তু তাহারা এপ্রশ্ন করিবে না যে তুমি কাহা হইতে উদ্ভব হইয়াছ, অর্থাৎ তাহারা তোমার ধর্ম্মের বিষয় অনুসন্ধান করিবে, তোমার পিতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেনা। যেমন কাবা আচ্ছাদিত বস্ত্রকে লোকে মান্য করিয়া চুম্বন করে, প্রজাপতির দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মান্য করেনা, অথবা মান্যমান ব্যক্তির সহিত ইহা সহবাস হইয়াছে বলিয়া ইহা কিছু বিখ্যাত হয় নাই যে এই কারণে তোমার ন্যায় মান্য হইয়া আসিবে।

নবম উপাখ্যান।

জ্ঞানীরা তাঁহাদিগের ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, বৃশ্চিকেরা অন্যান্য জীবের ন্যায় স্বাভাবিক নিয়মানুসারে উৎপত্তি হয় না। কারণ তাহারা মাতৃগর্ভের নাড়ী সকল ভক্ষণ করে এবং মাতৃউদর ছিন্ন করিয়া কাননে পলায়ন করে। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণ পাওয়া যায় যে, উহাদিগের বাক্য সকল অনেক গহ্বরমধ্যে দেখা-যায়, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত এক জ্ঞানীর নিকটে আমি প্রকাশ করিলাম, তিনি বলিলেন, এই বিষয়ের সত্যপ্রমাণ আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি, তাহার অন্যথা হইতে পারে না, কারণ যদিও তাহারা বাল্যাবস্থাতে গর্ভধারিণীদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করে, কিন্তু বয়োবৃদ্ধিতে তাহারা গ্রাহ্যনীয় বা প্রিয় হয়।

পিতা তাঁহার তনয়কে উপদেশ দিয়া বলিতেছিলেন, হে যুবা পুরুষ তোমার স্মরণে এই পাঠ সঞ্চয় করিয়া রাখ। যে ব্যক্তি তাঁহার পিতার নিকটে কৃতান্ত না হন, তিনি কখন সৌভাগ্য প্রাপ্ত হননা। লোকেরা একটি বৃশ্চিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি কেন শীতকালে বাহিরে আইসেন না? তিনি উত্তর করিলেন যে, আমি কি গ্রীষ্মকালের সৌরভ উপার্জ্জন করিব যে, আমি শীতকালে বাহিরে আসিব।

দশম উপাখ্যান।

একটি সন্ন্যাসীর স্ত্রী গর্ব্ভবতী হইল। উহার সন্তান সন্ততি নাথাকাতে তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক বলিলেন, হে জগদীশ্বর! আমাকে একটি পুত্রদান করুণ,তাহা হইলে আমার গাত্রে যে ধার্ম্মিক পরিচ্ছদ আছে ইহা ব্যতীত আর যাহা আমার অধিকারে আছে তাহা আমি দরিদ্রকে দান করিব। পরে ইহা তাহাই ঘটিল, ঐস্ত্রী পূর্ণ গর্ব্ভবতীহইলে একটি পুত্র প্রসব করিলেন, যাহাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাহার প্রতিজ্ঞা অনুসারে বন্ধুবর্গ লইয়া ভোজন করিলেনও দরিদ্রগণকে যথেষ্ট দান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে আমি যখন দামাস্ক নগরে ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম ঐ সন্ন্যাসীর বাসস্থানের নিকট দিয়া যাইতে যাইতে আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঐ সন্নাসী কেমন আছেন ইহা উহার প্রতিবাসীরা আমাকে উত্তর করিলেন। তিনি এক্ষনে ঐ নগরে কারাবদ্ধ অছেন! আমি জিজ্ঞাসিলাম ইহার কারণ কি? তাহারা বলিল তাহার পুত্র সুরাপান করিয়া বিবাদ উপস্থিত করায় ও একটি নরহত্যা করিয়া নগর হইতে পলায়ন করিয়াছে, এই হেতু রাজ কর্ম্মচারিরা তাহার পিতাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাবাসে রাখিয়াছে। আমি বলিলাম যে ইহা তাঁহারি প্রার্থণায় জগদীশ্বরের নিকট হইতে এই দুর্ভাগ্য আনিয়াছেন। হে বুদ্ধিমান মনুষ্যগণ জ্ঞানীদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট হয় কেননা তাহারা বলিয়া থাকেন যে একস্ত্রীলোক দুষ্ট সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা একটি সর্প প্রসব করা ভাল।

একাদশ উপাখ্যান।

আমি যখন অতি শৈশব ছিলাম তখন আমি একটি ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গে মনুষ্যত্বের বিষয়ে কথোপকথন করিয়াছিলাম। তখন ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি উত্তর করিলেন যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যৌবনাবস্থাতে পদার্পণ করিলেই রিপু সকলকে সন্তোষ রাখা অপেক্ষা জগৎ পিতাকে সন্তোষ করা উৎকৃষ্টকার্য্য তিনি আরও বলিলেন যে, মানব জাতির এরূপ চরিত্র থাকেনা এবং অতিবড় পণ্ডিত দুরবস্থাতে ও এরূপ বিবেচনা

করেননা সে যাহাহউক এক বিন্দুবারি গর্ব্ভস্থানের মধ্যে চল্লিস দিবা থাকিলেই মানব আকারের সঞ্চার হইতে থাকে, কিন্তু অনেক ব্যক্তির চল্লিষ বৎসর বয়ক্রম হইলেও জ্ঞান এবং সত্য বিষয়ের রীতি নীতি উপার্জ্জন হয়না, সুতরাং তাহাদিগকে মনুষ্য বলা উচিত হয়না। দানশীলতা ও পরোপকার করিলে মনুষ্যত্ব প্রকাশ হয় এমৎ অনুমান করিওনা, ইহা কেবল দৈহিক আকার বৃদ্ধিতে স্থিতি থাকে। কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মের ও প্রয়োজন হয়, তাহার প্রামাণ এই রাজ অট্টালিকার বহির্দ্বারে জাঙ্গাল হিঙ্গু এবং সিন্দুরেতে মানব আকারে চিত্রিত থাকে, অতএব যখন এক মানবের ধর্ম্ম এবং পরোপকারক না থাকে তবে ঐ প্রাচীরের উপরের চিত্রপটেতে আর তাহাতে ভিন্নতা কি? আর দেখ সরল অন্তঃকরণ ব্যতীত সংসারিক ধন উপার্জ্জনে জ্ঞান হয়না।

দ্বাদশ উপাখ্যান।

একবৎসর কতকগুলি তীর্থযাত্রীর মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ ঘটিয়াছিল। যাহারা পদব্রজে মক্কাতীর্থেতে যাইবার জন্য গমন করিতেছিলেন এবং উহাদিগের মধ্যে আমিও একসঙ্গীছিলাম। যাত্রীরা পরস্পরে দ্বেষাদ্বেষ করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি তাহাদিগের ঐক্যতা করিয়া দিলাম, আর আমি তাহাদিগের একটি ইতিহাস বলিলাম, এক-ব্যক্তি সুসজ্জিত আসনে বসিয়া কি তাহার বন্ধুকে বলিতেছিলেন তাহার মর্ম্ম এই হয় কিচমৎকার যে সতরঞ্চ ক্রীড়াতে হস্তীর দন্ত নির্ম্মিত বড়ে সকল সমস্তছক পরে হইয়া মন্ত্রীপদ প্রাপ্তে তাহার গুনের উন্নতি করে, কিন্তু পদব্রজে গমন কারি মক্কাতীর্থর যাত্রীরা সমস্ত কানন ভ্রমণ করিয়া প্রথমাপেক্ষা অতিমন্দ হইয়া আইসে। অতএব হাজি হওয়া পর্য্যন্ত এই তীর্থ যাত্রীরা তাহাদিগের সঙ্গিগণের গাত্র বিদীর্ণ করে এবং অধিক হানি করে। হে যাত্রীগণ তোমারা উষ্ট্রের ন্যায় তীর্থ যাত্রিও হইতে পারনা কেননা উটেরা কাননের কন্টক বৃক্ষ আহার করিয়া স্থানান্তরে বহন করিয়া লইয়াযায়।

ত্রয়োদশ উপাখ্যান।

একজন ভারত বর্ষীয় লোক অন্যান্য লোককে আতসবাজী কি প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয় তদ্বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তখন তাহাকে

একটি জ্ঞানী লোক বলিলেন, যাহারা তৃণের গৃহে বাস করেন, তাঁহা-দিগের এরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত হয়না।

যথার্থ কথাবার্ত্তা দৃঢ়রূপে না জানিতে পারিলে কখন কথা কহিওনা আর যে কিছু তুমি জান সন্তোষ জনক উত্তর দিবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিওনা।

চতুর্দ্দশ উপাখ্যান।

একজন ইতর লোকের নয়নে বেদনা হওয়াতে এক অশ্বচিকিৎসকের নিকট গিয়াছিল প্রার্থনা করিল যে, কোন ঔষধ তাহার নয়নে ব্যবহার করেন। ঐ চিকিৎসক যে ঔষধ চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি ব্যবহার করিতেন, তাহাই উহার নয়নে ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে ঐমনুষ্য অন্ধহইয়াগেল, ইহাতে তিনি বিচারাধ্যক্ষের নিকটে অভিযোগ করিলেন। বিচার পতি ইহা শ্রবণ মাত্রেই বলিলেন, দূরে গমন কর, এ অপচয়ের আপত্ত নাই। কারণ এইব্যক্তি যদি গর্দ্দভের ন্যায় না হইত, তবে সে নয়নের রোগে কখন অশ্বচিকিৎসক কে জিজ্ঞাসা করিত না। ইহার মর্ম্ম এই, যে কোন ব্যক্তি গুরুতর বিষয়ে অনভিজ্ঞলোককে নিযুক্ত করেন, তাহাকে অধিক অনুতাপ সহ্য করিতে হয় এবং জ্ঞানীদিগের অভিপ্রায়েতে অতিশয় নির্ব্বোধই বিবেচনা হইতে পারে। বুদ্ধিমান জ্ঞানীলোক আশকীয় বিষয়ে কখন অজ্ঞলোককে নিযুক্ত করেননা তাহার প্রমাণ এই, মাদুর নির্ম্মাণ কারি যদি ও একপ্রকার তন্তুবায় বটে, তত্রাচ তিনি কখনই রেশমি বস্ত্রের কার্য্যালয়েতে নিযুক্ত হইবেনা।

পঞ্চদশ উপাখ্যান।

কোন এক মহৎব্যক্তির একটি উপযুক্ত পুত্র বিনিষ্ট হইয়াছিল। প্রতিবাসীরা জিজ্ঞাসা করিল যে এ মৃত ব্যক্তির কবরের পাষাণের উপর কি বর্ণ খুদিত করা যায়? তাহার পিতা উত্তরদিলেন, ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের কার্য্যসকল হয় উৎকৃষ্ট এবং পবিত্র তাহাই ঐ পাষাণে খুদিয়া এমতস্থানে কবর দেওয়া হয় যাহার উপর মনুষ্যগণের সর্ব্বদা গতায়াত হয় ও শৃগাল কুক্কুরের দ্বারা নষ্ট করা না হয়। আর কিছু যদি খোদা আবশ্যক হয় তবে এইপশ্চাদ্উক্তি পুক্তিগুলি খুদিবে। যথা হায় হায়

যতকালিন ঐ উদ্যান সবুজ বর্ণে শোভাযুক্ত হইবে. আমার অন্তকরণ কতই প্রফুল্ল হবে অতএব হে মৈত্র! অপেক্ষা কর, যে পর্য্যন্ত বসন্তকাল উপস্থিত না হয়। ইহার আগমন তুমি তদবধি নিরীক্ষণ করিবে যে, আমার কবরের মৃর্ত্তিকা হইতে ঘাস জন্মিয়াছে।

ষোড়শ উপাখ্যান।

একজন ধার্ম্মিক লোক কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে ঐধনীলোক একটি ক্রীত দাসের হস্তপদ বন্ধন করিয়া নির্দ্দয়তা পূর্ব্বক শাস্তি দিতেছিলেন। ঐ ধার্ম্মিক তাহাকে কহিলেন, হে বৎসগণ তোমার ন্যায় এক মনুষ্যকে পরমেশ্বর তোমার অধীন করিয়াদিয়াছেন এবং উহার উপরে তোমার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর। অতএব নিষেধ করি এরূপ দৌরাত্ম উহার উপর করিওনা। কারণ ইহাতে অতিশয় অন্যায় হয় ঈশ্বর ইচ্ছায় এমন ঘটীতে পারে যে পুনরুত্থান দিবসে ঐ ক্রীতদাস তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে এবং তথায় তুমি ও লজ্জা পাইতে পার। তোমার ক্রীত ভৃত্যর উপর অসীম রাগ প্রকাশ করিওনা, কদাচ উহার প্রতি অহিতাচার করিওনা এবং দুঃখ ও দিওনা তুমি কেবল দশটী মুদ্রাদিয়া উহাকে ক্রয় করিয়াছ, কিন্তু তুমিত উহাকে সৃজন করনাই। অতএব যত অহঙ্কার দর্প এবং রাগ তুমি উহার উপর করিবে তোমা অপেক্ষা তোমার বড় মনিব আছে, হায় হায়! আরশী লান এবং অথোয়াস নামে তোমার দুইটি ক্রীতদাস আছে অতএব তোমার শ্রেষ্ট প্রভুকে বিস্মৃত হইওনা, তথায় ভাবিবক্তাদিগের একটি বচন আছে যে. সকল জীবগণের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ পুনর্ব্বিচারের দিবসে ঈশ্বর নিকটে উপস্থিত হবে, তখন ধার্ম্মিক ক্রীতদাসকে স্বর্গে লইয়া যাবে এবং দুষ্ট মনিব অপরাধী হইয়া নরকে গমন করিবে। তুমি নিজ সেবার নিমিত্ত ক্রীত দাসের উপর আদেশ করিতে পার, কিন্তু অসীম নির্দ্দয় ভাব প্রকাশ করিতে পারনা, কারণ বিচার দিবসে ইটি অনৈক্য হইবে। তুমি বিলক্ষণ দর্শন করিবে যে ক্রীতদাস স্বাধীন হইয়াছে এবং মনিব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছেন।

সপ্তদশ উপাখ্যান।

একবৎসর আমি দমাস্কস নগরের কথক গুলিলোক সমভিব্যাহারে বাক দেশ হইতে ভ্রমন করিতেছিলাম। ঐপথে অতিশয় দস্যুভয় ছিল অস্মদাদির সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যুবা পুরুষছিল, সেব্যক্তি ঢাল ধারণে যেমন উপযুক্ত,তেমনি তীর নিক্ষেপনে ধনুর্দ্ধর ওসর্ব্বপ্রকার অস্ত্র চালাইতে নিপুণ ছিলেন, ইনি এমৎবলবান যে দশজনে যেধনুকে গুণদিতে অসক্ত, সে অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। আর পৃথিবী মধ্যে মল্লযুদ্ধে অতিশয় বীর্য্যবান ছিল। মল্লযুদ্ধে কেহই কখন ইহাকে পরাভব করিতে পারে নাই। তিনি ধনবান ছিলেন এবং উত্তমরূপে লালন-পালন হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর উপর ভ্রমণের বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন এবং কখন কোন স্থানে ভ্রমণ করেননাই। আর অশ্বারূঢ় সৈন্য গণের অস্ত্রের উজ্জলতা নয়নে নিরীক্ষণ করে নাই। তিনি কখন শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হন নাই। অথবা যুদ্ধকালীন তীর সকল তাঁহার চতুর্দ্দিকে পতন হয় নাই। পরে ইহা ঘটিল যে, আমি এবং ঐ যুবা পুরুষ একত্রেতে ভীত হইয়া দৌড়াইতে লাগিলাম, কিন্তু পথে যত বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি কৌশল ক্রমে তাহা হইতে অতি-ক্রম হইলেন। এইপ্রকারে তিনি দর্প করিয়া বলিতেছিলেন, হস্তি আর কোথায় তুমি আমারিস্কন্ধে নিরীক্ষণ করিবে? সিংহ আর কোথায় আমারি থাবাতে এবং অঙ্গুলিতে দেখিবে? এইরূপ প্রকারে যখন আমরা একস্থানেতে গিয়া পৌছিলাম, তখন দুইটি ভারতবর্ষীয় লোক আমাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী পর্ব্বত হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আমাদি-গকে দেখিলেন, উহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমাদিগকে হত্যা করিবে উহাদিগের একের হস্তে একটি যষ্ঠিছিল ও দ্বিতীয় জনের বাহু মধ্যে একটি কিসাছিল। তদ্দৃষ্টে আমি ঐ যুবা পুরুষকে বলিলাম, কেন তুমি এখানে দণ্ডায়মান হইয়া তোমার সামর্থ প্রদর্শন করাও কারণ অতি অল্পদূরে শত্রু আছে। পরে আমি দেখিলাম যে ঐ যুবা পুরুষের হস্ত হইতে তীর ধনুক পতিত হইল এবং তাহার কলেবর কম্পান্বিত হইল। যে ব্যক্তি তীরের দ্বারা যোদ্ধার কেশ এবং সাজোয়া বিদীর্ণ করিতে পারে, যুদ্ধের দিবসে যোদ্ধার বিপক্ষে সেই ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইতে পারগ হয়। কিন্তু ইহা সকলে পারেনা। পরে আমি বিবেচনা

করিয়া দেখিলাম যে আমাদিগের রক্ষার অন্য কোন উপায় নাই, দ্রব্যাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করি. কেন না আবশ্যক বিষয়েতে এক বহুদর্শী মনুষ্যকে নিযুক্ত করিয়া থাকে কারণ সে লোভ দেখাইয়া লোভি সিংহকে তাহার কাঁদে লইয়া আইসে, কেননা এক যুবা পুরুষ যদিও তাঁর বাহুবল থাকে এবং হস্তির ন্যায় বলশালি হয়, কিন্তু যুদ্ধের দিবসে তাহার ও অঙ্গ আতঙ্গে কম্পান্বিত হয়। অতএব এক বহুদর্শী লোক যুদ্ধ করিতে পারগ হয়। যেমন এক পণ্ডিত ব্যবস্থা দিতে যোগ্য হন।

অষ্টাদশ উপাখ্যান।

আমি দেখিলাম যে এক ধনি ব্যক্তির সন্তান আপন পিতার গোর স্থানের নিকটে বসিয়া এক সন্ন্যাসীর পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া বলিতেছিলেন। তুমি দেখ আমার জনকের গোরস্তম্ভ উৎকৃষ্ট পাষাণে নির্ম্মিত স্থবর্ণ খোদিত অক্ষরে শোভা পাইতেছে। আর পরিস্কার মারবেল প্রস্তরে নির্ম্মাণ হইয়াছে, আর তুরস্ক দেশীয় রঙ্গীণ ইষ্টকের দ্বারা ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু তদীয় পিতার কবর অতি সামান্য ইষ্টক নির্ম্মিত মাত্র। আর তাহাতে এক মুষ্টি মৃত্তিকা দেওয়া আছে। এতদ্বাক্য শ্রবণে ঐ সন্ন্যাসী তনয় বলিলেন ওহে বন্ধু! শান্ত হও, তোমার পিতা এই বৃহৎ এই পাষাণ নড়াইতে না নড়াইতে তখন আমার পিতা স্বর্গেগিয়া পৌছিবেন। ইহাতে ভাবি বক্তার এই বচন আছে যে, যাহার অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুই তাহাদিগের পক্ষে স্থখজনক হয়। তাহার প্রমাণ এই গর্দ্দভ অতি অল্প বোঝা লইয়া সহজে গমন করিতে পারে, সেই প্রকার সন্ন্যাসী যিনি দুঃখের বোঝা বহন করেন, তিনি মৃত্যুর দ্বারে প্রবেশ করিতে কষ্ট ভোগ করেন না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য ভোগে মহাদুঃখে থাকেন, তিনি মৃত্যুর দ্বার দর্শন করিলে অতিশয় ভীত হন ইহার সন্দেহ নাই। সকল অভিপ্রায়ে ইহাস্থির আছে, এক বন্দি কারাগার হইতে মুক্ত হন; তিনি উহা অপেক্ষা অধিক স্থখি হন, যিনি কারাগারে প্রবেশ করেন। কেননা তিনি কারাবাস মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক বোধ করেন।

ঊনবিংশ উপাখ্যান।

লোকেরা একটি প্রাচীন কথার অর্থ জানিবার জন্য এক ধার্ম্মিক লোককে প্রশ্ন করিলেন যে, হে মহাশয়! কাম রিপুরন্যায় বলবানরিপু আর নাই, কিন্তু ইহাও তো তোমাতে আছে। ঐ ধার্ম্মিক উত্তর দিলেন, যে কোন শত্রু হউক না কেন, তুমি যদি তাহার প্রতি দয়াকর, সে অবশ্যই মৈত্র হইয়া আইসে, কিন্তু কামরিপুকে যতই আদর দিবে ততই ইহার শত্রুতা বৃদ্ধি হইবে। ইহাকে দমনে রাখিলে মনুষ্য স্বর্গীয় দূতের ন্যায় সচ্চরিত্র হইতে পারেন। কিন্তু যদি তুমি পশুর ন্যায় আহার কর; তুমি অবশ্য নির্জ্জীব ধাতুর নিকটে ন্যূন হইবে, আর ঐ সকল ব্যক্তি যাহাদিগকে তুমি সন্তোষ করিবে, তাহারা অবশ্য তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া আসিবে, কিন্তু এই কামরিপু বিপরীত হইলে অথবা ইহাকে আদর দিলে, কেবল অহিতাচার প্রকাশ হয়।

বিংশ উপাখ্যান।

একসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া আমি এক মনুষ্যকে অবলোকন করিলাম, তিনি এক উদাসীন সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ছিলেন কিন্তু সেরূপ চরিত্র অধিকার করেন নাই এবং বিলক্ষণ কলহ প্রিয়ছিলেন সর্ব্বদা অভিযোগের পুস্তক খানি খুলিয়া আছেন এবং ধনীগণকে নিন্দা করিতেন। এই বিষয়ে এইরূপ কথোপকথন চলিতে ছিল যে উদাসীনগণের কোন উপায় নাই, কিন্তু উহাদের প্রতি ধনবান লোকেরা দয়া করিতে মানস করেন না। আর যে সকল লোকেরা দয়াদ্র চিত্ত হয়, তাহাদিগের অর্থ থাকে না এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা সংসারিক বিষয়ে রত থাকিতে দানশীলতা থাকেনা।

আমার প্রতি দৃষ্টীপাত করিয়া বলিলেন, যে ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির সহায়তার দ্বারা প্রতিপালনের নিমিত্ত ঋণগ্রস্ত হয় তাহার এ কথাটি মনোনীত হইবেনা। ইহাতে আমি বলিলাম, হে মৈত্র। ধনবান লোকেরা দরিদ্রগণের রাজকর স্বরূপ, আরামের নিমিত্ত বাটির সোপান স্বরূপ, তীর্থ যাত্রিগণের ভরশা এবং পথিকগণের আশ্রয়ের স্থান, অনাব্য লোকের উপকারের নিমিত্ত তাহারা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা

সর্ব্বদাই পরাধিন এবং অধম ব্যক্তিগণের সহিত ভোজন করেন। আর বিধবাগণের ও বৃদ্ধলোকের আত্মিয়গণের এবং প্রতিবাসীগণের উপকারার্থ তাহাদিগের দান নিযুক্ত করা হয়। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ধর্ম্ম কর্ম্মেতে ও মনস্কামনাসিদ্ধার্থে ও অতিথিসেবাতে ও ভিক্ষাদানেতে ও পুজা আদিতে ও ক্রীতদাসগণের মুক্তিদিতে, ও নানা প্রকারে দাতব্যতে এবং বলিদানেতে অনেক অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। অতএব তুমি কি উপায়ের দ্বারা তাহাদিগের ক্ষমতা উপার্জ্জন করিতে পার? তুমি কেবল আপনার চিন্তাকর তাহাতে ও কতশত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। ধনীলোকেরা অতিশয় উত্তম ধারাতে নীতিবিষয়ক এবং ধর্ম্মবিষয়ক কার্য্য সকল সম্পূর্ণ করেন, কারণ তাঁহাদিগের অর্থ আছে, ইহা ব্যতীত তাঁহারা ভিক্ষুককে সর্ব্বদা ভিক্ষাদান করেন। আর তাহাদিগের পরিচ্ছদ অতি পরিস্কার ও নামনিস্কলঙ্ক এবং অন্তঃকরণ ও নির্ম্মল হয়; কারণ উৎকৃষ্ট ভোজে বাধ্যতার ক্ষমতা দৃশ্য হয়। আর পরিস্কার পরিচ্ছদে ঈশ্বর অর্চ্চনার যথার্থতা প্রকাশ পায় তাহার প্রমাণ খালি উদরে কি ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াযায়? শূন্য হস্তে কি দান করা য়ায় শৃঙ্খলাবদ্ধ পদে কি চলিতে পারে? ক্ষুধিত উদর হইতে কি দানের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? যিনি নিশাকালে অসুখে নিদ্রাযান, তিনি জানেননা যে কল্য কিপ্রকারে নির্ব্বাহ হইবে। দেখ পিপীলিকারা গ্রীষ্মকালে খাদ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে কেন না শীতকালে তাহারা আরাম ভোগ করিতে পারিবে। যেমন সন্তোষ দুঃখের সঙ্গে সহবাস করেনা, তেমনি দৈন্যদশা এবং সুযোগ একত্রেতে দৃশ্য হয়না। এই জগতের নানা প্রকার লোকের নানান প্রকার কার্য্য আছে। একব্যক্তি সায়ংকালের প্রার্থনার নিমিত্ত দণ্ডায়মাণ আছেন, আবার ঐসময়ে অন্যব্যক্তি নিশাকালের ভোজের নিমিত্ত বাঞ্ছিতান্তঃকরণে বসিয় আছেন। অতএব কি প্রকারে এই দুইব্যক্তিকে একত্রেতে তুল্যকরা হইতে পারে? যে ব্যক্তি ধনবান হয়, সে তপস্যাতে ব্যতিব্যস্ত হয়, আর যে ব্যক্তির দুরবস্থা হয় তাহার অন্তঃকরণ ও সুস্থির থাকেনা। এই হেতু বলি ধনবানের ঈশ্বর চিন্তা অধিক গ্রাহ্যনীয় কারণ অন্তঃকরণ বিচলিত হয়না, তাহার কারণ এই তাহাদের আহারের বিষয়ে চিন্তা থাকেনা। ধনীরা তাহাদের সমস্ত অভিপ্রায় ধর্ম্মার্থে ব্যয় রত করিতে পারেন। এবিষয়ে

আরব জাতিরা বলিয়া থাকেন, হে পরমেশ্বর! ক্লেশজনক দৈন্যদশা হইতে আমাদিগকে রক্ষাকরুণ। এবং আমরা যে প্রতিবাসীদিগের অগ্রাহ্য করি তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করুণ। আর ভাবিবক্তাদিগের একটি প্রাচীন কথা আছে যে ইহলোকে ও পরলোকে দৈন্যদশা গ্রস্ত লোকে সর্ব্বদাই ম্লানবদনে কাল হরণ করে ইহাতে আমার বিপক্ষ প্রশ্ন করিলেন, ভাবিভক্তারা কি বলিয়াছেন তাহাকি তুমি শ্রবণ কর নাই? তাহারা এই বলেন যে দৈন্যদশা মানবজাতির গৌরব আমি উত্তর করিলাম ক্ষান্ত হও কারণ ভাবিবক্তারা মানব জাতির প্রতি দৃষ্টান্ত দেন, যে যাহারা সাহসেতে দৈন্যদশার দারুণ শেলাঘাতে বসীভূত হইয়া ধৈর্য্যালম্বন করেন এবং ঐসকল লোকের ন্যায় নয়, যাহারা এক ধার্ম্মিক পরিচ্ছদেতে ঐবস্ত্রের টুকরা বিক্রী করেন, যাহা তাহারা ভিক্ষার দ্বারা প্রাপ্ত হন। হায় হায়! শূন্যময় জয়ঢাকের উচ্চৈঃশব্দে তুমি কি বিনা আহারে সৈন্য চলাইবে? অতএব যদি তুমি মনুষ্য হও তবে সাংসারিক লোভ হইতে সহস্রবার স্বীয় করে মাল্য যপার পরিবর্ত্তে আপনাকে মুক্ত কর। কেননা এক উদাসীন সন্ন্যাসী আবশ্যক ধর্ম্ম ব্যতীত পাষণ্ডতাতে তাঁর দৈন্যদশাকে শান্তি করিতে পারিবেননা। যে ব্যক্তি দরিদ্রতাতে থাকেন, তিনি ঈশ্বর নিন্দার আপদেতেই থাকেন। ধনবানদিগের বিনাসহায়তায় তুমি নিরাশ্রয়িকে আশ্রয় দিতে পারনা; অথবা বন্দিগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন উপায় করিতে পারনা। অতএব উহাদিগের পদ আমরা কি প্রকারে উপার্জ্জন করিতে পারি। যে হস্তেদান করে এবং যে হস্তে গ্রহণ করে ইহাদের মধ্যে আর কি তুলনা আছে তাহা বর্ণনা কর। তুমি কি বুঝিতে পারনা যে, পরমেশ্বর ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ গ্রন্থে স্বর্গবাসীদের ন্যায় আমাদের সুখভোগ প্রকাশ করিয়াছেন, মানব জাতিদের নিমিত্ত আনন্দকানন মধ্যে নানা প্রকার পুষ্পবন ফল ও ফুল সকল সৃজন করিয়াছেন ইহাতে তুমি উত্তম রূপে বুঝিতে পার যে ব্যক্তি কেবল উপজীবিকা উপার্জ্জন করিবার মানস করেন তিনি অবশ্যই প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হন অতএব অন্তঃকরণের সুস্থিরতা উপার্জ্জন করিতে হইলে এক নির্দ্দিষ্ট আয়ের প্রয়োজন হয়।

ঐসকল ব্যক্তিদের প্রতি বলাবায় যাহারা দিবাভাগে অতিশয় পিপা-

পীত হয় তাহাদিগের নিদ্রাকালে স্বপ্নেতে ও সমুদয় জগৎকে জলাকার বোধকরে, তুমি সর্ব্বত্রে একমনুষ্য দেখিবে যিনি অতিশয় দুঃখেতে থাকেন তিনি নির্ভয়ে অহিতাচার করেন আর ভবিষ্যৎ দণ্ডের শঙ্কার দ্বারা নিরোৎসাহি হননা, ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে তিনি কিছুই প্রভেদ করেননা তাহার প্রমাণ শ্রবণ কর। যদি একটি কুক্কুরের মস্তকে মৃত্তিকার লোষ্ট্র নিক্ষেপ করাযায় সে ইহাকে অস্থি বিবেচনা করিয়া আমোদেতে লম্ফদিতে থাকে। আর যদি দুইজন লোকে স্কন্ধে করিয়া একটি শব লইয়া যায় ইহাতে এক নীচ হতভাগা খাদ্য দ্রব্যের পাত্র অনুমান করে। কিন্তু এই ধনবান ব্যক্তি যাহার প্রতি জগদীশ্বর কৃপা দৃষ্টি করেন একটি অবিধি কার্য্য করিলে ও ব্যবস্থানুযাইক কার্য্য হয়। এইরূপ প্রকারে যদি ও আমি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে তর্ক করি নাই অথবা স্বীয় অভিপ্রায় বজায় রাখিবার জন্য কোন বিশেষ প্রমাণ দর্শাই নাই কিন্তু ইহা নিষ্পত্তের নিমিত্তে তোমার বিবেচনায় নির্ভর করিলাম। তিনি কহিলেন উদাসীন সন্ন্যাসীকে তুমি কি কখন দেখিয়াছ যিনি দৈন্যদশা ব্যতীত চৌর্য্যাপবাদে হস্তদ্বয় পশ্চাৎদিকে বন্ধন অথবা কোনঅঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে। ইহা বরং সিংহের ন্যায় সাহসী লোকেরা তাড়িত হয় যখন তাহারা অপরের বাটির নিচে সুড়ঙ্গ খনন করে এবং এই কারণে উহাদের পদদ্বয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়। এবং ইহা ও সম্ভব যে সন্ন্যাসীরা কামেতে উন্মত্ত হইয়া আপনাদিগকে দমনে না রাখিতে পারিয়া তাহারা মহাপাপ গ্রস্থ হয়। আর দেখ যাহার অধিকারে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী স্বর্গবিদ্যাধরী থাকে সে কি কখন ইডগমা দেশীয় রমণীগণের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির হস্তে খর্জ্জুর ফল থাকে যাহা তিনি অতিশয় ভাল বাসেন সে কি কখন ঐ বৃক্ষের কাদিতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছাকরেন।

তখন আমি বলিলাম সচরাচর নিয়ম এই যে সকল ব্যক্তি দরিদ্র অবস্থাতে থাকে তাহারাই দান ভিক্ষা করে, আর এইরূপে যাহারা অনাহারে মরে তাহারাই রুটী অপহরণ করে, তাহার প্রমাণ যখন একটি লোভী কুক্কুর মাংস প্রাপ্ত হয়, সে কখনও সালদেশীয় উটেরমাংস কিম্বা ডিউজাল দেশীয় গর্দ্দভের মাংস আহারের নিমিত্ত অনুসন্ধান করেনা। এজগতে অনেক লোকের স্বাভাবিক চরিত্র উত্তম থাকে কিন্তু দৈন্যদশার

দ্বারা পাপেতে রত হয় এবং তাহাদের উত্তম নাম লোপ করিয়া দুর্ণাম প্রাপ্ত হয়,ক্ষুধার যন্ত্রণার দ্বারা নিবৃত্তির ক্ষমতা ক্ষান্ত হয় আর দৈন্যদশায় ধর্ম্মলোপ করে আমি যে সময়েতে এই সকল কথা কহিলাম ইহা শ্রবণে ঐ উদাসীনের ধৈর্য্যতা একেবারে অবসন্ন হইয়া বাচালতায় সকল ব্যগ্রতাতে আমাকে আক্রমণ করিলেন এবং রাগত হইয়া বলিলেন তুমি ধনবানের প্রশংসা এত অধিক বৃদ্ধি করিয়াছ এবং এই বিষয়ের উপর এত বাহুল্য রূপে বক্তৃতা করিয়াছ যে ইহাতে অনুমান করিতে পারি যে ধনবানেরা দৈন্যদশা স্বরূপ বিষের বিপক্ষে একপ্রকার রোগনাশক ঔষধি হইয়াছে।এবং ভগবানের ভাণ্ডারের চাবির স্বরূপ হইয়াছে।কিন্তু আমি বলি ধনীরা অহঙ্কারী গর্ব্বী আত্মশ্লাঘী এবং ঘৃণীত ব্যক্তি অর্থেতে এবং বিষয়েতে তৃপ্ত হন না।ঐশ্বর্য্যেতে এবংপদেতে উন্মত্ত হইয়া থাকেন,তাহারা অহঙ্কার ব্যতীত বাক্য কহেননা ও ঘৃণা ব্যতীত কাহাকে ও অবলোকন করেনা পণ্ডিত লোককে তাঁহারা ভিক্ষুক বলিয়া থাকেন এবং দরিদ্রকে ঘৃণার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন। ধনেতে গৌরবেতে শ্রেষ্ঠতাতে তাঁহারা এতাদৃশ গর্ব্বীত এবং দাম্ভিক যে সকলকেই তাঁহারা অধম জ্ঞান করেন। দরিদ্রের প্রতি কৃপাদৃষ্ট করা তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিন্তু ইহাতে তাহারা ভ্রমে ও অনুমান করেন না এবং জ্ঞানীগণের হিতোপদেশে তাঁহারা অনভিজ্ঞ থাকেন। যদি কোন ব্যক্তি ধনেতে এবং আকৃতিতে শ্রেষ্ঠ থাকেন কিন্তু ধর্ম্মবিষয়ে তিনি অবশ্যই ম্লান থাকিবেন ইহাতে তাঁহাকে দীন হীন মনুষ্য বলাযায়। ইহার প্রমাণ একনির্ব্বোধ ব্যক্তি ধনবান হইলে জ্ঞানী মনুষ্যকে ও অহঙ্কার পূর্ব্বক ব্যবহার করেন যদি ও তিনি সুগন্ধযুক্ত বৃষহন তত্রাচ তাঁহাকে গর্দ্দভ জ্ঞান করেন। আমি বলিলাম ধনবান দিগের ঘৃণা পূর্ব্বক ব্যবহার করনা কারণ উহারা অতিশয় সুশীল তিনি উত্তর করিলেন তুমি ভ্রান্তিপূর্ব্বক কথা কহিতেছ কেননা ধনীরা তাহাদিগের অর্থের ক্রীতদাস এবং ভাদ্রমাহার মেঘের ন্যায় কোন ব্যবহারে আইসেনা অর্থাৎ সে মেঘের বরষায় কোন উপকার নাই। যথা "তেজময় বস্তু যদি কাহার উপর কিরণ দান না করে" অথবা বলবান অশ্বারোহি হইয়া যদি একপদ গমন না করে ইহাতেই বা কি লভ্য হইতে পারে। ধনীলোকেরা ঈশ্বরের সেবাদিতে একপদ ও গমন করেন না আর বাধ্যতার সহিত তোমাকে কষ্ট নাদিয়া একটি

মুদ্রা ও ব্যয় করেননা তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জনের নিমিত্ত পরিশ্রম করেন লোভের সহিত ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার ব্যয়েতে অত্যন্ত বিলাপ করেন জ্ঞানীগণের বাক্য লঙ্ঘন করেন এই হেতু তাঁহারা বলেন পৃথিবী হইতে কৃপণের ধন নির্গত হয় আবার পুনরায় ইহাতেই প্রবেশ করে।

এক ব্যক্তি অনেক আকিঞ্চন দ্বারা ধনোপার্জ্জন করেন অপর ব্যক্তি সেই ধন বিনা ক্লেশে অথবা বিনা পরিশ্রমে হরণ করেন আমি উত্তর করিলাম ভিক্ষার উপায় ব্যতিত কৃপণের ধন বিষয়ে তুমি কিছুই জ্ঞাত নও। যে ব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন দাতার এবং কৃপণতার বিভিন্নতা দৃষ্টি করেননা যেমন কষ্টিপাষাণে স্বুবর্ণকে পরীক্ষা করে তেমনি ভিক্ষুকে কৃপণকে পরীক্ষা করে। তিনি আর বলিলেন আমি বহুদর্শন হইতে উহাদের বিষয় বর্ণনা করিতেছি! ধনীলোকেরা তাহাদিগের প্রিয় বন্ধুগণের নিকটে অসভ্য অহিতাচারি লোকেদের প্রবেশ করিতে দেয়না এই হেতু তাহাদের বহির্দ্বারে এবং অপরস্থানে প্রহরি রাখেন। এই প্রহরিরা সম্ভ্রান্ত লোকের গলাটি ধারণ পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন যে গৃহে কেহ নাই ইহা কিছু তাহারা অন্যায় বলেনা কেননা যে ব্যক্তির জ্ঞান বুদ্ধি ও বিবেচনা না থাকে তাহাকেই প্রহরিরা আটক করে। আমি উত্তর করিলাম এবিষয়ে প্রহরিরা ক্ষমযোগ্য কেননা পুনঃ পুনঃ মিনতি প্রার্থনার সহিত তাহাদিগের জীবন সকল বিরক্ত হয় এবং সর্ব্বদা ভিক্ষুকগণের যাচঞায় যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জ্ঞানীলোকেরা বলিয়া থাকেন "যদি মরুভূমির বালিকা মতিতে পরিবর্ত্তণ হইত তদ্দৃষ্টে ভিক্ষুকদের নয়ন প্রফুল্ল হইত।

একটি কূপ যেমন শিশিরদ্বারা পূর্ণ হইতে পারেনা তেমনি এক লোভি মনুষ্য অর্থের দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারেননা। হাতেমতাই সর্ব্বদাই অরণ্যেতে থাকিতেন যদিতিনি নগরমধ্যে বাসকরিতেন তবে ভিক্ষুকদের অনবরত যাচিঞার দ্বারা তিনি ও জ্বালাতন হইতেন আর ভিক্ষুকেরা তাহার গাত্রের বস্ত্র ছিন্নকরিয়া লইত। হাতেম বলিতেন যে আমি ভিক্ষুকদের দুরাবস্থাতে খেদকরি, কিন্তু তাহারা যে ধনীদিগের ইর্ষা করিবে এমৎ ইচ্ছাকরিনা। আমরা এইতর্কে এমন উন্মত্ত হইলাম ঠিক যেমন সতরঞ্চ ক্রীড়া আরম্ভ করিলাম যখন তিনি একটি বড়ে অগ্রে চালেন, আমি তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করি আর যদি তিনি আমার

তর্করূপ রাজাকে কিস্তি দেন, আমি অমনি যুক্তিরূপ মন্ত্রীর দ্বারা ইহাকে রক্ষা করি, সে যাহা হউক আমি তাহার সহিত এমৎ বাক বিতণ্ডারূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলাম; যে পর্য্যন্ত না তিনি তাঁহার তর্কের ভাণ্ডার শূন্য করিলেন, এবং বাদানুবাদের তূণ হইতে সকল তীর নিক্ষেপ করিলেন। আর প্রমাণ দেখ যখন এক সদ্বক্তার সঙ্গে বাকযুদ্ধ করিবে উত্তমরূপে যত্ন কর, তোমার তর্কের স্বরূপ ঢাল যেন ফেলে-দিওনা, কারণ তাহার ঋণী কথা ব্যতীত আর কিছুই সঞ্চয় নাই। তুমি সর্ব্বদা ধর্ম্মবিষয় আলোচনাকর এবং পরমেশ্বরের আরাধনাকর কেননা, এই বহুবাক্যব্যয়ী বক্তা যিনি তাহার সমর পরীক্ষা করেন, প্রবেশ দ্বারের অগ্রে অস্ত্র দেখাইতে থাকেন, কিন্তু উক্ত দুর্গের ধারে জনপ্রাণি থাকে না, পরেতে আর কোন তর্ক বিতর্ক যখন হইল না আমি তাহাকে ধীকার দিলাম। ইহাতে তিনি অতিশয় অত্যা-চারী হইয়া অসঙ্গতরূপে কহিলেন, মুর্খের এইরূপ ধারা আছে যখন বাদীর তর্কের দ্বারা অপ্রতিভ হয়, তখন অত্যাচারের আশ্রয় লয়। ইহার প্রমাণ অজরনামে একব্যক্তি পুত্তলিকাপূজক ছিলেন, যখন তিনি তর্কেতে তাহার পুত্র এবরাহিমকে পৌত্তলিক পূজার মর্ম্ম বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না; বিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। যথা "ঈশ্বর বলিয়াছেন যথার্থ বিষয়ে এই লক্ষ্য যদি পরিত্যাগ না কর, আমি তোমাকে প্রস্তর আঘাৎ করিব। ঐ উদাসীন এইরূপ প্রকারে তর্ক করিতে করিতে আমাকে অভিসম্পাৎ করিলেন আমিও কঠিনরূপে প্রত্যর্পণ করিলাম, পরে তিনি আমার পরিধেয় গলাটী ছিন্ন করিলেন, আমিও তাহার দাড়ির কেশ ধরিলাম। এইরূপ প্রকারে আমরা পরস্পরে হুটোপাটী করিতে লাগিলাম; লোকেরা দ্রুত গমনে আমাদিগের নিকটে আইল এবং আমাদিগের এরূপ ব্যব-হারে পরিহাস করিয়া আশ্চর্য্য হইল॥ সংক্ষেপ বর্ণনাকরি, আমরা অবশেষে এই বিবাদ বিচারপতি কাজীর নিকট উপস্থিত করিলাম এবং উভয়ে ঐক্য হইয়া এই অভিযোগ করিলাম, যে তাঁহার অপক্ষপাতি বিচারের দ্বারা ইহা নিষ্পত্য করা হয়। অভিপ্রায় এই যে এক মুসল-মান বিচারপতি বিবেচনার দ্বারা ইহা স্থির করিতে পারেন, ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে পরামর্শ যোগ্য এবং বিচার যোগ্য কি হয়।

ঐ বিচার পতি কাজী অস্মদাদির বদন নিরীক্ষণ করিলেন, এবং আমাদিগের গত তর্ক সকল শ্রবণ করিলেন, পরে তিনি অধবদনে অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং উৎকৃষ্ট বিবেচনার পরে তাহার মস্তক উঠাইয়া বলিলেন, হায় হায়! ওহে তুমি যে ব্যক্তি ধনবানের প্রশংসা করিয়াছ আমি অগ্রে তোমাকে বলিতেছি এই জগতে দোষভিন্ন কোন বস্তু সৃজন হয় নাই। তাহার প্রমাণ দেখ কণ্টকবিনা গোলাপপুষ্প থাকে না, সুরা গুণবিশিষ্ট হইলেও চৈতন্য রহিত করে লুকাইত ধনভাণ্ডারেও অজাগর সর্প থাকে আর যথায় রাজকীয় মুক্তা থাকে তথায় লোভী কুম্ভীর ও থাকে সাংসারিক সুখভোগ মৃত্যুর দ্বারা লোপ হয়, এবং স্বর্গের তেজময় জ্যোতিসকল চতুর সয়তানের দ্বারা রুদ্ধ হয়।

যে ব্যক্তি এক বন্ধু লইয়া আমোদ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহার উচিত শত্রুর অত্যাচারেতে বশীভূত হওয়া, কারণ অর্থের ভাণ্ডার আর অজাগর সর্প, গোলাপপুষ্প আর কণ্টক চিন্তা আর আমোদ এসব একত্রেতে জোড়া থাকে তুমি এমৎ বিবেচনা করনা যে উদ্যানে কেবল সৌরভযুক্ত বৃক্ষ আছে। তথায় শুষ্ক গুড়ি কাষ্ঠ ও থাকিতে পারে। এইরূপ প্রকারে ধনবান ব্যক্তি গণের মধ্যে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ লোক আছে, এবং উদাসীন সন্ন্যাসীগণের মধ্যে অনেকের ধৈর্য্যতা আছে আর অনেকেরও নাই। যদি প্রত্যেক পাষাণে মতি উৎপন্ন হইত তবে এই মতি সকল সামান্য কড়ির ন্যায় বাজার পরিপূর্ণ হইত জগদীশ্বরের প্রিয় ধনবান ব্যক্তিরাই হইয়া থাকেন, যাহারা সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হন, এবং ঐ সকল সন্ন্যাসীরা জগৎপিতার নিকট প্রিয় হইতে পারেন যাঁহারা মহৎ অন্তঃকরণ অধিকার করেন। দুঃখী দরিদ্রের দুঃখ যিনি দূর করেন, তিনিই অত্যন্ত ধনবান, আর যে সন্ন্যাসীরা ধনীর নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন না, তাহারাই যথার্থ সন্ন্যাসী কারণ ভগবানের উক্তি আছে যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাঁহার অপরের সহায়তা প্রয়োজন হয় না।

ঐ বিচার পতি কাজি আমাকে ভৎসনা করণে ক্ষান্ত হইয়া ঐ সন্ন্যাসীর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন তুমি যে অগ্রে বলিয়াছ যে ধনী

ব্যক্তিরা ছুক্তিয়াতে সময় ব্যয় করেন এবং সুখভোগে উন্মত্ত থাকেন ইহাসত্য কারণ এজগতে এরূপ লোক অনেকই আছেন ইহাদিগের বিষয় তুমি ইতি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছ যে ধনীরা উৎসাহতে দোষি হয় এবং ঈশ্বরের দিকে অকৃতজ্ঞ হইয়া ধনসঞ্চয় করেন আর স্বয়ং সুখ-ভোগ করিতে থাকেন কাহাকে ও ধনদান করেন না। ইহার আর এক প্রমাণ আছে। এই পৃথিবীতে যদি অনাবৃষ্টি হয় অথবা বন্যা উপস্থিত হয় ধনীরা আপনাদিগের ধনে বিশ্বাস করিয়া দরিদ্রের দুঃখের বিষয় অনুসন্ধান করেন না আর জগদীশ্বরকে ও ভয় করেন না ইহাদিগের এই অভিপ্রায় যে অপরে যদি দুঃখের দ্বারা বিনাশ হইয়া যায় আমরা বর্ত্তমান থাকিব কেননা জলপ্লাবনে রাজহংসের কি কখন ভয় হয় যে স্ত্রীলোকেরা উষ্ট্র আরোহণ করিয়া যায় তাহারা কি কখন ঐ উটের শাবকের বিষয় চিন্তা করে যদি এই শাবক মরু ভূমিতে থাকিয়া অনা-হারে প্রাণত্যাগ করে ইতর লোকেরা আপনাদের কম্বল লইয়া পলা-য়ন করিয়া বলে যে যদি সমুদয় জগৎধ্বংশ হইয়া যায় তাহাতে উহাদি-গের কিছুই হানী হইবে না। আর কিছু এই বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। আমি অনেকানেক ধনবানকে নিরীক্ষণ করিয়াছি তাঁহারা সর্ব্বদা সততার মেজ বিস্তার পূর্ব্বক দানশীলতা প্রকাশ করিয়াছেন নম্রতাতে কেবল সুখ্যাতি অন্বেষণ করিতেছেন. এবং জগৎপিতার নিকট ভক্তি ক্ষমা প্রর্থনা করিতেছেন তাহারা পৃথিবীর উপস্থিত ও ভাবিদ্রব্য সকল সুখে ভোগ করিতেছেন এবং করিবেন ঠিক যেমন পৃথিবী পতির ন্যায় ভগবানের সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহার সদৃশ্য প্রমাণ তুমি মজাকর উদ্দীন আবুবেকর সাদ ভূপালের প্রতি অবলোকন কর যিনি বিপক্ষগণের জয়কারক লোক সমুহের শ্রেষ্ঠ প্রভু, ধর্ম্মবিষয়ে প্রবল রক্ষক সলামন ভুপালের উত্তরাধিকারী এবং বিচারেতে সকল নরপাল অপেক্ষা প্রধান। আহা ভগবান যেন ইহার আয়ু বৃদ্ধি করেন এবং ইহার যুদ্ধ পতাকাতে জয়দান করেন ঈশ্বরের যে রূপ স্নেহ এই রাজার প্রতি প্রচার হইয়াছে এরূপ স্নেহ এক পিতা তাঁহার পুত্রের প্রতি ও করেননা। সে যাহাহউক যদি তুমি মানব জাতির উপর দানের হস্ত বিস্তার কর ভগবান ও তোমার প্রতি সৌভাগ্য দান করিবেন ঈশ্বরের কৃপা হইলে তুমি পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারিবে।

যখন ঐ বিচার পতি কাজি এইরূপ বাহুল্যতারূপে তাহার বিস্তার করিলেন এবং সদ্বক্তৃতার ক্ষমতা অমাদিগের আশার অতিরিক্ত প্রকাশ করিলেন আমরা উভয়ে তাঁহার আজ্ঞাতে সম্মত হইলাম এবং পরস্পরে মার্জ্জনার সহিত আলাপ করিলাম, আর অস্মদাদির মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা ক্ষমার নিমিত্ত উভয়ে উভয়কে মিনতি করিলাম সুতরাং আমরা তখন উভয়ে শীলতার পথে গমন করিলাম এবং আপনা আপনি আপনাকে ধীক্কার দিতে লাগিলাম পরে আমরা পরস্পরের কর ও বদন চুম্বন করিলাম এই হেতু আমাদিগের বিবাদ ও শেষ হইয়া গেল। তখন আমি বলিলাম ওহে সন্ন্যাসী এই জগতের উপদ্রবের বিষয়ে আক্ষেপ করিওনা কারণ ইহাতে অসুখি হইবার সম্ভাবনা। যদি এরূপ অনুশোচনায় প্রাণত্যাগ হয়। আর ভাগ্য ক্রমে যদি তুমি ধনবান ব্যক্তি হও আর তোমার হস্ত এবং অন্তঃকরণ আজ্ঞাতে রাখ তবে ভোগ কর এবং দান কর যেন ভবিষ্যতে তোমার জীবনে স্বর্গীয় সুখ উপার্জ্জন করিতে পারে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়।

***

জীবনের ব্যবহারার্থে কতিপয় নিয়ম।

প্রথম নিয়ম।

জীবন সন্তোষের নিমিত্ত ধন উপার্জ্জন করা হয় ধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত কিছু জীবন হয়না। আমি এক ধার্ম্মিক জ্ঞানী মনুষ্যকে প্রশ্ন করিলাম এই জগৎ মধ্যে কে ভাগ্যবান হয় আর কেবা না হয় তিনি উত্তর করিলেন যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়া দীর্ঘ জীবি থাকেন তিনিই হন ভাগ্যবান, আর যিনি বিনা সুখ ভোগে পতন হন তিনিই ভাগ্য হীন। অতএব ঐ নির্গুণ হতভাগ্য জনার মঙ্গল চেষ্টা করনা যে ধর্ম্ম কর্ম্ম না করে আর অর্থ সঞ্চয় করণে সমস্ত জীবন কাটায় অথচ অর্থের ব্যবহার করেনা।

দ্বিতীয় নিয়ম।

ভাবিবক্তামোজেস " যাহার মঙ্গল হউক " কারু মহিপালকে উপদেশ দিয়াছিল যথা তুমি যে প্রকার ধারাতে অপরের উপকার করিবে

ভগবান ও সেই প্রকারে তোমার উপকার করিবেন। ভগবান কখনই শ্রবণ করেননা যে তুমি তাঁহার অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়াছ। অতএব যে ব্যক্তি তাহার অর্থের ব্যবহার না করেন তাহার ধন উপার্জ্জনের লভ্যতে মনোযোগ দেওয়া কেবল ভবিষ্যতের আশা ভঙ্গ করা মাত্র।

যদি তুমি অভিলাষ কর যে সাংসারিক ধন হইতে উপকার প্রাপ্ত হবে অগ্রে তোমার সঙ্গীগণের প্রতি দয়া দেখাও যাহা পরমেশ্বর তোমাকে দান করিয়াছেন। আরব জাতিরা বলেন বিন বার্দ্ধতায় দয়াবান হও, কারণ এদয়া তোমার প্রতি নিশ্চয় রূপে প্রত্যাগমন করিবে। তাহার প্রমাণ যে কোন স্থানে দয়ার স্বরূপ বৃক্ষ জন্মায় গগন মণ্ডল ব্যাপিয়া ইহার শাখাপল্লবাদি বিস্তার হয়, অতএব ইহার ফল ভক্ষণের আশা ভোগ কর। অতি যত্নপূর্ব্বক এই বৃক্ষকে পালন কর, ইহার মুলেতে করাৎ কখন দিওনা। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও যে, তুমি দৈবসহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছ যে, তিনি দানের ধন হইতে তোমাকে নৈরাশ করেন নাই। আর রাজার অধিন কোন পদ প্রাপ্ত হইলে গর্ব্ব করনা কিন্তু ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হও, কারণ তিনি তোমাকে তাঁর সেবাতে রাখিয়াছেন।

তৃতীয় নিয়ম।

দুইজন ব্যক্তি অনর্থক পরিশ্রম লইয়া সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাহার প্রমাণ একজন ধন উপার্জ্জন করিয়া তাহা ভোগ করিলেন না, ও অপর ব্যক্তি জ্ঞান বিদ্যাশিক্ষা করিয়া তাহার ব্যবহার করিলেন না। অতএব বলি যদি তুমি জ্ঞান পূর্ব্বক কর্ম্ম না কর, তবে কি প্রকারে জ্ঞান ও বিদ্যা অভ্যাস করিবে? ইহাতে তুমি চিরকাল অবোধ থাকিবে। ইহার উদাহরণ একটি শিশু যাহার পৃষ্ঠে পুস্তকের বোঝা দেওয়া হয়, সে ত প্রগাঢ় রূপে পণ্ডিত ও জ্ঞানী হয়না, তবে সে তাহার অন্যমনে কি জানিতে পারে যে একি পুস্তকের বোঝা কি কাষ্টের বোঝা।

চতুর্থ নিয়ম।

ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত জ্ঞান ও বিদ্যা ব্যবহার হয়, ধন উপার্জ্জনের জন্য হয় না। যে ব্যক্তি লভ্যের নিমিত্ত বিদ্যা সুখ্যাতি এবং ক্ষমতাতে

দোষারোপ করেন, সে যেন একটি গোলাঘর স্থজন করেন পরে তাহা সমুদয় ভ্রষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চম নিয়ম।

এক অন্ধ যেমন উল্কা হস্তে লইয়া গমন করে, বুদ্ধিহীন পণ্ডিত লোক ও সেই প্রকারে হয়, উল্কা ধারী অন্ধ অপরকে পথ দেখায়,কিন্তু স্বয়ং পথ দেখিতে পায় না। অতএব যে ব্যক্তি জীবতমানে অসাবধানতার ঘৃণীত কার্য্য করে, সে কোন বিষয় ক্রয় না করিয়া দূরে অর্থ নিক্ষেপ করে।

ষষ্ঠ নিয়ম।

যেমন ধার্ম্মিক হইতে ধর্ম্মের পরিপক্কতা উপার্জ্জন হয়, তেমনি জ্ঞানী লোক দ্বারা রাজধানীর সম্ভ্রম উৎপত্তি হয়। আর বিচারালয়ে জ্ঞানবান লোক নিযুক্ত থাকা প্রযুক্ত ভুপালেদের জ্ঞানী লোকের অধিক অভাব হয়। অতএব হে মহারাজ! আমার পরামর্শ শ্রবণ কর, কারণ তোমার স্থলেতে ইহা অপেক্ষা অধিক ব্যবস্থা আর কিছুই নাই যে. জ্ঞানী দিগের বিনা পরামর্শে কোন বিষয় বিশ্বাস করিওনা যিনি ও সাধারণের কর্ম্মে জ্ঞানীর অধিকার নাথাকে।

সপ্তম নিয়ম।

এই তিনটি বিষয় তিন প্রকার কার্য্য ব্যতীত কখন চিরস্থায়ী থাকেনা। অর্থাৎ ব্যবসাহীন ধন, তর্কহীন বিদ্যা, আর কর্ত্তৃত্বহীন রাজধানী কখনই চিরস্থায়ী হয় না।

অষ্টম নিয়ম।

যেমন দুষ্টের প্রতি দয়া করিলে শিষ্টকে কষ্ট দেওয়া হয়, তেমনি অত্যাচারীগণকে মার্জ্জনা করিলে অত্যাচারভোগী দিগের প্রতি হানী হয়। যদি তুমি ইতরের সঙ্গে মিলন কর এবং তাহাদিগকে দয়া কর, তাহারা তোমার প্রতি দোষারোপ করিবে, তদ্দারা তুমি তাহাদের দোষের অংশ প্রাপ্ত হবে।

নবম নিয়ম।

তুমি রাজাদিগের প্রণয়ের উপর এবং বালকগণের সুমধুর বাক্যের উপর বিশ্বাস করিওনা, কারণ ইহারা সামান্য কারণে বাক্যের পরিবর্ত্তন করে। এক নিশিগত হইলেই সমুদয় অন্তর করে। আর। স্ত্রীলোককেও বিশ্বাস করনা,যাহার সহস্র উপপতি আছে। কারণ যদি তুমি তাহার প্রতি স্বীয় অন্তঃকরণ প্রদান কর, সে তাহা হইতে ভিন্ন হইবার চেষ্টা করিবে।

দশম নিয়ম।

তোমার গোপনীয় বিষয় যাহা আছে, তাহা কোন বন্ধুর নিকটে প্রকাশ করিওনা কারণ তুমি কি প্রকারে উহা বলিতে পার যদি কোন সময়ে ঐ বন্ধু তোমার বিপক্ষ হয়। এই প্রকারে তোমার ক্ষমতার দ্বারা তোমার বিপক্ষের প্রতি হানী করনা, কারণ কোন সময়ে তিনি আবার তোমার বন্ধু হইতে পারেন। আর যে বিষয় তুমি গোপনে রক্ষা করিতে অভিলাষ কর, কাহার ও কাছে তাহা প্রকাশ করিওনা। যদি ও তিনি বিশ্বাস যোগ্য পাত্র হন। কেননা তুমি যেমন তোমার গোপনীয় বিষয়ে ঠীক থাকিবে অপরে তেমন থাকিবেন।।

এক ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় অপরের কাছে প্রকাশ করা অপেক্ষা নিস্তব্ধ থাকা নিরাপদ এবং ঐ ব্যক্তির উচিত যে, ইহা কাহার ও কাছে প্রকাশ না করে। হে ক্ষুদ্র মনুষ্য! বারি উৎপত্তির স্থান আবদ্ধ কর কারণ যখন ইহা পরিপূর্ণ হইয়া মহাবেগে স্রোত বহিতে থাকিবে, তখন তুমি ইহাকে নিবারণ করিতে পারিবেনা। যে গোপনীয় কথা কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বলিতে পারা যায় না তাহা তুমি কখনও বলনা।

একাদশ নিয়ম।

এক দুর্ব্বল শত্রু যে বাধ্য হইয়া মিত্রতা দেখায়, তাহার আর কোন অভিপ্রায় নয়, কেবল প্রবল শত্রু হইবার মানস। জ্ঞানীরা বর্ণনা করিয়াছেন, যখন বন্ধুর সরলতাতে বিশ্বাস হয়না, তখন কি বৈরীর তোষামদেতে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? যে ব্যক্তি দুর্ব্বল বিপক্ষকে তুচ্ছ

জ্ঞানকরেন, তাহাকে এই তুলনা দেওয়াযায়, ঠিক যেন অনলের ষিন্কি সমুদয় অগ্নি যেমন নির্ব্বাণ করিয়া ঐ অগ্নি কণাকে অমনোযোগ করিলে ক্রমে ইহা প্রবল হইয়া জগৎকে ধ্বংস করে। তেমনি দুর্ব্বল অরি প্রবল হইয়া অনেক হানী করে।অতএব যখন তোমার ক্ষমতা হবে, ঐ অগ্নিকণা স্বরূপরিপুকে আশু নির্ব্বাণ করিবে। আর যদি তুমি শত্রুকে তীরে বিদীর্ণ করিতে পারগ হও, তবে এত শীঘ্র একার্য্য সাধন করিবে যেন ঐ শত্রু স্বীয় ধনুকে গুণ দিবার সাবকাশ না পায়।

দ্বাদশ নিয়ম।

দুইজন শত্রুর মধ্যে এমন প্রকার কথা কবে যে পরে তাহারা উভয়ে তোমার বন্ধু হইয়া আইসে এবং তোমাকে ও না লজ্জা পাইতে হয়। দুইজন লোকের মধ্যে যুদ্ধ অনলের স্বরূপ হয় এবং হতভাগা নিন্দুক কুত্সারূপ জালানী কাষ্ঠ যোগাইতে থাকে।পরে যখন ঐ উভয় যোদ্ধারা একত্রেতে ঐক্য হয়, ঐ নিন্দুক তখন উভয়ের দ্বারা ঘৃণীত হয়। যে ব্যক্তি দুই লোকের মধ্যে বিবাদাগ্নী প্রজ্জলীত করিয়া দেয়, সে অবিবেচনা পূর্ব্বক স্বয়ং ঐ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। তোমরা বন্ধুগণের নিকটে কানে কানে কথা কহিও, যেন তোমার নির্দ্দয় শত্রু তাহা গোপনে শ্রবণ না করে। প্রাচীরের অন্তরালে যাহা বলিবে তাহাতে ও সতর্ক্য হও কেননা প্রাচীরের অন্তরালে কে আছে তাহা তুমি বলিতে পারনা।

ত্রয়োদশ নিয়ম।

যে কোন ব্যক্তি তার মৈত্রের বৈরীর সঙ্গে হৃদ্দতা করে,সে মৈত্রের হানীকরে। হে জ্ঞানী মনুষ্য! যে মৈত্র তোমার শত্রুর সঙ্গে সহবাস করে, তাহার বিষয়ে তোমার হস্ত সকল ধৌত কর, অর্থাৎ তাহার সঙ্গে আর মিত্রতা রেখনা।

চতুর্দ্দশ নিয়ম।

যখন বিষয় কর্ম্ম করিতে কোন সন্দেহ উপস্থিত হবে, যাহাতে অল্প হানী হবে তাহা মনোনীত কর। শিষ্টাচার মনুষ্যকে কখন কটুবাক্য প্রয়োগ করিওনা কারণ তিনি শান্তির দ্বারে আঘাত করেনা,কখন বিবাদ অনুসন্ধান করেনা।

পঞ্চদশ নিয়ম।

যখন একটি বিষয় অর্থের দ্বারা সমাধা হইতে পারে, তখন কোন মনুষ্যের জীবনকে বিপদে রাখা পরামর্শ যোগ্য নয়, যখন প্রত্যেক চাতুরিতে বাহুর দ্বারা কার্য্য নিষ্ফল হয় তখন অসী নিষ্কোষ করা বিধি হয়।

ষোড়শ নিয়ম।

দুর্ব্বল বৈরীকে কখন দয়া প্রকাশ করিওনা, যদি তিনি প্রবল হন, কখন তোমাকে রক্ষা করিবেন না। যখন তুমি এক শত্রুকে দুর্ব্বল দেখিবে, নির্ভয়ে ও অহঙ্কারে নিশ্চিন্ত থাকিওনা, কারণ তথায় প্রত্যেক অস্থিতে মজ্জাতে রস আছে, এবং অঙ্গরাখার ন্যায় মনুষ্যকে ঢাকিয়া রাখে। যে কোন ব্যক্তি দুষ্টকে কষ্ট দিয়া নষ্ট করে, তার দৌরাত্ম্য হইতে জগৎকে উদ্ধার করে এবং সেই দুষ্টলোক ও ঈশ্বরের কোপ হইতে মুক্তি পায়, যদিও ক্ষমা প্রশংসনীয় হয়, তত্রাচ অত্যাচারির ক্ষত স্থানে মলম নিযুক্ত করনা। তিনি কি জানেন না যে কোন ব্যক্তি শত্রুর জীবন রক্ষা করে, সে আদিপুরুষের সকল সন্তানের প্রতি হানী করে।

সপ্তদশ নিয়ম।

এক বিপক্ষের পরামর্শের পশ্চাৎ বর্ত্তী হওয়া পরামর্শ যোগ্য নয়, বিপক্ষ যাহা বলে, তাহা তুমি শ্রবণ করিতে পার, কারণ তুমি তাহার পরামর্শর বিপরীত কার্য্য করিতে পারিবে। বিপক্ষের পরামর্শ যদিও উৎকৃষ্ট হয়, তিনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহা তুমি পরিত্যাগ কর, কারণ যদি তুমি তাহার মন্ত্রণার পশ্চাদ্বর্ত্তি হও, দুঃখন্থ হইলে আপনার জানুতে করাঘাৎ করিতে থাকিবে। আর তোমার বৈরী যদি একটি পথ দেখাইয়া দেয়, তাহা যদি তীরের ন্যায় সোজা পথ হয়, তথাপি সেদিক হইতে ফিরিয়া অন্যদিকে গমন করিবে।

অষ্টাদশ নিয়ম।

যেমন প্রচণ্ড কোপে মহাশঙ্কা সৃজন করে, তেমনি সময়ক্রমে দয়াতে ক্ষমতাকে বিনাশ করে। অতএব এত নিষ্ঠুর হইওনা, যাহাতে বিরক্তি জন্মায়। নির্দ্দয়তা এবং দয়া একত্রিত হইলে নম্র হয়। ঠিক যেমন এক অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায়, যিনি বেলকার ও ব্যবহার করেন, আবার পটি নিযুক্ত করেন। জ্ঞানী মনুষ্য কখন অতিশয় নির্দ্দয়তা ব্যবহার করেন না। অথবা এমন শৈথিল্য ও সহ্য করেন না, যাহাতে তাঁহার গৌরবের লাঘব করে। তিনি আপনাকে ও মহৎ মনে করেন না, কিম্বা তাঁহার জ্ঞানকে ও অমনোযোগ করেন না। এক মেষ পালক তাহার পিতাকে বলিল, হে পিতঃ! তুমি জ্ঞানী, অতএব তোমার বহুদর্শন হইতে আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞান শিক্ষা দাও। তিনি উত্তর করিলেন, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাক, কিন্তু অধিক অংশে নয়, যেন লোকেরা ব্যাঘ্রের ন্যায় তীক্ষ্ণ দন্তের দ্বারা তোমার অপমান করে না।

ঊনবিংশ নিয়ম।

এক রাজধানীতে এবং ধর্ম্মবিষয়েতে এই দুইটি ব্যক্তি সাধারণের শ্রীহীন, অর্থাৎ দয়াহীন রাজা এবং জ্ঞানহীন ধার্ম্মিক। কিন্তু এক রাজা ভগবানের আজ্ঞা পালক ভৃত্য না হইলে রাজধানীর কর্ত্তা হইতে পারিতেন না।

বিংশ নিয়ম।

এক ভূপালের পক্ষে এই উপযুক্ত হয়, তাঁহার শত্রুগণের প্রতি অধিক রাগ প্রকাশ না করেন। যদ্দারা তাঁহার বন্ধুগণ ভীত হন। কারণ কোপাগ্নি প্রথমে রাগির প্রতি পতন হয়, এবং তাহার পর সেই শিখা শত্রুর উপর পতিত হয়। পৃথিবীস্থ আদিপুরুষের সন্তানদিগের অহঙ্কার ক্রূরতা এবং দাম্ভিকতা গ্রহণ করা উপযুক্ত নয়। অতএব তুমি যে ব্যক্তি হওনা কেন তোমার অধিক ক্রোধ এবং শঠতা আছে, ইহাতে আমি বিবেচনা করি যে, তুমি মৃত্তিকা হইতে সৃজন হওনাই, কারণ তাহা হইলে মৃত্তিকার ন্যায় ধৈর্য্যবান হইতে। আর ইহাতে বোধ হইতেছে যে, তোমার উৎপত্তি অনল হইতে, এই হেতু তোমার স্বভাব

ও অনলের ন্যায় হইয়াছে, সে যাহা হউক বাএলকানদেশের মধ্যে আমি এক ধার্ম্মিকের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, এবং তাঁহাকে বিনয় পূর্ব্বক বলিলাম হে ধার্ম্মিক মহাশয়! তোমার উপদেশদ্বারা অজ্ঞানতা হইতে আমাকে রক্ষা কর, তিনি উত্তর করিলেন, হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য। মৃত্তিকার ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন কর, আর তুমি যাহা শাস্ত্রেতে অভ্যাস করিয়াছ, এই সকল বিষয় মৃত্তিকার মধ্যে আবৃত করিয়া রাখ।

একবিংশ নিয়ম।

শত্রুর হস্তে এক দুষ্টলোক বন্দী হয়, কারণ যে কোন স্থানে তিনি গমন করেন, তিনি তার আপনার নিগ্রহের থাবা হইতে পরিত্রাণ হইতে পারেন না।

যদি এক দুষ্টলোক দুঃখের হস্ত হইতে স্বর্গেতে ও পলায়ন করেন, তথায়ও তাঁহার কুস্বভাবের নিমিত্ত দুঃখভোগ করে!

দ্বাবিংশ নিয়ম।

যখন তুমি তোমার বৈরীর সৈন্যগণের মধ্যে অনৈক্য নিরীক্ষণ করিবে উত্তমরূপে সাহসী হবে। কিন্তু যদি উহারা ঐক্যতায় থাকে। প্রহরী রাখিয়া সাবধানে থাকিবে। আর যখন বৈরীগণের মধ্যে বিবাদ দেখিবে বন্ধুবর্গ লইয়া আরাম করিবে। কিন্তু ইহাদিগের ঐক্যতা দেখিলেই তখনি স্বীয় ধনুকে গুণ দিয়া উহাদের দুর্গের প্রাচীরের উপর সর্ব্বদাতীর নিক্ষেপ করিবে।

ত্রয়োবিংশ নিয়ম।

শত্রু যখন সর্ব্বপ্রকার চাতুরীতে নৈরাশ হবে, তখন সে বন্ধুত্বা করিবার কথা উত্থাপন করিবে, অভিপ্রায় এই যে, সে এইরূপ বঞ্চনাতে ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। যাহা তাহার শত্রুতায় হইতে পারেনাই।

চতুর্ব্বিংশ নিয়ম।

তোমার বৈরীর হস্তের দ্বারা অরির মস্তক ভঙ্গ কর যাহাতে ঐ দুয়

লভ্যের ফল প্রাপ্ত হইতে নৈরাশ হইবেনা। যদি ঐ শত্রু এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়, তুমি অরিকে হত্যাকরিলে আর যদি ও তাহা না হয়, তথাপি তুমি শত্রুর কাছে নিরাপদ থাকিবে।

যুদ্ধের দিবসে তোমার দুর্ব্বল শত্রুর নিকটে আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করিওনা, কারণ যে ব্যক্তি দুঃসাহসী হয়, সে প্রকারন্তরে সিংহের মস্তক হইতে মস্তিষ্ক বাহির করিতে পারে।

পঞ্চবিংশ নিয়ম।

যখন কোন বিষয় প্রকাশ করিলে মনুষ্যের অন্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত হইবে এমত স্থলে নিস্তব্ধ থাকা উত্তম! কেননা ইহা তিনি অপরের নিকটে শ্রবণ করিতে পারেন।

এবিষয়ে একটি প্রসঙ্গ আছে যথা।বুলবুল বক্তব্য! তুমি বসন্ত কালের শুভ সংবাদ আন এবং কুসংবাদ পেঁচকের প্রতি প্রদান কর।

ষড়বিংশ নিয়ম।

কোন লোকের বিশ্বাসঘাতকতা রাজাকে জানাইওনা। কেননা তোমার এবিষয় বলার অগ্রে রাজা ইহা সমুদয় রূপে প্রমাণ করিতে পারিবেন তবু যদি তুমি এবিষয় জ্ঞাতকর, তবে তুমি আপনার বিনাশের কার্য্য করিবে। যদি তুমি কোন বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবত্ত হও, যাহা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছ, তাহাই বর্ণনা কর, তাহাতে তোমার কথায় ফল দর্শাইতে পারে।

সপ্তবিংশ নিয়ম।

যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা মনুষ্যকে পরামর্শ প্রদান করেন, অপর হইতে পরামর্শের অভাবে তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হন।

অষ্টবিংশ নিয়ম।

প্রতারক বৈরীর প্রতারনায় এবং মিথ্যা প্রশংসায় কখন অহঙ্কারী হইওনা। মূর্খ ব্যক্তি প্রশংসাতে সন্তোষ হইয়া শবের ন্যায় তাহার স্ফীত চরণে ও মুণ্ঠন দেখাইয়া থাকে। অতএব সাবধান হও,

তুমি কি প্রকারে মিথ্যা প্রশংসকের কথা শ্রবণ করিবে? কেননা সে ব্যক্তি অল্প বাক্যব্যয় করিয়া তোমা হইতে যথেষ্ট লভ্য পাইবার আশাকরে; যদি একদিবস তুমি তাহার অভিলাষ পূর্ণ না কর, তোমার সকল গুণ একেবারে পরিবর্ত্তন করিয়া দুইশত দোষ তোমাকে দেখাইবেন।

উনত্রিংশ নিয়ম।

একসৎবক্তার বক্তৃতায় দোষারোপ না করিলে আপনার বক্তৃতা প্রবল হয় না। তোমার আপনার বুদ্ধি ব্যতীত মূর্খের অনুরোধে স্বীয় বক্তৃতায় দাম্ভিকহইওনা।

ত্রিংশ নিয়ম।

সকলেই বিবেচনা করে যে, তাহার আপনার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হয় এবং তাঁর শিশুর ন্যায় আর কোন শিশু সৌন্দর্য্য হয় না। এই প্রকারে এক ইহুদী এবং এক মুসলমান বিবাদ করিতেছিল তাহা শ্রবণ করিয়া আমি হাসিলাম। ঐ মুসলমান রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, ভগবান্ যেন আমাকে বিনাশ করো। ঐ ইহুদী কহিলেন, এই পেন্টাটিউক নামক ধর্ম্ম পুস্তকের উপর আমি সফত 'করিতেছি যে, আমি তোমার ন্যায় মুসলমান হইব, যদিও আমি ভ্রম পূর্ব্বক সফত করিয়াছি।

একত্রিংশ নিয়ম।

দশজন মনুষ্য একটি মেজের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া তৃপ্ত পূর্ব্বক আহার করিতে পারেন কিন্তু দুইটী কুক্কুর একটী মৃতদেহে আহারে তৃপ্ত হইতে পারেনা। তেমনি লোভি মনুষ্যর সমস্ত জগৎ অধীনে থাকিলেও ক্ষুধিত থাকিবেন অতএব যে ব্যক্তি নিরাকাঙ্ক্ষ হন তিনি একখণ্ড রুটীতে ও তৃপ্ত হন আর তাঁহার অপ্রশস্ত উদর বিনামাংস ভোজনেও সন্তোষ হইয়া থাকে। কিন্তু লোভিব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যতে ও তৃপ্ত হননা। আমার জনক যখন তাঁহার জীবনের সময় প্রায়শেষ হইতেছিল আমাকে এই পরামর্শ দিয়া লোকান্তরীত হইলেন। হে পুত্র কাম রিপু অনল স্বরূপ অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে নরকের অগ্নিশিখাতে তুমি দ্রুতগমন করিবেনা, ঐ কামরূপ অনলকে নির্ব্বাণ করিবার সামর্থ ও যদি না হয় ধৈর্য্য রূপবারির দ্বারা উহাকে শীতল করিবে।

দ্বাত্রিংশ নিয়ম।

যে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকিতে পরের উপকার না করেন, তিনি নিরু-পায় হইলে দুঃখভোগই করিবেন অর্থাৎ তাহার অসময়ে কেহই তাহার উপকার করিবেনা। অহিতাচারি লোক অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক ভাগ্যহীন লোক আর কেহই হয়না, কারণ তাহার দুঃখের দিবসে কেহই তাহার বন্ধু হননা।

ত্রয়স্ত্রিংশ নিয়ম।

যেমন এক নিশ্বাস ধারণ দ্বারা জীবের জীবন রক্ষাপায়, তেমনি সাংসারিক ব্যক্তির জীবিত অবস্থাতে নানা প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হয়। আর যে সকল ব্যক্তির সংসারের নিমিত্ত ধর্ম্মকে বিক্রয় করেন, তাহারা গর্দ্দভের স্বরূপ হন। লোকেরা যেমন ইউসফকে বিক্রয় করিয়া কিছুই প্রাপ্ত হননাই, ধর্ম্ম বিক্রেতাদের ও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। হে আদি পুরুষের সন্তান সকল! আমি কি তোমাদিগকে বলি নাই যে সয়তানের সেবা কখন করনা। এক শত্রুর পরামর্শ দ্বারা বন্ধুর সহিত অঙ্গিকার ভঙ্গ করিওনা আর সর্ব্বদা এই বিষয় বিবেচনা কর যে, কাহার সহিত ঐক্য বা অনৈক্য হইয়াছে!

চতুস্ত্রিংশ নিয়ম।

ধার্ম্মিকেরা এবং দরিদ্রের বিপক্ষ রাজার উপর সয়তান কখন কর্তৃত্ব করিতে পারেননা। ঈশ্বর আরাধনাতে যে বক্তি অমনোযোগ করেন তাহাকে কখন বিশ্বাস করনা। আর উপবাস দ্বারা যদিও তিনি বদন বিস্তার করিয়া থাকেন, তথাপি ও তিনি বিশ্বাস যোগ্য হননা। কেননা ঈশ্বরের উপদেশ যে ব্যক্তি মান্য না করেন, সেকখন স্বীয় ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত যত্ন করিবেননা। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে কতকগুলি লোকেরা চল্লিশ বৎসর যত্নপূর্ব্বক একচীন দেশীয় পাত্র গঠন করিয়াও শেষ হয়নাই, কিন্তু ইংলণ্ড দেশে সেই প্রকার পাত্র প্রতিদিন একশতটি নির্ম্মাণ হয়। সুতরাং মূল্য অতি সল্প হয়। একটি কুক্কুট শাবক অণ্ড হইতে বাহির হইবা মাত্রেই আপনি খাদ্য অনুসন্ধান করে। কিন্তু একটি মানবের শিশু ভুমিষ্ট হইবা মাত্র জ্ঞান এবং বুদ্ধি প্রাপ্ত হয় না ও এক-বারে অধিক পরিপক্কতাতে পৌছয়না, এই শিশু ক্রমে ক্রমে বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা সকল বিষয়ে প্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠ হয়। একনে কাঁচের বাসন

সর্ব্বত্রে প্রস্তুত হয়, তন্নিমিত্তি ও মূল্য সামান্য। চুণি রত্ন বহুকষ্টে প্রাপ্ত হওয়া যায় এই হেতু উহা বহুমূল্য।

পঞ্চত্রিংশ নিয়ম।

সকল কর্ম্ম ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে সুসিদ্ধ হয়, কিন্তু চঞ্চল ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মের অস্থিরতার জন্য প্রায় নৈরাশ হন। এক কানন মধ্যে আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিলাম যে, এক ধীরগামি ব্যক্তি দ্রুতগামি মনুষ্যের অগ্রে গিয়া পৌছিয়াছেন। এক দ্রুতগামি অশ্ব কিয়দ্দুর গমন করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, তথায় এক উষ্ট্র আরোহি ধীর গমনে উহার অগ্রে গিয়া পেঁছিয়াছে।

ষটত্রিংশ নিয়ম।

এক মুর্খের পক্ষে নিস্তব্ধ থাকা যেমন উৎকৃষ্ট কর্ম্ম হয়, তেমন আর কিছুতে হয়না। এ যদি তিনি এই বিষয়ে বিবেচক হন, তবে আর তিনি মুর্খ হন না। যখন তুমি কোন বিষয়ে পরিপক্কতা এবং ভদ্রতা অধিকার করিতে অভিলাষ করিবে অগ্রে দন্তের ভিতরে রসনাকে আবদ্ধ রাখিবে, কারণ ইহা না করিলে মনুষ্যকে অপমানিত হইতে হয়। ঠিক যেমন শস্যহীন বাদাম পরিমাণে ন্যূন হয়।

কোন সময়ে এক নির্ব্বোধ মনুষ্য তাহার পালিত গর্দ্দভকে যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষাদিতেছিলেন। আবার উহার উপর অর্থব্যয় ও করিতেছিলেন। ইহাতে কোন এক ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে নির্ব্বোধ! কেন তুমি উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করিতেছ? ইহাতে কেবল নিন্দুক হইতে আপনার উপর তিরস্কারকে আহ্বান করিতেছ?

যেমন তোমা হইতে মুর্খলোকে কথার উপদেশ উপার্জ্জন করিবেনা, কিন্তু তুমি তাহাহইতে নিস্তব্ধতা শিক্ষা কর। যে ব্যক্তি কথার উত্তর দিতে অগ্রে বিবেচনা করেন, তিনি সচরাচর অন্যায় বাক্যই কহিবেন। হয় জ্ঞানীর ন্যায় কথা কও নতুবা মুখের ন্যায় স্থির হইয়া বসিয়া থাক।

সপ্ত ত্রিংশ নিয়ম।

যদি কেহ তোমা অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হন, আর তুমি তাহার সঙ্গে তর্ক কর তবে এমন নিয়মে তর্ক করিবে, যেন অপরে তোমার অজ্ঞানতা প্রকাশে বিরত থাকিয়া কেবল তোমার জ্ঞানকে প্রশংসা করেন। তোমা

অপেক্ষা যদি কোন ব্যক্তি উত্তম রূপে কথা কহিতেছেন ইহা যদি তুমি সম্পূর্ণ রূপে বুঝিতে পার তাহাতে কোন আপত্য করনা।

অষ্ট ত্রিংশ নিয়ম।

যখন দুষ্ট লোকের সঙ্গে সহবাস করিবে তাহাতে ভাল কখনই হইবে না। তাহার প্রমাণ যদি এক স্বর্গীয় দূত ভূতের সঙ্গে সঙ্গি হন, তিনি মহাশঙ্কা বিশ্বাস ঘাতকতা এবং চাতুর্য্য অবশ্য শিক্ষা করিবেন। দুষ্ট লোক হইতে তুমি কখন ধর্ম্মশিক্ষা করিতে পারিবেনা, কারণ নেক্‌ড়ে ব্যাঘ্র কখন চর্ম্মকারের বিদ্যা অভ্যাস করেনা।

ঊনচত্বারিংশ নিয়ম।

মনুষ্যগণের গোপনীয় দোষ সকল কখন প্রকাশ করনা, কারণ তাহা দিগের অপমান করায় তোমার কিছু অর্থলাভ হইবেনা।

চত্বারিংশ নিয়ম।

যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া উহার ব্যবহার না করেন, তবে তিনি ঐকৃষকের সদৃশহন। যিনি ভূমিতে লাঙ্গল দিয়া শস্যের বীজ বপন করেননা।

এক চত্বারিংশ নিয়ম।

যাহার অন্তঃকরণ অসন্তোষ হয়, তাহার দেহের দ্বারা প্রকৃতরূপে অধীনতা সম্পূর্ণ করা হয় না। যেমন শস্যহীন খোশা সঞ্চয়ের নিমিত্ত যোগ্য হয়না।

দ্বি চত্বারিংশ নিয়ম।

সকলে নয় কিন্তু যাহারা বিবাদ করিতে প্রস্তুত হয় তাহারা কর্ম্ম করনে তৎপর হয়। একটি পর্দ্দার অন্তরালে কোন আকৃতিকে সুশ্রী বোধ হইত, পরে কিন্তু ইহা সরাইলে এক বৃদ্ধ পিতামহী দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ নিয়ম।

যদি সকল রজনী বৃহৎ হইত, তবে অনেক রজনী অাচ্ছল্য হইত, এই প্রকারে যদি সকল শিলায় বদকসনি দেশীয় চুনী রত্ন উৎপত্তি হইত, তবে চুনী এবং শীলা একপ্রকার সামান্য মূল্য হইত।

চতুশ্চত্বারিংশ নিয়ম।

যেমন সকল সুশ্রী আকারে সুস্বভাব ধারণ করেনা। তেমনি ধর্ম্ম

মনেতে থাকেন, আকারে থাকেননা। এক মানবের রীতি হইতে যে জ্ঞান কতদূর পর্য্যন্ত উপার্জ্জন হইয়াছে, তাহা তুমি এক দিবসের মধ্যে জানিতে পার। সে যাহাহউক তাহার মনের বিপক্ষে নিরাপদ অথবা তোমার দর্শন বিষয়ে অহঙ্কারী হইওনা। কারণ এক হিংস্রক আত্মা অনেক বৎসরে দর্শন হয়না।

পঞ্চচত্বারিংশ নিয়ম।

যে কোন ব্যক্তি মহৎলোকের সঙ্গে বিবাদ করেন, তিনি আপনার রুধির আপনি ছড়ান। আর যে ব্যক্তি আপনাকে বড়জ্ঞান করেন তিনি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করাইবেন যে,তাহা অপেক্ষা দ্বৈগুণ শ্রেষ্ঠ। ঠিক যেমন এক মেড়ার সঙ্গে মস্তক ঠুকিলে আপনার মস্তক ভাঙ্গিয়াযাবে।

ষট চত্বারিংশ নিয়ম।

এক জ্ঞানীর কার্য্য নয় যে সিংহকে মুষ্টাঘাত করা, অথবা অসিতে ঘুসী মারা। তোমা অপেক্ষা যে অধিক বলবান তাহার সঙ্গে যুদ্ধ অথবা বিবাদ করিওনা। এমৎস্থলে স্বীয় বাহু বস্ত্রের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিবে।

সপ্ত চত্বারিংশ নিয়ম।

এক দুর্ব্বল ব্যক্তি যদি এক বলবানের সঙ্গে বিবাদ করে, তাহার আপনার মৃত্যুর দ্বারা শত্রুকে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি ছায়াতে পালিত হয়, সে কি প্রকারে বীরগণের সঙ্গে যুদ্ধে সন্দি হইতে পারে। যে ব্যক্তির বাহুতে সামর্থ না থাকে, সে যদি এক বলবানের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে উন্মাদের ন্যায় কার্য্য করে। কারণ বলবানের হস্তের কব্জা লোহার স্বরূপ।

অষ্টচত্বারিংশ নিয়ম।

যে ব্যক্তি সৎপরামর্শ শ্রবণ করেন না তিনি পরের নিন্দা শ্রবণ করিতে অভ্যাস করেন। আর যে ব্যক্তি ভাল পরামর্শ শ্রবণ করেন না, তাকে যদি কোন লোক তিরস্কার করে তাহার উচিত নিস্তব্ধ হইয়া থাকা।

ঊনপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

পাপীলোকে ধার্ম্মিককে দেখিতে পারে না, ঠিক যেমন বাজারের কুক্কুর। সকল শীকারী কুক্কুরকে দেখিয়া চিৎকার করে, কিন্তু উহার নিকট যাইতে সাহস করেনা।

পঞ্চাশত্তম নিয়ম।

একনীচ হতভাগ্য তাহার অহিতাচারের নিমিত্ত ধার্ম্মিকের সঙ্গে যখন তুল্য হইতে পারেনা, তখন তিনি ধার্ম্মিকের নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। ধার্ম্মিকের অসাক্ষাতে হিংসক হতভাগা কেবল গ্লানি করে, কিন্তু তাহার সম্মুখে নিস্তব্দ হইয়া থাকে।

একপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

উদর পরিপূর্ণ থাকিলে একটি পক্ষি ও ফাঁদে ধৃত হয় না এবং ব্যাধ ও তাহার জাল বিস্তার করেনা। এই যে উদর হইতে লোকের হাতে হাতকোড়ি দেয় এবং শৃঙ্খলে বদ্ধ করায়। আর যে ব্যক্তি উদরের নিমিত্ত দাসত্ব স্বীকার করেণ তিনি ঈশ্বর আরাধনা কদাচ করেনা।

দ্বিপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

জ্ঞানী লোকে অন্ন এবং ধার্ম্মিকে অর্দ্ধেক খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই সন্তোষ থাকেন। আর উদাসীনেরা প্রাণ ধারণের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ আহার করেন।যুবা লোকেরা পাত্রে যাহাথাকে সকলি আহার করেন,যে পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত না হয়। কিন্তু লোভি ব্যক্তিরা এত অধিক আহার করেন যে তাহাদিগের নিশ্বাস নির্গত করিবার স্থান থাকেনা, অথবা তাহাদিগের আহারের পর অপর কাহার জন্য এক টুকরা ও পড়িয়া থাকেনা। এই প্রকারে উদরের কাছে যে ব্যক্তি দাস হয় দুইরাত্রী তাহার নিদ্রা হয় না, এক নিশি উদর বোঝাইএর জন্য নিদ্রাচ্যুত হয় ও পরের নিশি আহারের অভাবে নিদ্রাহয়না।

ত্রিপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে পরামর্শ সর্ব্বনাশের হেতু এবং বিবাদীর প্রতি সরল হওয়া মহাপাপ। যদি তুমি পাপীলোককে প্রতিপালন এবং দয়াকর ইহাতে গুরুতর পাপ হয়।

চতুঃপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

যে কোন ব্যক্তি তাহার ক্ষমতার মধ্যে শত্রুকে পায় তখন যদি তাহাকে বিনাশ না করে সে আপনার শত্রু আপনি হয়। আর যখন একটি শীলা হস্তেতে থাকে তদ্বারা সর্পের মস্তকে আঘাৎ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। জ্ঞানী লোকে উহাকে আঘাৎ করিতে কখন বিলম্ব করেননা।

তীক্ষ্ণ দন্তধারী ব্যাঘ্রকে দয়া দেখাইলে নির্দোষী মেষ জাতির প্রতিহানী করা হয়। কিন্তু মানব জাতিরা বিপরীত কার্য্য করিয়া বলেন যে, এক বন্দীকে হত্যাকরায় বিলম্ব ফলদায়ক হয়, কারণ হত্যা করিবার ক্ষমতাকে তুমি অনায়াশে ফিরাইতে পার অথবা মুক্তি ও দিতে পার আর যদি কেহ বিনা বিবেচনায় হত্যা করেন, তাহাতে অন্যায় কার্য্য ঘটিতে পারে। আর সে অন্যায়কে ন্যায় করা অসাধ্য হয়। কেননা জীবনকে নষ্ট করা অতি সহজ, কিন্তু ইহাকে রক্ষাকরা অসাধ্য। জ্ঞানের একটি নিয়ম আছে যে,ধনুকধারির ধৈর্য্য করা কর্ত্তব্য কারণ ধনুক হইতে তীর যখন নির্গত হইয়া যাবে, ইহা আর প্রত্যাগমন করিবেনা।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

এক জ্ঞানী মনুষ্য কোন বিষয়ের উপরে জ্ঞানহীন লোকেদের সঙ্গে তর্কেতে যদি প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি কখন বিশ্বাস উপার্জ্জন করিবার আশা করিতে পারেননা। আর যদি এক নির্ব্বোধ লোক বাচালতার দ্বারা এক জ্ঞানীকে পরাভব করেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবেনা কারণ একটী সামান্য শিলাতে বহু মুল্য রত্নকে ভঙ্গ করিতে পারে। এক পিঞ্জর মধ্যে কাকের সঙ্গে বুলবুল বন্ধ পক্ষী থাকিয়া যদি সঙ্গিত আলাপণ না করে কেন ইহাতে আশ্চর্য্য হইবে?

এক দুষ্ট লোক দ্বারা যদি এক ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি হিংসা করা হয়, ঐ ধার্ম্মিকের রাগ করা অথবা চিন্তা যুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। তাহার প্রমাণ যদি একটি সামান্য শিলাতে কাঞ্চন পাত্রকে ভগ্ন করে, ইহাতে শীলার মুল্য কিছু বৃদ্ধি হয়না অথবা, কাঞ্চনের মুল্য ও ন্যূন হয়না।

ষটপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

যদি এক জ্ঞানী মনুষ্য ইতর লোকের সংসর্গে থাকেন, তাঁহার কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। ইহাতে তুমি আশ্চর্য্য হইওনা। কারণ বিনাযন্ত্রের শব্দে জয়ঢাকের শব্দকে ঢাকিতে পারেনা। কিন্তু প্রখর রসুনের গন্ধের দ্বারা পুষ্পের সৌরভকে ঢাকিয়া ফেলে। এই অবোধ হতভাগা তাহার উচ্চৈঃস্বরের দ্বারা অহঙ্কারী হইয়া বুদ্ধিমানকে অপ্রতিভ করে, ইহা বলিয়া তুমি কি এমন অধীর হবে যে, যোদ্ধার জয়ঢাকের শব্দে হেজাজের বাদ্যকে ঢাকিতে পারিবে।

যদি একটি রত্ন কর্দ্দমে পতিত হয়, তবু ইহা সেই ক্রমতীর রত্নই

থাকে। আর ধুলা যদি শূন্যতে উড্ডীয়মান হয়, তত্রাচ ইহার আদি অধমতা পরিবর্ত্তন হয় না। বিদ্যাহীন বুদ্ধি হয় অতি অধম, আর বুদ্ধিহীন বিদ্যা অন্তরে পতিত হয়। উৎকৃষ্ট স্বভাবের অনল হইতে যদিও ভস্ম সকল উৎপন্ন হয়, তত্রাচ আন্তরিক গুণ না থাকার দরুণ ধুলা অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে না। ইক্ষু হইতে চিনি মুল্য উপার্জ্জন করিতে পারেনা। কিন্তু ইহার আন্তরিক গুণেতে মূল্যবান হয়। মৃগনাভী কস্তুরি স্বাভাবিক সৌরভযুক্ত, এই হেতু পশারির দ্বারা সৌগন্ধ দ্রব্য বলা হয় না। এই হেতু জ্ঞানী মনুষ্য যেন পশারির সিন্দুকমধ্যে স্থির হইয়া আছেন, কিন্তু গুণেতে পরিপূর্ণ আছেন। মুর্খলোক জয়ঢাকের সদৃশ শব্দ কারি ও উচ্চভাষী এবং খালী বহুবাক্যবাদী। জ্ঞানীরা বলেন যে মুর্খের দলেতে যদি এক জ্ঞানী লোক থাকেন, তাঁহাকে তুলনা করা যায়। ঠিক যেমন অন্ধের দলেতে এক রূপবতী ললনা বাস করেন, অথবা যেমন এক নাস্তীকের আলয়ে কোরাণ গ্রন্থ থাকে।

যৎকালিন কেনানদেশ ধর্ম্মহীন হইল, তখন ইউসফের জন্মগ্রহণে ইহার গৌরব বৃদ্ধি করে নাই। অতএব তোমার যদি ভদ্রতা থাকে, তবে তোমার পুণ্য দেখাও, যেমন কণ্টকবৃক্ষ হইতে গোলাপ কুসুমের উৎপত্তি তেমনি অজর হইতে এবরাহিমের উদ্ভব হয়।

সপ্তপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

যে বন্ধুর সহিত তোমার সমুদয় জীবনের মধ্যে বহু যত্নে বন্ধুত্ব উপার্জ্জন করিয়াছ। এক মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তাহার উপর অসন্তোষ হওয়া তোমার উচিত নয়। যেমন একটি শীলা অনেক বৎসরেতে চুণী রত্ন হইয়াছে, সেইটি যেন সামান্য শীলার আঘাতে ধ্বংস করিওনা।

অষ্টপঞ্চাশত্তম নিয়ম।

যেমন এক ধুর্ত্ত ললনার হস্তে একপুরুষ খীন হইয়া আইসে, তেমনি জ্ঞানের ক্ষমতার অধীনে বিচার করণের শক্তি বস হইয়া থাকে। ঐ আনন্দ আলয়ের দ্বার একেবারে রুদ্ধ কর, যাহাতে এক রমণীর উচ্চৈঃস্বর শ্রবণ করিবে।

উনষষ্টিতম নিয়ম।

ক্ষমতাহীন অভিপ্রায় হয়, প্রবঞ্চনা এবং প্রতারণা আর অভিপ্রায়

হীন ক্ষমতা হয়, অজ্ঞানতা এবং উন্মত্ততা। অতএব অগ্রে আবশ্যক হয়, বুদ্ধিবিবেচনা এবং জ্ঞান তাহার পর রাজত্ব, কারণ মূর্খের হস্তে অর্থ এবং ক্ষমতা হইলে তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্র স্বরূপ হয়।

ষষ্টিতম নিয়ম।

এই দানশীল ব্যক্তি যিনি ভোজন করেন, এবং দান করেন, ঐ ধার্ম্মিক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, যিনি কেবল উপবাস করিয়া ধনসঞ্চয় করেন। যে কোন ব্যক্তি সুখভোগ পরিত্যাগ করিয়া মানব জাতির সম্মতি উপার্জ্জন করেন, তিনি শাস্ত্রীয় মত হইতে অশাস্ত্রীয় সুখভোগে পতিত হন। এই তপস্বী ক্রিয়াকাণ্ড হইতে অবসর হইয়া বিনা ঈশ্বর আরাধনায় বসিয়া থাকেন, সে কি কখন তিমিরাচ্ছন্ন দর্পণেতে কিছু দর্শন করিতে পারিবে। অল্প অল্প দ্রব্য একত্রিত করিলে ক্রমে অধিক হয়। এক গোলাঘরের মধ্যে একটি একটি শস্যেরদানা একত্র করিলে ক্রমে গাদী হইয়া আইসে। বিন্দু২ বর্ষণে ক্রমে জলপ্লাবন হয়।

একষষ্টিতম নিয়ম।

বিনাস্বার্থ এক ইতরের অহঙ্কার সহ্য করা জ্ঞানীর উচিত নয়, কারণ ইহার দ্বারা তিনি উভয় পক্ষের হানী করেন, প্রথমে তিনি স্বীয় গৌরবের লাঘব করেন, ও দ্বিতীয় ঐ ইতরের অহঙ্কার স্থায়ী করেন। দয়ার এবং অনুগ্রহের সহিত যদি এক ইতরের প্রতি কথা কহ ইহাতে তাহার অহঙ্কার এবং ঠেঁটামি অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে।

দ্বিষষ্টিতম নিয়ম।

যে কোন ব্যক্তির দ্বারা পাপ কর্ম্ম করা হয়, তাহা ঘৃণীত হয় অধিকাংশ এক পণ্ডিত প্রতি হয় কারণ, সয়তানের সহিত যুদ্ধ করা বিদ্যা হয় অস্ত্রের স্বরূপ এবং যদি অস্ত্রধারী মনুষ্য কারাবদ্ধ হয়, ইহাতে তাহার অধিক লজ্জা উপস্থিত হইতে পারে। লম্পট চরিত্রের ইতর লোক এক বুদ্ধিহীন পণ্ডিত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ মূর্খ ব্যক্তি অদৃশ্যতায় মধ্যে পথহারায় এবং এই পণ্ডিত বাঞ্ছিত ব্যক্তিদ্বয় লোচন থাকিতে ও অন্ধ কূপে পতিত হয়।

ত্রিষষ্টিতম নিয়ম।

কোন ব্যক্তির জীবদ্দশার মধ্যে যদি কেহ রুটি আহার না করে তিনি লোকান্তরীত হইলে কেহ তাহার নাম ও করেনা। যখন মিশর নগরেতে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল ধার্ম্মিক ইউসফ ক্ষুধাতুর ব্যক্তিগণকে বিস্মৃত হইতেন না এই কারণে তাঁহার উদর পুরিয়া আহার হইতনা। এক সামান্য বিধবা স্ত্রীলোকে দ্রাক্ষ্য ফলের আস্বাদন লইতে পারেন কিন্তু এই দ্রাক্ষ্য ক্ষেত্রাধিপতি তাহা পাননা। যে ব্যক্তি অর্থেতে এবং আরামেতে বাস করেন ক্ষুধা যে কি তাহা কিপ্রকারে জানিতে পারেন। যাহার আপনার দুঃখের অবস্থা ঘটে তিনি দুঃখীর অবস্থা জানিতে পারেন। ও হে তুমি! দ্রুতগামী অশ্বারোহণে গমন করিতেছ, বিবেচনা কর যে কণ্টক বৃক্ষ বোঝাই লইয়া একটি গর্দ্দভ কর্দ্দমে আটক হইয়াছে। প্রতিবাসী সন্ন্যাসীর আলয় হইতে অনল যাচিঞা করনা কারণ তাহার রন্ধনশালা হইতে যে ধূম নির্গত হইতেছে ইহা তাহার অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইতেছে।

চতুর্ষষ্টিতম নিয়ম।

এক অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ সময়ে কোন দুঃখী সন্ন্যাসীর দুঃখ রূপ ক্ষত ঘায়ে যদি মলম দিতে না পার তবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করনা যে তিনি কি করিতেছেন অর্থাৎ যদি তাহাকে প্রতিপালন করিতে পার তবেই উত্তম। আর যখন তুমি দেখিবে যে এক বোঝা বাহক গর্দ্দভ কর্দ্দমেতে আটক হইয়া আছে, তাহার প্রতি স্নেহ কর কোন রকমে তাহার মস্তকের উপরে গমন করনা, কিন্তু অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে এজন্তু হেথায় কি প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে এবং সাহসী পুরুষের ন্যায় কোটি বন্ধন কর এবং ঐ গর্দ্দভকে কাদা হইতে তুলিবার জন্য উহার লাঙ্গুল ধারণ কর।

পঞ্চষষ্টিতম নিয়ম।

নিরূপিত সময়ের পূর্ব্বে মৃত্যু হওয়া এবং ঈশ্বরযাহা ভাগ্যে লিখিয়াছেন তাহা অপেক্ষা অধিক ভোগ আকাঙ্খা করা এই দুইটি বিষয় প্রমাণ্য রূপে স্থির করা অসাধ্য। অশ্বরক্ষীর সহস্র বিলাপ কি প্রশংসা কি অভি-

যোগ কি শোক করিলেও অদৃষ্টের নির্ব্বন্ধ কখনই পরিবর্ত্তন হইবেনা। বায়ু সঞ্চয়ের উপর স্বর্গীয় দূত প্রভুত্ব করে কিন্তু যদি বিধবা রমণীর দীপটী নির্ব্বাণ হয় তাহাতে কি তিনি যত্ন করিতে পারেন।

ষষ্ঠষষ্টিতম নিয়ম।

ওহে তুমি যে আহার অভাবে কাতর হইতেছ ইহা তুমি দৃঢ় বিশ্বাস কর যে তুমি অবশ্য আহার পাইবে। আর যদি তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তুমি পলায়ন করিতে চেষ্টা করনা, কারণ পলায়নে তুমি তোমার জীবনকে রক্ষা করিতে পারিবে নাই। ভগবান তোমাকে প্রত্যাহিক আহার যোগাইবেন ইহাতে তুমি চেষ্টা কর বা নাই কর। আর যদি তুমি সিংহের বা ব্যাঘ্রের কক্ষের ভিতর থাক তবু তাহারা তোমার মৃত্যুর নিরূপীত দিন উপস্থিত না হইলে কখন তোমাকে গ্রাস করিতে পারিবেনা।

সপ্তষষ্টিতম নিয়ম।

যাহা ভাগ্যে না থাকে হস্তদ্বারা তাহা স্পর্শ করা যায় না আর যাহা ভাগ্যে থাকে তুমি যে কোন স্থানে থাকিবে ইহা তোমাকে অবশ্য অনুসন্ধান করিবে, তুমি শ্রবণ করিয়া থাকিবে যে পরিভ্রমি সেকেন্দর ভুপাল তিমিরাবৃত দেশে প্রবেশ করিয়া ছিলেন আর তথায় অনেক পরিশ্রম করিয়াও অমৃত বারির অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই।

অষ্টষষ্টিতম নিয়ম।

যেমন এক ধীবর দুর্ভাগ্য বশতঃ টাইগ্রীস নদীতে একটি মৎস্য ধরিতেও পারেন নাই এবং কোন ভাগ্য হীন মৎস্য ও শুষ্ক ডাঙ্গা ভূমিতেও মরিয়া থাকে নাই, তেমনি এক লোভি মনুষ্য উপজীবিকার অনুসন্ধানেতে সমস্ত জগৎ অনুসন্ধান করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছুই পাইলেন নাই।

উনসপ্ততম নিয়ম।

এক পাপী ধনাঢ্য ব্যক্তি স্বর্ণ মণ্ডিত মৃত্তিকার লোষ্ট্রের ন্যায় সুশো-

ভিত হন। এবং এক ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী সার মৃত্তিকার ন্যায় সুন্দর্য্য হন। সন্ন্যাসী ধার্ম্মিক মেজেসের তালী দেওয়া বস্ত্র পরিধান করেন। ঐ পাপী ধনাঢ্য কেরো ভূপালের ন্যায় নালি ঘাকে রত্নে আচ্ছাদন করেন। এই ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী অতি দুঃখেতে ও সুশ্রীকায় ধারণ করেন। কিন্তু এই পাপী ধনাঢ্য এত সৌভাগ্যতে ও বিশ্রী আকার ধারণ করিয়া রোগ ভোগ করেন। অনেকেই পদ এবং অর্থ প্রাপ্ত হইলে দুঃখীলোকের উপকার করেননা, অতএব ইহাদিগের জ্ঞাত কর যে পরের জগতে ধন অথবা গৌরব কিছুই দেখিতে পাইবেনা।

সপ্ততিতম নিয়ম।

এই হিংসক ব্যক্তি ভগবানের সুন্দর সততাকে ঈর্ষা করেন এবং যাহারা নির্দ্দোষী হয় তাহাদিগের বিপক্ষ হন।

একটি ক্ষুদ্র লোকের বিষয় শ্রবণ করিলাম তিনি নির্ব্বোধতার সহিত এক উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অতিশয় অনাদরে ভৎসনা করিতেছিলেন ইহাতে আমি তাহাকে কহিলাম হে মহাশয়! যদি তুমি ভাগ্যহীন হও ইহাতে ভাগ্যবান লোকে কি অপরাধ করিয়াছে। হিংস্রক লোকের প্রতি কখন মন্দ করনা কারণ ভাগ্যহীন হতভাগা আপনি দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। যখন হিংস্রক ব্যক্তি সর্ব্বদাই কষ্ট ভোগ করে তখন তাহার প্রতি শত্রুতা দেখাইবার আবশ্যক কি।

একসপ্ততিতম নিয়ম।

বাঞ্ছাহীন ছাত্র অর্থহীন প্রেমিকের ন্যায়। মনোযোগহীন পথিক পাখাহীন পক্ষির ন্যায়। কর্ম্মহীন পণ্ডিত নিষ্ফলা বৃক্ষের স্বরূপ। জ্ঞান-হীন সন্ন্যাসী দ্বারহীন বাটির ন্যায়।

দ্বিসপ্ততিতম নিয়ম।

ধর্ম্ম পুস্তক কোরাণ গ্রন্থে ইহা প্রকাশ আছে যে মনুষ্যরা উত্তম নীতি সকল শিক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু ইহার লিখিত ধারা সকল বক্তৃতা করিতে পারেন না। মূর্খ ধার্ম্মিক মনুষ্য এক ভ্রমণ কারি পথিকের ন্যায় এবং অমনোযোগী পণ্ডিত এক নিদ্রিত অশ্বারোহীর ন্যায়। এক

পাপী লোক যদি ঈশ্বরের প্রার্থনাতে হস্ত উত্তোলন করেন তিনি এক তপস্বী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হন, যিনি কেবল উল্লাসে মস্তক উচ্চ করেন। এক সংগ্রামি সেনাপতি যদি সভ্য এবং সুশীল হন অহিতাচারী বিধি ধারক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ত্রিসপ্ততিতম নিয়ম।

কার্য্যহীন বিদ্যান মধুহীন মধুমক্ষিকার ন্যায় ঐ নির্দ্দয় এবং অসভ্য মধুমক্ষিকা কেবল যে যখন তুমি মধুসঞ্চয় করিতে পারনা তখন তাহাকে ও হুলাঘাৎ করনা।

চতুঃসপ্ততিতম নিয়ম।

পুরুষত্বহীন মনুষ্য স্ত্রীলোকের ন্যায় এবং লোভী সন্ন্যাসী রাজপথের দস্যুর ন্যায় তুল্য, ও হে তুমি মনুষ্য সকলের দৃষ্টিতে ধার্ম্মিক হবে বলিয়া উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়াছ, ইহা যেন পুস্তকের দপ্তরকে আচ্ছাদন করিয়াছ। তোমার বাহু দীর্ঘ বা খর্ব্ব হউক সংসারিক কার্য্য সকলে ইহাকে দমন করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চসপ্ততিতম নিয়ম।

এই দুই জন মনুষ্য কখন তাহাদিগের শোকাকুল আত্মাকে উদ্ধার করিতে পারেননা, অথবা কর্দম হইতে তাহাদিগের চিন্তাযুক্ত চরণ মুক্ত করিতে পারেননা। অর্থাৎ ইহার মধ্যে একজন বনিক যাহার তরণী চড়ায় ঠেকিয়া ধ্বংস হইয়াছে, ইনি এই চিন্তায় দিবানিশি চিন্তারাশী ভোগ করিতেছেন, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি উহার উত্তরাধিকারী তিনি ঐ লোকেদের দলভুক্ত হইয়াছেন যাহারা প্রেসেতে চাপিয়া বস্ত্রকে স্ত্রী করেন। ইহাতে লোকেরা বলিয়া থাকেন যে রাজদত্ত বস্ত্র যদি ও ক্রমতীয় বটে তত্রাচ আপনার মোটাবস্ত্র উহা অপেক্ষা মনোনীত। যদি ও বড় লোকের খাদ্য দ্রব্য শ্রেষ্ঠ হয় তথাচ আপনার ঘরের সামান্য খাদ্য দ্রব্য উহা অপেক্ষা সুস্বাদ। আর স্বীয় পরিশ্রমের দ্বারা সিরকা এবং সবুজী যাহাউপার্জ্জন করা হয় তাহা ঐ রুটী অপেক্ষা অধিক মনোনীত যাহা ভিক্ষার দ্বারা পাওয়া যায়।

ষষ্ঠ সপ্ততিতম নিয়ম।

বিনা জানিত লোক সমভিব্যাহারে অজানিত পথে গমন এবং বিনা বিশ্বাসে ঔষধ সেবন জ্ঞানের এবং বুদ্ধের বিপরীত কার্য্য।

সপ্ত সপ্ততিতম নিয়ম।

ইমান মুরশীদ বেন মহম্মদ বিজালী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন ইহার প্রতি ভগবানের কৃপাছিল, ইহাকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কি প্রকারে এত অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন আমি যে বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিতাম তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জিত হইতেমনা। যখন তুমি হাত দেখাইবার বিজ্ঞ চিকিৎসক পাইবে পীড়া হইতে আরোগ্য হইবার যর্থার্থ আশা প্রাপ্ত হইবে।

সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যাহা তুমি জাননা কারণ জিজ্ঞাসা করিবার অল্প ক্লেশ স্বীকার করিলে জ্ঞানের সম্ভ্রান্ত পথে তবে তুমি চলিতে পারিবে।

অষ্টসপ্ততিতম নিয়ম।

কোন সময়ে কোন বিষয় জানিবার মানস হইলে তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ব্যস্ত হইবেনা,কারণ ইহাতে অস্থির হইলে তোমার গৌরব এবং ক্ষমতা ন্যূন হইবে। যখন লোক মান দেখিলেন যে দাউদের হস্তে লৌহ মমের ন্যায় আশ্চর্য্য রূপে দ্রব হইয়া আসিল তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন না যে ইহা কি প্রকারে হইল,বিবেচনা করিলেন যে ইহা বিনা জিজ্ঞাসায় প্রকাশ হইয়াছে!

উনাশীতিতম নিয়ম।

এক সম্প্রদায়ের সকল গুণের মধ্যে এইটি আবশ্যক হয় তুমি পরিবারের বিষয়ে মনোযোগ দাও, অথবা ধর্ম্ম বিষয়ে আপনাকে অর্পণ কর।

যদি তুমি জান যে তোমারদিকে শ্রোতার মনস্থির উত্তম রূপে আছে তবে তুমি উহার রীত্যানুসারে ঐক্যমতে তোমার ইতিহাস বর্ণনা কর।

এক জ্ঞানী মনুষ্য যিনি মজনুনের সঙ্গে সহবাস করিতেন লেইলিজানের বদন ব্যতীত আর কোন বিষয় কহিতেননা।

অশীতিতম নিয়ম।

যে কোন লোক দুষ্ট লোকেদের সঙ্গে সহবাস করেন আর যদি ও উহাদের অভিপ্রায় সকল বুঝিতে না পারেন এই পশ্চাদ্বর্ত্তী ধারা সকলে দোষী হইবেন। যদি এক দুষ্ট লোক ঈশ্বর আরাধনা মানসে একরাত্রের মধ্যে গমন করেন ইহাতে কেবল এই অনুমান হইবে যে তিনি সুরাপান করিতে গিয়াছেন। মূর্খের সঙ্গে সহবাস করিলে দুর্নাম প্রাপ্ত হইবে। আমি এক জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে মূর্খের সঙ্গে সহবাস করায় কি হানী আছে. তিনি উত্তর করিলেন যদি তুমি বুদ্ধিমান হও কখন মূর্খের সংসর্গে থাকিবেনা কেননা এসংসর্গে তুমি গর্দ্দভ হইবে এবং তোমার অজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবে।

একাশীতিতম নিয়ম।

ইহা উত্তম রূপে প্রকাশ আছে যে যদি একটি শিশু এক নম্র উটের নাগাম ধারণ করেসে কত শত ক্রোশ অতি দুর্গম পথে বিনা ক্ষুদ্র বাধাতে গমন করিতে পারে,আর তাহাতে মৃত্যুশঙ্কা থাকিলে ও ঐ শিশু অজ্ঞানতার মধ্যে ঐ উটকে ঐপথেই গমন করাইতে ইচ্ছাকরে, ইহাতে তাহার হস্তের নাগাম ছাড়িয়া পড়ে এবং ঐউট আর তাহাকে মানেনা। কারণ বিপদকালে সুশীলতা হয় একপাপ ইহাতে জ্ঞানীরা বর্ণনা করিয়াছেন; যে শত্রুকে আদর দিলে কখন সে মৈত্র হয়না, বরঞ্চ তাহার লোভকে বৃদ্ধি করে ।অতএব যে ব্যক্তি তোমাকে দয়া করে তাহার কাছে নম্র হও এবং যেব্যক্তি বিপক্ষতা করে ধুলা দিয়া তাহার নয়ন পূর্ণকর। আর নির্দ্দয় মনুষ্যকে দয়াকরা অথবা অনুগ্রহের সহিত কথা কহিওনা। কারণ মরিচা পড়া লৌহ কখন ঘসাউকার দ্বারা পরিষ্কার হয়না।

দ্ব্যশীতিতম নিয়ম।

অনেকেই আপনার অজ্ঞানতাকে নিশ্চয় রূপে ধ্বংস করিয়া স্বীয় জ্ঞান বিস্তার পূর্ব্বক অপরের কথোপকথনে বাধা দিয়া থাকেন। এই

বিষয়ে জ্ঞানীরা বর্ণনা করিয়াছেন যে এক জ্ঞানী মনুষ্য কখন কথা কহেননা, যে পর্য্যন্ত লোকেরা তাহাকে প্রশ্ন না করেন। যদি ও স্বাভাবিক কথোপকথন সত্য হয় তত্রাচ ইহাতে ছলনা নিযুক্তকরা সুকঠিন।

ত্র্যশীতিতম নিয়ম।

আমার পরিচ্ছদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রছিল তদ্দৃষ্টে আমার কর্ত্তা মহাশয় "যাহার প্রতি ভগবানের কৃপাহউক" প্রতিদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন তুমি কেমন আছ কিন্তু আমার অভিযোগ গ্রাহ্য করিতেননা অথবা নাম ধরিয়া কোন বিষয় বলিতেননা। অতএব বলি যে ব্যক্তি আপনার কথাতে বিবেচনা না করেন সেই কথার উত্তর প্রাপ্তে অবশ্যই অপমানিত হন। আর যতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে তুমি সন্দেহেতে থাকিবে আদবে কথা কহিবেনা, যদি ও তাহা প্রকাশ্যরূপে ঠিক থাকে। আর সত্য বাক্য কহিয়া যদি আবদ্ধ থাকিতে হয়, সে স্থলে মিথ্যা কথা বলিয়া খোলসা হওয়া উৎকৃষ্ট।

চতুরশীতিতম নিয়ম।

মিথ্যা বাক্য কহা ঠিক যেমন ক্ষত ঘায়ে আঘাৎ করা হয়, যে ঘা আরোগ্য হইলেও দাগ থাকে। ইউসফের ভ্রাতারা মিথ্যা কথার দ্বারা এমন বিখ্যাত ছিলেন যখন তাহারা সত্যকথা কহিতেন তাহা ও বিশ্বাস হইতনা ইহাতে ভগবানের উক্তি আছে যে তোমার স্নেহের বিষয়ে তোমাকে প্রশ্নের দ্বারা পরীক্ষা করা যাইবে।

যখন একব্যক্তি সর্ব্বদা যথার্থতা ব্যবহার করেন তাহার একটি ভ্রম হইলে কেহই তাহা ধরেন না কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি মিথ্যা কথার নিমিত্ত বিখ্যাত হন তখন তিনি সত্য কথা কহিলে ও তুমি বলিবে যে এ মিথ্যা বলিতেছে।

পঞ্চাশীতিতম নিয়ম।

যেমন এক নির্ব্বিরোধী মনুষ্য পূজিত মানব জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তেমনি সকল জন্তুর মধ্যে কুক্কুর অতি অপকৃষ্ট কিন্তু জ্ঞানীরা ঐক্যতা পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন যে এক কৃতজ্ঞ কুক্কুর অকৃতজ্ঞ মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ

এককুকুর কাহার নিকট হইতে এক খণ্ড মাংস আহার করিলে সেকখন তাহাকে বিস্মৃত হয়না, যদি সে ঐ কুকুরকে শতবার লোষ্ট্রাঘাৎ করে, তবু তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকে। কিন্তু এক অকৃতজ্ঞ হতভাগাকে যদি তুমি শতবৎসর প্রতিপালন কর তিনি একটী সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত তোমার সঙ্গে ঘোরতর বিবাদ করিবেন এবং তোমার অপযশ সর্ব্বত্রেতে করিয়া বেড়াইবেন।

ষড়শীতিতমনিয়ম।

এক নিন্দুক ব্যক্তি কখন ধর্ম্ম ব্যবহার করেননা, আর যে ব্যক্তি স্বয়ং অনভিজ্ঞ তিনি কখন পরের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে পারেননা। এক লোভি বলদকে প্রতিপালন করনা,কারণ সে অধিক আহারে অলস যুক্ত হইবে। তুমি যদি বলদের ন্যায় দেহকে হৃষ্ট পুষ্ট করিতে অভিলাষ কর তবে অহিতাচারির নিকটে গর্দ্দভের ন্যায় দেহকে বসীভূত করিবে।

সপ্তাশীতিতম নিয়ম।

ধর্ম্ম পুস্তকমধ্যে ইহা কথিত আছে হে আদি পুরুষের সন্তান সকল যদি আমি তোমাদিগের সকল অর্থ দান করি. তোমরা আমা অপেক্ষা উহাদের উপর অধিক অভিলাষী হইবে এবং যদি আমি তোমাদিগকে দরিদ্র করি তোমাদিগের অন্তঃকরণ সকল ইহাতে ও চিন্তিত হইবে।তবে কিপ্রকারে তোমরা যথার্থ রূপে আমার প্রশংসাকে প্রশংসা করিবে। এবং পরে কি ধারাতে আমাকে পূজা করিবে। কখন কখন তোমরা ঐশ্বর্য্যতে অহঙ্কারী ও অমনযোগী হইবে এবং পুনরায় দুঃখ ভোগ করিলে তোমরা মহাদুঃখে আঘাতিত হইবে, সুখ দুঃখে যদি তোমাদিগের এইরূপ চরিত্র হয় আমি জানিনা যে ভগবানের আরাধনা করিতে কোন সময়ে তোমরা সাবকাশ পাইবে।

অষ্টাশীতিতম নিয়ম।

ভগবান এক ব্যক্তিকে রাজসিংহাসন হইতে পদচ্যুত করিয়া নষ্ট করেন এবং অপর ব্যক্তিকে মৎস্যের উদরেতে ও রক্ষা করেন। হে ভগবান তোমাকে যে স্মরণ করে সেই ব্যক্তিই সুখী এবং ধন্য-যদি ও সে জেনস পেগম্বরের ন্যায় হোএল মৎস্যের উদরে থাকে।

ঊননবতিতম নিয়ম।

ভগবান যদি কোপাবিষ্ট হইয়া রাগেতে অসি নিস্কোষ করেন উভয় ভাবী বক্তারা এবং ধার্ম্মিকেরা যাহা আতঙ্গে কুণ্ঠিত হইতে থাকেন, আর যদি তিনি কৃপাকটাক্ষ্য দান করেন পাপী লোকেরা ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে থাকেন। আর পুনরুত্থানের বিচারেতে যদি তিনি নির্দ্দয় হন, অপর মনুষ্যেতে কি করিতে পারে, যথায় ভাবি বক্তারা ক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া বলেন হে ভগবান আমাদিগের এই প্রার্থনা করিতে দাও। যেন তোমার কৃপা আমাদের হইতে অন্তর না হয় কেননা দেখিতেছি যে পাপী লোকেরা তাহাদের পাপ মোচনার্থ প্রত্যাশা করিতেছে।

নবতিতম নিয়ম।

যে ব্যক্তি সাংসারিক সকল ক্লেশের দ্বারা যথার্থ পথে না চলেন তিনি অবশ্য চিরস্থায়ী দণ্ড ভোগ করিবেন পরেশ্বরের উক্তি আছে সত্যপথে চলিলে দণ্ড বা যন্ত্রণা দিবনা। মহৎলোকেরা অগ্রে উপদেশ প্রদান করেন কিন্তু তাহা শ্রবণ না করিলে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। অর্থাৎ যখন তাঁহারা সুপরামর্শ দিবেন তাহা যদি তোমরা শ্রবণ না কর তবে তাঁহারা তোমাদের শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন। দেখ ভাগ্যবানলোকেরা নানা প্রকার পুরাবৃত্ত এবং প্রাচীন উপদেশ সকল হইতে সতর্ক হন অভিপ্রায় এই যেন তাহারা নিজ নিজ ভাবিবংশের সন্তান দিগের নিকটে কোন প্রমাণের স্বরূপ না হইয়া আইসেন।

যে ফাঁদেতে পক্ষী ধরা পড়ে তদ্দৃষ্টে অপর পক্ষীরা উহার নিকটে গমন করেনা অতএব অন্য লোকের দুর্ভাগ্যের দ্বারা সতর্ক হও যেন অন্য লোকেরা তোমা হইতে প্রমাণ লইতে না পারেন।

এক নবতিতম নিয়ম।

যে ব্যক্তি জন্মাবধি বধীর হয় সে কি কখন শ্রবণ করিতে পারে। আর যাহার প্রতি ফাঁদ ক্ষেপন হইতেছে সে কি তাহার গমন পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা ভগবানের দ্বারা সহায়তা প্রাপ্ত হন তাহাদিগের পক্ষে যেন অন্ধকার নিশি দিবসের ন্যায় উজ্জল হয়। আর ঈশ-

রের কৃপা ব্যতীত এসুখ তাহার বাহুর সামর্থের দ্বারা উপার্জ্জন হয় না। হে ভগবান যথায় উচ্চহস্ত ও অপক্ষপাতি তুমি ব্যতীত আর কেহই নাই তবে আমি আর কাহার নিকট অভিযোগ করিব। অতএব হে ভগবান তুমি যাহাকে অনুগ্রহ কর সে কখন বিপথে গমন করিতে পারেনা, আর তুমি যাহাকে নিগ্রহ কর সে নয়ন স্বত্তে ও পথ দেখিতে পায়না।

দ্বিনবতিতম নিয়ম।

এক সৎঅভিলাষী সন্ন্যাসী অসৎ অভিলাষী ভূপাল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন, অগ্রে দুঃখভোগ করিয়া পশ্চাৎ সুখ ভোগ করা উৎকৃষ্ট।

ত্রিনবতিতম নিয়ম।

গগন মণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে উর্ব্বরা করে কিন্তু পৃথিবী ধুলা ব্যতীত আর কিছুই উহাকে প্রত্যার্পণ করেনা, তেমনি জলের জালা যে কোন তরল বস্তু ধারণ করে কেবল ঘর্ম্ম নির্গত হয় মাত্র। আমার স্বভাব যদি তদীয় দৃষ্টিতে গ্রাহ্য না হয় তবু আমার উত্তম চরিত্র পরিত্যাগ করা উচিত নয়, আমাদিগের সকল দোষ ভগবান দেখিয়া ও ঢাকিয়া রাখেন তাহা প্রতিবাসীরা ও দেখিতে পাননা, তত্রাচ ইহা সর্ব্বত্রেতে ঘোষণা হইতে থাকে। হে ভগবান অস্মদাদিকে রক্ষা কর। যদি লোকেতে জানিত যে গোপনে কি হইতেছে পরাধিকার চর্চ্চা হইতে একজন ও মুক্ত হইতে পারিতনা।

চতুর্নবতিতম নিয়ম।

যেমন পৃথিবী খননের দ্বারা খনি হইতে সুবর্ণ উপার্জ্জন হয় তেমনি কৃপণের অন্তঃকরণ খনন দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন হয়। কৃপণ মনুষ্যরা কখন ব্যয় করেন না এবং অতি সুযত্নে অর্থ সঞ্চয় করেন আর তাহারা বলিয়া থাকেন ব্যয় করা অপেক্ষা ব্যয়ের আশা হয় উৎকৃষ্ট। শত্রুর ইচ্ছা অনুযাইক তুমি দেখিতে পাইবে যে ঐ হতভাগা কৃপণ নিজ ধনক্ষয়ে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

যে সকল লোকেরা দুর্ব্বল লোককে দয়া না করেন তাহারাই প্রবল লোক হইতে অহিতাচার সহ্য করিয়া থাকেন। দুর্ব্বলের হস্ত হইতে

প্রবল বাহুর পরাভব উচিত কিন্তু ইটিত সর্ব্বদা ঘটেনা. অতএব দুর্ব্বলের অন্তঃকরণে কথন দুঃখ দিওনা কি জানি পাছে তুমি তোমা অপেক্ষা প্রবলের দ্বারা পতিত হয়।

পঞ্চ নবতিতম নিয়ম।

জ্ঞানীলোকে বিবাদ দর্শন করিলে স্বয়ং প্রস্থান করেন। কিন্তু যখন শান্তি দর্শন করেন তথায় নোঙ্গর নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ দৃঢ় রূপে বসেন কারণ তথায় নিরাপদ আছে এবং এস্থলের মধ্যে অনেক সুখ ভোগ আছে।

ষন্নবত্তিতম নিয়ম।

এক জোয়ারি তাসের ক্রীড়াতে তিন থানি ছক্কা চালেন কিন্তু তথায় তিনটি টেক্কা উঠিয়াছে। মরু ভুমি অপেক্ষা গোষ্ঠের ভূমি সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট কিন্তু তথায় ঘোটকে বাগডোরের আজ্ঞা রাখেনা।

সপ্তনবতিতম নিয়ম।

এক সন্ন্যাসী তাঁহার ঈশ্বর আরাধনাতে বলিলেন, হে পরমেশ্বর! দুষ্ট লোকেদের প্রতি তোমার দয়া দেখাও। কারণ শিষ্ট লোকেদের প্রতি তুমি পুর্ব্বেই কৃপাদান করিয়াছ যদ্দ্বারা তাহাদিগকে ধার্ম্মিক করিয়াছ।

অষ্টানবতিতম নিয়ম।

জমশেড নামে একব্যক্তি উত্তম বস্ত্র পরিধানে বিখ্যাত ছিলেন এবং ইনিছিলেন সর্ব্বাগ্র গণ্য যিনি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী ধারণ করিয়াছিলেন। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন তিনি এমন উত্তম অলঙ্কার বামহস্তেতে দিলেন, যাহা দক্ষিণ হস্তের অধিকারে উত্তম হয়। ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন এই দক্ষিণ হস্ত ইহার আপনার গুণের দ্বারা স্বয়ং সুশোভিত আছে, ইহার উদাহরন শ্রবণ কর, ফরেছুঁ নামে এক ভূপাল অধীনস্থ লোকেদের আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তাঁহার তাঁবুর উপরিভাগে চীনদেশীয় জড়ওয়া কার্য্য জড়িত হইয়া এই পশ্চাৎ-

গত কথাগুলি অঙ্কিত থাকে। যে জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক লোকেরা স্বয়ং মহৎ ও সুখি আছেন, অতএব অবোধ দুষ্ট লোকেদের হে ভগবান ভাল কর কারণ ইহারা ভাল হইলে আর দুষ্টতা করিবেনা।

উনশততম নিয়ম।

লোকেরা এক মহৎ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দক্ষিণ হস্ত অতি উত্তম তবে কেন বাম হস্তে অঙ্গুরী ধারণ করাহ, তিনি উত্তর করিলেন তুমি কি জাননা যে ধার্ম্মিক লোকেরা সর্ব্বদা অমনোযোগী হন। যে ব্যক্তি সুখ ও দুঃখ নিযুক্ত করেন তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ দান করিয়া থাকেন।

শততম নিয়ম।

যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তক হানীতে শঙ্কা না করেন অথবা পুরস্কার পাই-বার আশা করেননা তিনি রাজাদিগের মন্ত্রণা দিবার যথার্থ যোগ্য হন। যথার্থ যোগ্য পাত্র ঐ ব্যক্তি হন, যাহার চরণে অর্থ ঢালি দাও অথবা শিরোপরি অসি নিক্ষোষ কর তবু তাহাতে ভীত হননা। অথবা কাহার নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেননা তিনি হন ধর্ম্ম সাধনার প্রধান ব্যক্তি।

একাধিকশততম নিয়ম।

অহিতাচারীগণের দমনার্থে ভূপাল থাকেন আর হত্যাকারীগণের শাসনার্থ থানার প্রধান ব্যক্তি থাকেন এবং তস্করগণের বিপক্ষে অভি-যোগ শ্রবণার্থ বিচার পতি কাজী থাকেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদী সৎ হইলে কোন বিচারপতির নিকটে অভিযোগ জানান না।

যখন তুমি বোধ করিবে যে কি হয় দানের যথার্থ বিষয় তাহা অব-শ্যই দেওয়া হইবে। কিন্তু অসন্তোষ এবং বিবাদ অপেক্ষা তাহা সততার সহিত দান করা উৎকৃষ্ট। যদি কোন কোন মনুষ্য ইচ্ছা পূর্ব্বক রাজ কর না দেন রাজ কর্ম্মচারীরা তাহা জোরের দ্বারা আদায় করিয়া লইবেন।

দ্ব্যধিকশততম নিয়ম।

অম্বলের দ্বারা সকলের দন্ত নিস্তেজ হয় কেবল বিচার পতি কাজির হয়না, কারণ তাহা সর্ব্বদা মিষ্ট দ্বারা সতেজ থাকে। যদি বিচারপতি কাজি তোমার নিকটে চারিটি শশা উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করেন, তবে তোমার পক্ষে এত স্বাপক্ষতা করেন যে তাহা দশখানি খরমুজ ক্ষেত্রের তুল্য হবে।

ত্র্যধিকশ ততম নিয়ম।

যেমন এক ব্যাধ প্রাচীন হইলে আর কোন পাপ কর্ম্ম করিতে মানস করেননা, তেমনি থানার পদচ্যুত প্রধানাধ্যক্ষ্য মানবের প্রতি হানী করেননা। এক যুবা পুরুষ কর্ম্ম হইতে অবসর হইলে সিংহ পুরুষের ন্যায় ঈশ্বরের রাস্তাতে গমন করেন কিন্তু প্রাচীন লোকে এরূপ হননা তিনি গৃহের কোন হইতে নড়িতে অশক্ত হন।

চতুরধিকশততম নিয়ম।

লোকেরা একজ্ঞানী মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভগবান এ ভূমণ্ডলে যত বৃক্ষাদির সৃজন করিয়াছেন ইহাদিগের মধ্যে অনেক এবং ফলবান বৃক্ষ আছে, কেবল সাইপ্রেশনামক বৃক্ষটি স্বাধীন অর্থাৎ ইহাতে কোন ফল ধরেনা, এবং আকারেও পরিবর্ত্তন হয়না ঐজ্ঞানী উত্তর করিলেন বৃক্ষাদির আকারে পরিবর্ত্তন ও ফলের উৎপত্তির জ্ঞান আছে কোন সময়ে অনেক বৃক্ষাদিকে দেখা যায় যে নব নব শাখা [illegible]বাদী নির্গত হইয়া ফলভরে লুণ্ঠীত হইতে থাকে। আবার কোন সময়েপত্রহীন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় দর্শন হয়, কিন্তু সাইপ্রেশ বৃক্ষের ন্যায় কোন বৃক্ষ প্রকাশ পায়না ইহা চিরকাল একি প্রকার থাকে এই হেতু বলি তোমার অন্তঃকরণ যেন অন্য বৃক্ষের ন্যায় না হয়। যাহারা বৎসরের মধ্যে আকারে পরিবর্ত্তন হয় ইহা যেন সাইপ্রেশ বৃক্ষের ন্যায় একি প্রকার থাকে, কারণ যে বস্তু অচিরস্থায়ী তাহাতে অন্তঃকরণ স্থির রাখা কর্ত্তব্য নয়। খালিপজাতিরা বোগদাদ নগরের রাজত্ব একেবারে পরিত্যাগ করিলেন যখন তাহারা দেখিলেন যে টাইগ্রীশ নদীর বন্যার

দ্বারা ঐ নগর সর্ব্বদা মগ্ন হইতে লাগিল। দাতৃত্ব করিতে যদি পারক হও খর্জ্জুর বৃক্ষের অনুরূপ কর কিন্তু ইহাতে অপারক হইলে সাইপ্রেশ বৃক্ষের ন্যায় স্বাধীন হইও।

পঞ্চাধিকশততম নিয়ম।

পৃথিবীর মধ্যে কেবল এই দুই ব্যক্তি শোক সঙ্গে লইয়া মরিয়া যে যায় অর্থাৎ এক ব্যক্তির অর্থ আছে অথচ ভোগ করিলেননা এবং অন্যব্যক্তির উত্তম জ্ঞান আছে কিন্তু তাহা ব্যবহার করিলেননা। পণ্ডিত ব্যক্তি কৃপণতা কখন দেখা যায়না এই হেতু তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে কেহই চেষ্টা করেননা। কিন্তু এক ভদ্রলোকের দুই শতদোষ থাকিলেও তাহার ভদ্রতায় ঢাকিয়া রাখে।

সমাপ্ত।

জগদীশ্বরের সহায়তার দ্বারা এই পুস্তকের নাম দেওয়া গেল গোলেস্তা অর্থাৎ কুসুম উদ্যান একণে সমাপ্ত হইল। সকল গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের এই একটী রীতি আছে যে সাবেক গ্রন্থ কারক দিগের রচনা হইতে ঋণ করিয়া কবিতা প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু আমার এই পুস্তক রচনার মধ্যে আমি ঐসকল গ্রন্থকারকদিগের রীতির পশ্চাদ্বর্ত্তী হই নাই কারণ এক নূতন বস্ত্র যাচিঞা করিয়া পরিধান করা অপেক্ষা আপনার গলিত বস্ত্র পরিধান করা উৎকৃষ্ট। সাদির কথাসকল অধিকাংশ আনন্দ জনক এবং সু রসেতে মিশ্রিত আছে তাহা অধ্যয়নে বোধ হইতে পারিবে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অনেক ক্ষীণ দৃষ্টি লোকেরা যথার্থ না বুঝিয়া অপযশ করিয়া থাকেন, তাহাতে বলাযায় যে ইহা জ্ঞানীর কার্য্য নয় যে অনর্থক অনুধাবনে বিবেচনা ক্ষয় করেন এবং বিনা লভ্যে দীপের ধূম সহ্য করেন, সে যাহাহউক জ্ঞানীদিগের প্রফুল্ল অন্তঃকরণে ইহা বোধ হইতে পারিবে যে পরোপকারীর ন্যায় মুক্তা সকল ইহার ভাবের রজ্জুতে গাঁথা আছে এবং উপদেশ স্বরূপ কটু ঔষধ মধুর সহিত মিশ্রিত আছে এই হেতু পাঠকবর্গে ইহা অধ্যয়নে বিরক্ত হইবেননা। আমি ইহার যথা স্থানেতে আমার সাধ্যানুসারে সুপরামর্শ দান করিয়াছি এবং ইহা রচনাতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছি একণে প্রার্থনা

এই যে কোন ব্যক্তি আমার এ রচিত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন, তিনি যেন অগ্রে ঈশ্বর সন্নিধানে আমার নিমিত্ত দয়া এবং ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অস্মদ দেশীয় ভূপালের বিশেষ সহায়তার দ্বারা এই পুস্তক সমাপ্ত হইল যিনি সর্ব্ব বিধায়ে উৎকৃষ্ট এবং দয়াবান ভগবান যেন তাঁহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন ইতি।

সমাপ্ত।

MOHEARY PUBLIC LIBRARY
মহীয়াড়ি
সাধারণপুস্তকালয়
সন ১২৯৩
EST. 1886